অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ

বা

সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম্ম

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি
অনুদিত ও সম্পাদিত

[মূল্য দুই টাকা মাত্র

Published by
U. R. MUTSUDDI & SON
and
Printed at the BANI PRESS, Chittagong,
by A. M. Bhattacharjee.

প্রাপ্তিস্থান—
পীতাম্বর সাহা,
বক্সীর হাট রোড, চট্টগ্রাম।
কিম্বা
বীণাপাণি মুৎসুদ্দি
পাথরঘাটা, নালন্দা-নিবাস
চট্টগ্রাম।

বাণী প্রেস, টেরিবাজার, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহার আদর্শ ও উপদেশ আমাকে বৌদ্ধ-দর্শনালোচনায়
অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং জীবনের আশায়-নিরাশায়,
সুখে-দুঃখে সে আলোচনায় রত রাখিযাছে
এবং
যাঁহার শুভেচ্ছায়
"অভিধম্মত্থ-সঙ্গহের"
সটীক বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশ
আজ বাস্তবে পরিণত হইল,
আমার সেই
বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্মোৎসাহী, পরহিতব্রতী
পিতৃদেব
স্বর্গীয় হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দি মহাশয়ের
পুণ্য-স্মৃতি-উদ্দেশ্যে
এই-দার্শনিক গ্রন্থখানি ভক্তিসহকারে
উৎসর্গিত হইল।

মুখবন্ধ

পালিভাষায় বিরচিত পরিভাষা-জাতীয় অভিধর্ম্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে আচার্য্য অনুরুদ্ধ-কৃত "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহের" স্থান অতি উচ্চে। গ্রন্থের নামানুসারে ইহা অভিধর্ম্মের একটি অর্থ-সংগ্রহ বা সার-সংগ্রহ। দাক্ষিণাত্যের চোল দেশবাসী আচার্য্য বুদ্ধদত্ত-কৃত "রূপারূপ-বিভাগ" এ জাতীয় একখানি ক্ষুদ্রকায় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহের" রচয়িতা আচার্য্য অনুরুদ্ধও দাক্ষিণাত্যবাসী। গ্রন্থদ্বয়ের তুলনা করিলে দেখা যায়, অনুরুদ্ধ-কৃত "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহের" বিষয়-বিন্যাস নিপুণতর এবং ইহার পরিচ্ছেদের সংখ্যাও অধিকতর। সমগ্র অভিধর্ম্ম-পিটক এবং উহার অর্থ-কথাদির (ভাষ্যাদির) মধ্যে অভিধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট, ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়াছে ঐ সমস্তের সার-সঙ্কলন "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহে"। উপরন্তু আচার্য্য অনুরুদ্ধের গ্রন্থে অভিধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের অতিরিক্ত বিচার এবং আলোচনাও দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, পালি অভিধর্ম্ম-সাহিত্যের মধ্যে যুগপরম্পরায় সঞ্চিত ও পরিবর্দ্ধিত অভিধর্ম্ম-জ্ঞান ইহাতে একটা পরিণত আকার ধারণ করিয়াছে। প্রধানতঃ ইহারই উপর নির্ভর করিয়া উত্তরকালে সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে, বিশেষতঃ শেষোক্ত দেশে; অভিধর্ম্মের তত্ত্ব সমূহ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। শুধু পালিতেই ইহার উপর চারিখানি টীকাগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে; যথা:— (১) সিংহলের স্থবির বিমলবুদ্ধি-কৃত "পোরাণ-টীকা," (২) সুমঙ্গল-কৃত "অভিধম্মত্থ-বিভাবনী", (৩) ব্রহ্মদেশীয় স্থবির

সদ্ধর্ম্মজ্যোতিপাল-কৃত "সংখেপ-বণ্ণনা," এবং (৪) লেডি সায়াদ-কৃত "পরমত্থ-দীপনী"। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় বিরচিত টীকা, দীপনী, মধু, গণ্ঠি ও আকৌ গণনাতীত বলিলেও চলে।

বর্ত্তমান সময়ে পরলোকগত শোয়ে জান্ আঁও (Shwe Zan Aung) তাঁহার "Compendium of Buddhist Philosophy" নামক সুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থে, এবং ইহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহ" এবং পালি "অভিধর্ম্মের" অতি বিশদ ও সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। উহারই সাহায্যে সম্প্রতি ব্রহ্মচারী গোবিন্দ্ জর্ম্মণ-ভাষায় "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহের" অনুবাদ ও সারার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সিংহল হইতে ডাঃ ডে সিল্‌ভা ইংরাজী ভাষায়, উক্ত গ্রন্থের যে অনুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শোয়ে জান্ আঁওয়ের গ্রন্থেরই হুবহু নকল, অথচ তন্মধ্যে ভুলেও কোথাও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই।

বাংলা-ভাষায় এই গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা সমেত সুবোধ্য অনুবাদের একান্ত অভাব ছিল। ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ই সর্ব্বাগ্রে এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকের অপর গুণাগুণ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে সুফল এই হইয়াছিল যে, তাহা দ্বারা — সুগভীর অভিধর্ম্ম-জ্ঞানপূর্ণ "অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহের" প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

যে দিন বর্ত্তমান অনুবাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি মহাশয় পুনরায় "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহের" অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন জানিতে পারি, সে দিন হইতে বিশেষ আশা ও আগ্রহের সহিত সম্পূর্ণ আকারে তাহা মুদ্রিত দেখিবার জন্য অভিলাষী হই। তাঁহার প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই ছিল, যেন তাঁহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল, বিশদ ও সুবোধ্য হয়। মূলগ্রন্থ এবং ইহার আলোচ্য বিষয়গুলি যেরূপ দুরবগাহ,

আমি আশা করিতে পারি নাই যে, তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত তাহা বাংলার পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন। তবে ভরসা এই ছিল যে, মুৎসুদ্দি মহাশয় শুধু বাংলা ভাষায় সুলেখক নহেন, তিনি ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়ও বিশেষ পারদর্শী। বিশেষতঃ কার্য্য ব্যপদেশে তিনি বহু বৎসর অভিধর্ম্ম-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া, তথাকার অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা অভিধাম্মিকগণের সান্নিধ্য লাভে অভিধর্ম্ম অধ্যয়ন ও আলোচনার সুযোগগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসার পরও তিনি তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের বিবিধ অন্তরায়ের মধ্যেও যথাসাধ্য অভিধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন। এতদিন পরে তাঁহার দ্বারা দুঃসাধ্য কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলি পাঠ করিয়া বাংলার পাঠক-পাঠিকা অভিধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহে অনায়াসে প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন। সত্যই তাঁহার দ্বারা বাংলার একটি মহা অভাব পূর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। তিনি আমাকে তাঁহার এই অমূল্য এবং সারগর্ভ পুস্তকের "মুখবন্ধ" লিখিতে অনুরোধ করিয়া আমাকে যারপর নাই বাধিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন।

স্বনামধন্য পালি অর্থকথাকার আচার্য্য বুদ্ধঘোষের মতে "অভি" উপসর্গের অর্থ "যাহা অধিকতর"। অতএব সূত্রাতিরিক্ত ধর্ম্ম বা বুদ্ধোপদেশই অভিধর্ম্ম। (অত্থসালিনী)। যাহা সূত্র-পিটকে সাধারণ ভাবে উপদিষ্ট, তাহা অভিধর্ম্ম-পিটকে অসাধারণ ভাবে বিভাজিত, বিশ্লেষিত, আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক আচার্য্য বুদ্ধদত্ত তাঁহার "রূপারূপ-বিভাগ" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অভিধর্ম্মের প্রধান প্রতিপাদ্য মাত্র চারিটি বিষয়, যথাঃ— চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ব্বাণ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মাত্র দুইটি বিষয়, যথাঃ— রূপ ও অরূপ। "অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহের" প্রথম পরিচ্ছেদের নাম— চিত্ত-সংগ্রহ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়

চারি ভূমি-ভেদে চিত্তের শ্রেণী-বিভাগ, অর্থাৎ চিত্ত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম— চৈতসিক-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় চৈতসিক সমূহের শ্রেণী-বিভাগ,— অর্থাৎ চৈতসিক। তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম প্রকীর্ণ-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় চৈতসিক ভেদে চিত্তের সংখ্যা-নির্ণয় এবং চিত্তের বেদনা, হেতু, কৃত্য, দ্বার, আলম্বন ও বাস্তু-সংগ্রহ,— অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক ও রূপ। চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম বীথি-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যক্তিভেদে ও ভূমিভেদে চিত্ত বীথি,— অর্থাৎ চিত্ত। পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম— বীথি-মুক্ত চিত্ত-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় চতুর্ব্বিধ ভূমি, প্রতিসন্ধি, কর্ম্ম, ও মরণোৎপত্তি এবং ভবাঙ্গ-চিত্ত, অর্থাৎ রূপ ও চিত্ত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম— রূপ-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় রূপের শ্রেণী-বিভাগ, রূপোৎপত্তির ক্রম ও নির্ব্বাণ,— অর্থাৎ রূপ ও নির্ব্বাণ। সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম— সমুচ্চয়-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সংখ্যা-বদ্ধভাবে রূপারূপের নামকরণ, শ্রেণী-বিভাগ ও গণনা, — অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক ও রূপ। অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম— প্রত্যয়-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও প্রস্থান নিয়মে রূপারূপের উৎপত্তি-ক্রম এবং সম্বন্ধ নির্ণয়,— অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক ও রূপ। নবম পরিচ্ছেদের নাম কর্ম্মস্থান-সংগ্রহ ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি অনুশীলন দ্বারা চিত্ত ও জ্ঞানের বিশুদ্ধি সাধন ও বিমুক্তি লাভ,— অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক ও নির্ব্বাণ। এ ভাবে বিচার করিলে "অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহের" আলোচ্য বিষয়গুলিও ঘুরে ফিরে চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ব্বাণ।

মুৎসুদ্দি মহাশয় অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রত্যেক পরিচ্ছেদের মূলানুগত অনুবাদের পর সংক্ষেপার্থ বর্ণনা ও অনুশীলনী সংযোজিত করিয়া তাঁহার পুস্তকখানিকে সাধারণ এবং অসাধারণ সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট সুগম এবং সুখ-পাঠ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

সংক্ষেপার্থ বর্ণনাগুলি যেমন তাঁহার প্রখর চিন্তাশীলতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে, অনুশীলনী (পঞ্হ-পুচ্ছক) গুলিও তেমন তাঁহার চিন্তার সূক্ষ্মতা এবং বিশ্লেষণ-ক্ষমতার দেদীপ্যমান প্রমাণ স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বের জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে পারিনা।

বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত আর্য্য-ধর্ম্ম মনোবিজ্ঞান-সম্মত এবং নীতি-প্রধান। অপরদিকে ইহা বিভজ্য-বাদ; ইহার সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মের বিশ্লেষণ; লক্ষণ দ্বারা ধর্ম্মসমূহের নানাকরণ বা প্রকারভেদ এবং উপযুক্ত প্রজ্ঞপ্তি বা পরিভাষা দ্বারা জ্ঞেয় এবং চিন্তেয় বিষয় সমূহের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটকদ্বয়ে অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বুদ্ধঘোষ ইহাদের প্রত্যেকটিকে "নয়-সাগর" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান-সম্মত ও নীতি-প্রধান আর্য্য-ধর্ম্মের মূলসূত্র "ধম্মপদের" যমক-বর্গের প্রথম গাথাদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং"। ১

"মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী"। ২

"মনঃপূর্ব্ব ধর্ম্ম যত, মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়।
প্রদুষ্ট মনেতে যদি কেহ কথা কয়
কিম্বা কার্য্য করে, তাহে দুঃখ উপজয়;
পদে পদে জাত-দুঃখ সম্ভাবিত হয়,
যানযুক্ত চক্র যথা আবর্ত্তিত হয়
অনুসরি' যান-বাহী জন্তু পদদ্বয়"। ১

"মনঃপূর্ব্ব ধর্ম্ম যত, মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়।
প্রসন্ন মনেতে যদি কেহ কথা কয়
কিম্বা কার্য্য করে, তাহে সুখ উপজয়;
সঙ্গে সঙ্গে জাত-সুখ সম্ভাবিত হয়
ছায়া যথা দেহ সনে অবিচ্ছিন্ন রয়"। ২

এ স্থলে মন হইতেছে চিত্ত বা বিজ্ঞান; ধর্ম্ম চৈতসিক, বেদনারূপে সুখ-দুঃখও চৈতসিক; ভাষা ও কার্য্য মনের বাহ্য অভিব্যক্তি,— অতএব রূপ। সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ, সুখ-দুঃখাতীত পরম সুখই নির্ব্বাণ। অভিধর্ম্মেই উদ্ধৃত উক্তিদ্বয়ের মনোবিজ্ঞান-সম্মত বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সাধনার চারি প্রধান উদ্দেশ্য :—

(১) উৎপন্ন অকুশলের ক্ষয়-সাধন;

(২) অনুৎপন্ন অকুশলের অনুৎপাদন;

(৩) অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদন; এবং

(৪) উৎপন্ন কুশলের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন।

পাপ হইতে বিরতি এবং দানাদি পুণ্যকার্য্য বাহ্যাচার; ইহাতে পাপ-অকুশল সমূলে উৎপাটিত হয় না। সমূলে উৎপাটিত না হইলে যেমন বৃক্ষের, তেমন অকুশলের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। সর্ব্ব সুখ-দুঃখের মূলে নন্দি-রাগ বা ভবতৃষ্ণা, অবিদ্যা বা মোহ। এই দুইয়ের অশেষ নিরোধ করিতে না পারিলে চিত্ত পুনরায় সুখ-দুঃখের অধীন হইতে পারে। অতএব অবিদ্যা ও তৃষ্ণার মূলীভূত আসব ও অনুশয় বিনষ্ট করা আবশ্যক। নিকায়ের ভাষায় বলিতে গেলে, যেমন তালবৃক্ষ শিরশ্ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহা বিরূঢ় হইতে পারে না, তেমন ভাবেই যে সকল আসব সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, সদরথ, দুঃখ-পরিণামী, অনাগতে জন্ম-জরা-

মরণ আনয়নকারী, তৎসমস্ত প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষ-বিহীন তালবৃক্ষে পরিণত, অস্তিত্ব-বিরহিত ও অনাগতে অনুৎপাদধর্ম্মী করা আবশ্যক।

এই জন্যই মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের সাহায্যে এত গভীর ভাবে, সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে "নাম-রূপের" স্বভাব, লক্ষণ, শ্রেণী বিভাগ, কার্য্য, উৎপত্তি ও নিরোধের ধারা ও ক্রম এবং পরস্পর সম্বন্ধ ইত্যাদি জ্ঞানতঃ জানা আবশ্যক। এহেন প্রয়োজন-প্রসূত মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান আর্য্য-সংস্কৃতিতে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধগণের একটা শ্রেষ্ঠ দান।

নীতিমূলক এবং নীতি প্রধান বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বের মূল স্বীকার্য্য বস্তু এই যে, "চিত্ত (প্রাকৃতিক মন) স্বভাবতঃ প্রভাস্বর (নির্ম্মল, নিরঞ্জন) আগন্তুক-দোষেই তাহা প্রদুষ্ট হয়"। আগন্তুক-দোষ হইতেছে আসব বা আস্রব যাহা সুপ্তাকারে থাকিয়া "অনুশয়" উৎপাদন করে। আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যগুলি বিভিন্ন-অনুশয়েরই পর্য্যুত্থান বা বাহ্য-প্রকাশ। যদি আসবগুলি চিত্তের পক্ষে আগন্তুক-দোষ হয়, চিত্ত পুনরায় তাহাদের কবল হইতে মুক্তি অথবা বিমুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহারই জন্য মধ্যম-নিকায়ের রথ-বিনীত-সূত্রে সপ্ত বিশুদ্ধির অবতারণা। সপ্ত বিশুদ্ধির বিশদ আলোচনা "বিসুদ্ধি-মগ্‌গের" প্রজ্ঞা-নির্দ্দেশে এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা "অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহের" ৯ম পরিচ্ছেদে। সপ্ত বিশুদ্ধি মুখ্যতঃ ত্রি-বিশুদ্ধি, যথা :— শীল, চিত্ত ও জ্ঞান। শীল-বিশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় "প্রাতিমোক্ষ-সংবরাদি" শীলসমূহের যথাযথ আচরণ ও অনুশীলন; চিত্ত-বিশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তির অভ্যাস, অর্থাৎ "শমথ-ভাবনা"; এবং জ্ঞান-বিশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় "বিদর্শন-ভাবনা"।

বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোকতো উব্ভতো।
"পরিপফন্দতীদং চিত্তং মারধেয়ং পহাতবে"॥ ধম্মপদ ৩৪

"বারি হ'তে স্থলোৎক্ষিপ্ত বারিজ যেমন
করে ছট্‌ফট্‌ হায়, চিত্তও তেমন
মার-গ্রাহ ত্যজিবারে হয়রে চঞ্চল"।

মাছ যেমন স্বস্থান জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইলে, মৃত্যুভয়ে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, আমাদের চিত্তও তেমন ইহার স্বাভাবিক নির্ম্মল অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া অস্বাভাবিক অবস্থা ও ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে চঞ্চল হয়, — পূর্ব্ব স্বাভাবিক অনাবিল অবস্থা ফিরিয়া পাইবার জন্য। অতএব চিত্ত যখন চঞ্চল হয়, ছট্‌ফট্‌ করে তখন বুঝিতে হইবে যে, চিত্ত এক অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়িয়া, সংক্লেশাধীন হইয়া নিজের বিমুক্তি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। মনোদ্বারের ঊর্দ্ধে বীথি-যুক্ত গতিতে অবস্থান চিত্তের পক্ষে অস্বাভাবিক, — যখন ইহা সুখ-দুঃখ, কুশলাকুশল প্রভৃতির সহিত বিজড়িত হয়, পঞ্চোপাদান-স্কন্ধের গণ্ডীতে বিচরণ করে, সংসারাভিমুখী হয়; এবং মনোদ্বারের নিম্নে বীথি-মুক্ত গতিতে অবস্থান চিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক, — যখন ইহা সুখ-দুঃখ, কুশলাকুশলের সীমার বাহিরে নির্ব্বাণালম্বী হইয়া পরমানন্দে থাকে। বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "লঙ্কাবতার সূত্রের" ভাষায় বলিতে গেলে, "স্বগতিতে স্থিত বারিধি যেমন বায়ু-প্রহত হইলে তরঙ্গায়িত হয় এবং তরঙ্গগুলি ঠিক বারিধিও নয়, বারিধি হইতে বিভিন্নও নয়, স্বপ্রবাহে স্থিত বিজ্ঞানও তেমন বিষয়-বাত্যাহত হইলে তরঙ্গায়িত হইয়া চক্ষু-বিজ্ঞানাদি বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় এবং ঐ বিজ্ঞানগুলি ঠিক্‌ আলয়-বিজ্ঞানও নয়, — তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নও নয়।

এভাবে বিচার করিলে ভবাঙ্গ-চিত্ত, উহার যত পরিণতি, যত কার্য্য, তৎ সহগত, তৎ সহজাত, তৎ সম্প্রযুক্ত যত ধর্ম্ম বা চৈতসিক, তদবলম্বীয় যত আলম্বন বা বিষয় সমস্তই "চিত্ত" অথবা "চিত্তগত"।

এরূপ এক ব্যাপক অর্থেই আচার্য্য বুদ্ধঘোষ "চিত্ত" শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার "অত্থসালিনী" নামক প্রসিদ্ধ অর্থ-কথায়। "ধম্মপদের" পূর্ব্বোদ্ধৃত গাথাদ্বয়েও ধর্ম্মসমূহকে মনোময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মুৎসুদ্দি-মহাশয় চিত্তের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সঙ্কীর্ণভাবে "যাহা [আলম্বন] চিন্তা করে তাহাই চিত্ত। * * * "চিন্তা করে" অর্থ আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বন জানে, আলম্বন অবগত হয়" মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও (পৃঃ ১২), তিনি তাঁহার পুস্তকের বহুস্থানে চিত্তকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন।

চিত্তের আবরক ধর্ম্মগুলির সাধারণ নাম "নীবরণ"। উহারা সংখ্যায় পাঁচ এবং উহাদের নাম যথাক্রমে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য ও বিচিকিৎসা। ধ্যানের প্রারম্ভেই এই পঞ্চ নীবরণকে নিরস্ত করিতে হয়, তাহা করিবার উপায় ধ্যানের পঞ্চ অঙ্গ, যথা :— বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা। মুৎসুদ্দি-মহাশয় সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন কিরূপে বিতর্ক স্ত্যান-মিদ্ধের, বিচার বিচিকিৎসার, প্রীতি ব্যাপাদের, সুখ ঔদ্ধত্য-কুকৃত্যের এবং একাগ্রতা কামচ্ছন্দের প্রতিপক্ষ বা বিরোধী ধর্ম্ম হয় (পৃঃ ৩৭)। চিত্তের গভীরতর স্তরে নীবরণগুলি অবরভাগীয় সংযোজন এবং আরও অধিক গভীর স্তরে ঊর্দ্ধভাগীয় সংযোজন রূপে প্রতীয়মান হয়। নীবরণ অবস্থায় পঞ্চ আবরক ধর্ম্মকে নিরস্ত করিতে শ্রদ্ধাদি যে পঞ্চগুণের প্রয়োজন হয়, অবরভাগীয় সংযোজন অবস্থায় উহাদের সহিত যুঝিতে হইলে উক্ত পঞ্চগুণকে "ইন্দ্রিয়ে" এবং ঊর্দ্ধভাগীয় অবস্থায় উহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে

হইলে উহাদিগকে "বলে" পরিণত করিতে হয়। ধ্যান, সমাধি এবং সমাপত্তিই উহাদিগকে নিরস্ত, পরাজিত ও পরাভূত করিবার উপায় স্বরূপ—পঞ্চগুণকে ক্রমে "ইন্দ্রিয়ে" ও "বলে" পরিণত করে।

অভিধর্ম্মের ধর্ম্ম-সংগ্রহাংশ আপাত দৃষ্টিতে বড়ই এলোমেলো মনে হইবার কথা। উহাদিগকে সুসজ্জিত এবং সুশৃঙ্খলিত করিতে হইলে মনে করিতে হইবে যে, ধর্ম্ম-সাধনা, জ্ঞান-সাধনা এবং কর্ম্ম-সাধনার প্রধান অন্তরায় হইতেছে বিচিকিৎসা, সংশয় বা সন্দেহ। এই বিচিকিৎসার দুইটি দিক্ এবং প্রত্যেক দিকে দুইটি অংশ আছে। বাম দিকে প্রথমাংশে চারি চেতখিল এবং বহিরাংশে অশ্রদ্ধা; ডানদিকে প্রথমাংশে তমিস্রা এবং বহিরাংশে অবিদ্যা। চেতখিলের প্রতিপক্ষ যে শ্রদ্ধাগুণ উহার লক্ষণ সম্প্রস্কন্দন, উল্লম্ফন বা উচ্চাভিলাষ এবং অশ্রদ্ধার প্রতিপক্ষ যে শ্রদ্ধাগুণ — উহার লক্ষণ সম্প্রসাদ বা চিত্তের সরল বিশ্বাস। তমিস্রার প্রতিপক্ষ যে প্রজ্ঞাগুণ উহার লক্ষণ মনস্কার এবং অবিদ্যার প্রতিপক্ষ যে প্রজ্ঞাগুণ উহার লক্ষণ ছেদন। অবরভাগীয় বিচিকিৎসা-সংযোজন পরিহারের উপায় দর্শন-সম্পদ, স্রোতাপন্নের দৃষ্টিতে নির্ব্বাণ-দর্শন এবং ঊর্দ্ধভাগীয় বিচিকিৎসা-সংযোজন পরিহারের উপায় ভাবনা,— শমথ ও বিদর্শন। বিচিকিৎসার সহিত উহার অনুকূল ও প্রতিকূল ধর্ম্মগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির অভিধর্ম্ম-বর্ণিত লক্ষণ, কৃত্য, রস, পদস্থান ও প্রত্যুপস্থান (চরম পরিণতি) লক্ষ্য করিয়া এবং উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধগুলি বিচার করিয়া — অভিধর্ম্ম-পাঠে অগ্রসর হইলেই ধর্ম্ম-সংগ্রহের বিশেষত্ব ও পারিপাট্য পরিস্ফুট ও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মনোবিজ্ঞান মাত্রেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় নাম, অরূপ, চিত্ত, চৈতসিক ও নির্ব্বাণ; অর্থাৎ মন, মনোজীবন ও মনের অন্তর্ভুক্তি। রূপ, দেহ অথবা জড়ের সহিত ইহার গৌণ সম্বন্ধ মাত্র,

মুখ্য সম্বন্ধ নহে। মনোবিজ্ঞান-উদ্ভাবনের পথে কতকগুলি বাধা আছে। প্রথম বাধা, রূপের পরিভাষায় অরূপকে, দেহের পরিভাষায় মনের ব্যাপারগুলিকে প্রকাশ করিতে হয়। দ্বিতীয় বাধা, যখনই কোন মনের ব্যাপার ঘটে, চিত্ত-চৈতসিক সমস্তেরই সম্মিলনে তাহা ঘটে। এই ব্যাপারের মধ্যে আলম্বন বা বিষয়ও এক, [illegible] বা আধারও এক। চিত্ত-চৈতসিক কোনটি পূর্ব্বে কোনটি পরে না হইয়া যুগপৎ অবিচ্ছেদ্যরূপে সমুদিত হয়। এ জাতীয় ব্যাপারগুলি ক্রমাগত প্রত্যবেক্ষণ বা মানসিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া, বিশ্লেষণ দ্বারা ঐগুলিকে বিশ্লেষিত করিয়া চিত্ত-চৈতসিকাদির স্বরূপ ও সম্বন্ধাদি নির্ণয় করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য বুদ্ধঘোষ তাঁহার "অথসালিনী" নামক অভিধর্ম্ম-অর্থকথায়, "মিলিন্দ-প্রশ্ন" নামক গ্রন্থ হইতে স্থবির নাগসেনের মত উদ্ধৃত করিয়া, নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"যদি নানা প্রকারের জল কিম্বা নানা প্রকারের তৈল এক পাত্রে ঢালিয়া, সারাদিন মন্থন করিয়া, উহাদের বর্ণ, গন্ধ ও রসের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া, (নাসিকা দ্বারা) আঘ্রাণ করিয়া, অথবা (জিহ্বা দ্বারা) আস্বাদন করিয়া উহাদের নানাকরণ (পার্থক্য-নির্ণয়) সম্ভব হয়, তাহাও কঠিন কাজ বলিয়া লোকে বলে। কিন্তু সম্যক্ সম্বুদ্ধ একালম্বনে স্থিত অরূপী চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্মসমূহের প্রত্যেকটিকে (যথাযথ লক্ষণ দ্বারা) পৃথক করিয়া এবং ভাষায় প্রকাশের জন্য উপযুক্ত প্রজ্ঞপ্তি (পরিভাষা) উদ্ভাবন করিয়া অতি কঠিন কাজ করিয়াছেন। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান স্থবির নাগসেন (মিলিন্দ রাজাকে বলিয়াছেন :—) "মহারাজ! ভগবান অতি দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এইজন্য যে, তিনি একালম্বনে বর্ত্তমান অরূপী চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্মসমূহের ব্যবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন :— ইহা স্পর্শ, ইহা বেদনা, ইহা সংজ্ঞা, ইহা চেতনা ইহা চিত্ত।"

এই মনোবিজ্ঞানের পশ্চাতে কতকগুলি বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা :—

(১) প্রতীত্য-সমুৎপাদ, হেতু-প্রত্যয়তা, কার্য্য-কারণতা :— উহা থাকিলে ইহা হয়, উহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি হয়, উহা না থাকিলে ইহা হয় না, উহার নিরোধে ইহার নিরোধ হয়। অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহের ভাষায়, তদ্ভাব-তদ্ভাবী। মাত্র একটি হেতু বা কারণ বশে কিছুই ঘটে না। প্রত্যয়-সামগ্রী বা কারণ-সমবায়েই সকল ঘটনা ঘটে; সর্ব্ব-ব্যাপার সাধিত হয়। এই যোগাযোগের মধ্যেই ব্যাপার-সাধনের সামর্থ্য থাকে, তদতিরিক্ত কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না। (অত্থসালিনী)

(২) নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধাতিরিক্ত কোন আত্ম-পদার্থ নাই। মানব-দেহের মধ্যে এমন কোন আত্মা বা বেত্তা নাই যাহা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন এক ইন্দ্রিয়কে দ্বার স্বরূপে গ্রহণ করিয়া দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। মানব-দেহের যেরূপ অধিষ্ঠান বা অবস্থান উহাতে চক্ষু-শ্রোত্রাদি প্রত্যেক অন্তরায়তন বা ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্রতাও যেমন আছে, স্বাতন্ত্র্যও তেমন আছে। যদি তাহা না হইবে, তবে কোন বস্তু জিহ্বার সীমা অতিক্রম করিয়া উদরে প্রবিষ্ট হইলে আমরা উহার তিক্ততা বা মিষ্টতা অনুভব করিতে পারি না কেন? (মিলিন্দ-পঞ্হো)

(৩) কোন বস্তু একাকী উৎপন্ন হয় না। যখন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তখন উহার সহিত কতকগুলি চৈতসিক এবং দৈহিক ক্রিয়া ও অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়। যেখানে স্পর্শ উৎপন্ন হয়, সেখানে উহার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বেদনাদি চৈতসিক বা মানসিক ধর্ম্মগুলিও কম বেশী উৎপন্ন হয়। রূপের ক্ষেত্রেও যেখানে "পৃথিবী" উৎপন্ন হয় সেখানে উহার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে অপ্, তেজ ও বায়ু কম বেশী উৎপন্ন হয়। (অত্থসালিনী)

(৪) নাম-রূপের মধ্যে "অন্যোন্য" সম্বন্ধ। যেমন চিত্তোৎপাদের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দৈহিক ব্যাপার ঘটে, তেমন দৈহিক ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মানসিক ব্যাপার ঘটে। এই অর্থে "কাযন্বযং৺ চিত্তং হোতি, চিত্তন্বযো কাযো হোতি"। (মজ্‌ঝিম-নিকায, উপালি-সুত্ত)। যেমন একদিকে চক্ষু-শ্রোত্রাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈকল্য ঘটিলে দর্শন-শ্রবণাদি চিত্তের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারেনা, তেমন অপরদিকে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তিতে চিত্ত-বৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটিলে সর্ব্ব বাক্‌সংস্কার (বচন-ক্রিয়া) এবং কায়-সংস্কার (দৈহিক-ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন, প্রাণ-ক্রিয়া ইত্যাদি) নিরুদ্ধ হয়। (মজ্‌ঝিম-নিকায, মহাবেদল্ল ও চুল্ল বেদল্ল সুত্ত)।

বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত "রূপ" কি ? "রূপ" শব্দে সাধারণতঃ বুঝায় জীব-জগৎ, জড় জগৎ, জীবন্ত দেহ, মৃত দেহ এবং তৎসম্পর্কিত সব কিছু। মৃত দেহ বিজ্ঞান-রহিত, শুষ্ক কাষ্ঠবৎ অচেতন, অতএব উহা জড়-জগতেরই অন্তর্গত। এই দেহ এবং ইহার সংস্থানাদি প্রত্যক্ষ শারীর-বিজ্ঞানের (Anatomy-র) আলোচ্য বিষয়। মনোবিজ্ঞানে দেহের সংস্থানাদি আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। জীবন্ত দেহের মধ্যে চক্ষু-শ্রোত্রাদি পঞ্চ অন্তরায়তন বা জ্ঞানেন্দ্রিয় চিত্তের অভিব্যক্তির পক্ষে দ্বার স্বরূপ। উহাদেরই মধ্য দিয়া জীব অথবা জড়-জগতের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যদি শুধু চক্ষুরায়তনকে বিচার্য্য বস্তুরূপে গ্রহণ করি, তবে দেখি উহার প্রসাদ-অংশের সহিতই মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ, যেহেতু এই প্রসাদ-অংশ (Retina, sensitive portion) আছে বলিয়াই চক্ষু-গোচরাগত রূপ বা দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুর ঘট্টন-প্রতিঘট্টন হয়; এবং এই ঘট্টন-প্রতিঘট্টনই — চক্ষু-বিজ্ঞানের সংযোগ সহ — স্পর্শোৎপত্তির কারণ হয়। চক্ষু-শ্রোত্রাদি পঞ্চ 'অন্তরায়তন'-গ্রাহ্য রূপ-শব্দাদি বহিরায়তন-সংস্পর্শেই জড়-জগতের সহিত মনোবিজ্ঞানের

সম্বন্ধে। 'পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু এই চারিটি জড়ের মূল উপাদান বা মহাভূত বলিয়া স্বীকৃত। পদার্থ-বিজ্ঞানের (Physics এর) দৃষ্টিতে এই চারিটি দ্রব্য বা বস্তু বিশেষ। পৃথিবী অর্থে যাবতীয় কঠিন বস্তু, অপ্ অর্থে জলীয় বস্তু, তেজ অর্থে উষ্ণ বস্তু এবং বায়ু অর্থে প্রণামী বস্তু। যেমন বহির্জগতে বালুকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ প্রভৃতি, তেমন স্বদেহেও কেশ-লোম-নখাদি পৃথিবী-জাতীয় কঠিন বস্তু (মজ্ঝিম-নিকায, মহাহত্থিপদোপম সুত্ত)। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ঐ চারি মহাভূত চারি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ, যথা:—কাঠিন্য (লেডি সায়াদের মতে "ব্যাপকতা"), স্নেহত্ব, উষ্ণত্ব ও গতিশীলত্ব। বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে বিচার করিলে, যাবতীয় রূপই জীবন্ত দেহ ও জড়ের বিভিন্ন গুণ। রূপোৎপত্তির ক্রম এবং ইতর বিশেষ দেখাইবার জন্যই জীব-জগতের শ্রেণী-বিভাগ ও অধিষ্ঠান অভিধর্ম্মের আলোচ্য-বিষয় হইয়াছে।

অভিধর্ম্মে জীব-জগতের অধিষ্ঠান ও ক্রম-বিন্যাসের সাহায্যে চিত্তোৎপাদের ধারা ও ক্রম এবং চিত্ত-চৈতসিকের শ্রেণী-বিভাগ ও ইতর-বিশেষ বুঝাইবার চেষ্টা আছে। সর্ব্ব নিম্নে কাম-লোক, তদূর্দ্ধে রূপ-লোক, তদূর্দ্ধে অরূপ-লোক, তদূর্দ্ধে লোকোত্তর-জগৎ। কাম-লোকের চারি স্তর, সর্ব্ব নিম্নে নিরয়, সর্ব্ব ঊর্দ্ধে ছয় কাম-দেবলোক, মধ্যে প্রেত-লোক ও মনুষ্য-লোক। রূপ-লোকে ষোলটি বিভিন্ন স্তর, অরূপ-লোকে চারি স্তর এবং লোকোত্তর অংশে অষ্ট স্তর কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ ঐ নামীয় কোন লোক এবং উহাদের অধিবাসী কেহ আছে কিনা, এই প্রশ্নের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন দেহের উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ও ক্রম নির্দ্ধারণের জন্য ক্রম-চিহ্নিত থার্মোমিটারের, জল-বায়ুর উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ও ক্রম নির্দ্ধারণের জন্য ক্রম-চিহ্নিত বেরোমিটারের, অথবা জলের হ্রাস-বৃদ্ধি ও উচ্চতা-নীচতার ক্রম নির্দ্ধারণের জন্য ক্রম-চিহ্নিত

কাষ্ঠ-দণ্ডের ব্যবস্থা, তেমন চিত্তোৎপত্তির ক্রম এবং চিত্ত-চৈতসিকের শ্রেণীভেদ ও ইতর-বিশেষ নির্দ্ধারণের জন্যই অনেকাংশে কল্পিত জীবগণের অধিষ্ঠান ও ক্রম-বিন্যাসের ব্যবস্থা।

বৌদ্ধ-অভিধর্ম্মে চারি লোকের অনুযায়ী চারিটি ভূমি নির্দ্ধারণ করিয়া চিত্তের স্তর এবং শ্রেণী-বিভাগ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কাম-ভূমিতে বিচরণকারী চিত্তগুলি কামাবচারী, রূপ-ভূমিতে বিচরণকারী চিত্তগুলি রূপাবচারী, অরূপ-ভূমিতে বিচরণকারী চিত্তগুলি অরূপাবচারী এবং লোকোত্তর-ভূমিতে বিচরণকারী চিত্তগুলি লোকোত্তরাবচারী। মুংস্থুদ্দি মহাশয় যথার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রূপ, অরূপ ও লোকোত্তরাবচারী চিত্তগুলি ধ্যান-চিত্ত (reflective) এবং সাধারণ চিত্তগুলি কামাবচারী, অতএব অধ্যায়ী (non-reflective) এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়া কুশল অথবা অকুশল, ইহারা ক্রিয়ান্বিত অথবা বিপাকী, সংস্কারজ অথবা অসংস্কারজ, লোভ-দ্বেষ-মোহমূল অথবা অলোভ-অদ্বেষ-অমোহমূল, অর্থাৎ সহেতুক। কাম-ভূমির ঊর্দ্ধে অবস্থিত ধ্যান-চিত্ত সমূহের প্রতিক্রিয়া কুশল, অতএব তন্মধ্যে অকুশলের স্থান নাই। লোকোত্তর চিত্তগুলি জাগতিক কুশলাকুশলের অতীত, ক্রিয়ান্বিত এবং ফলপ্রসূ বটে। ক্রিয়া-চিত্তগুলির বিশেষত্ব দেখাইতে গিয়া মুংস্থুদ্দি-মহাশয় যথার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উহারা ক্রিয়ান্বিত বটে কিন্তু বিপাকী নয়। উহাদের দ্বারা মানব-চরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। অরূপ-সীমা পর্য্যন্ত চিত্তগুলি লৌকিক, যেহেতু উহারা ভবাভিমুখী, ভবাবলম্বী; লোকোত্তর চিত্তগুলি লোকোত্তর, যেহেতু উহারা নির্ব্বাণাভিমুখী, নির্ব্বাণাবলম্বী।

ধ্যান-ভূমি-অংশে নয় সমাপত্তি অনুসারে অভিধর্ম্মে চিত্তের শ্রেণীভেদ ও সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। নয় সমাপত্তির নাম যথাক্রমে প্রথম রূপ-ধ্যান-সমাপত্তি, দ্বিতীয় রূপ-ধ্যান-সমাপত্তি তৃতীয় রূপ-ধ্যান-সমাপত্তি, চতুর্থ রূপ-ধ্যান-সমাপত্তি, প্রথম অরূপ

ধ্যান-সমাপত্তি, দ্বিতীয় অরূপ-ধ্যান-সমাপত্তি তৃতীয় অরূপ-ধ্যান-সমাপত্তি, চতুর্থ অরূপ-ধ্যান-সমাপত্তি, এবং সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি। রূপ-সমাপত্তি অংশে চিত্তের চারি স্তর, অরূপ সমাপত্তি অংশে চারি স্তর এবং সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি অংশে চারি মার্গ-স্তর ও চারি ফল-স্তর। সূত্র-পিটকে বর্ণিত চারি রূপ-ধ্যান সমাপত্তিকে অভিধর্ম্ম-পিটকে এবং অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে পাঁচ রূপ-ধ্যান সমাপত্তিরূপে গণনা করা হইয়াছে। এই পঞ্চ ধ্যান-ক্রম লোকোত্তর-স্তরে প্রত্যেক মার্গে ও ফলে প্রযুক্ত করিয়া আট লোকোত্তর চিত্তকে চল্লিশ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু অরূপ-ভূমিতে নির্দ্দিষ্ট বারটি চিত্তের বেলায় উক্ত নিয়ম প্রয়োগে চিত্ত গণনার বিধি প্রদান করা হয় নাই। মুংসুদ্দি-মহাশয় ইহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—"রূপাবচর পঞ্চবিধ ধ্যানে আলম্বনের কোন পার্থক্য আবশ্যক করেনা। একবিধ আলম্বনেই পঞ্চবিধ ধ্যান উৎপন্ন হইতে পারে। * * * * * কিন্তু অরূপাবচর চিত্তে ধ্যানাঙ্গের বিবর্জ্জনতা নাই, এইজন্য এই চিত্ত সমূহ সর্ব্বথা পঞ্চম ধ্যানিক এবং উপেক্ষা ও একাগ্রতাই ইহাদের ধ্যানাঙ্গ। এই অরূপাবচর-ধ্যান-চিত্তের আলম্বনের পার্থক্য হেতু ইহা চতুর্ব্বিধ" (পৃঃ ৪৩)। আমি তাঁহার ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমার শঙ্কা হয় যে, উক্ত নিয়মে অরূপের ক্ষেত্রে চিত্ত-গণনা করিলে আপত্তি উঠিতে পারে। যদি অরূপের উর্দ্ধে লোকোত্তর ভূমিতে প্রত্যেক আলম্বন সম্পর্কে চারি অথবা পঞ্চ ধ্যান-চিত্তের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহা হইলে অরূপ-ভূমিতে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? আমার মনে হয়, এই গোলযোগের কারণ বহু পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ-সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। পালি "পঞ্চ-নিকায়ের" কতকগুলি সূত্রে পাতঞ্জল-দর্শন-অনুযায়ী চারি ধ্যান বা সমাপত্তির এবং কতকগুলি সূত্রে (দীঘ-নিকায়ের সামঞ্ঞ-ফল ও মজ্ঝিম-নিকায়ের মহা-অস্সপুর-সুত্ত)

মাত্র নয় সমাপত্তির উল্লেখও বর্ণনা আছে। এই প্রভেদের কারণ ও মীমাংসা তন্মধ্যে কোথাও দেখিতে পাই না। পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে চারি সমাপত্তির নাম যথাক্রমে সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার। তন্মধ্যে নয় সমাপত্তির উল্লেখ অথবা বর্ণনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্যার সুমীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মনে করিতে হইবে যে, আলম্বন বা ধ্যেয় বস্তু যাহাই হউক না কেন, ঐ আলম্বনে স্থিত অবস্থায় চারি; অথবা অভিধর্ম্ম গণনানুসারে পঞ্চ সমাপত্তি হইবে।

চিত্ত-চৈতসিক এবং রূপের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারও নির্ণয় করিবার সহায়তার জন্য "পট্ঠান" নামক পালি অভিধম্ম-পিটকের সপ্তম গ্রন্থে "হেতু" "আলম্বন" ইত্যাদি চব্বিশটি প্রত্যয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ প্রমুখ আচার্য্যগণের নিয়মে মুংস্বুদ্দি মহাশয় অতি সুন্দরভাবে ঐ প্রত্যয়গুলির স্বরূপ নির্দ্দেশ এবং বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানে উহাদের প্রযুজ্যতা আলোচনা করিয়াছেন। "অনন্তর" ও "সমনন্তর", "ধ্যান" ও "কর্ম্ম", "বিপাক" প্রভৃতি কতিপয় প্রত্যয়ের নির্দ্দেশ সম্পর্কে আমার বহু বক্তব্য থাকিলেও এই স্থানে উহাদের অবতারণা করিয়া মুখবন্ধের পরিসর বর্দ্ধিত করা সঙ্গত মনে করি না।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, "অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে" মনো-বিজ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আদৌ স্থান পায় নাই। তন্মধ্যে মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এই বিষয়টি "মিলিন্দ-প্রশ্ন" এবং কতিপয় প্রাচীন "উপনিষদে" কম বেশী আলোচিত হইয়াছে।

পাঠক আরও লক্ষ্য করিবেন যে, যেমন ভারতবর্ষের অন্যান্য দর্শনে, তেমন বৌদ্ধ-অভিধর্ম্মে, মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে হৃদয়-বাস্তুকে

কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া মনস্তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয় নাই। কি বৌদ্ধ-গ্রন্থে, কি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে, কি ভারতবর্ষের অপরাপর শাস্ত্র-গ্রন্থে হৃদয়, ফুস্ফুস্ এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় মিলেনা; গ্রীক্-দর্শনের অবস্থাও তথৈবচ। এই বৈজ্ঞানিক ত্রুটি স্বত্বেও "অভিধর্ম্মে" যে সকল মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা অতি বিস্ময়কর। কতিপয় স্থলে উহার নিকট আধুনিক মনোবিজ্ঞান হার মানিতে বাধ্য।

পাঠকের নিকট গ্রন্থ, গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য-বিষয়ের পরিচয় প্রদান করা মুখবন্ধ-লেখকের কর্ত্তব্যের মধ্যে। যদি এই মুখবন্ধে আমি উপযুক্তভাবে এই তিনের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়া থাকি, তাহা হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৪।৭।৪০

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

বক্তব্য

"অভিধর্ম্মত্থ-সঙ্গহের" বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষেপার্থ প্রকাশিত হইল। ইহা মুখ্যতঃ বিশাল অভিধর্ম্ম-পিটকের একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ "হাত-বই" এবং তদানুষঙ্গিক আরও কিছু। "মুখবন্ধে" ইহার যথোচিত পরিচয় আছে। ব্রহ্মদেশে যদি কেহ অভিধর্ম্ম-পিটক অধ্যয়নের ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে এই হাজার বছরের জনপ্রিয় "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহ" মুখস্থ ও অধিগত করিতে হয়। ইহাতে সমগ্র অভিধর্ম্ম-পিটক যেন তাঁহার হাতের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়ে, ইহার সপ্তখণ্ডের কোথাও তিনি দিশাহারা হন না। সেই সাত খণ্ড,—(১) ধম্ম-সঙ্গণী, (২) বিভঙ্গ, (৩) ধাতুকথা, (৪) পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি, (৫) কথাবত্থু, (৬) যমক এবং (৭) পট্ঠান।

পণ্ডিতেরা প্রমাণ পাইয়াছেন যে, "ধম্ম-সঙ্গণী", "বিভঙ্গ" এবং "পট্ঠান" এখন যেমনটি আছে, ঠিক্ তেমন ভাবেই খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ মহাপরিনির্ব্বাণের ১০০ বৎসর পরে, অর্হৎগণের বৈশালীস্থ দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতিতে অধীত হইয়াছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের ২৩৬ বৎসর পরে, ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে, তদ্রূপ "ধাতুকথা", "পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি" এবং "যমক" এখন যেমন আছে তেমনি ভাবে, পাটলিপুত্রে (পাটনায়) তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে অধীত হয়।

বাস্তবিক পক্ষে "ধম্ম-সঙ্গণী" এবং বিরাটকায় "পট্ঠানই" অভিধর্ম্মের বিশুদ্ধ সারাংশ। তন্মধ্যে "ধম্ম-সঙ্গণী" সমগ্র অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগতের যাবতীয় ব্যাপারকে অর্থাৎ চিত্ত-চৈতসিক ও রূপকে নীতি বা কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অনুসারে কুশল, অকুশল

ও অব্যাকৃতে শ্রেণীভাগ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে। এইরূপে এই খণ্ডের তিনটি প্রধান বিভাগ :— (১) চিত্ত-চৈতসিকের বিশ্লেষণ, (২) রূপের (জড়ের) বিশ্লেষণ, (৩) নিক্ষেপ, (সংক্ষেপ, পূর্ব্ব বর্ণিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)। অথবা চারিটি প্রধান বিভাগ বলিয়াও ধরা যাইতে পারে :— (১) কুশল-ধর্ম্ম ; (২) অকুশল-ধর্ম্ম ; (৩) অব্যাকৃত-ধর্ম্ম এবং (৪) নিক্ষেপ। তন্মধ্যে কুশল-চিত্তসমূহ কুশল--ধর্ম্ম ; অকুশল-চিত্তসমূহ অকুশল-ধর্ম্ম ; বিপাক-চিত্ত, ক্রিয়া-চিত্ত এবং রূপ — অব্যাকৃত-ধর্ম্ম। অব্যাকৃত মানে কুশল বা অকুশল আকারে যাহা অনির্দ্দিষ্ট। ইহাই বিশ্বের সর্ব্বস্ব এবং ধম্ম-সঙ্গণীব আলোচ্য।

ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে, "ধম্ম-সঙ্গণীর" সম্পাদন-প্রণালী মোটের উপর বিশ্লেষণ-মূলক এবং বিভঙ্গের প্রণালী বরং সংশ্লেষণ-মূলক। **"বিভঙ্গের"** আলোচ্য বিষয় :— (১) পঞ্চস্কন্ধ, (২) দ্বাদশায়তন, (৩) অষ্টাদশ ধাতু, (৪) চারিসত্য (৫) দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, (৬) প্রতীত্য-সমুৎপাদ, (৭) চারি স্মৃতি-প্রস্থান, (৮) চারি সম্যক্ প্রধান, (৯) চারি ঋদ্ধিপাদ, (১০) সপ্ত বোধ্যঙ্গ, (১১) আষ্টাঙ্গিক মার্গ, (১২) ধ্যান, (১৩) চারি অপ্রমেয়, (১৪) শিক্ষাপদ (পঞ্চশীল), (১৫) চারি প্রতিসম্ভিদা, (১৬) জ্ঞান-বিভঙ্গ, (১৭) ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ, (চিত্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ তালিকা), (১৮) ধর্ম্ম-হৃদয় বিভঙ্গ, (পূর্ব্ব বর্ণিতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)।

বিভঙ্গের প্রথম তিন অধ্যায়, — একপক্ষে ধম্ম-সঙ্গণীব পরিপূরক, অপর পক্ষে ধাতু-কথার ভিত্তিমূল। কারণ বিভঙ্গের এই তিন অধ্যায়কে ভিত্তি করিয়া, নানা দিক্ দিয়া, নানাভাবে, নানা প্রণালীতে স্কন্ধ-আয়তন-ধাতু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে চৌদ্দ অধ্যায়-ব্যাপী আলোচনাই এই **"ধাতু-কথা"**। ধাতুকথা ও পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি সপ্ত খণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র-কলেবর।

"পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি" ব্যতীত অবশিষ্ট ছয় খণ্ড 'অভিধর্ম্মের আলোচনা — "নাম-রূপের" ব্যাপারকে পারমার্থিক ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক সম্পাদন করা হইলেও এই পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তিতে ব্যবহারিক ভাবেই তথা-কথিত পুদ্গল বা ব্যক্তি-বিশেষকে গ্রহণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। যথা:— সম্যক্ সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্য্য-পুদ্গল ও তাহাদের নানা শ্রেণী, গোত্রভূ; শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য এবং পৃথগ্‌জন (লোভ-চরিত, দ্বেষ-চরিত, মোহ-চরিত, লোভ-দ্বেষ চরিত ইত্যাদি)।

অশোকের রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে **"কথা-বত্থু"**, প্রচলিত বিশুদ্ধ বুদ্ধ-বাক্য অবলম্বনে অর্হৎ-স্থবির মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় এবং তাঁহারই নায়কত্বে অধিবেশিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে অধীত ও গৃহীত হয়। মতান্তরগ্রাহীও বিরুদ্ধবাদিগণের মিথ্যাভিমতের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া ইহার সঙ্কলন আবশ্যক হইয়াছিল।

"যমকের" আলোচ্য-বিষয়:— (১) মূল-যমক (কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত সম্বন্ধে), (২) স্কন্ধ-যমক, (৩) আয়তন-যমক, (৪) ধাতু-যমক, (৫) সত্য-যমক, (৬) সংস্কার-যমক, (৭) অনুশয়-যমক, (৮) চিত্ত-যমক, (৯) ধর্ম্ম-যমক, এবং (১০) ইন্দ্রিয়-যমক। ইহাকে যমক (যুগ্ম) বলা হইয়াছে,— কারণ স্বপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষীয় প্রশ্নযুগল ও তদুত্তর দ্বারা উক্ত দশ অধ্যায়ে ব্যবহৃত সমগ্র পারিভাষিক শব্দের অর্থকে বিশদ ও নিশ্চয়ার্থবোধক করা হইয়াছে, যেন তাহাতে দ্ব্যর্থ বা কল্পিতার্থ বা অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য-বহির্ভূত অর্থ আরোপ করা না যায়। পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য "সত্য-যমক" হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিব:—

"সর্ব্ববিধ "দুঃখ-বেদনা" কি "দুঃখ-সত্য"? হাঁ।

"দুঃখ-সত্য" কি সর্ব্ববিধ "দুঃখ-বেদনা"? না; সুখ-বেদনা দুঃখ নহে বটে, কিন্তু দুঃখ-সত্য"।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "দুঃখ-সত্য" জাতি (genus); এবং সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ সর্ব্ববিধ বেদনা উহার শ্রেণী (species)। সর্ব্ববিধ বেদনা অনিত্য-স্বভাব বলিয়া দুঃখ-বিপাকী ও দুঃখ-সত্যের সমধর্ম্মী; সুতরাং দুঃখ-সত্যের অন্তর্গত।

অভিধর্ম্মের বিশাল ও অত্যাবশ্যকীয় সপ্তম খণ্ডই **"পট্‌ঠান"**। ইহার অর্থ প্রধান-কারণ। "নাম-রূপের" যাবতীয় ব্যাপারের পরস্পর সম্পর্ক বা কারণ নির্ণয়ই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যবহারিক ভাবে ও ভাষায় যাহাকে আমি, তুমি, শত্রু, মিত্র, রাজা, প্রজা, নদী, পর্ব্বত, নগর, গৃহ ইত্যাদি বলা হয়, তাহা পারমার্থিক ভাবে ও অর্থে শুধু "উৎপত্তি-বিলয়শীল ব্যাপার"। এই হিসাবে পট্‌ঠান প্রতীত্য-সমুৎপাদেরই বিশদতম ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। প্রতীত্য-সমুৎপাদে যাহা দ্বাদশ নিদানাকারে সজ্জিত ও ব্যাখ্যাত, পট্‌ঠানে তাহাই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়াকারে অতীব বিশদরূপে প্রমাণিত ও প্রদর্শিত। অভিধর্ম্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নাম-রূপের "অনিত্যতা" ও "অনাত্মতা"। তাহা এই পট্‌ঠানে চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত।

অভিধর্ম্ম ও সূত্রের মধ্যে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তেমন কোন বাস্তবিক পার্থক্য নাই; যাহা কিছু পার্থক্য উভয়ের বিষয়-বিন্যাস ও সম্পাদন সম্বন্ধে। সূত্রপিটকে যাহা উপদিষ্ট, অভিধর্ম্ম-পিটকে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত, সম্বন্ধ-নিরূপিত ও প্রমাণিত। অন্যভাবে বলিতে গেলে "নাম-রূপ" সম্বন্ধে অভিধর্ম্ম যেই পরম সত্যে উপনীত, সূত্রে তাহা জন-সমাজে তাহাদেরই ভাষায় ব্যাখ্যাত। এইজন্য সূত্রের ভাষা ব্যবহারিক, "বোহার-বচন",— সত্ত্ব, আত্মা, জীব, জন্ম, মৃত্যু, দেব, ব্রহ্মা, তুমি, আমি ইত্যাদি। অভিধর্ম্মের কথা পারমার্থিক,— "পরমত্থ-বচন," — স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, সন্ততি, অনাত্মা ইত্যাদি। সূত্রের ভাষা আছে, সে ভাষায় তরঙ্গ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, উদান আছে, গাথা আছে,

উদ্দীপনা আছে, অপায় আছে, অপায়-ভয় আছে, দেব-ব্রহ্মা আছে; দেবলোক-ব্রহ্মলোকের আকর্ষণ আছে, নির্ব্বাণের সুসমাচার আছে। অভিধর্ম্ম যেন ভাষাহীন,— শুধু ছেদন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, পর্য্যবেক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্য-জ্ঞানের উদ্ভাসন। সঙ্গে সঙ্গে চির চঞ্চল ব্যবহারিক জগতের নিরবশেষ বিলয়-সাধন।

অভিধর্ম্মে জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত কেহ প্রকৃত ধর্ম্ম-কথক হইতে পারে না। সূত্রের উপদেশ "প্রাণিবধে বিরত থাক ; ইহা অকুশল, দুঃখ-বিপাকী"। প্রমাণ ? সূত্র নীরব। অভিধর্ম্মই ইহার সন্তোষ-জনক প্রমাণ দিবে। এজন্য সদ্ধর্ম্মে "প্রত্যাদেশ-বাদের" প্রয়োজন হয় নাই. অভিধর্ম্মই মানব জাতির সেই আদি কালীয় "কিরূপে" ? এই অনুসন্ধিৎসাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। এবং এই ভারতেরই আর্য্য-শ্রেষ্ঠের মুখে ধ্বনিত করাইয়াছে— "গহকারক! দিট্‌ঠোসি, পুন গেহং ন কাহসি"। কারণ মননশীলতার চরম পরিণতি এই অভিধর্ম্ম। তাই তৃতীয় পিটক দুরবগাহ, কিন্তু অনবগাহ নহে। অবশ্য যে কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে, প্রাথমিক বাধাসমূহ অতিক্রম করিতে হয় ; এখানেও তদ্রূপ ; সেজন্য সাধনা আবশ্যক। বিদ্যালয়-পাঠ্য জ্যামিতি, বীজগণিত, পদার্থ-বিদ্যা ইত্যাদি অধিগত করিবার সাধনা ও দক্ষতা, বিশ্লেষণ-কৌশল ও সংশ্লেষণ-ক্ষমতা যাহার আছে, তাহার অভিধর্ম্ম আয়ত্ত করিবার শক্তিও আছে। শীলসম্পন্নতা, সংলগ্নতা ও একনিষ্ঠ সাধনাই মূল-কথা। এই কার্য্যে সাংসারিক জীবিকা অর্জ্জনের বা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসাদি চরিতার্থ করিবার কোন সাহায্য হয় না, বরং তদন্বেষীর পক্ষে ইহা সময়ের অপব্যবহার। সুতরাং শীলসম্পন্ন না হইলে কেহ দর্শনালোচনায় সংলগ্নস্বভাব ও একনিষ্ঠ হইতে পারে না। প্রাথমিক বাধা সমূহ অতিক্রম করিবার পর, ক্রমিক অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে, বিস্ময়মাখা প্রীতির রসে ও অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানের আস্বাদে শিক্ষার্থীর হৃদয়-মন উত্তরোত্তর আপ্লুত হইতে থাকে। বাস্তবিক হনলুলুর অবস্থান,

নেপোলিয়ানের অভিযান, রাশিয়ার শাসন-তন্ত্র, জ্যামিতির সমস্যা-পূরণ, আকাশের নক্ষত্র-গতি ইত্যাদি অবগত হওয়া অপেক্ষা কি চিত্তের অকুশল-বৃত্তি দমনের ও কুশল-বৃত্তি সংগঠনের কৌশল-প্রণালী শিক্ষা করা গুরুতর কর্ত্তব্য নহে ?

অভিধর্ম্ম অধ্যয়নের পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল-শিক্ষা চতুরার্য্য সত্য ও ইহার নৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ধারণা- অর্জ্জন আবশ্যক। যাঁহারা ইহা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই অভিধর্ম্ম পাঠে উপকৃত হইতে পারেন। কারণ অভিধর্ম্মালোচনা তাঁহাদের এই লব্ধ ধারণা ও শিক্ষাকে শুধু পুনরাবৃত্তির অবকাশ প্রদান করেনা, দার্শনিক অন্তর্দ্দৃষ্টি সংযোগ করিয়া সেই ধারণা ও শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ পরম-জ্ঞানে পরিণত, গঠিত ও পরিবর্দ্ধিতও করে।

বাংলা-ভাষায় দর্শন মূলক গ্রন্থ বিরল। এই বিস্ময়কর অভিধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া চিন্তাশীল শিক্ষিতেরা বহু উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা জাতীয় সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবাব পবিত্র কর্ত্তব্যও সম্পাদিত হইতে পারে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য জাতীয় সম্পদ। বিশাল ত্রিপিটক যাহার ধর্ম্ম-গ্রন্থ, তাহার সাহিত্য-দারিদ্র্য কি শোচনীয় নহে ? অভিধর্ম্মে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য সঞ্চিত আছে। এ সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল ইংরেজের অভিমত প্রণিধান যোগ্য :—

"The study of Buddhist psychology is endless, and that is the beauty and fascination of it. Throughout, it is the same as science, there are always fresh channels of thought to be investigated, by the aid of fundamental laws.

"The more one learns, the more one finds greater material for work, and the more one studies the system, the more does one find its far-reaching demonstrations of explanations.

"The higher understanding may indeed be said to be secret knowledge, but anyone may attain to this higher understanding by the cultivation of the mind prescribed in the methods given to us all, through His compassion for all living things by our Greatest Teacher, Gautama Buddha". *"The Nature of Consciousness"*.

"অভিধর্ম্মের আলোচনা এক অফুরন্ত ব্যাপার। বাস্তবিক ইহাই ইহার সৌন্দর্য্য, ইহাই ইহার যাদুমন্ত্র। ঠিক্ জড়-বিজ্ঞানের মতো, মূল-নীতির সহায়ে জ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য নব নব পন্থা ইহার সর্ব্বত্র চির বিদ্যমান।

"এই নীতি যে যত বেশী শিখিবে, কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার তত মহত্তর উপকরণ জুটিবে। এই রীতি যে যত বেশী গবেষণা করিবে, সে ইহার বক্তব্য সমূহের সুদূরপ্রসারী প্রমাণ তত বেশী পাইবে।

"বাস্তবিক পক্ষে উচ্চতর জ্ঞানকে গুপ্তবিদ্যা বলা যাইতেও পারে। কিন্তু আমাদের মহাশিক্ষক গৌতম-বুদ্ধ সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশে যে বিধানাবলী আমাদের সকলের জন্য দিয়া গিয়াছেন, তদনুযায়ী চিত্তের অনুশীলনে যে কেহ উচ্চতর জ্ঞান অধিকার করিতে পারেন"।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁহার ভিক্ষু-সঙ্ঘ অভিধর্ম্মকে তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনার কোন্ স্তরে স্থান দিয়াছিলেন, তাহার ক্ষীণ আভাষ মজ্ঝিম-নিকায়স্থ সঙ্ঘ-জীবনের মহিমময় চিত্র "মহাগোসিঙ্গ-সুত্তে" পাওয়া যায়। ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্ত কহিলেন,—

"রমণীযং, আবুসো মোগ্গল্লান, গোসিঙ্গ-সালবনং, দোসিনা রত্তি, সব্ব-ফালিফুল্লা সালা, দিব্বা মঞ্ঞে গন্ধা সম্পবাযন্তি। কথং রূপেন, আবুসো মোগ্গল্লান, ভিক্খুনা গোসিঙ্গ সালবনং সোভেয্যা'তি" ?

"ইধাবুসো সারিপুত্ত, — দ্বে ভিক্খূ অভিধম্ম-কথং কথেন্তি, তে অঞ্ঞমঞ্ঞং পঞ্হং পুচ্ছন্তি, অঞ্ঞমঞ্ঞস্স পঞ্হং পুট্ঠা, বিস্সজ্জেন্তি, নো চ সংসাদেন্তি, ধম্মী চ নেসং কথা পবত্তনী

হোতি। "এবরূপেন খো আবুসো সারিপুত্ত, ভিক্খুনা গোসিঙ্গ-সালবনং সোভেয়্যা'তি"।

"বন্ধু মোগ্গল্লান, রমণীয় এই গোশৃঙ্গ-শালবন! জ্যোৎস্না-রাত্রি, সমগ্র বনভূমি যেন ফুল্ল ফুল-দাম-শালা! মনে হয় দিব্য গন্ধই প্রবাহিত হচ্ছে। বল দেখি বন্ধু, কীদৃশ ভিক্ষু ঈদৃশ বনের শোভা বর্দ্ধন করবে"?

"বন্ধু সারিপুত্ত, এখানে দুইজন ভিক্ষু অভিধর্ম্ম-কথা কহিতে থাকবে, তা'রা পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করবে, পরস্পর পরস্পরের প্রশ্নের উত্তর দেবে, কেহ কাহাকে থামতে দেবে না, তা'দের ধর্ম্মালোচনা চলতেই থাকবে। ঈদৃশ ভিক্ষুই ঈদৃশ বনের শোভা বর্দ্ধন করবে"।

সেই জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত ফুল্ল উপবনের কবিতা অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নিরঙ্কুশয় চিত্ত-প্রবাহে যে সুরের তরঙ্গ তুলিয়াছিল তাহার পরিভাষা,— কামাবচরের "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়াচিত্ত"। অভিধর্ম্ম মানুষের চিত্তকে "শুষ্ক-কাষ্ঠ" করে না, সর্ব্ববিধ লোকীয় প্রতিক্রিয়ার উর্দ্ধে রাখিয়া নির্ম্মলানন্দে আপ্লুত করে।

শুধু কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বহিরাচরণ ও বিধি-নিষেধ সমাজে একটা বাহ্যিক ধর্ম্মভাব বজায় রাখিতে পারে বটে, কিন্তু ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবনকে বা জাতীয়-জীবনকে রূপান্তরিত করিতে পারেনা,— গুটিকাকে প্রজাপতি করিতে পারেনা; তজ্জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান আবশ্যক। যেমন মানব-মুক্তির জন্য, তেমন মানব সভ্যতার জন্যও পরমার্থ জ্ঞান-সঞ্চয় প্রয়োজন। অভিধর্ম্মই সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অভিধর্ম্ম শাক্যকুমার সিদ্ধার্থকে যেমন ভগবান, অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ করিয়াছিল, তেমন আদর্শ নৃপতি, আদর্শ শাসন-তন্ত্র, আদর্শ সভ্যতাও সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রত্যেক মানবের এহেন অভিধর্ম্মের সহিত সুপরিচিত হওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থ সেই শুভ-পরিচয় স্থাপনের দাবি রাখে।

পালি ও বাংলা ভাষার বাক্য-প্রকরণে (syntax-এ) অনেকটা মিল থাকিলেও উভয়ের বাগ্‌বিধির (idiom-র) মধ্যে

পার্থক্য আছে। অনুবাদে মূলার্থের কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটাইয়া ভাষা-জননীর বাক্য-প্রকরণ ও বাগ্‌বিধির মর্য্যাদা রক্ষায় সজাগ ছিলাম। সেজন্য অনেক স্থলে জটিল ও যৌগিক পালি-বাক্যকে বিশ্লেষণান্তে অনুবাদ করিতে হইয়াছে। এইরূপেও গ্রন্থখানিকে সুখ-পাঠ্য ও সুবোধ্য করিবার জন্য যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। ইহা সত্ত্বেও পরিভাষাবহুল দর্শন-শাস্ত্রের ন্যায় জটিল বিষয়ের অনুবাদে ও আলোচনায় স্থল-বিশেষে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে, বিশেষতঃ প্রথম সংস্করণে। কিন্তু ভরসা আছে যে, সহৃদয় পাঠকবর্গ সহানুভূতির চক্ষেই এই সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম্মকে পর্য্যবেক্ষণ ও প্রত্যবেক্ষণ করিবেন, এবং ইহার উন্নতিকল্পে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিয়া উপকৃত করিবেন। জাতকের কাহিনী বা উপন্যাসের মতো দার্শনিক বিষয় প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট হইতে পারে না। ইহার অধ্যয়ন গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়নের অনুরূপ। আদি হইতে প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ অধিগত হইবার পর তৎপরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ গ্রহিতব্য। পরিভাষার অর্থ সংক্ষেপার্থে পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের নায়ক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, M. A., D. Litt. (London), মহোদয়কে আমি এই গ্রন্থের "মুখবন্ধ" লিখিয়া দিতে অনুরোধ করি। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাতে স্বীকৃত হন এবং যথাকালে সে স্বীকৃতি রক্ষা করেন। তাঁহার বহুতত্ত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক "মুখবন্ধ" যেমন ইহার আলোচনার পরিপূরক এবং উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা-বর্দ্ধক হইয়াছে, তেমন আমাকেও চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার গুণ-গ্রাহিতা বাঙ্ময়ী হইয়া আমাকে লজ্জিত করিয়াছে। ইতোধিক, গ্রন্থখানি সাধারণের বোধোপযোগী করিবার জন্য তিনি সুপরামর্শও দিয়াছিলেন। এই অনাড়ম্বর ঘটনাটুকুতে ধরা পড়ে তাঁহার "আপন ভোলা" প্রাণ জন-সাধারণের সঙ্গে, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতে, কি দরদ্ লইয়া বিচরণ করে।

ইহার সম্পাদনে পিটকীয় গ্রন্থ ও অর্থকথা ব্যতীত অন্যান্য টীকা, অনুবাদ, পুস্তকাদিও আলোচনা করিয়াছি। তন্মধ্যে পালি-ভাষায় লিখিত,— বিসুদ্ধি-মগ্গ, পরমত্থ দীপনী, বিভাবনী ও মণিসার-মঞ্জুসা, পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী ইত্যাদি। ব্রহ্ম-ভাষায় লিখিত,— সঙ্গহ-আকাও, অভিধম্মত্থ-সংখেপ-নয, বীথি-মঞ্জরী, পচ্চয-মঞ্জরী, পটিচ্চ-সমুপ্পাদ-দীপনী, ও বিপস্সনা-দীপনী। ইংরাজী,— Compendium of Philosophy, Guide through the Abhidhamma Pitaka, The Nature of Consciousness. এবং সংস্কৃত,— আচার্য বসুবংধু প্রণীতঃ "অভিধর্ম্ম-কোশঃ" (সটীকঃ)। উপরোক্ত গ্রন্থ-কর্ত্তাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পর্কে বহু সদাশয় ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ বাক্যে আপ্যায়িত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারী, বিশেষভাবে ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার বাবু অপূর্ব্বমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে ও বিনয় ব্যবহারে ইহার মুদ্রণ কালকে আমার নিকট আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে পাঠকগণের অনুমত্যানুসারে, আচার্য্য বুদ্ধঘোষের ভাষায়

"ইতি মে ভাসমানস্স অভিধম্ম-কথং ইমং
অবিক্খিত্তা নিসামেথ; দুল্লভা হি অযং কথা'তি"।

এই নিবেদনটি জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। ইতি—

নালন্দা-নিবাস, চট্টগ্রাম
ধর্ম্মচক্র-তিথি
২রা শ্রাবণ, ২৫৮৪ বুদ্ধাব্দ
১৮ই জুলাই, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি

বিষয়-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ

বা

সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম্ম।

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স'

প্রথম পরিচ্ছেদ

চিত্ত-সংগ্রহ

সূচনা

সম্যক্ সম্বুদ্ধ—যাঁর নাহিক তুলনা—
সদ্ধর্ম্ম ও সঙ্ঘোত্তমে করিয়া বন্দনা,
সংক্ষেপেতে সে বিষয় করিব বর্ণন,
"অভিধর্ম্ম" যে বিষয় করিছে ধারণ।

পরমার্থাকারে সেই অভিধর্ম্মে ব্যক্ত,
চিত্ত, চৈতসিক, রূপ, নির্ব্বাণ চতুর্থ।

তন্মধ্যে চিত্ত চতুর্বিধ :—

১। কামাবচর চিত্ত।
২। রূপাবচর চিত্ত।
৩। অরূপাবচর চিত্ত।
৪। লোকোত্তর চিত্ত।

১। কামাবচর চিত্ত।

এই চতুর্ব্বিধ চিত্তের মধ্যে কামাবচর চিত্ত কি প্রকার?

(১) দ্বাদশ অকুশল চিত্ত।

(ক) লোভমূলক চিত্ত অষ্টবিধ :—

১। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
২। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
৩। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
৪। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
৫। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
৬। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
৭। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
৮। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।

(খ) দ্বেষমূলক চিত্ত দ্বিবিধ :—

৯। দৌর্ম্মনস্য-সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
১০। দৌর্ম্মনস্য-সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।

(গ) মোহমূলক চিত্ত দ্বিবিধ :—

১১। উপেক্ষা-সহগত বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত।
১২। উপেক্ষা-সহগত ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত।

সর্ব্বমোট দ্বাদশ অকুশল চিত্ত।

স্মারক-গাথা:— লোভে অষ্ট, দ্বেষে দুই, দুই মোহমূলে,
একুনে দ্বাদশ চিত্ত গণ্য অকুশলে।

(২) অষ্টাদশ অহেতুক চিত্ত।

(ক) (পূর্ব্বজন্ম-কৃত) অকুশলের সপ্তবিধ বিপাক চিত্ত :—

১। উপেক্ষা-সহগত চক্ষু-বিজ্ঞান।
২। উপেক্ষা-সহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান
৩। উপেক্ষা-সহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান।
৪। উপেক্ষা-সহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান।
৫। দুঃখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান।
৬। উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত।
৭। উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ-চিত্ত।

(খ) (পূর্ব্বজন্ম-কৃত) কুশলের অষ্টবিধ অহেতুক বিপাক চিত্ত :—

৮। উপেক্ষা-সহগত চক্ষু-বিজ্ঞান।
৯। উপেক্ষা-সহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান।
১০। উপেক্ষা-সহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান।
১১। উপেক্ষা-সহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান।
১২। সুখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান।
১৩। উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত।
১৪। সৌমনস্য-সহগত সন্তীরণ-চিত্ত।
১৫। উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ-চিত্ত।

(গ) ত্রিবিধ অহেতুক ক্রিয়া-চিত্ত :—

১৬। উপেক্ষা-সহগত পঞ্চ দ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত।
১৭। উপেক্ষা-সহগত মনোদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত।
১৮। সৌমনস্য-সহগত হসিতোৎপন্ন-চিত্ত।

সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ অহেতুক চিত্ত।

স্মারক-গাথা— পাপের বিপাক সপ্ত, পুণ্য অষ্ট গণে,
ক্রিয়া তিন, অহেতুক আঠার একুনে।

(৩) শোভন-চিত্ত।

পাপ-অহেতুক চিত্ত পরিহার করি,
শোভন চিত্তের সংখ্যা উনষষ্টি ধরি।
অথবা একানব্বই বিকল্পে বিচারি।

(ক) মহাকুশল চিত্ত :—

অষ্টবিধ কামাবচর কুশল-চিত্ত।

১। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
২। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
৩। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
৪। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
৫। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
৬। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
৭। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
৮। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।

(খ) মহাবিপাক চিত্ত :—

(পূর্ব্বজন্ম-কৃত) কামাবচর কুশলের অষ্টবিধ সহেতুক বিপাক চিত্ত।

৯। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
১০। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
১১। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
১২। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
১৩। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
১৪। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
১৫। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
১৬। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।

(গ) অষ্টবিধ সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া-চিত্ত :—

১৭। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
১৮। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
১৯। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
২০। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
২১। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
২২। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।
২৩। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত।
২৪। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসাংস্কারিক চিত্ত।

সর্ব্বশুদ্ধ এই চব্বিশ প্রকার সহেতুক কামাবচর
কুশল-বিপাক-ক্রিয়া-চিত্ত।

স্মারক-গাথা—বিভেদে বেদনা, জ্ঞান আর সংস্কার,
অষ্ট সহেতুক চিত্ত কামেতে প্রচার।
পুণ্য, পাক, ক্রিয়া ভেদে চব্বিশ প্রকার,
কামেতে বিপাক তেইশ, বিশ পুণ্যাপুণ্য,
ক্রিয়া-চিত্ত একাদশ, একুনে চুয়ান্ন।

২। রূপাবচর চিত্ত।

পঞ্চবিধ রূপাবচর কুশল চিত্তঃ—

১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান কুশল চিত্ত।
২। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।
৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।
৪। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান কুশল চিত্ত।
৫। উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান কুশল চিত্ত।

পঞ্চবিধ রূপাবচর বিপাক চিত্তঃ—

৬। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত।
৭। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।
৮। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।
৯। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত।
১০। উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান বিপাক চিত্ত।

পঞ্চবিধ রূপাবচর ক্রিয়া চিত্তঃ—

১১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
১২। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
১৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
১৪। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
১৫। উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

সর্ব্ববিশুদ্ধ এই পঞ্চদশ প্রকার রূপাবচর
কুশল-বিপাক-ক্রিয়া-চিত্ত।

স্মারক-গাথা—রূপ-চিত্ত পঞ্চবিধ ধ্যান অনুসারে;
পুণ্য-পাক-ক্রিয়া ভেদে পঞ্চদশ ধরে।

৩। অরূপাবচর চিত্ত।

চতুর্বিধ অরূপাবচর কুশল চিত্ত :—

১। আকাশানন্তায়তন কুশল চিত্ত।
২। বিজ্ঞানানন্তায়তন কুশল চিত্ত।
৩। অকিঞ্চনায়তন কুশল চিত্ত।
৪। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন কুশল চিত্ত।

চতুর্বিধ অরূপাবচর বিপাক চিত্ত :—

৫। আকাশানন্তায়তন বিপাক চিত্ত।
৬। বিজ্ঞানানন্তায়তন বিপাক চিত্ত।
৭। অকিঞ্চনায়তন বিপাক চিত্ত।
৮। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন বিপাক চিত্ত।

চতুর্বিধ অরূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত :—

৯। আকাশানন্তায়তন ক্রিয়া চিত্ত।
১০। বিজ্ঞানানন্তায়তন ক্রিয়া চিত্ত।
১১। অকিঞ্চনায়তন ক্রিয়া চিত্ত।
১২। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ক্রিয়া চিত্ত।

সর্ব্বশুদ্ধ এই দ্বাদশ প্রকার অরূপাবচর
কুশল-বিপাক-ক্রিয়া-চিত্ত।

স্মারক-গাথা—আলম্বন অনুসারে চতুর্ধা অরূপ চিত্ত ;
পুণ্য-পাক-ক্রিয়া ভেদে কিন্তু বার নির্দ্ধারিত

৪। লোকোত্তর চিত্ত।

মার্গস্থ ও ফলস্থ চিত্ত।

চতুর্বিধ লোকোত্তর কুশল চিত্ত :—

১। স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।
২। সকৃদাগামী-মার্গ-চিত্ত।
৩। অনাগামী-মার্গ-চিত্ত।
৪। অরহত্ত-মার্গ-চিত্ত।

চতুর্বিধ লোকোত্তর বিপাক চিত্ত :—

৫। স্রোতাপত্তি-ফল-চিত্ত।
৬। সকৃদাগামী-ফল-চিত্ত।
৭। অনাগামী-ফল-চিত্ত।
৮। অরহত্ত-ফল-চিত্ত।

সর্ববিশুদ্ধ এই অষ্টবিধ লোকোত্তর
কুশল ও বিপাক চিত্ত।

স্মারক-গাথা :—চারি মার্গ অনুসারে কুশলও চতুর্বিধ,
যাহা পাক তাহা ফল; অনুত্তর অষ্টবিধ।

উপসংহারে চিত্ত-গণনা।

অকুশল বার চিত্ত, কুশল একুশ,
ছত্রিশ বিপাক চিত্ত, ক্রিয়া চিত্ত বিশ।
কামেতে চুয়ান্ন চিত্ত, রূপেতে পনর,
দ্বাদশ অরূপ চিত্ত, অষ্ট অনুত্তর।
একোননবতি চিত্ত এইরূপে হয়;
'একশ' একুশ কিংবা বিচক্ষণ কয়।

ঊননব্বই প্রকার চিত্ত কিরূপে একশ' একুশ প্রকার চিত্তে পরিগণিত হইয়াছে?

[৮ প্রকার লোকোত্তর চিত্তের প্রত্যেকটিকে ধ্যানাঙ্গের পঞ্চবিধ যোগ অনুসারে গ্রহণ করিয়া, ঐ আট প্রকার চিত্তকে (৮×৫) চল্লিশ শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে।]

১। বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।

২। বিচার-প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।

৩। প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।

৪। সুখ-একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।

৫। উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।

এই পঞ্চ স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত। সেইরূপ সকৃদাগামী-মার্গ-চিত্ত, অনাগামী-মার্গ-চিত্ত, অরহত্ব-মার্গ-চিত্ত। সর্ব্বশুদ্ধ বিংশতি প্রকার মার্গ-চিত্ত। সেইরূপ বিংশতি প্রকার ফল-চিত্ত। উভয়বিধ চিত্ত একুনে চল্লিশ প্রকার লোকোত্তর-চিত্ত পরিগণিত।

স্মারক গাথা :—প্রতিচিত্ত ধ্যান-অঙ্গে পাঁচগুণ করি,
লোকোত্তর-চিত্ত তবে চল্লিশ বিচারি।
রূপ-চিত্ত ধ্যান-ভেদে যুক্ত পঞ্চ ধ্যানে,
তথা লোকোত্তর; কিন্তু অরূপ পঞ্চমে।
প্রথমাদি (১) প্রতি ধ্যানে চিত্ত একাদশ,
অন্তিম পঞ্চম ধ্যানে চিত্ত কিন্তু তে'শ।
সপ্তত্রিংশ পুণ্য চিত্ত (২); বায়ান্ন বিপাক (৩);
একশ' একুশ চিত্ত বুদ্ধের বিভাগ।

এই পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহে "চিত্ত-সংগ্রহ-বিভাগ" নামক প্রথম পরিচ্ছেদ।

(১) অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানের প্রত্যেক ধ্যানে এগার চিত্ত। যথা :—রূপাবচরের প্রথম ধ্যানে কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া অনুসারে তিন চিত্ত। অরূপাবচরে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যান-চিত্ত নাই। লোকোত্তরের প্রথম ধ্যানে, মার্গ ও ফল হিসাবে, আট চিত্ত। প্রথম ধ্যানিক সর্ব্বমোট এই এগার চিত্ত। সেইরূপ ২য়, ৩য়, ৪র্থ ধ্যানের প্রত্যেক ধ্যানেও এগার চিত্ত। কিন্তু পঞ্চম-ধ্যানিক চিত্ত রূপাবচরে তিন, অরূপাবচরে বার এবং লোকোত্তরে আট। সর্ব্বশুদ্ধ তেইশ পঞ্চম-ধ্যানিক চিত্ত।

(২) লোকীয় ১৭ + লোকোত্তর ২০ = ৩৭ পুণ্য-চিত্ত।

(৩) লোকীয় ৩২ + লোকোত্তর ২০ = ৫২ বিপাক-চিত্ত।

চিত্ত-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ-বর্ণনা।

ত্রিপিটক ঃ— সম্যক্ সম্বুদ্ধের সদ্ধর্ম সংক্ষেপতঃ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। তদনুসারে এই ধর্ম-গ্রন্থ বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম— এই তিন ভাগে বিভক্ত ত্রিরত্নের আধার ত্রিপিটক।

বিনয়-পিটক ঃ— বিনয়-পিটকে মূলতঃ ভিক্ষু ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় বহিরাচরণ সম্বন্ধীয় বিধানেরই সন্নিবেশ। ইহার শিক্ষা শীল। এইরূপে বিনয়-পিটক "শাসন-বিধি" ও "দণ্ড-বিধি"।

সূত্র-পিটক ঃ— সূত্র-পিটকে তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি, অনুশয়, মিথ্যা-সঙ্কল্পাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ প্রদত্ত বুদ্ধের উৎসাহ পূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ লিপিবদ্ধ। এইরূপে ইহা "যথা-প্রয়োজন-বিধি"।

অভিধর্ম্ম-পিটক ঃ— অভিধর্ম্মের শিক্ষা যথাভূত দর্শন বা প্রজ্ঞা। সুতরাং "মানুষ কি", "মানুষের লক্ষ্যই বা কি", "পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার সম্বন্ধই বা কি" ইত্যাদি যথাভূত বিচার ও মীমাংসা করিতে যাইয়া অভিধর্ম্মের আলোচ্য বিষয় চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ব্বাণ,—এই চতুর্বিধ হইয়াছে। ইহাতে সেই লক্ষ্যের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ও হেতুমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রদর্শিত। এইরূপে অভিধর্ম্ম-পিটক "শীল-দর্শন"।

আলোচনার প্রকার ঃ— এই অভিধর্ম্ম ইহার আলোচ্য বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা পারমার্থিক ভাবেই সম্পাদন করিয়াছে,— ব্যবহারিক অর্থে নহে।

সম্মুতি-সত্য ও পরমার্থ-সত্য ঃ— মিলিন্দ রাজের "রথ" শুধু দ্রব্য-সম্ভারের-বিশেষাকারে সন্নিবেশের অবস্থা মাত্র। দ্রব্য-সম্ভারকে বাদ দিয়া "রথের" বিদ্যমানতা নাই। এইজন্য আয়ুষ্মান নাগসেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রথ কোথায়"? "রথ"

"ব্যবহারিক-সত্য" বা "সম্মতি-সত্য"। লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধার্থ সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্রব্য-সম্ভারের সন্নিবিষ্ট অবস্থাকে "রথ" বলা হয় মাত্র। সুতরাং যাহা "ব্যবহারিক-সত্য" তাহা দ্রব্য-সম্ভারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পারমার্থিক সত্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নহে; ইহা অনন্য-সাপেক্ষ। ব্যবহারিক-সত্যানুসারে রথ, গৃহ, ভূমি, পর্ব্বত, পুরুষ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কাল, দিক্, কূপ, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি বিদ্যমান। কিন্তু পারমার্থিক ভাবে অবিদ্যমান। পরমার্থ-সত্য বা অনপেক্ষ-সত্যানুসারে সত্ব বা আত্মা বিদ্যমান নাই; পঞ্চ-স্কন্ধই বিদ্যমান। অভাব-বোধক প্রত্যক্ষ উক্তি করিতে হইলে বলিতে হয়,—নিঃসত্ব বা অনাত্মই বিদ্যমান।

পারমার্থিক-সত্য-জ্ঞান লাভের আবশ্যকতাঃ— এই পারমার্থিক সত্য বুঝিয়া ও তদনুসারে জীবন গঠন করিয়া সম্মতি-সত্যের প্রভাবোৎপন্ন মিথ্যা-দৃষ্টি ও তজ্জনিত সংসার-দুঃখ হইতে চির-মুক্তির জন্য এই "অভিধর্ম্ম",—এই "শীল-দর্শন"—অতুলনীয় ও অপরিহার্য্য অবলম্বন।

চিত্তঃ— যাহা চিন্তা করে তাহাই চিত্ত। কি চিন্তা করে? বিষয় বা আলম্বন (১) চিন্তা করে। এখানে "চিন্তা করে" অর্থ আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বন জানে, আলম্বন অবগত হয়। "চিত্ত", "মন", "বিজ্ঞান" একার্থ-বোধক; ইহাদের যে কোন একটি অন্য দুইটির প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাদের লক্ষণ যথাক্রমে চিন্তন, মনন ও বিজানন; ইহারাও একার্থ-বোধক। আলম্বন বিজানন চিত্তের স্বভাব।

(১) জড় বা অজড় যাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহাই চিত্তের "বিষয়" বা "আলম্বন" বা "অবলম্বন" বা "আরম্মণ"। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় পরিচ্ছেদের "আলম্বন সংগ্রহে" দ্রষ্টব্য।

চৈতসিক ঃ— চৈতসিক বা চিত্ত-বৃত্তির সংখ্যা বায়ান্ন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহাদের প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহারা বিভিন্ন সমবায়ে চিত্তের সহিত একসঙ্গে উৎপন্ন ও নিরোধ হয় এবং এক আলম্বন ও এক বাস্তু গ্রহণ করে। চিত্ত স্বভাবতঃ ভাস্বর; কিন্তু চৈতসিকের সংযোগে চিত্ত চৈতসিকের স্বভাবানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও চিত্ত ইহার "বিজানন" স্বভাব পরিত্যাগ করে না; চৈতসিক চিত্তের আশ্রয় ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু চিত্ত চৈতসিকের সাহায্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানে শুধু সর্ব্ব-চিত্তসাধারণ সপ্ত চৈতসিক যুক্ত থাকে। ইহাই প্রকৃত চিত্ত। ইহা দ্বেষ-চৈতসিক বা লোভ-চৈতসিক বা অন্যান্য চৈতসিক বিহীন হইয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু দ্বেষ-চৈতসিক বা লোভ-চৈতসিকাদি চিত্তের আশ্রয় ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অর্থে চিত্তই বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা, মনোসেট্‌ঠা, মনোময়া"।

রূপ ঃ— জড়-পদার্থ। শৈত্যে বা উত্তাপে যাহার পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই "রূপ" বা জড়-পদার্থ। অভিধর্ম্মে জড়-পদার্থকে ইহার গুণাবলীতে পরিণত করিয়া পারমার্থিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অষ্টবিংশতি। ইহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

নির্ব্বাণ ঃ—নির্ব্বাণ তৃষ্ণা-ক্ষয়, পুনর্জ্জন্মের নিরোধ। ইহা বুদ্ধের ও বৌদ্ধের চরম লক্ষ্য। তৃষ্ণাই দুঃখের হেতু; সুতরাং যাহা তৃষ্ণার নির্ব্বাণ, তাহা দুঃখেরও নির্ব্বাণ। তৃষ্ণাকে তৈল এবং দুঃখকে দীপ-শিখা কল্পনা করিয়াই তৃষ্ণা-ক্ষয়ের অবস্থাকে দীপ-নির্ব্বাণের অবস্থার উপমাকারে বলা হইয়াছে। ইহাও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষভাগে আলোচিত হইয়াছে।

১। **কামাবচর-চিত্ত**ঃ— ভূমি বা উৎপত্তি স্থান অনুসারে চিত্ত চারি ভাগে বিভক্তঃ— যে সব চিত্ত রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস বা স্প্রষ্টব্যকে আলম্বন করিয়া ও কাম-তৃষ্ণার সম্পর্কিত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহা কামাবচর চিত্ত। ইহা কামলোকের সত্ত্বগণের নিকট বিদ্যমান তৃষ্ণার অন্তর্গত চিত্ত এবং কুশল, অকুশল, বিপাক ও ক্রিয়াভেদে চতুর্বিধ।

২। **রূপাবচর-চিত্ত**ঃ— রূপাবচর-চিত্ত ধ্যান-চিত্ত এবং কাম-তৃষ্ণা-বর্জ্জিত। কিন্তু রূপ-তৃষ্ণার বা রূপ-লোকের সত্ত্বগণের নিকট বিদ্যমান তৃষ্ণার অন্তর্গত। রূপ-চিত্ত কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধ। প্রতি-ভাগ (১) নিমিত্তাকারে সংজ্ঞাজ রূপকে আলম্বন করিয়াই এই রূপ-ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন হয়।

৩। **অরূপাবচর-চিত্ত**ঃ— অরূপাবচর চিত্তও ধ্যান-চিত্ত। ইহা শুধু পঞ্চম-ধ্যানিক। আকাশাদি অরূপই ইহার আলম্বন। ইহা কাম-তৃষ্ণা ও রূপ-তৃষ্ণা উভয় তৃষ্ণা বর্জ্জিত। কিন্তু অরূপ-তৃষ্ণা বা অরূপ-লোকের স্বত্ত্বগণের নিকট বিদ্যমান ভব-তৃষ্ণার অন্তর্গত। কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াভেদে অরূপ-চিত্ত ত্রিবিধ।

৪। **লোকোত্তর-চিত্ত**ঃ— কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর-চিত্তের সাধারণ নাম লোকীয়-চিত্ত। কারণ ইহারা সংস্কার ও বহির্জগতের (লোকের) প্রভাবে প্রভাবান্বিত আলম্বন গ্রহণে উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ প্রভাবান্বিত আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত যখন নির্ব্বাণকে আলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন উহা লোকোত্তর-চিত্ত। মার্গ ও ফলভেদে লোকোত্তর-চিত্ত দ্বিবিধ। ইহাও ধ্যান-চিত্ত।

(১) নবম পরিচ্ছেদের নিমিত্ত-বিভাগ দ্রষ্টব্য।

১। কামাবচর-চিত্ত

(১) দ্বাদশ-অকুশল-চিত্ত।

অকুশল-চিত্তঃ— যেই চিত্ত জীবন-দুঃখের এবং সেই দুঃখের হেতু তৃষ্ণার জনক, পরিপোষক ও পরিবর্দ্ধক সেই চিত্তই অকুশল। এবং যেই চিত্ত উহাদের ক্ষয়-কারক ও ধ্বংস-সাধক তাহাই কুশল-চিত্ত। এই অর্থে লোভ, দ্বেষ ও মোহ অকুশলের হেতু। লোভ এবং দ্বেষের হেতুও মোহ। সুতরাং অকুশল-চিত্ত হেতু বা মূল অনুসারে ত্রিবিধঃ—লোভ-মূলক, দ্বেষ-মূলক ও মোহ-মূলক। হেতুকে কেন বৃক্ষ-মূলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদের "হেতু-সংগ্রহে" দ্রষ্টব্য। এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যেমন লোভ-মূলক চিত্তে তেমন দ্বেষ-মূলক চিত্তেও "মোহ" বিদ্যমান। সুতরাং লোভ-মূলক চিত্ত বাস্তবিক পক্ষে দ্বি-হেতুক;— লোভ-মোহ-হেতুক। তদ্রূপ দ্বেষ-মূলক চিত্তও দ্বি-হেতুক,— দ্বেষ-মোহ-হেতুক। কিন্তু মোহ-মূলক চিত্ত মূলান্তর-বিরহিত অর্থাৎ শুধু মোহ-হেতুক। লোভ-মূলক চিত্তসমূহে মোহ বিদ্যমান থাকিলেও লোভের প্রাধান্য হেতু ইহাদিগকে লোভ-মূলক বলা হইয়াছে। দ্বেষ-মূলক চিত্ত সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মোহ-মূলক চিত্তে লোভ বা দ্বেষ বিদ্যমান থাকে না। আবার লোভ-মূলক চিত্তে দ্বেষ এবং দ্বেব-মূলক চিত্তে লোভ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। কারণ লোভের স্বভাব আলম্বনকে উপভোগ ও রক্ষা করা; দ্বেষের স্বভাব আলম্বনকে ধ্বংস করা। এইজন্য এই দুই বিপরীত স্বভাব-সম্পন্ন হেতুর একবিধ চিত্তে বিদ্যমান অসম্ভব।

(১) দ্বাদশ অকুশল-চিত্ত।

(ক) লোভ-মূলক চিত্ত—১—৮ঃ— লোভ-মূলক চিত্ত বাস্তবিক পক্ষে একটি। কিন্তু "বেদনা", "দৃষ্টি" ও "সংস্কারের" বিভিন্ন সমাবেশে ইহা অষ্টবিধ হইয়াছে। "বেদনা" ভেদে ইহা সৌমনস্য বা উপেক্ষা সহগত। "দৃষ্টি" ভেদে ইহা দৃষ্টি-সম্প্রযুক্ত বা দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত। দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত হইলে "মান" চৈতসিক-সম্প্রযুক্ত হইবার অবকাশ হয়। "সংস্কার" ভেদে এই চিত্ত অসাংস্কারিক বা সসাংস্কারিক।

লোভ-চিত্তের বেদনাঃ— সৌমনস্য বা অনুভূত আনন্দ লোভ-মূলক চিত্তোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অগম্ভীর স্বভাব ব্যক্তির নিকট উৎপন্ন হয়। উপেক্ষা-বেদনা বলা হয় তখন, যখন আনন্দ অনুভূত হয় না। গম্ভীর স্বভাব ব্যক্তির নিকটই লোভ-মূলক চিত্তোৎপত্তির সঙ্গে উপেক্ষা-বেদনা উৎপন্ন হয়। লোভের মূল সৌমনস্য-সহগত চিত্ত হইতে উপেক্ষা-সহগত চিত্তে গভীরতর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া তুইজন ভিক্ষুককে এক এক টাকা ভিক্ষা দেন এবং তাহাতে যদি একজন আনন্দ অনুভব করে, অন্যজন আনন্দ অনুভব করে না, তবে বলিতে হইবে লোভের মূল ঐ অনুভূতানন্দ চিত্ত হইতে অননুভূতানন্দ চিত্তে গভীরতর। এক টাকার অধিক ভিক্ষা পাইলে এই দ্বিতীয় ভিক্ষুকের চিত্তে অনুভব-যোগ্য আনন্দ উৎপন্ন হইত।

দৃষ্টিঃ— এস্থলে "দৃষ্টি" মিথ্যা দৃষ্টি। ৬২ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টির বিস্তারিত বর্ণনা দীর্ঘ-নিকায়ের "ব্রহ্ম-জাল-সূত্রে" পাওয়া যায়। এই পুস্তকের ৭ম পরিচ্ছেদেও পাঠক এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাইবেন। লোভনীয় আলম্বনকে শুভ, সুখ, নিত্য ও আত্মা বলিয়া গ্রহণই দৃষ্টির লক্ষণ বা স্বভাব। অসদ্ধর্ম্ম শ্রবণ, অকল্যাণ মিত্রতা, আর্য্যগণের অদর্শনেচ্ছা ও অহেতু-মূলক চিন্তাই মিথ্যা দৃষ্টি উৎপত্তির

কারণ। মিথ্যাদৃষ্টি মহাপাপ। ইহার পরিণাম—বদ্ধমূল মিথ্যা-ধারণা। হেতু-মূলক চিন্তাই ইহা অপনোদনের উপায়। তীর্থ-স্নানে পাপ-ধ্বংস, পুত্র-মুখ-দর্শন দ্বারা পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণের জন্য ভার্য্যা গ্রহণ, ইত্যাদি কার্য্য যদি ঈদৃশ অভিপ্রায়ে করা হয়, তবে চিত্ত মিথ্যাদৃষ্টি-সহগত হয়। কিন্তু যদি ঐরূপ কার্য্যাদি লাভজনক ও হিতকর নহে জানিয়াও শুধু আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার্থ সম্পাদিত হয়, তবে উহা "মান" সম্প্রযুক্ত। কিন্তু যদি উহা মিথ্যাদৃষ্টি জানিয়াও আত্ম-মর্য্যাদার প্রশ্ন না উঠিলেও, সুখ-বেদনার জন্য সম্পাদিত হয়, তবে উহা "দৃষ্টি"-"মান" উভয় বিবর্জ্জিত লোভ-চিত্ত।

সংস্কারঃ— যেই চিত্ত আলম্বনের প্রভাব ব্যতীত, কোনরূপ উৎসাহ ব্যতীত, ভিতর বাহির কোথাও হইতে কোনরূপ উত্তেজনা ব্যতিরেকে, শুধু স্বীয় স্বভাব হেতু, তীক্ষ্ণভাবে উৎপন্ন হয়, সেই চিত্ত অসাংস্কারিক। সসাংস্কারিক চিত্ত ধীরভাবে, আলম্বন সমাগমে বা নিজের বা পরের উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষ হইয়া উৎপন্ন হয়। সুতরাং সসাংস্কারিক চিত্তের সঙ্গে "স্ত্যান-মিদ্ধ" চৈতসিক সংযুক্ত থাকে। এইজন্য অসাংস্কারিক চিত্ত সসাংস্কারিক চিত্ত হইতে অধিক প্রবল।

উৎপত্তিক্রম—প্রথম লোভ-চিত্তঃ— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য বা ভাব-আলম্বনকে সার ও মঙ্গলকর মনে করিয়া, তৎতৎ আলম্বনে আনন্দের সহিত, তীক্ষ্ণভাবে, উৎসাহ ব্যতিরেকে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, এই চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় লোভ চিত্তে "সংস্কার"ই বিশেষত্ব। ইহা রূপাদি আলম্বনকে সার ও মঙ্গলকর মনে করিয়া, নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা অথবা আলম্বনের দ্বারা উৎসাহিত, প্ররোচিত হইয়া, আনন্দের সহিত, কিন্তু ইতস্ততঃ করিয়া উৎপন্ন হয়।

তৃতীয় লোভ-চিত্তে "দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ততা"ই বিশেষত্ব। ইহা রূপাদি আলম্বনে মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত না হইয়াও, শুধু আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, কিংবা উপভোগের জন্য উৎসাহ ব্যতিরেকে, তীক্ষ্ণভাবে উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ লোভ-চিত্তে "সসাংস্কারিকতা"ই বিশেষত্ব; অন্যথা তৃতীয় চিত্তেরই অনুরূপ।

৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম লোভ-চিত্তে সৌমনস্যের অভাব;—উপেক্ষা বেদনাই বিশেষত্ব। অন্যথা এই চিত্ত চতুষ্টয় যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চিত্তের অনুরূপ।

বলবত্তা ঃ— এই অষ্টবিধ লোভ-চিত্তের মধ্যে—(১) সৌমনস্য-সহগত চিত্ত অপেক্ষা, উপেক্ষা-সহগত চিত্ত বলবত্তর। (২) দৃষ্টিগত-বিপ্রযুক্ত চিত্ত অপেক্ষা দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত চিত্ত বলবত্তর। (৩) সসাংস্কারিক চিত্ত হইতে অসাংস্কারিক চিত্ত বলবত্তর। এবং বেদনা, দৃষ্টি ও সংস্কারের মধ্যে সংস্কার বলবান, বেদনা বলবত্তর, দৃষ্টি বলবত্তম। উপেক্ষা ও দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত হইলে, সসাংস্কারিক চিত্ত অসাংস্কারিক চিত্ত অপেক্ষা বলবত্তর হয়। অতএব প্রথম চিত্ত হইতে ষষ্ঠ চিত্ত বলবত্তর। সপ্তম চিত্ত হইতে দ্বিতীয় চিত্ত বলবত্তর। ৪র্থ চিত্ত অপেক্ষা ৩য়, তদপেক্ষা ৮ম, তদপেক্ষা ৭ম, তদপেক্ষা ২য়, তদপেক্ষা ১ম, তদপেক্ষা ৬ষ্ঠ, তদপেক্ষা ৫ম চিত্ত অনুক্রমে বলবত্তর।

কর্ম্মপথ ঃ—চুরি, কামাচার, মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, সম্ভিন্নালাপ, অভিধ্যা, মিথ্যাদৃষ্টি এই সাতটি লোভ-মূলক কর্ম্ম। এই সপ্তবিধ লোভ-মূলক অকুশল কর্ম্মের প্রত্যেকটি, অষ্টবিধ লোভ-মূলক চিত্তের মধ্যে যে কোন এক চিত্তের অবস্থা লইয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তোৎপত্তির আকারে লোভ-চিত্ত অষ্টবিধ হইলেও, সপ্তবিধ কর্ম্ম-পথ প্রাপ্তিতে ইহা ৫৬ছাপ্পান্ন প্রকার হয়।

লোভ গুরুতর পাপ-চিত্তের হেতু না হইলেও ইহার বিদূরণ দীর্ঘকালীন সাধনা সাপেক্ষ। "রাগো অপ্প-সাবজ্জো, দন্ধ-বিরাগী"।

তিক-নিপাত, মহাবগ্গ: ১৮।

(খ) দ্বেষ-মূলক চিত্ত—৯—১০ঃ— আলম্বনকে হনন করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইলেই চিত্তের "প্রতিঘ" অবস্থা। প্রতিঘ—হন্ ধাতু নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ হনন করা। মানসিক দুঃখ-বেদনা প্রতিঘ চিত্তের নিত্য সহচর। দৌর্ম্মনস্য অপ্রিয় (অনিষ্ট) আলম্বন-অনুভব লক্ষণ বিশিষ্ট এবং বেদনা-স্কন্ধের অন্তর্গত। প্রতিঘ বা দ্বেষ চণ্ড-স্বভাব-সম্পন্ন; এবং সংস্কার-স্কন্ধের অন্তর্গত। আলম্বনের অনিষ্ট সাধনে উভয়ই এক-স্বভাব-বিশিষ্ট। প্রতিঘ-চিত্তে একবিধ বেদনা,—দৌর্ম্মনস্য। লোভ-চিত্তে দ্বিবিধ বেদনা,—সৌমনস্য ও উপেক্ষা। লোভ-চিত্তে দৌর্ম্মনস্য থাকে না এবং প্রতিঘ-চিত্তে সৌমনস্য বা উপেক্ষা বেদনার স্থান নাই। সুতরাং প্রতিঘ-চিত্ত বেদনানুসারে বিভাগ করা যাইতে পারে না। সংস্কার অনুসারেই ইহার দুই প্রকার বিভাগ।

দ্বেষ-চিত্তের কর্ম্মপথঃ— প্রাণিবধ, চুরি, মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য, সম্ভিন্নালাপ ও ব্যাপাদ; এই সপ্তবিধ অকুশল কর্ম্ম দ্বেষ-মূলক। ইহার যে কোন একটি কার্য্য সম্পাদন কালে, চিত্ত দ্বিবিধ দ্বেষ-মূলক চিত্তের মধ্যে কোন একটির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রাণিবধ অনেক সময় লোভ হেতুজ বলিয়াই মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রাণিবধের সহিত লোভের হেতু সম্বন্ধ নহে,— "উপনিশ্রয়" সম্বন্ধ। "পট্ঠানে" * উল্লেখ আছে "রাগং উপনিস্সায় পাণং হনতি"।

* অভিধর্ম্ম-পিটকের সপ্তম খণ্ডের নাম "পট্ঠান"। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ "প্রধান-কারণ"।

জীবিতেন্দ্রিয় ছেদন-মুহূর্ত্তে ঘাতকের চিত্তে প্রতিঘই ক্রিয়াশীল থাকে, লোভ অনুৎপন্ন থাকে। মাংসের জন্য লোভ বটে, কিন্তু বধ-ক্রিয়াটি সর্ব্বত্র দ্বেষ-মূলক।

প্রতিঘ চিত্তে ঈর্ষা, মাৎসর্য্য ও কৌকৃত্য পৃথক পৃথক ভাবে যুক্ত হয়। তাহাদের আলম্বনের বিভিন্নতা হেতু একচিত্তে একসঙ্গে যুক্ত হইতে পারে না।

দ্বেষ মহাপাপ। মৈত্রী ইহার প্রতিপক্ষ। মৈত্রী-চিত্ত উৎপাদন দ্বারা দ্বেষ-চিত্তের বিদূরণ অদীর্ঘ-কাল সাপেক্ষ।

"দোসো মহাসাবজ্জো, খিপ্পবিরাগী"।

অঙ্গুত্তর—তিক-নিপাত, মহাবগ্গ ১৮।

(গ) মোহ-মূলক চিত্ত—১১—১২ :—মোহ-চিত্ত এক-মাত্র উপেক্ষা-বেদনা-সহগত। ইষ্টানিষ্ট বোধের অভাব হেতু মোহ-চিত্তে সৌমনস্য বা দৌর্ম্মনস্যের স্থান নাই। মোহের আধিক্য হেতু চিত্ত আলম্বনে অভিনিবেশে অসমর্থ; সেইজন্য ইহা বিচিকিৎসা বা ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত। মোহাচ্ছন্ন চিত্ত আলম্বনের প্রকৃত স্বভাব জানিতে অক্ষম। সেজন্য চিত্ত "ইহা" না "উহা", "এরূপ" না "অন্যরূপ" ঈদৃশ সংশয়-দোলায় দুলিতে থাকে। চিত্তের এই দোলায়মান অবস্থাই বিচিকিৎসা। কিন্তু চিত্ত যখন আলম্বনে একাগ্র হইতে পারে না, আলম্বন হইতে পুনঃ পুনঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তখন চিত্তের ঔদ্ধত্যের বা চাঞ্চল্যের অবস্থা। "ঔদ্ধত্য" সর্ব্ব অকুশল-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক হইলেও, এবং তদ্ধেতু ইহা লোভ-মূলক ও দ্বেষ-মূলক চিত্তে বিদ্যমান থাকিলেও, মোহ-চিত্তে ইহা প্রবল বলিয়া, মোহ-চিত্তকে "ঔদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত" বলা হইয়াছে। লোভ-চিত্তে লোভের ও দ্বেষ-চিত্তে দ্বেষের প্রাবল্য থাকাতে ঔদ্ধত্যের ক্রিয়া অনুভূত হয় না।

মোহ-চিত্ত বিচিকিৎসা ও ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত বলিয়া আলম্বনকে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না; তজ্জন্য এই চিত্ত "উপাদানে" * পরিণত হইতে পারে না; সুতরাং প্রতিসন্ধি ঘটাইতেও অক্ষম থাকে। কিন্তু যখন প্রতিসন্ধি ঘটে, তখন ইহা বিপাক (ফল) প্রদান করে। মোহ মহাপাপ এবং ইহার বিদূরণও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। "মোহো মহাসাবজ্জো, দন্ধবিরাগী"।

অঙ্গুত্তর—তিক-নিপাত।

মোহ-চিত্তদ্বয়ে যেমন বেদনার পার্থক্য নাই, উভয়ই একমাত্র উপেক্ষা-বেদনা সংযুক্ত, তেমন ইহাদের মধ্যে সংস্কারেরও বিভিন্নতা নাই। তাহার কারণ মোহের স্বভাবে তীক্ষ্ণতা ও উৎসাহের অভাব। লোভ-চিত্তের "উপেক্ষা" সৌমনস্যের শমতা জনিত; কিন্তু মোহ-চিত্তের "উপেক্ষা" সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্য উভয়ের অভাব জনিত।

মোহ-চিত্তকে "মোমূহ-চিত্ত" বলা হয়। "মোহেন মুহ্যন্তি অতিসযেন সংমুহ্যন্তি, মূলন্তর বিরহিতো'তি মোমূহানি"। যেই চিত্ত লোভ-দ্বেষাদি-অন্যমূল বিরহিত হইয়া শুধু মোহ দ্বারা মূর্চ্ছিত হয়, প্রমূর্চ্ছিত হয়, তাহাই "মোমূহ-চিত্ত"।

প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্মে তথা চারি আর্য্য-সত্যে, জ্ঞানোদয় হইলে মোহ বিদূরিত হয়। সূত্র-পিটকে মোহ অবিদ্যা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মোহ বা অবিদ্যা বিদূরিত হইলে মোহ-মূলক চিত্তোৎপত্তি যেমন অসম্ভব হয়, তেমনি লোভ-মূলক ও দ্বেষ-মূলক চিত্তোৎপত্তিও অসম্ভব হয়। কারণ লোভ এবং দ্বেষের হেতুও এই মোহ। অবিদ্যার বিদূরণে বিদ্যোৎপত্তিতে যে শুধু অকুশল সংস্কারোৎপত্তি রুদ্ধ হয় তাহা নহে, কুশলাদি সংস্কারও নিরোধ প্রাপ্ত হয়।

---

* উপাদান—ঘনীভূত তৃষ্ণা—যাহার কর্ম্মে পরিণত হইবার ক্ষমতা হয়।

কুশলাকুশল সর্ব্ববিধ সংস্কারই অনিত্য এবং পুনর্জ্জন্মদায়ক ; সুতরাং দুঃখ,—"সব্বে সঙ্খারা দুক্খা"। এই মোহই সংস্কারোৎপত্তির প্রধান কারণ। সুতরাং এই দুরন্ত শত্রুর প্রভাব প্রহত করাই মানবের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। "ধম্ম-পদ"ও বলে :—

"পথব্যা একরজ্জেন সগ্গস্স গমনেন বা
সব্ব-লোকা'ধিপচ্চেন সোতাপত্তি-ফলং বরং।" ১৭৮

"সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব হইতে, স্বর্গ-সুখ হইতে, এমন কি ত্রিলোকের আধিপত্য হইতেও স্রোতাপত্তি-ফল উৎকৃষ্ট"।

অকুশলের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে এইমাত্র বক্তব্য যে, অকুশলের পরিণাম "দুঃখ"। ইহার কার্য্য কুশলের বিরুদ্ধাচরণ ; আকার কলুষিত ভাব। ইহার আশু কারণ অনুচিত "মনস্কার" (১). — চিত্তের অনুচিত আলম্বন গ্রহণ। মূল কারণ লোভ-দ্বেষ-মোহ।

অকুশলের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত।

পাদ-টীকা :—"ধম্ম-সঙ্গণিতে" কুশল-চিত্ত সর্ব্ব প্রথম আলোচিত হইলেও মহাস্থবির অনুরুদ্ধ তাঁহার "অভিধম্মত্থ-সঙ্গহে" অকুশল-চিত্তকেই প্রথম আলোচ্য-বিষয় করিয়াছেন। ইহার কি কোন কারণ আছে? অর্থকারেরা বলেন যে, প্রতিসন্ধির পর সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন চিত্ত লোভ-মূলক। এই চিত্তের পরিভাষা "ভব-নিক্রান্তি-লোভ-জবন"। এজন্য লোভ-মূলক চিত্তকেই আদি বর্ণিতব্য-বিষয় করা হইয়াছে।

(১) "মনস্কার" বা মনসিকার একটি মনোবৃত্তি, যাহা মনকে ইহার বিষয়ের অভিমুখী করিয়া রাখে।

(২) অষ্টাদশ অহেতুক চিত্ত।

ত্রিবিধ মূলভেদে দ্বাদশ প্রকার অকুশল চিত্ত বিভাগ করিয়া প্রদর্শনের পর, এখন অহেতুক চিত্ত আলোচনার কালে, সেই অহেতুক চিত্তের অন্তর্গত পূর্ব্বজন্ম-কৃত-অকুশল-বিপাক (ফল) কিরূপে পরবর্ত্তী জীবনের প্রবর্ত্তনের সময় চিত্তে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

চক্ষু, দৃশ্যমান রূপ এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহা "চক্ষু-বিজ্ঞান"।

শ্রোত্র, শব্দ এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহা "শ্রোত্র-বিজ্ঞান"

ঘ্রাণ (নাসিকা), গন্ধ এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহা "ঘ্রাণ-বিজ্ঞান"।

জিহ্বা, রস এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহা "জিহ্বা-বিজ্ঞান"।

কায়া, স্প্রষ্টব্য (১) এবং মনস্কারের সম্মিলনে যে চিত্তের উৎপত্তি হয় তাহা "কায়-বিজ্ঞান"।

চিত্ত চক্ষাদির সাহায্যে রূপাদি আলম্বন অবগত হয়। সুতরাং বিজ্ঞানের উৎপত্তি চক্ষাদি বাস্তু এবং রূপাদি আলম্বন, মনস্কার ও আলোকাদি অন্যান্য বহু প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে। এই বাস্তু, আলম্বন ও মনস্কার ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটির অভাব হইলে "বিজ্ঞানের" উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং বিজ্ঞানও প্রত্যয়াদির সংযোগে উৎপন্ন হয়। সে জন্য বিজ্ঞানও অনিত্য ও অনাত্ম।

---

(১) কায়ার বিষয়।

যখন কোন আলম্বন চক্ষু-দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন চিত্ত জানিতে পারে যে, চক্ষু-দ্বারেই আলম্বন উপস্থিত হইয়াছে, শ্রোত্র কিংবা অন্য দ্বারে নহে। চিত্তের ঈদৃশ "জানন" চক্ষু-বিজ্ঞান।

তৎপর চিত্ত ঐ চক্ষু-দ্বারে আগত আলম্বনকে বিনা বাধায় আসিতে দিয়া যেন গ্রহণ করিল। চিত্তের এই নিষ্ক্রিয় গ্রহণ কার্য্যটি "সম্প্রতীচ্ছ"। এবং এই "সম্প্রতীচ্ছ"-কার্য্য সম্পাদনকালীন চিত্তের অবস্থাই "সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত"। এই "সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত" মনোরম বা অমনোরম আলম্বন নিষ্ক্রিয় ভাবেই গ্রহণ করে।

তৎপর চিত্ত ঐ রূপালম্বনকে (পূর্ব্ব-জ্ঞাত রূপালম্বনাদির সহিত যেন তুলনা করিয়া) পরীক্ষা করিল। ইহা চিত্তের সন্তীরণ কার্য্য এবং এই চিত্ত "সন্তীরণ-চিত্ত"। এই সমস্তই চিত্তের নিষ্ক্রিয়, অপ্রতিরোধী অবস্থা। এইসব অবস্থা বিপাকাবস্থা। এই "চক্ষু-বিজ্ঞান", "সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত", "সন্তীরণ-চিত্ত" সমস্তই বিপাক চিত্ত। তদ্রূপ শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান সমস্তই বিপাক-চিত্ত।

ইহা জীবনের নিষ্ক্রিয় অংশ (Passive-side)। ইহার উপর আমাদের কোন আধিপত্য নাই। বহির্জগত হইতে এই ছাপ (impression) নিরন্তর চক্ষাদি পঞ্চ-দ্বারে পতিত হইয়া বিপাক-চিত্ত উৎপন্ন করিতেছে।

একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ-ফুল যেন চক্ষু পথে পতিত হইল। চিত্ত তৎপ্রতি আবর্ত্তিত হইয়া জানিল যে, চক্ষুর কাজ হইল, অন্য ইন্দ্রিয়ের নহে। ইহা চক্ষু বিজ্ঞান। তৎপর চিত্ত উহা গ্রহণ করিল; ইহা সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত। উহাকে গোলাপ-ফুল বলিয়া চিনিল; ইহা সন্তীরণ চিত্ত। এ পর্য্যন্ত চিত্ত ঐ ফুলের প্রতি নিষ্ক্রিয় অবস্থাপন্ন। ইহা চিত্তের বিপাকাবস্থা। এই পর্য্যন্ত চিত্ত ঐ গোলাপ ফুলের প্রতি

কোন প্রকার সম্প্রযুক্ত হেতু (লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ বা অমোহ) দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। এজন্য এইসব বিপাক চিত্ত অহেতুক। কিন্তু তৎপর যখন ঐ ফুলটি পাইবার বা না পাইবার ও উপভোগের বা অনুপভোগের ইচ্ছা জন্মে তখন চিত্তের সক্রিয় অবস্থা বা কর্ম্মাবস্থা উৎপন্ন হয়; হেতু সংযোগ হয়। এইরূপে এইসব বিপাক চিত্ত অহেতুক।

চক্ষু বিজ্ঞানাদি উপেক্ষা সহগত কেন? চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান এবং জিহ্বা-বিজ্ঞানে বাস্তু এবং আলম্বন দুর্ব্বল ভাবে সম্মিলিত হয়। এইজন্য মনোরম, অমনোরম উভয়বিধ আলম্বনে এইসব বিজ্ঞান উপেক্ষা-বেদনা-সহগত।

"অত্থসালিনীতে" বুদ্ধ-ঘোষ বলেন যে, চারি বাস্তু-রূপ অর্থাৎ চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা—উপাদারূপ (১)। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এই চারিটিও উপাদারূপ। উপাদারূপের সহিত উপাদারূপের মিলন সংঘর্ষণাকারে হয় না। এইজন্য এই বিপাক-বিজ্ঞান চতুষ্টয় উপেক্ষা-সহগত।

কায়-বিজ্ঞান দুঃখ বা সুখ সহগত কেন? কায়-বিজ্ঞানের আলম্বন কিন্তু স্প্রষ্টব্য (কঠিনতা বা কোমলতা, উষ্ণতা বা শীতলতা, ভারিত্ব বা বেগ)। এই স্প্রষ্টব্য আলম্বনের সংঘর্ষণ, কায়-প্রসাদ অতিক্রম করিয়া, সেই প্রসাদ রূপের নিশ্রয় মহাভূতকে (১) আঘাত করে। ভূতরূপের সহিত ভূতরূপের সংঘর্ষণ প্রবল। এইজন্য কায়-বিজ্ঞান অকুশল বিপাকে দুঃখ-সহগত; কুশল বিপাকে সুখ-সহগত। মশকের কামড়ে "দুঃখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান"

(১) চতুর্বিধ মৌলিক রূপ (জড়-শক্তি) "ভূত-রূপ" বা "মহাভূত"। এই মহাভূতোৎপন্ন রূপ "উপাদা-রূপ" ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে রূপ-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

উৎপন্ন হয়; পূর্ব্বজন্ম-কৃত অকুশল কর্ম্ম-হেতু দেহ ঈদৃশ স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াছে। মলয়-পবন-স্পর্শে "সুখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান" উৎপন্ন হয়; পূর্ব্বজন্ম-কৃত কুশল কর্ম্ম-হেতু দেহ ঈদৃশ স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াছে যে, এরূপ স্পর্শে এরূপ বেদনা উৎপন্ন হয়।"

সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত উপেক্ষা সহগত কেন? চক্ষু প্রভৃতি দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানের (১) পরই সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহাদের বাস্তুর পার্থক্য রহিয়াছে। চক্ষু-বিজ্ঞানের বাস্তু চক্ষু; শ্রোত্র-বিজ্ঞানের বাস্তু শ্রোত্র; ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের বাস্তু ঘ্রাণ (নাসিকা); জিহ্বা-বিজ্ঞানের বাস্তু জিহ্বা; কায়-বিজ্ঞানের বাস্তু কায়; সম্প্রতীচ্ছ-চিত্তের বাস্তু হৃদয় (২)। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানের বাস্তুর সহিত সম্প্রতীচ্ছ চিত্তের বাস্তুর পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য হেতু সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত স্ব-পক্ষীয় বাস্তুর সাহায্য পায় না; এজন্য দুর্ব্বল। এবং এই দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ঈপ্সিত অনীপ্সিত কোনরূপ আলম্বনের রসানুভব করিতে পারে না। সে জন্য ইহা উপেক্ষা-সহগত।

সন্তীরণ-চিত্ত ঃ— "অকুশল বিপাক সন্তীরণ-চিত্ত", "কুশল বিপাক সন্তীরণ-চিত্ত" উভয়ই উপেক্ষা-বেদনা সহগত। কিন্তু কুশল বিপাকে আলম্বন যদি অতি মহৎ হয়—তবে কুশল সন্তীরণ-চিত্ত সুখ-সহগত হয়।

দুই জাতীয় বিপাক বিজ্ঞানের পার্থক্য ঃ— অকুশল-বিপাক বাস্তুও কৃত্যভেদে সপ্তবিধ। কুশল-বিপাক বাস্তু, কৃত্য ও বেদনা ভেদে অষ্টবিধ। ক্রিয়া-চিত্ত কৃত্য, দ্বার ও আলম্বন

(১) দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান—চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান এই পঞ্চ বিজ্ঞান কুশলাকুশল হিসাবে দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান। দ্বিপঞ্চ অর্থাৎ দশ।

(২) বাস্তু ও হৃদয়-বাস্তু সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের "বাস্তু-সংগ্রহ" দ্রষ্টব্য।

ভেদে ত্রিবিধ। অকুশল বিপাক—"উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ-চিত্ত" প্রতিসন্ধির সময়েও বিপাক প্রদান করে অর্থাৎ অপায়ে প্রতিসন্ধি ঘটায়। সুতরাং ভবাঙ্গ, চ্যুতিও ইহার বিপাক প্রদানের স্থান। কুশল বিপাক "উপেক্ষা-সহগত-সন্তীরণ-চিত্ত" প্রতিসন্ধির সময়ও বিপাক প্রদান করে, অর্থাৎ মনুষ্যকুলে প্রতিসন্ধি ঘটায়। কিন্তু জন্মান্ধ, বধির, বিকলাঙ্গ বা বিকৃত-মস্তিষ্ক করিয়া থাকে। ভবাঙ্গ, চ্যুতিও ইহার বিপাক স্থান। "সুখ সহগত কুশল বিপাক সন্তীরণ" শুধু পঞ্চদ্বার-বীথিতে বিপাক প্রদান করে। অমনোরম আলম্বনের স্পর্শে পঞ্চদ্বারিক অকুশল-বিপাক-চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই অকুশল-বিপাক-চিত্তের উৎপত্তি-স্থান চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং কায়। মনোরম আলম্বনের স্পর্শে পঞ্চদ্বারিক কুশল-বিপাক-চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই কুশল-বিপাক-চিত্তের উৎপত্তি-স্থানও চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং কায়। অকুশল কায়-বিজ্ঞান দুঃখ-বেদনা সহগত; কিন্তু কুশল কায়-বিজ্ঞান সুখ-বেদনা সহগত।

"বিপাক" দ্বারা কি বুঝায়? আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল তরুণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেই অবস্থাকে পরিপক্ক অবস্থা বলা হয়। সেইরূপ কুশলাকুশল কর্ম্মও তরুণাবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহাই পরিপক্কাবস্থা বা বিপাকাবস্থা। কোন কর্ম্ম সম্পাদন কালে চিত্তে যে কুশল বা অকুশল চেতনা (উদ্দেশ্য) বিদ্যমান থাকে, তাহাই চিত্তের কর্ম্মাবস্থা। এই চেতনার বেগ থামিয়া গেলেও ইহার শক্তি,—বীজের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন তরুর মত, চিত্ত-সন্ততিতে সুপ্তভাবে রহিয়া যায়। ইহা অনুশয়াবস্থা বা প্রচ্ছন্নাবস্থা। এই প্রচ্ছন্ন-শক্তি যাবৎ স্বানুরূপ কারণাদি না পায় তাবৎ শত সহস্র কল্পাবধি চিত্ত-সন্ততির অনুগত থাকে। এতদ্ সম্বন্ধে "ধম্ম-পদে" উক্ত হইয়াছে।

"নহি পাপং কতং কম্মং সজ্জুখীরং'ব মুচ্চতি।
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো"॥

যখন কুশলাকুশল প্রত্যয়াদি উপস্থিত হয়, তখন সুপ্ত কর্ম্ম বিপাক প্রদানের সুযোগ গ্রহণ করে। কি করে? মরণোন্মুখ সত্বের প্রতিসন্ধি-চিত্তে আলম্বনাকারে নিজকে উপস্থাপিত করে, কিংবা কর্ম্মসম্পাদন কালে ব্যবহার্য্য উপকরণাদিরূপী নিমিত্তকে উপস্থাপিত করে, কিংবা গন্তব্য ভবের নিমিত্তকে উপস্থাপিত করে (১)। এমতাবস্থায় আমরা বলিতে পারি,—ইহা কর্ম্মের পরিণতাবস্থা এবং কর্ম্ম বিপাক দিতেছে। তৎপর পরবর্ত্তী ভবের ভবাঙ্গ-চিত্তের আলম্বনাকারে, ঐ কর্ম্ম বা কর্ম্ম-নিমিত্ত বা গতি-নিমিত্ত যাবজ্জীবন ভবাঙ্গ-কৃত্য সাধন করিতে থাকে এবং সুযোগানুসারে চক্ষাদি দ্বারে বিপাক-কৃত্য সম্পাদন করে।

অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত—১৬—১৮ঃ— পঞ্চদ্বারিক আলম্বনের কোন এক আলম্বন যখন ভবাঙ্গ-স্রোত ছিন্ন করে, তখন চিত্ত ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া ঐ আলম্বনের দিকে আবর্ত্তিত হয়। চিত্তের এই প্রকার আবর্ত্তনাবস্থার নামই "আবর্ত্তন-চিত্ত"। এই চিত্তে মনস্কারেরই প্রাধান্য; চিত্তের এই আবর্ত্তনাবস্থা হইতেই ইহার বীথি-ভ্রমণ আরম্ভ হয়। এই আবর্ত্তন-চিত্ত ক্রিয়া-চিত্ত। এবং চিত্তের ঈদৃশ অবস্থায়ও কোন প্রকার হেতু ইহাতে বিদ্যমান থাকে না। এইজন্য ইহা অহেতুক।

কিন্তু মনোদ্বারিক আলম্বনের স্পর্শে যখন ভবাঙ্গ-প্রবাহ ছিন্ন হয় এবং চিত্ত ঐ ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া ঐ মনোদ্বারিক আলম্বনে আবর্ত্তিত হয়, তখন উহা "মনোদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত" বা "ব্যবস্থাপন" (বোত্থপন) চিত্ত"। ইহাও ক্রিয়া-চিত্ত এবং অহেতুক।

(১) পঞ্চম পরিচ্ছেদের "চ্যুতি-প্রতি-সন্ধি" দ্রষ্টব্য।

"হসিতোৎপাদ ক্রিয়া-চিত্ত" বা "হাসি-উৎপাদক অহেতুক ক্রিয়া-চিত্ত" শুধু অর্হতের চিত্ত। পৃথগ্জনের নিকট বা শৈক্ষ্য পুদ্গলের নিকট এই চিত্ত উৎপন্ন হয় না। কিন্তু "পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন" ও "মনোদ্বারাবর্ত্তন" ক্রিয়া-চিত্তদ্বয় পৃথগ্জন, শৈক্ষ্য, অর্হৎ সকলের নিকট উৎপন্ন হয়। ক্ষীণাসবের বদনমণ্ডলে লোকীয় জন-সাধারণ বা শৈক্ষ্যের ন্যায় রাগনীয় ভাবে স্থূল বিষয়ে হাসি বিকশিত হয় না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ই তাঁহার মুখে নির্ব্বিকার হাসি ফুটাইয়া থাকে। গৃধ্রকূট পর্ব্বতে মহামৌদ্গল্যায়ন যখন সূচীলোম প্রেতকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই ভাব জাগিয়াছিল যে, "এই অবস্থা আমি অতিক্রম করিয়াছি" এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ-মণ্ডলে হাসি-রেখা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা লোকীয় ক্রিয়া-চিত্ত,—"হসিতোৎপাদ ক্রিয়া-চিত্ত" এবং হেতু-প্রত্যয় বিরহিত।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে হাসির ছয়টি স্তরের কথা উল্লেখ আছে। আমরা যাহাকে মুচ্‌কে হাসি বলি তাহা "স্মিত"; কিন্তু হাসি ঈষৎ দন্ত-বিকাশে "হসিত", মৃদু শব্দ সহ "বিহসিত", মস্তক সঞ্চালনে "উপহসিত", অশ্রুবর্ষণে "অপহসিত" এবং দেহান্দোলনে "অতিহসিত" নাম প্রাপ্ত হয়। ক্ষীণাসবেরা প্রথম ও দ্বিতীয়াকারে, কল্যাণ-পৃথগ্জন ও শৈক্ষ্যগণ প্রথম চারি আকারে হাসিয়া থাকেন। পৃথগ্জনের হাসির দখল কিন্তু সর্ব্বস্তরে।

পৃথগ্জন চারি সৌমনস্য সহগত লোভ-চিত্তোৎপত্তিতে এবং চারি সৌমনস্য সহগত মহাকুশল চিত্তোৎপত্তিতে হাসিয়া থাকেন। শৈক্ষ্যে হাসি বিকশিত হয় চারি সৌমনস্য সহগত মহাকুশল চিত্তোৎপত্তিতে। ক্ষীণাসবের হাসি সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাক্রিয়া চিত্তদ্বয়ে এবং হসিতোৎপাদ চিত্তে প্রকটিত হয়। নিরনুশয় চিত্ত-সন্ততিতে উৎপন্ন-কর্ম্ম বিপাক প্রদান করিতে পারে না।

অহেতুক চিত্তের সংক্ষেপ বর্ণন সমাপ্ত।

(৩) শোভন-চিত্ত।

(ক) মহাকুশল-চিত্তঃ— কামাবচর কুশল-চিত্ত বাস্তবিক পক্ষে একটিমাত্র চিত্ত। কিন্তু বেদনা, জ্ঞান ও সংস্কারের বিভিন্ন প্রকার সংযোগে ইহা হীন, মধ্যম, উত্তম হইয়া থাকে। এবং সেই সংযোগ অনুসারে—ইহার আট প্রকার বিকাশ। বেদনানুসারে ইহা সৌমনস্য বা উপেক্ষা সহগত। সংস্কার ভেদে অসাংস্কারিক বা সসাংস্কারিক। জ্ঞান ভেদে জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত বা জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত।

সৌমনস্যের কারণঃ— শ্রদ্ধা বাহুল্য, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, কুশল-বিপাক দর্শনই সৌমনস্য উৎপত্তির কারণ। সুতরাং সৌমনস্য উৎপাদন করিতে হইলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ, শীল, দান, দেবতা ও উপশমাদির গুণ স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। এবং রুক্ষ-স্বভাব ও দুঃশীল ব্যক্তির সংসর্গ পরিবর্জ্জন, শান্ত, সুশীল ব্যক্তির সাহচর্য্য, শ্রদ্ধা-জনক সূত্রাদি আবৃত্তি ও প্রত্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি সৌমনস্য লাভের আগ্রহশীলতাই মুখ্য বিষয়। বলবতী শ্রদ্ধার অভাবেই চিত্ত উপেক্ষা-সহগত হয়। দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ও কুশল-বিপাক সম্বন্ধে জ্ঞানাভাবও "উপেক্ষা-বেদনার" কারণ।

জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত হইবার কারণঃ— ১। কুশল-কার্য্যের প্রকৃতি অনুসারেও চিত্ত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত হয়। যিনি পরের হিতের জন্য ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, কিংবা ধর্ম্ম-কথিক দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন, কিংবা নির্দ্দোষ শিল্পায়তন, শারীরিক কর্ম্মায়তন, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ সাহায্য করেন, তবে তাঁহার সেই কার্য্য জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল-কর্ম্ম।

২। যিনি "ভাবী জন্মে প্রজ্ঞাবান হইব" এই সঙ্কল্প করিয়া নানা প্রকার দানাদি কুশল কার্য্য করেন, শীল-পালন করেন, ভাবনা করেন, তবে তাঁহার সেই কার্য্যাদি জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল-কর্ম্ম।

৩। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য্য, সমাধি, প্রজ্ঞা এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে সুগঠিত করিবার জন্য যে সব কার্য্য করা হয় এবং সুগঠিত হইলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে সব কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাও জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত।

৪। শমথ ও বিদর্শন ভাবনা দ্বারা চিত্তের ক্লেশ দূরীভূত অবস্থায় উৎপন্ন কুশল কর্ম্মও জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত।

অসাংস্কারিক ও সসাংস্কারিক ঃ— চিত্ত যখন নিজ স্বভাব-হেতু নিজবলে কুশল ভাব জাগ্রত করে, কায়-কর্ম্ম বা বাক্-কর্ম্ম সম্পাদন করে, তখন চিত্ত অসাংস্কারিক হয়। সেইভাবে উৎপন্ন হইতে না পারিয়া যদি বাহিরের আলম্বনের সাহায্যে বা পরের উত্তেজনায়, প্ররোচনায় বা নিজের চিন্তা-বিচারের পর কুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয় ও কর্ম্মাদি সম্পাদন করা হয়, তবে চিত্ত সসাংস্কারিক হয়।

অসাংস্কারিক চিত্ত সসাংস্কারিক চিত্ত হইতে বলবত্তর। সেইরূপ সৌমনস্য চিত্ত উপেক্ষা চিত্ত হইতে এবং জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চিত্ত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত চিত্ত হইতে বলবত্তর।

পূর্ব্ব-জন্মের পুণ্য-সংস্কার, নীরোগতা, ভোজন, আবাসস্থান, ঋতু ইত্যাদি বহির্জ্জগত হইতে উৎপন্ন সুযোগ অসাংস্কারিক চিত্তোৎপত্তির কারণ ও সহায়। সাধারণতঃ ঈদৃশ সুযোগের অভাবেই চিত্ত সসাংস্কারিক হয়।

হেতু ঃ— জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত-কর্ম্ম দ্বিহেতুক। অর্থাৎ ইহাতে শুধু "অলোভ" ও "অদ্বেষ" হেতুদ্বয় বিদ্যমান। কিন্তু জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কর্ম্ম

ত্রিহেতুক। কারণ এবংবিধ কর্ম্মে ঐ দুই কুশল হেতুর সঙ্গে "অমোহ" বা "জ্ঞানও" সম্প্রযুক্ত থাকে। ত্রিহেতুক কুশল দ্বিহেতুক কুশল হইতে বলবত্তর। করণীয় কুশলকে ত্রিহেতুক করিবার চেষ্টা মেধাবীর কার্য্য।

কুশল কর্ম্মপথঃ— দান, শীল, ভাবনা, অপচায়ন বা সম্মান, সেবা, পুণ্যদান, পুণ্যানুমোদন, ধর্ম্ম-শ্রবণ, ধর্ম্মোপদেশ ও দৃষ্টিঋজুতা বা সত্য-জ্ঞান-সঞ্চয়, এই দশ প্রকার কর্ম্ম কুশল-কর্ম্ম। এই কুশল কর্ম্ম সম্পাদনের সময় চিত্ত অষ্ট মহাকুশল-চিত্তের যে কোন একটির অবস্থা লইয়া সম্পাদিত হয়। দশ কুশল-কর্ম্ম-পথের সহিত আট মহাকুশল-চিত্তের ইহাই সম্পর্ক।

মহাকুশল-চিত্তের ক্রমঃ— উপরোক্ত দশবিধ কুশল কর্ম্মের মধ্যে যে কোন একটি যদি কেহ স্বেচ্ছায়, সানন্দে, ক্লেশাদি দূরীকরণার্থ, প্রজ্ঞার বৃদ্ধির জন্য বা পর-দুঃখ বিমোচনের জন্য অসঙ্কুচিত চিত্তে সহসা সম্পাদন করেন, তখন প্রথম চিত্ত; সঙ্কুচিত চিত্তে বা দ্বিধা চিত্তে বা পরের উৎসাহ সাপেক্ষ হইয়া সম্পাদন করিলে দ্বিতীয় চিত্ত; অন্যের দেখাদেখি কিন্তু স্বীয় চিত্তের স্বভাব হেতু দ্রুতভাবে ও সানন্দে সম্পাদন করিলে তৃতীয় চিত্ত; অন্যের দেখাদেখি কিন্তু প্ররোচনায় ও ইতস্ততঃ করিয়া সানন্দে সম্পাদন করিলে চতুর্থ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

উপেক্ষা বেদনার সহিত উক্ত চারিভাবে সম্পাদন করিলে যথাক্রমে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম চিত্ত উৎপন্ন হয়।

(খ) মহাবিপাক চিত্তঃ— এই অষ্টবিধ মহাকুশলের বিপাক সহেতুক-বিপাক-চিত্ত। চারিস্থানে এই মহাকুশল বিপাক দান করে। তদালম্বন, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতিতে। এই সহেতুক কাম-কুশল শক্তি অনুসারে বিপাকাকারে সপ্তবিধ

কাম-সুগতিতেই প্রতিসন্ধি জন্মায়। এই সপ্তবিধ কাম-সুগতি কি ? মনুষ্য-লোক, চাতুর্মহারাজিক, ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণ-রতি এবং পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী দেবলোক। "অহেতুক কাম-কুশল বিপাক সন্তীরণ-চিত্ত" মনুষ্যলোকে প্রতিসন্ধি প্রদান করিলেও তাহা যে জন্মান্ধ, বধির, বিকৃত-মস্তিষ্ক, বিকলাঙ্গ বা ক্লীব করিয়া জন্মায় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অভিজ্ঞেরা বলেন যে, বুদ্ধগণের প্রতিসন্ধি-চিত্ত "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক মৈত্রী-চিত্ত"।

কামাবচর আট প্রকার চিত্ত অর্থাৎ লোভমূলক চারি চিত্ত এবং মহাকুশল চারি চিত্তই সৌমনস্য-সহগত; সুতরাং সৌমনস্য যাহাতে সর্ব্বদা কুশল জাতীয় ও জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত হয়, তজ্জন্য স্মৃতিমান থাকা প্রত্যেক কুশলার্থীর কর্ত্তব্য। তজ্জন্য নিয়ত মৈত্রী ও মুদিত-চিত্ত উৎপাদনের অভ্যাস করাই সুসঙ্গত। এবং প্রতিঘ-চিত্ত সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য,—বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

"ধম্মপদ" ঘোষণা করিতেছে :—

"মেত্তাবিহারী যো ভিক্‌খু পসন্নো বুদ্ধ-সাসনে ;
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং"। ৩৬৮

অষ্ট সহেতুক কামাবচর বিপাক-চিত্ত মনোরম আলম্বন বা প্রিয়াপ্রিয়ের মধ্যস্থ আলম্বন অনুসারে সৌমনস্য বা উপেক্ষা-সহগত হয়।

(গ) **অষ্টবিধ মহাক্রিয়া-চিত্ত** :— মহাক্রিয়া-চিত্ত শুধু অর্হতের চিত্ত। অনাগামীর নিকটও এই চিত্ত উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধগণ যে ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদের তৎকালীন চিত্ত এই মহাক্রিয়া-চিত্ত। শুধু ধর্ম্মোপদেশ নহে, লৌকীয় কুশল-চিত্ত মাত্রই অর্হৎ, প্রত্যেক বুদ্ধ, সম্যক্ সম্বুদ্ধের চিত্তে মহাক্রিয়া-চিত্ত

হইয়া উৎপন্ন হয়। ক্রিয়া-চিত্ত বলিতে এই বুঝায় যে, চিত্তের ক্রিয়া আছে, কি সে ক্রিয়ার বিপাক নাই; কারণ কুশলাকুশলের হেতু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য তাহাদের কৃত কর্ম্ম অঙ্কুরিত হয় না,— "তে খীণবীজা অবিরূলহিচ্ছন্দা"। স্থবির অঙ্গুলিমালের জীবন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই ক্রিয়া-চেতনা চরিত্রকে কুশলাকুশলে রূপান্তরিত করে না, কারণ ঈদৃশ চিত্ত অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ হেতু দ্বারা "অনুশয়" ধ্বংস প্রাপ্ত। "অনুশয়" অর্থ সুপ্ত তৃষ্ণা, যাহা ভাবীকালে বিপাক উৎপন্ন করিবার শক্তি ধারণ করে। মহাক্রিয়া-চিত্ত বেদনা, জ্ঞান ও সংস্কার ভেদে মহাকুশল চিত্তের সদৃশ।

কামাবচর কুশলচিত্ত, বিপাক-চিত্ত এবং ক্রিয়া-চিত্তকে ক্রমে মহাকুশল-চিত্ত, মহাবিপাক-চিত্ত এবং মহাক্রিয়া-চিত্ত বলা হয়। "মহা" বিশেষণ "বিস্তারিতার্থে" ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ কামাবচরের কুশল বহু সহস্র কোটি জন্ম-পরম্পরা প্রবাহিত হয়। মহাবিপাক ও মহাক্রিয়া-চিত্ত ইহারই ফল ও ক্রিয়া; এই কারণে ইহারাও "মহা" শব্দে বিশেষিত। রূপারূপ বা লোকোত্তরের কুশল কিন্তু পরবর্ত্তী জন্মেই বিপাক দান করে। ঈদৃশ কর্ম্ম ও ফলে ব্যবধানহীনতা বা আনন্তর্য্য হেতু ইহারা "আনন্তরিক" কুশল।

অকুশল-কর্ম্ম অকুশল-কর্ম্মীকে তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্গতি প্রাপ্ত করায়। সেজন্য অকুশলের অন্য নাম "পাপ"। "অকুসলানি হি অত্ত-সমঙ্গিনো সত্তে অনিচ্ছন্তেযেব অপাযং পাপেন্তি, তস্মা পাপানী'তি বুচ্চন্তি"। শ্রদ্ধাদি সুন্দর গুণযুক্ত বলিয়া এবং সৌভাগ্য উৎপাদন করে বলিয়া কুশলের অন্য নাম "শোভন"। "কু"র পক্ষে যাহা শল্য স্বরূপ তাহাই "কুশল"। অথবা পাপ বিধ্বংসনে যাহা "কুশ"-যুক্ত তাহাই "কুশল"।

২। রূপাবচর চিত্ত।

রূপাবচর চিত্ত ধ্যান-চিত্ত। কামাবচর কুশল চিত্তকে কিরূপে রূপাবচর ধ্যান-চিত্তে উন্নীত করা যায় তাহাই অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শুধু বিশুদ্ধ জলই যেমন মেঘে পরিণত হইতে ও উন্মুক্ত বাতাসে বিচরণ করিতে পারে, তেমনি শীল-বিশুদ্ধ চিত্তই ধ্যান-চিত্তে উন্নমিত হইতে ও শান্তিতে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। যিনি রূপ-চিত্ত বা ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন ও গঠন করিতে সঙ্কল্প করেন, তাঁহাকে অতি সাবধানে ন্যূনকল্পে পঞ্চশীল পালন করিতে হয়; এবং তাঁহার নির্জ্জন-বিহারী হওয়া, অন্ততঃ সাময়িক নির্জ্জনতা, আবশ্যক। বাস-গৃহ-জনিত, জ্ঞাতি-পরিজন-জনিত, সাংসারিক লাভ-ক্ষতি, জনতা, কার্য্যভার, দেশ-ভ্রমণ, শারীরিক ব্যাধি ও গ্রন্থাদি জনিত বাধা, উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ আবশ্যক। তৎপর তিনি উপযুক্ত গুরুর পরামর্শানুযায়ী, তদভাবে স্বীয় চরিতানুযায়ী কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচন করিবেন। কর্ম্ম-স্থান=ভাবনা-কর্ম্মের আলম্বন বা বিষয়।

নির্ব্বাচিত কৃৎস্নে বা আলম্বনে স্থিরদৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া একাগ্রতার সহিত উহা চিত্তে মুদ্রিত করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হয়; তৎপর সময়ে এমন এক অবস্থা উৎপন্ন হয়, যখন ঐ আলম্বন উন্মীলিত নেত্রে বা নিমীলিত নেত্রে সমপরিমাণে সুস্পষ্ট হয়। ঐ চর্ম্ম-চক্ষু-দৃষ্ট আলম্বনের নাম "পরিকর্ম্ম" নিমিত্ত; এবং এই মনশ্চক্ষু দৃষ্ট আলম্বনের নাম "উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত"। উদ্‌গ্রহ অর্থ মনোগৃহীত। এই "উদ্‌গ্রহ-নিমিত্তে" চিত্তকে একাগ্র করিতে করিতে সময়ে এমন এক অবস্থা উৎপন্ন হয় যেন, ঐ নিমিত্তের অভ্যন্তর হইতে এক নির্ম্মল, উজ্জল আকার বহির্গত হইতেছে। এই অবস্থাপন্ন নিমিত্ত "প্রতিভাগ-নিমিত্ত"। পরিকর্ম্ম ও উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত লইয়া যে ধ্যান তাহা "পরিকর্ম্ম-ধ্যান"। অকম্পিত "প্রতিভাগ-নিমিত্ত"

লইয়া যে ধ্যান তাহা "উপচার-ধ্যান"। প্রতিভাগ-নিমিত্তের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের পঞ্চ নীবরণ স্তম্ভহীন গৃহের দশাপ্রাপ্ত হয়। এখানেই উপচার বা কাম-লোকের ধ্যান-চিত্তের আরম্ভ। এই উপচার ধ্যানের চিত্ত কামাবচরের "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল-চিত্ত"। কিন্তু শুষ্ক-বিদর্শক অর্হৎ হইলে কামাবচরের "সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া-চিত্ত"। এই উপচার ধ্যান-চিত্তের প্রথম জবনের (১) পারিভাষিক নাম "পরিকর্ম্ম" অর্থাৎ ধ্যান-চিত্ত উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা বা প্রস্তুত হইবার চিত্ত। দ্বিতীয় জবন "উপচার" অর্থাৎ ধ্যান-চিত্তের সমীপচারী চিত্ত। এই উপচারের পরবর্ত্তী জবন "অনুলোম"। অনুলোম-চিত্ত-ক্ষণে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়া ধ্যান-চিত্তে পরিস্ফুট হইবার উপযুক্ত হয়। অনুলোমের পরবর্ত্তী জবন "গোত্রভূ"। এই গোত্রভূ জবন পর্য্যন্ত কামাবচরের "উপচার-ধ্যান"। এই গোত্রভূ জবনের পরবর্ত্তী জবনই "অর্পণা জবন"। এই অর্পণা জবনই রূপাবচরের ধ্যান-চিত্ত। প্রতিভাগ-নিমিত্তের উৎপত্তিতে কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা এই পঞ্চ নীবরণ উত্থানশক্তি হীন হয় বলিয়া চিত্ত উপচার-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ধ্যানাঙ্গের উৎপত্তিতে অর্পণার উৎপত্তি হয়। বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-সুখ-একাগ্রতাই ধ্যান-চিত্তের মুখ্য অঙ্গ বা উপকরণ।

অর্পণা চিত্তের পূর্ণ একগ্রতা; ইহাই পূর্ণ ধ্যানের অবস্থা। রূপাবচর কুশল চিত্ত, এই প্রকারে সম্যক্ সমাধিদ্বারা, শীলকে ভিত্তি করিয়া, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ ব্যয়ামের সাহায্যে উৎপন্ন করা যায়। এই রূপ-চিত্তই কুশল গুরু-কর্ম্ম।

(১) জবন—বেগ। চিত্ত যখন অশনি বেগে ইহার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পতিত হইতে থাকে তখন চিত্তের জবন বা বেগের অবস্থা। ইহাই চিত্তের কর্ম্মশীল (active) অবস্থা। ৪র্থ পরিচ্ছেদে বীথি-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

রূপাবচর কুশল-চিত্ত—১—৫ ঃ— রূপাবচর প্রথম ধ্যান-চিত্তে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতাই ধ্যানাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে "বিতর্ক" সেই চিত্ত-বৃত্তি বা চৈতসিক যাহার আকর্ষণে চিত্ত ধ্যেয়-বিষয় গ্রহণ করে। বিতর্ক এই আকর্ষণে চিত্ত-চৈতসিকের জড়তা ভঙ্গ করিয়া "স্ত্যান-মিদ্ধের" প্রতিপক্ষতা করে। এজন্য বিতর্ক ধ্যানাঙ্গ। পুনঃ পুনঃ আলম্বন মনন ইহার স্বভাব; চিত্তকে আলম্বনাভিমুখে আকর্ষণ ইহার কার্য্য। ইহার অন্য নাম "চিন্তা"। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যেই আলম্বন গ্রহণ করে সেই আলম্বনের স্বভাব জানিবার জন্য "বিচার" তাহাতে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন করে। অনুমজ্জন ইহার লক্ষণ; এই লক্ষণ হেতু ইহা প্রজ্ঞা-স্বভাব-সম্পন্ন। এই নিমজ্জন হেতু চিত্ত বিচিকিৎসা দ্বারা দোলায়িত হইতে পারে না। বিচার এইরূপে বিচিকিৎসার প্রতিপক্ষ এবং সুতরাং ধ্যানাঙ্গ। আলম্বনে শঙ্কাহীন চিত্তেই "প্রীতি" উৎপন্ন হয়। "প্রীতি" প্রফুল্ল-স্বভাব-সম্পন্ন; তাই চিত্তকে সম্প্রসারিত করে এবং ব্যাপাদ দ্বারা উৎকণ্ঠিত হইতে দেয় না। এই কারণে "প্রীতি" ব্যাপাদের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যানাঙ্গ। প্রীতির নিত্য সহচর "সুখ"। "যত্থ পীতি, তত্থ সুখং। যত্থ সুখং তত্থ ন নিযমতো পীতি"। কারণ প্রীতি—সংস্কার-স্কন্ধ; সুখ—বেদনা-স্কন্ধ; সুখ শারীরিক ও মানসিক দুঃখকে বিতাড়িত করে। রৌদ্র-ক্লিষ্ট, পিপাসা-কাতর বনপথ-চারীর অন্তরে স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ প্রস্রবণ দর্শনে "প্রীতির" সঞ্চার হয়। তপ্ত অঙ্গে শীতল জলাভিষেকে এবং স্নিগ্ধ জলপানান্তে তরু-ছায়ায় উপবেশনে তাহার সুখোদয় হয়, চিত্ত শান্ত হয়, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বিদূরিত থাকে। একটিমাত্র আলম্বনে চিত্তের নিশ্চল অবস্থাই "একাগ্রতা"। একাগ্রতা মধ্যম পাণ্ডবকে সেই বহুজন-পূর্ণ সভা-মধ্যে ক্ষুদ্র পাখীটির ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অক্ষি-তারা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে দিয়াছিল না। এইজন্য একাগ্রতা বহু আলম্বন-ভ্রমণশীল কামছন্দের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যানাঙ্গ।

চিত্তকে এইরূপে "বিতর্ক" ধ্যেয় বিষয়ে আরোহণ করায়; "বিচার" নিমজ্জিত করিয়া রাখে; "প্রীতি" স্ফুরিত করে; "সুখ" সংগঠন করে এবং "একাগ্রতা" নিবদ্ধ করিয়া রাখে। প্রথম ধ্যান-চিত্তে এই পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চিত্তের এমন অবস্থা সৃজন করে যে, তাহাতে পঞ্চ নীবরণ উঁকি-ঝুঁকীর পর্য্যন্ত অবকাশ পায় না। এই ধ্যানাঙ্গের অনুবলে চিত্ত পঞ্চ-নীবরণকে পরীক্ষা করে ও জ্বালাইয়া দেয় বলিয়া এবংবিধ চিত্তের নাম "ঝান" বা "ধ্যান"।

দ্বিতীয় ধ্যান-চিত্ত "বিতর্ক"-বর্জ্জিত। অর্থাৎ চিত্ত আলম্বনের সহিত সুপরিচিত হওয়াতে, চিত্তকে আলম্বনে পরিচালনার জন্য কোনপ্রকার প্রচেষ্টা করিতে হয় না। বিনা বিতর্কেই চিত্ত ধ্যানালম্বনে একাগ্র হয়।

তৃতীয় ধ্যান-চিত্ত বিতর্ক-বিচার অঙ্গদ্বয় বর্জ্জিত। অর্থাৎ বিতর্ক-বিচার উভয় অঙ্গের কার্য্য আর অনুভূত হয় না। ইহার অর্থ এই যে, চিত্ত ক্রমে অধিক দক্ষ হইতেছে।

চতুর্থ ধ্যানে প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতাই মুখ্য থাকে।

পঞ্চম ধ্যান প্রীতি-বর্জ্জিত। উপেক্ষাই সুখের স্থান অধিকার করে। সুতরাং উপেক্ষা ও একাগ্রতাই পঞ্চম ধ্যান-চিত্তের মুখ্য অঙ্গ।

আলম্বন হিসাবে পঞ্চবিধ রূপ চিত্তের কোন পার্থক্য নাই। শুধু ধ্যানাঙ্গের ক্রমিক বিবর্জ্জনানুসারেই রূপ-চিত্ত পঞ্চবিধ হইয়াছে। উপচারের অবস্থায়ও স্ত্যান-মিদ্ধের অপগমনে বিতর্ক, বিচিকিৎসার অপগমনে বিচার, ব্যাপাদের অপগমনে প্রীতি, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অপগমনে সুখ এবং কামছন্দের অপগমনে একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হয়। যখন চিত্ত-চৈতসিক সর্ব্বতোভাবে প্রতিভাগ-নিমিত্তে অর্পিত ও নিমজ্জিত হয়, চিত্তের তৎকালীন অবস্থার

নাম "অর্পণা"। অর্পণা পূর্ণ সমাধির অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে, কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়; অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়, তাহাদের আলম্বন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যের সহিত সম্মিলিত হইলেও মনস্কারের অভাবে "স্পর্শ" উৎপন্ন হয় না। এইরূপ একাগ্রতা দ্বারা চিত্ত অতীব শক্তিশালী ও অতীব তীক্ষ্ণ হয়। এবং পদার্থরাজির যথা-স্বভাব অর্থাৎ অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম স্বভাব দেদীপ্যমান হয়। তদ্বারা "প্রজ্ঞা" উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা দ্বারাই তৃষ্ণাক্ষয় সম্ভব হয়। রূপধ্যানের উদ্দেশ্য চিত্তকে শক্তিশালী করিয়া প্রজ্ঞা-লাভের জন্য উপযোগী করা। নতুবা শুধু ধ্যান হিসাবে ইহা মূল্যবান নহে। চিত্তকে একাগ্র ও তীক্ষ্ণ করিয়া যথাভূত দর্শনের উপযোগী করিতে পারে বলিয়াই রূপাবচর ধ্যান মূল্যবান। রূপাবচর ধ্যানে দেব-জন্ম-লাভ ইত্যাদি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের লক্ষ্য হিসাবে অপ্রধান বিষয়। কারণ বৌদ্ধের লক্ষ্য "নির্ব্বাণ"। রূপাবচার ধ্যান "শমথ", কিন্তু এই শমথ ধ্যানজ পরিশুদ্ধ, শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণ চিত্তে যদি কেহ, রূপ-সম্পন্ন, বেদনা-সম্পন্ন, সংজ্ঞা-সম্পন্ন, সংস্কার-সম্পন্ন, বিজ্ঞান-সম্পন্ন যাহা কিছু উৎপন্ন হয় সেই সমস্তকেই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মের আকারেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত দর্শন করেন এবং সেই সেই "বিষয়" হইতে চিত্তকে ফিরাইয়া নির্ব্বাণে কেন্দ্রীভূত করেন, তবে তিনি বুঝেন "ইহাই শান্তি, ইহাই উত্তম! যেমন সমস্ত সংস্কারের (মনোবৃত্তির) নিবৃত্তি, সমস্ত উপধির পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্ব্বাণ"। কিন্তু তাঁহার সেই শান্ত অবস্থার প্রতি যদি তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তবে তিনি নির্ব্বাণালম্বন গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহার বিপাকে রূপ-লোকে জন্ম গ্রহণ করেন মাত্র।

রূপাবচর বিপাক-চিত্ত—৬—১০ঃ— কামাবচর চিত্ত কুশল ও অকুশল বিধায় ইহার বিপাকও কুশল ও অকুশল দ্বিবিধ। কিন্তু রূপাবচর চিত্ত সর্ব্বদা কুশল বলিয়া ইহার বিপাকও সর্ব্বদা কুশল জাতীয়।

কামাবচর কুশল সুযোগ অনুসারে এক সময় বা অন্য সময় বিপাক প্রদান করে। কিন্তু রূপাবচর কুশল প্রবল শক্তিশালী বলিয়া পরবর্ত্তী জন্মেই বিপাক প্রদান করে। ইহা কুশল গুরু-কর্ম্মের বিপাক, এজন্যই কর্ম্ম-জীবনে ও ফলোৎপত্তি-জীবনে কোন অন্তর (ফাঁক) নাই। এই প্রকারে রূপাবচর কুশল ফল-প্রদানে অন্তর রহিত বলিয়া ইহা "আনন্তরিক কুশল"। ইহা দ্বারা দেব-ভূমিতে জন্ম হয়। পঞ্চম-ধ্যান-বিপাক "বৃহৎ-ফল", "অসংজ্ঞ-সত্ত্বা" ও পঞ্চবিধ শুদ্ধাবাসে প্রতিসন্ধি। অন্যান্য বিপাকের ন্যায় এই বিপাকও স্বতঃ উৎপন্ন হয়।

রূপাবচর ক্রিয়া-চিত্ত—১১—১৫ ঃ—অর্হতের চিত্ত-সন্ততি অনুশয় রহিত বলিয়া তাঁহারা যখন রূপাবচর ধ্যান করেন তখন তাঁহাদের সেই রূপ-ধ্যান-চিত্ত এই ক্রিয়া চিত্তের আকারেই উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ক্রিয়া-চিত্তকেও কুশল-চিত্তের ন্যায় দেখায়।

স্পর্শাদি চৈতসিক রূপ ধ্যান চিত্তে বিদ্যমান থাকিলেও পঞ্চ নীবরণের বিদূরণকারী বিতর্কাদি ধ্যানাঙ্গ চৈতসিকগুলি মাত্র উল্লেখিত হইয়াছে।

রূপাবচর চিত্তের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা সমাপ্ত।

৩। অরূপাবচর চিত্ত।

অরূপ সত্বগণের চিত্তের অনুরূপ অবস্থা এই মনুষ্য লোকে মনুষ্যগণ স্ব স্ব চিত্তে উৎপন্ন করিতে পারেন। ইহাও ধ্যান-চিত্ত এবং ইহার আলম্বনও প্রজ্ঞপ্তি। এই চিত্ত পঞ্চম ধ্যানিক; সুতরাং ইহার মুখ্য অঙ্গ উপেক্ষা ও একাগ্রতা। রূপাবচর ধ্যানে সুদক্ষ যোগীই অরূপধ্যান-চিত্ত উৎপাদনের জন্য চেষ্টিত হইবার অধিকারী।

অরূপাবচর কুশল—১—৪ঃ— আকাশের অস্তিত্ব ও বিশালতা আমরা চন্দ্র, সূর্য্যাদির দ্বারাই অনুভব করি। যাহার অন্ত নাই অর্থাৎ উৎপত্তি ও ধ্বংস নাই তাহাই অনন্ত। আকাশ উৎপত্তি ও বিলয়হীন বলিয়া আকাশও অনন্ত। এই অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করিয়া যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহাই "আকাশানন্তায়তন কুশল-চিত্ত"। এখানে "আয়তন" শব্দে "আলম্বন" বুঝাইতেছে। এবং "অনন্ত" এই বিশেষণটির পরনিপাত হইয়াছে।

রূপাবচর পঞ্চম-ধ্যান লাভ করিবার পর ধ্যানী যখন বুঝিতে পারেন যে, শারীরিক দুঃখ-দৈন্য শরীরের অস্তিত্ব হেতু, তখন তিনি রূপে বিরাগী হন। এমন কি ধ্যানের রূপাবলম্বনকে পর্য্যন্ত বিরক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। এই প্রকারে রূপাবচর ধ্যানের স্থূলতা বুঝিতে পারিয়া, তিনি অরূপ-ধ্যানে মনোযোগী হন এবং "অনন্ত আকাশকে" ধ্যানের আলম্বন করেন। সর্ব্ববিধ রূপ-সংজ্ঞা (প্রতিভাগ-নিমিত্ত) সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞায় (শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়-বাস্তুতে যে যে আলম্বন প্রতিহনন করে তাহাদিগেতে) মনস্কার যুক্ত না করিয়া—শুধু "অনন্ত আকাশ" (প্রজ্ঞপ্তি) ধারণা

লইয়া, চিত্তকে অনন্ত আকাশের সহিত একীভূত করিয়া কালযাপন করেন। এইরূপে অনন্ত আকাশকে আলম্বন করিয়া অরূপ-ধ্যান করিতে হইলে, পূর্ব্বকৃত্যাকারে রূপাবচরের "করুণা-ধ্যান" করা বিধেয়। কারণ করুণা চিত্তকে অপরের দুঃখ অপনোদনার্থ তন্ময় করিয়া আমিত্ব হইতে মুক্ত করে। অরূপধ্যান-চিত্তে আমিত্ব নাই, দ্বৈত ভাব নাই, আত্ম-পর ভেদজ্ঞান নাই।

আকাশ অসীম, আকাশ অনন্ত, আকাশ সর্ব্বত্র, প্রত্যেক কিছুতে আকাশ বিদ্যমান। মেঘান্তরালে আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্রাবলীর মধ্যে আকাশ, দেহের প্রতি লোমকূপে আকাশ। তৎপর ধ্যানীর মনে হয়, মেঘ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, নক্ষত্রাবলী নিবিয়া গিয়াছে, সসম্ভার পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, নিজেও আকাশে লীন হইয়া গিয়াছে, শুধু অনন্ত আকাশ, নিরাকার শূন্যই চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহা "আকাশানন্তায়তন কুশল চিত্ত"।

"বিজ্ঞানানন্ত" ধ্যান করিবার পূর্ব্বে রূপাবচরের "মুদিতা-ধ্যান" দ্বারা চিত্তকে দক্ষ করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান বা চিত্তের উৎপত্তি-বিলয় আছে। এই অর্থে বিজ্ঞান সান্ত হইলেও অনন্ত আকাশকে আলম্বন করাতে, ইহাকে অনন্ত বলা হইয়াছে। চিত্ত অনন্ত আকাশের সহিত নিজকে একীভূত করিবার পর সেই অনন্ত আকাশময় "অনন্ত চিত্তকে" আলম্বন করিয়া ধ্যান করে। ইহা "বিজ্ঞানানন্তায়তন কুশলচিত্ত"।

তৎপর মনে করে যে, এই অনন্ত চিত্তও "কিছু না" ইহার ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ ইহা অবিদ্যমান। এই ধারণা, চিত্তের এই অবস্থা "আকিঞ্চনায়তন কুশল চিত্ত"। কিঞ্চনের (কিছুর) অভাব অকিঞ্চন। অকিঞ্চনের ভাব "আকিঞ্চন"।

এই তৃতীয় অরূপ ধ্যান কুশল চিত্তের শান্ত ধীর অবস্থাকে—যাহা সংজ্ঞাও নহে, অসংজ্ঞাও নহে তাহাকে—অবলম্বন করিয়া

চিত্ত ধ্যান-মগ্ন হয়। ইহা "নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন কুশল চিত্ত"। ইহাই চতুর্থ অরূপ ধ্যান কুশল চিত্ত।

রূপাবচর পঞ্চবিধ ধ্যানে আলম্বনের কোন পার্থক্য আবশ্যক করে না। একবিধ আলম্বনেই পঞ্চবিধ ধ্যান উৎপন্ন হইতে পারে। পৃথিবী কৃৎস্নকে কিংবা অন্য কোন কৃৎস্নকে বা শ্বাস-প্রশ্বাসকে আলম্বন গ্রহণ করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন করা যায়। সুতরাং রূপাবচর পঞ্চবিধ ধ্যানের পার্থক্য এই আলম্বন-হেতু নহে; ধ্যানাঙ্গের ক্রমিক বিবর্জ্জন হেতুই ইহা পঞ্চবিধ। কিন্তু অরূপাবচর চিত্তে ধ্যানাঙ্গের বিবর্জ্জনতা নাই, এইজন্য চিত্তসমূহ সর্ব্বথা পঞ্চম ধ্যানিক এবং উপেক্ষা ও একাগ্রতাই ইহাদের ধ্যানাঙ্গ। এই অরূপাবচর ধ্যান চিত্তের আলম্বনের পার্থক্য হেতু ইহা চতুর্বিধ। কিন্তু কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া ভেদে দ্বাদশ-বিধ। ইহার আলম্বন দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়:— (১) অতিক্রমিতব্য ও (২) আলম্বিতব্য। প্রথম অরূপ ধ্যানে রূপাবচর পঞ্চম ধ্যানের আলম্বন অতিক্রমিতব্য এবং সেই আলম্বন হইতে উদঘাটন-লব্ধ "অনন্ত আকাশ" আলম্বিতব্য। দ্বিতীয় অরূপ ধ্যানে প্রথম অরূপ ধ্যানের আলম্বন "অনন্ত আকাশ" অতিক্রমিতব্য এবং প্রথম "অরূপ-বিজ্ঞান" আলম্বিতব্য। তৃতীয় অরূপ ধ্যানে উক্ত প্রথম "অরূপ-বিজ্ঞান" অতিক্রমিতব্য এবং তাহার নাস্তি-ভাব —"আকিঞ্চন"— আলম্বিতব্য। চতুর্থ অরূপ ধ্যানে ঐ নাস্তি-ভাব বা "আকিঞ্চন" অতিক্রমিতব্য এবং ঐ— নাস্তিভাব বা আকিঞ্চন আলম্বনোৎপন্ন শান্তভাব—তৃতীয় অরূপ ধ্যান-চিত্ত আলম্বিতব্য। চিত্তের এই শান্ত অবস্থা স্থূল সংজ্ঞাও নহে, সূক্ষ্ম অসংজ্ঞাও নহে। চিত্তের এইরূপ অবস্থা চতুর্থ অরূপ ধ্যান কুশল চিত্ত।

অরূপাবচর বিপাক-চিত্ত—৫—৮ ঃ— অরূপাবচর বিপাক চিত্ত ধ্যানাঙ্গ ভেদ অরূপাবচর কুশল চিত্তেরই অনুরূপ ;—উপেক্ষা এবং একাগ্রতাই মুখ্য ধ্যানাঙ্গ।

অরূপাবচর ক্রিয়া-চিত্ত—৯—১২ ঃ— অরূপাবচর ক্রিয়া-চিত্ত অর্হতের চিত্ত ; অর্হতেরা যখন অরূপ-ধ্যান করেন তখন তাঁহাদের নিরনুশয় চিত্ত-সন্ততিতে এই ধ্যান-চিত্ত কুশলচিত্ত না হইয়া ক্রিয়া-চিত্ত হইয়া উৎপন্ন হয়।

অরূপাবচর চিত্তের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত।

রূপারূপ লোকাদির কোন প্রকার ভৌগলিক অবস্থান আছে কিনা এবং তথায় এবংবিধ সত্ব বিদ্যমান আছে কিনা এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। কিন্তু যদি সুস্থ চিত্তে প্রত্যবেক্ষণ করা যায়, তবে ইহা স্পষ্টীভূত হয় যে এই জড়-জগতে জীবের ক্রমোন্নতি তাহার চিত্তের ক্রমোন্নতি অনুসারেই সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। অভিধর্ম্ম-পিটক চিত্তের ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে। তদানুষঙ্গিক জীবের শ্রেণীভাগও উল্লেখ করিয়াছে। পরলোকগত স্থবির আনন্দ মৈত্রেয় মহোদয়ের শিষ্য ডাক্তার রষ্ট তাঁহার "The Nature of Consciousness" নামক অতি উপাদেয় গ্রন্থে (যাহা "দম্ম-সঙ্গণির" মর্ম্মানুবাদ) বলিতেছেন :—

The range of beings in the universe, and the great range of super-normal consciousness, may come as a shock to the materialistic scientist, who pays all his attention to the study of a few objects on this earth. But to the mathematical astronomer the idea can not appear to be new, and must, indeed, be obvious.

If my scientific proof is scanty, it is because our knowledge of the universe is scanty. In the astronomical time-scale mankind is at the very beginning of its existence on this earth."

E. R. Rost, Lt.-Col.,
I. M. S., O. B. E. K. I. H., M. R. C. S. Eng.
L. R. C. P. Lond.

৪। লোকোত্তর চিত্ত।

লোকোত্তর কুশল চিত্ত—১—৪ঃ— কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর এই তিন ভূমির কুশল কর্ম্ম চ্যুতি-প্রতিসন্ধির আকারে অনিত্য ও অনিশ্চিত জীবন প্রবাহকে দীর্ঘ করিয়া থাকে। কারণ, কুশল-কর্ম্ম-বলে ইহা জন্ম-মরণশীল জীবন-সঞ্চয়। লোকোত্তর চিত্ত কিন্তু এই সঞ্চয়ের অপচয় করে, অর্থাৎ পৌনঃপুনিক জন্ম-মৃত্যুকে নিরোধ করে।

কামাবচর চিত্ত উপচার সমাধির মধ্য দিয়া যেই প্রণালীতে রূপাবচর ধ্যান-চিত্ত উন্নমিত হয়, সেই প্রণালীতেই উহা লোকোত্তর মার্গ-চিত্তে ও ফল-চিত্তে উন্নমিত হয়। ভবাঙ্গ স্রোত ছিন্ন হইবার পর কামাবচর "সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল-চিত্ত" জবন-স্থানে চারি চিত্তক্ষণ বা তিন চিত্তক্ষণ চবিত হয়,—মন্দ বা ক্ষিপ্র বুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ হিসাবে। গোত্রভূ-জবন নির্ব্বাণালম্বন গ্রহণ করে; এবং পৃথগ্জন-গোত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকোত্তর-গোত্রে আবর্ত্তিত হইলে মার্গক্ষণ উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। এইক্ষণে (১) দুঃখ-সত্য প্রকটিত হয়, (২) আত্মবাদ, শীল-ব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎসা ধ্বংস হয়, (৩) নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষীভূত হয়, (৪) আষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন হয়। অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্যুদ্বিকাশে যেমন ভূমি, নদী, আকাশ, পর্ব্বত যুগপৎ ক্ষণমাত্র নয়ন-গোচর হয়, তেমনি এই চিত্তক্ষণে এই চারি বিষয় চারি সত্যের আকারে যুগপৎ ক্ষণমাত্র প্রকটিত হয়। ইহা "স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত"। এ চিত্ত নির্ব্বাণ-মুখী স্রোতে পতিত, সুতরাং ইহার অপায়-গতি নিরুদ্ধ,—সুগতিই সুনিশ্চিত বিষয় হয়। এজন্য স্রোতাপন্ন "সম্বোধি-পরায়ণ"।

লোকোত্তর চিত্তের ক্রমোন্নতির অবস্থা চারিটি ক্রমোন্নত স্তরে বিভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে ইহা চারি মার্গ। যথা—স্রোতাপত্তি-মার্গ, সকৃদাগামী-মার্গ, অনাগামী-মার্গ ও অর্হৎ-মার্গ। মার্গ অর্থ পথ, উপায়। অর্থকারেরা বলেন—"কিলেসে মারেন্তো গচ্ছতী'তি মগ্‌গো"। অর্থাৎ যেই উপায়ে চিত্তের ক্লেশ-সমূহকে ক্ষয় করিতে করিতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই উপায়ই মার্গ। এই মার্গ বা উপায় অনুশীলনের অবস্থা। এই চারিস্তর বিশিষ্ট মার্গের প্রথম স্তর স্রোতাপত্তি মার্গ। ইহা দ্বারা এই বুঝায় যে, চিত্ত নির্ব্বাণাভিমুখী স্রোতে পতিত অর্থাৎ চিত্ত ইহার লোকীয় ধর্ম্মাভিমুখী-ভাব পরিহার করিয়া এখন লোকোত্তরাভিমুখী হইয়াছে। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য্য, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্মের অনুশীলনে যখন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা পুনরুৎপত্তি-শক্তি-হীন হইয়া ধ্বংস হয়, তখন তাঁহাকে "স্রোতাপন্ন" বা এই নির্ব্বাণাভিমুখী স্রোতে পতিত পুরুষ বলা হয়। অর্থাৎ চারি "দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত লোভ-চিত্ত" ও "বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত মোহ-চিত্ত" এই পঞ্চ অকুশল চিত্ত স্রোতাপন্নের নিকট আর কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। উহারা সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কামরাগ ও ব্যাপাদ অর্থাৎ দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত লোভ-চিত্ত এবং প্রতিঘ-চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে। এবংবিধ অনুশীলিত চিত্তের অবস্থা স্রোতাপত্তি-ফল-চিত্ত। স্রোতাপন্ন সেই জন্মে দ্বিতীয়-মার্গ লাভ না করিলে অনধিক সাতবার পর্য্যন্ত কামলোকে জন্ম গ্রহণ করেন।

তৎপর শ্রদ্ধাদি কুশল ধর্ম্মের গাঢ় অনুশীলনে উহারা পটু হয়; তদ্দারা কামরাগ ও ব্যাপাদ তনুভূত হয়, কিন্তু সমুচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত লোভ-চিত্ত এবং প্রতিঘ-চিত্ত ক্ষীণভাবে উৎপন্ন হইলেও তাঁহাকে কায়কর্ম্মে বা বচী কর্ম্মে পরিচালিত করিতে পারে না। তাহার ফল স্বরূপ এই দ্বিতীয় মার্গাধিকারীকে মরণান্তে একবারমাত্র

কামলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য তাঁহার নাম "সকৃদাগামী", অর্থাৎ সকৃৎ (একবার) আগমনকারী।

শ্রদ্ধাদি যখন অনুশীলনে পটুতর হয় তখন উহারা কামরাগ ও ব্যাপাদ সমুচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। তখনও কিন্তু রূপ-রাগ ও অরূপ-রাগ, মান-ঔদ্ধত্য-অবিদ্যা নিঃশেষিত রূপে বিদূরণ করিতে সক্ষম হয় না; তাহারা ক্ষীণভাবে চিত্ত-সন্ততিতে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কামরাগ ও ব্যাপাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস কামলোকে জন্ম গ্রহণ নিরোধ করে। তাহাতে তিনি তৃতীয় মার্গে উন্নীত হন এবং "অনাগামী" নামে কথিত হন। অনাগামী যদি পঞ্চম-ধ্যানী পুরুষ হন, তবে চ্যুতির পর শুদ্ধাবাসে, অথবা নিম্নতর ধ্যান-সম্পাদনে নিম্নতর ব্রহ্মলোকে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তিনি কাম-লোকে আগমন করেন না বলিয়াই "অনাগামী";

অনুশীলনে যখন শ্রদ্ধাদি বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্ম পটুতম হয়, তখন জ্ঞানও পটুতম হয় এবং চতুর্থ মার্গের অনুশীলন সম্পূর্ণ হয়। তাহার ফল স্বরূপ সমগ্র পাপধর্ম্ম পুনরুৎপত্তি-শক্তি-হীন হইয়া মূলোচ্ছিন্ন হয়,—সমুৎপাটিত হয়। সমস্ত ক্লেশ-অরি এইরূপে হত হওয়ায় এখন তিনি "অর্হৎ"। তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম রহিত হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য-জীবন যাপিত, করণীয় সম্পাদিত, এতদূর্দ্ধে আর কিছু নাই; ইহা অনুত্তর! ইহা লোকোত্তর! ইহা অচলা শান্তি! ইহাই নির্ব্বাণ!

ফল-চিত্ত—৫—৮ঃ— মার্গ-চিত্ত অনুশীলনের অবস্থা; ফল-চিত্ত অনুশীলিত অবস্থা। মার্গ-চিত্তের অনুক্রমে ফল-চিত্তও চতুর্বিধ। লোকোত্তরে ক্রিয়া-চিত্ত ধরা হয় নাই। মার্গ-চিত্ত এক ক্ষণিক। অর্হতের নিরনুশয় চিত্ত-সন্ততিতে লোকোত্তর ফল-জবন কুশল-ক্রিয়া-জবনের ন্যায় উৎপন্ন হয়। এইজন্য পৃথক ক্রিয়া-জবন পরিগণনা করা হয় নাই।

লোকোত্তর চিত্তের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত।

অনুশীলনী

১। অভিধর্ম্ম ও ইহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কি জান? এবং কি ভাবে ইহা আলোচিত হইয়াছে?

২। ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য কি? পারমার্থিক সত্য-জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা কি?

৩। চিত্ত বলিতে কি বুঝ? ইহার প্রতিশব্দগুলি এবং প্রত্যেকের লক্ষণ বল? ভূমি অর্থ কি? তদনুসারে চিত্ত বিভাগ কর ও বর্ণন কর।

৪। "অকুশল" বলিতে কি বুঝ? ইহার হেতু কি কি? প্রত্যেক অকুশল হেতু হইতে যে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহাদের সংখ্যা ও নাম বল।

৫। লোভমূলক চিত্তের উৎপত্তিক্রম বর্ণন কর। তাহারা সম-শক্তি সম্পন্ন নহে কেন? তাহাদের বলিষ্ঠতার ক্রম প্রদর্শন কর।

৬। সসাংস্কারিক ও অসাংস্কারিক চিত্তে প্রভেদ কি?

৭। লোভমূলক কর্ম্ম কি কি? তাহাদের সহিত লোভমূলক চিত্তের সম্পর্ক কি?

৮। দৃষ্টি বলিতে কি বুঝ? "দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত" লোভ-চিত্তের একটি দৃষ্টান্ত দাও। লোভ ভিন্ন অন্য মূলক চিত্তে দৃষ্টি উৎপন্ন হয় না কেন?

৯। লোভ-চিত্তে "মান" চৈতসিক কখন যুক্ত হয়? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১০। লোভ-চিত্ত দমন করিবার উপায় কি?

১১। প্রতিঘ শব্দের অর্থ কি? ইহার সহিত দৌর্ম্মনস্যের প্রভেদ ও সাদৃশ্য বর্ণন কর।

১২। দ্বেষ-মূলক চিত্ত বেদনা অনুসারে বিভাগ করা হয় নাই কেন? দ্বেষোৎপত্তির কারণ কি? ইহার দূরীকরণের উপায়ই বা কি?

১৩। দ্বেষমূলক অকুশল কর্ম্ম কি কি? উহাদের সহিত দ্বেষ-চিত্তের সম্পর্ক কি? প্রাণিবধ কি লোভহেতুক? অভিমত প্রমাণিত কর।

১৪। মোহ-মূলক চিত্তের লক্ষণ কি? মোহ-চিত্তে "ঔদ্ধত্যের" বিশিষ্টতা কি? এই চিত্তে বেদনা ও সংস্কারের পার্থক্য নাই কেন?

১৫। মোহ-মূলক চিত্ত প্রতিসন্ধি প্রদান করিতে পারে কি? তোমার উত্তরের কারণ দেখাও। মোহ ধ্বংসের উপায় কি?

১৬। লোভ-চিত্তের উপেক্ষা-বেদনা ও মোহ-চিত্তের উপেক্ষা-বেদনা কি একই কারণ-সম্ভূত? উত্তর সমর্থন কর।

১৭। লোভ, দ্বেষ, মোহের অকুশলতা ও ক্ষয়শীলতার তারতম্য সম্বন্ধে কি জান?

১৮। লৌকীয় চিত্ত ও লোকোত্তর চিত্তের প্রকৃতিগত পার্থক্য কি?

১৯। অহেতুক চিত্ত বলিতে কি বুঝায়? ইহাদের শ্রেণীভাগ কিরূপ? প্রত্যেক শ্রেণীতে তাহাদের সংখ্যা ও নামগুলি উল্লেখ কর।

২০। "আবর্ত্তন-চিত্ত" কাহাকে কহে? "দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান" বলিতে কি বুঝ? সম্প্রতীচ্ছ চিত্তের বাস্তু ও আলম্বন কিরূপ? সন্তীরণ চিত্তের কৃত্য কি? "পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত" ও "মনোদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত" বলিতে কি বুঝ?

২১। কায়-বিজ্ঞানের বেদনা সম্বন্ধে যাহা যাহা জান বর্ণন কর।

২২ "বিপাক" বলিতে কি বুঝায়? পূর্ব্বজন্মকৃত কুশলাকুশলের "অহেতুক বিপাক-বিজ্ঞান" আমাদের বাস্তব জীবনে কখন ও কিরূপে উৎপন্ন হয় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও। এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্টি প্রতিসন্ধি ঘটায় ও কোন্টি কিরূপ প্রতিসন্ধি ঘটায় তাহাও বর্ণন কর।

২৩। হসিতোৎপাদ-চিত্ত সম্বন্ধে যাহা জান বল।

২৪। "কুশল-চিত্ত" বলিতে কি বুঝ? ইহার হেতু সম্বন্ধে কি জান?

২৫। মহাকুশল-চিত্তের সংখ্যা কত? এই সংখ্যার কারণ কি?

২৬। জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ও জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত বলিতে কি বুঝ?

২৭। কুশল চিত্তের বলবত্তা সম্বন্ধে কি জান?

২৮। কামাবচর কুশলকে "মহাকুশল" বলা হয় কেন?

২৯। রূপ চিত্তের উৎপত্তি-প্রণালী বর্ণন কর।

৩০। ধ্যানাঙ্গ বলিতে কি বুঝ? কি গুণে ইহারা ধ্যানাঙ্গ? "প্রীতি" ও "সুখে" পার্থক্য কি? প্রত্যেক ধ্যানাঙ্গের প্রতিপক্ষ বর্ণন কর।

৩১। রূপ-ধ্যান-চিত্ত ও অরূপ-ধ্যান-চিত্তে পার্থক্য ও সামঞ্জস্য কি? ক্রিয়া-চিত্ত বলিতে কি বুঝ?

৩২। রূপ-চিত্ত ও অরূপ-চিত্তের সাধারণ নাম "মহদ্গত চিত্ত" কেন? মহদ্গত ধ্যানের আবশ্যকতা বর্ণন কর। তৃষ্ণাক্ষয়ের পক্ষে রূপারূপ ধ্যান কি সাহায্য করিতে পারে? ইহারা লোকীয় কেন?

৩৩। অরূপ-ধ্যানের আলম্বন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩৪। অরূপ-ধ্যান অনুশীলনের পূর্ব্বে রূপাবচরের "করুণা" "মুদিতা" "উপেক্ষা" ধ্যানে দক্ষতা অর্জ্জনের আবশ্যকতা কি?

৩৫। লোকোত্তর চিত্ত বলিতে কি বুঝায়? ইহার কয়টি মার্গ এবং কি কি? প্রত্যেক মার্গের নামকরণের সার্থকতা প্রদর্শন কর।

৩৬। বিভিন্ন শ্রেণীর স্রোতাপন্নের বিষয় কি জান? "দেব-কুলংকুল স্রোতাপন্ন" "মনুষ্য কুলংকুল স্রোতাপন্ন" বলিতে কি বুঝায়?

৩৭। সকৃদাগামী কাম-ভবে প্রতিসন্ধির কারণ কি?

৩৮। অনাগামীকে উর্দ্ধস্রোতা বলা হয় কেন? লোকোত্তরে ক্রিয়াচিত্ত নাই কেন?

৩৯। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পরমুহূর্তে নিজ-সম্বন্ধে অর্হতের কিরূপ জ্ঞান হয়? "রতন-সুত্তের" যেই গাথায় অর্হতের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আবৃত্তি কর।

৪০। ৮৯ প্রকার চিত্ত কিরূপে ১২১ প্রকার চিত্তে পরিগণিত হয়?

৪১। ভূমিভেদে, জাতিভেদে, কুশল বিপাক ও ক্রিয়াভেদে চিত্তের শ্রেণী ভাগ কর।

৪২। নিজের ব্যবহারের জন্য চিত্তের একটি আনুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত কর এবং উহা কণ্ঠস্থ রাখ।

৪৩। স্মারক-গাথাগুলি আবৃত্তি কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈতসিক সংগ্রহ।

১। একত্র "উৎপত্তি", "রোধ" চিত্তের সহিত;
এক "আলম্বন", "বাস্তু" একত্র গৃহীত।
চিত্তসনে যুক্ত হেন বায়ান্নটি বৃত্তি.
তা'রা সবে পাইয়াছে "চৈতসিক" খ্যাতি।

২। তাহাদের শ্রেণীভাগ কি প্রকার?

(ক) সাত প্রকার সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক:— (১) স্পর্শ, (২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা, (৪) চেতনা, (৫) একাগ্রতা, (৬) জীবিতেন্দ্রিয়, (৭) মনস্কার।

(খ) ছয় প্রকার প্রকীর্ণ চৈতসিক:— (১) বিতর্ক, (২) বিচার, (৩) অধিমোক্ষ, (৪) বীর্য্য, (৫) প্রীতি, (৬) ছন্দ।

এই তের প্রকার চৈতসিকের সাধারণ নাম "অন্য-সমান" চৈতসিক।

(গ) চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক:— (১) মোহ, (২) অহ্রী, (৩) অনপত্রপা, (৪) ঔদ্ধত্য; (৫) লোভ, (৬) দৃষ্টি, (৭) মান; (৮) দ্বেষ, (৯) ঈর্ষ্যা, (১০) মাৎসর্য্য, (১১) কৌকৃত্য; (১২) স্ত্যান, (১৩) মিদ্ধ, (১৪) বিচিকিৎসা।

(ঘ) উনিশ প্রকার শোভন-সাধারণ চৈতসিক:— (১) শ্রদ্ধা, (২) স্মৃতি, (৩) হ্রী, (৪) অপত্রপা, (৫) অলোভ, (৬) অদ্বেষ, (৭) তত্রমধ্যস্থতা, (৮) কায়-প্রশ্রব্ধি, (৯) চিত্ত-প্রশ্রব্ধি, (১০) কায়-লঘুতা, (১১) চিত্ত-লঘুতা, (১২) কায়-মৃদুতা, (১৩) চিত্ত-মৃদুতা, (১৪) কায়-কর্ম্মণ্যতা, (১৫) চিত্ত-কর্ম্মণ্যতা, (১৬) কায়-প্রাগুণ্যতা, (১৭) চিত্ত-প্রাগুণ্যতা, (১৮) কায়-ঋজুতা, (১৯) চিত্ত-ঋজুতা।

(ঙ) তিন প্রকার বিরতি চৈতসিক :— (১) সম্যক্ বাক্য, (২) সম্যক্ কর্ম্ম, (৩) সম্যক্ আজীব।

(চ) দুই প্রকার অপ্রমেয় চৈতসিক :—
(১) করুণা, (২) মুদিতা।

(ছ) এক প্রকার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক :— (১) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

উপরোক্ত (ঘ) হইতে (ছ) পর্য্যন্ত পঁচিশ প্রকার চৈতসিককে "শোভন-চৈতসিক" বলা হয়।

৩। স্মারক-গাথা। এ পর্য্যন্ত আমরা পাইলাম :

অন্য-সমান তের, চৌদ্দ অকুশল,
শোভন পঁচিশ সহ বায়ান্ন সকল।

চৈতসিকের সম্প্রয়োগ।

এইসব চৈতসিক চিত্তের সহিত
প্রত্যেকেই কি প্রকারে হয় সংযোজিত,
সে বিষয় এইক্ষণ হ'তেছে বর্ণিত :—
সাত চৈতসিক যুক্ত সর্ব্ব চিত্ত সনে;
ছয়টি প্রকীর্ণ যুক্ত যথাযোগ্য স্থানে;
চৌদ্দ চৈতসিক-যোগ অকুশল চিত্তে;
শোভন সংযুক্ত হয় শোভনের সাথে।

৪। প্রত্যেক চৈতসিক কত প্রকার চিত্তে সম্প্রযুক্ত হয়?

(১) এই সাত প্রকার সর্ব্বচিত্ত-সাধারণ চৈতসিক ৮৯ প্রকার চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

প্রকীর্ণ-চৈত্তসিকের মধ্যে :—

(২) "বিতর্ক" শুধু দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান-বর্জ্জিত কামাবচর চিত্ত সমূহের মধ্যে এবং এগার প্রকার প্রথম ধ্যান-চিত্তে,—সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চান্ন চিত্তে উৎপন্ন হয়। (১)

(৩) "বিচার" কিন্তু ঐ সমস্ত চিত্তে এবং এগার প্রকার দ্বিতীয় ধ্যান-চিত্তে,—সর্ব্বশুদ্ধ ছয়ট্টি চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(৪) "অধিমোক্ষ" দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান ও বিচিকিৎসা-সহগত চিত্ত-বর্জ্জিত অবশিষ্ট আটাত্তর চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(৫) "বীর্য্য" পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন, দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত ও সন্তীরণ চিত্ত বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট তিয়াত্তর চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(৬) "প্রীতি" দৌর্ম্মনস্য-সহগত চিত্ত, উপেক্ষা-সহগত চিত্ত, কায়-বিজ্ঞান ও চতুর্থ-ধ্যান-চিত্ত বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট একান্ন চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(৭) "ছন্দ" অহেতুক ও মোহ-মূলক চিত্ত বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট উনসত্তর চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৫। বর্ণিত ক্রম অনুসারে ছয় প্রকীর্ণ চৈতসিক বর্জ্জিত ও সংযুক্ত চিত্তের সংখ্যা যথাক্রমে :—

স্মারক-গাথা :— ছয়ট্টি, পঞ্চান্ন, ক্রমে একাদশ, ষোল,
সত্তর ও কুড়ি চিত্ত প্রকীর্ণ বিহীন।
পঞ্চান্ন, ছয়ট্টি চিত্ত আর আটাত্তর,
তিয়াত্তর ও একান্ন আর উনসত্তর।
প্রকীর্ণের সম্প্রয়োগ জেনো বরাবর।

(১) বিতর্ক, বিচার ও প্রীতি ধ্যানাঙ্গ বলিয়া তাহাদের সম্প্রযুক্ত চিত্ত-সংখ্যা, মোট চিত্ত সংখ্যা ১২১ গ্রহণে গণনা করা হইয়াছে।

৬। অকুশল চৈতসিকের সম্প্রয়োগ।

(৮) ক। "মোহ", "অহ্রী", "অনপত্রপা", "ঔদ্ধত্য" এই চারি চৈতসিক "সর্ব্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ"। উহারা দ্বাদশ অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(৯) খ। "লোভ" অষ্টবিধ লোভ-সহগত চিত্তে, "দৃষ্টি" চারি দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত চিত্তে, "মান" চারি দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(১০) গ। "দ্বেষ", "ঈর্ষ্যা", "মাৎসর্য্য", "কৌকৃত্য" এই চারি প্রকার চৈতসিক "প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত চিত্তদ্বয়ে" উৎপন্ন হয়।

(১১) ঘ। "স্ত্যান", "মিদ্ধ" পাঁচ প্রকার সসাংস্কারিক চিত্তে উৎপন্ন হয়;

(১২) ঙ। "বিচিকিৎসা" বিচিকিৎসা-সহগত চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৭। স্মারক-গাথা :— সর্ব্বাপুণ্যে চারি চিত্ত, তিন লোভ-মূলে,
চারি দ্বেষ-মূলে, দুই সসংস্কার হ'লে;
বিচিকিৎসা বিচিকিৎসা-চিত্তের সহিত
যুক্ত হয়; অন্য সনে হয় না মিলিত।
চতুর্দ্দশ চৈতসিক এ পঞ্চ বিধানে,
সম্প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে অকুশল মনে।

৮। শোভন চৈতসিকের সম্প্রয়োগ।

(১৩) ক। শোভন চৈতসিকের মধ্যে উনিশ প্রকার শোভন-সাধারণ-চৈতসিক উনষট্টি প্রকার শোভন-চিত্তের প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান থাকে।

(১৪) খ। "বিরতি চৈতসিকত্রয়" লোকোত্তর চিত্তের সর্ব্বাবস্থায় নিয়ত একত্রীভূত হইয়া বিদ্যমান থাকে। কিন্তু লোকী[illegible]মাবচর

চিত্তে এই চৈতসিকত্রয় কখনও কখনও উৎপন্ন হয়। যখন উৎপন্ন হয় তখন পরস্পর পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

(১৫) গ। "করুণা" ও "মুদিতা" নামক অপ্রমেয় চৈতসিকদ্বয় কামাবচর কুশল-চিত্তে, সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া-চিত্তে এবং পঞ্চম ধ্যান-বর্জ্জিত মহদ্গত চিত্তে,—সর্ব্বশুদ্ধ এই আটাশ চিত্তে কখনও কখনও উৎপন্ন হয়। যখন উৎপন্ন হয় তখন পরস্পর পৃথক ভাবে উৎপন্ন হয়। কোন কোন আচার্য্যের মত এই যে, উপেক্ষা-সহগত চিত্তে করুণা ও মুদিতা বিদ্যমান থাকে না।

(১৬) ঘ। "প্রজ্ঞা" দ্বাদশ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর চিত্তে, পঁয়ত্রিশ মহদ্গত ও লোকোত্তর চিত্তে,—এই সাতচল্লিশ চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৯। স্মারক-গাথা :— উনিশটি চৈতসিক জন্মে উনষাট্টি চিত্তে'
ত্রি-বিরতি ষোল চিতে, দুই অষ্ট বিংশতিতে।
সাতচল্লিশ চিত্ত-মাঝে প্রজ্ঞা হয় প্রকাশিত।
শোভনে শোভনে এই সম্প্রয়োগ চারি মত॥

১০। অনিয়ত ও নিয়ত চৈতসিক-সংগ্রহ।

(ক) মাৎসর্য্য, কৌকৃত্য, ঈর্ষ্যা, বিরতি, করুণা,
মুদিতা ও মান, স্ত্যান, মিদ্ধ রাখ জানা :—
যোগনীয় চিত্ত মাঝে পৃথক হইয়া
কভু যুক্ত হয়, কভু থাকে অযোজিয়া।
অনিয়ত চৈতসিক এই একাদশ ;
জানিও নিয়ত-যোগী আর যত শেষ॥ (১)

(১) ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, কৌকৃত্য চৈতসিকত্রয় দ্বেষমূলক চিত্তেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহাদের আলম্বন বিভিন্ন, এইজন্য ইহা একসঙ্গে উৎপন্ন হইতে পারে না। ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হইলে সেই চিত্তে মাৎসর্য্য বা কৌকৃত্য উৎপন্ন

(খ) তা'দের সংগ্রহ-বিধি যথোচিত ভাবে
ব্যাখ্যা করিতেছি আমি শুন তবে এবে:—
লোকোত্তরে ছয়ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ মহদ্গতে,
আটত্রিশ লব্ধ হয় কামলোক পুণ্য-চিত্তে।
সাতাশ অপুণ্য চিত্তে, অহেতুক চিত্তে বার,
এরূপে সংগ্রহ-বিধি হয় এই পঞ্চাকার।

১১। লোকোত্তর চিত্তে চৈতসিক-সংগ্রহ।

লোকোত্তরের অষ্টবিধ প্রথম ধ্যান-চিত্তে ছত্রিশ প্রকার চৈতসিক যুক্ত থাকে। যথা:— অন্য-সমান তের, অপ্রমেয়-বর্জ্জিত শোভন চৈতসিক তেইশ।

হয় না। মাৎসর্য্য উৎপন্ন হইলে ঈর্ষ্যা বা কৌকৃত্য উৎপন্ন হয় না। পরের "সম্পদ" উৎসন্ন দিবার ইচ্ছা হইলে ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হয়। নিজের সম্পত্তি গোপনের ইচ্ছার সঙ্গে মাৎসর্য্য উৎপন্ন হয়। পুণ্য-কর্ম্ম অসম্পাদন বা পাপ-কর্ম্ম সম্পাদনকে আলম্বন করিয়া কৌকৃত্য উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহারা যদিও দ্বেষমূলক চিত্তেই উৎপন্ন হয়, আলম্বনের পার্থক্য হেতু একত্রযোগে এক চিত্তে উৎপন্ন না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বেষমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহারা অনিয়ত-যোগী চৈতসিক। অর্থাৎ এবংবিধ চিত্তে সম্প্রযুক্ত হইবার অধিকার থাকিলেও নিত্য সম্প্রযুক্ত হইতে পারে না।

বিরতি চৈতসিকত্রয় অষ্টবিধ লোকোত্তর চিত্তে সর্ব্বদা একীভূত হইয়া — চিত্তের স্বভাবে পরিণত হইয়া — বিদ্যমান থাকে; কিন্তু কামাবচর অষ্ট কুশল-চিত্তে যখন বাক্-দুশ্চারিত্র্য বর্জ্জন করা হয় তখন "সম্যক্ বাক্য" চৈতসিক উৎপন্ন হয়, বর্জ্জন না করিলে হয় না। সেইরূপ কায়-দুশ্চারিত্র্য বর্জ্জনে "সম্যক্-কর্ম্ম" উৎপন্ন হয়, বর্জ্জন না করিলে হয় না। "মিথ্যাজীব" বর্জ্জনে "সম্যক্-আজীব" উৎপন্ন হয়, নতুবা হয় না। ইহাদের আলম্বন বিভিন্ন, এই কারণে ইহারা একক্ষণে এক চিত্তে উৎপন্ন হইতে পারে না। লোকীয় বিরতি-চিত্তের আলম্বনের প্রয়োজন। [পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সেইরূপ দ্বিতীয় ধ্যান-চিত্তে বিতর্ক-বর্জ্জিত, তৃতীয় ধ্যান-চিত্তে বিতর্ক-বিচার বর্জ্জিত, চতুর্থ ধ্যান-চিত্তে বিতর্ক-বিচার-প্রীতি বর্জ্জিত এবং পঞ্চম ধ্যান-চিত্তে বিতর্ক-বিচার-প্রীতি বর্জ্জিত, কিন্তু উপেক্ষা-বেদনা-সহগত প্রথম ধ্যানোক্ত চৈতসিকগুলি যুক্ত হয়। অষ্টবিধ লোকোত্তর চিত্তে পঞ্চবিধ ধ্যান ভেদে এই পঞ্চবিধ সংগ্রহ।

১২। স্মারক-গাথা :— ছত্রিশ ও পঁয়ত্রিশ, চৌত্রিশ যথাক্রমে,
তেত্রিশ, বত্রিশ ধর্ম্ম পঞ্চ লোকোত্তর ধ্যানে।

১৩। মহদ্গত চিত্তে চৈতসিক-সংগ্রহ।

মহদ্গত চিত্তের মধ্যে প্রথম ধ্যানিক চিত্তত্রয়ের যে কোনটিতে "অন্য-সমান" তের চৈতসিক, বিরতিত্রয় বর্জ্জিত বাইশ "শোভন-চৈতসিক", সর্ব্বশুদ্ধ এই পঁয়ত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়। এখানে

"করুণার" আলম্বন পরের দুঃখ; মুদিতার আলম্বন পরের সম্পদ। এই আলম্বনের বিভিন্নতা হেতু পরস্পর বিভিন্ন হইয়া উৎপদ্যমান চিত্তে তাহারা উৎপন্ন হয়।

"মান" চৈতসিক লোভ-মূলক দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হইলেও "আমি শ্রেষ্ঠ" এইরূপ ভাব থাকিলেই ইহা উৎপন্ন হয়।

পঞ্চবিধ সসাংস্কারিক চিত্তে "স্ত্যান-মিদ্ধ" চৈতসিকদ্বয় উৎপন্ন হইবার অবকাশ থাকিলেও, চিত্ত-চৈতসিক যখন আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে, তখন তাহারা উৎপন্ন হইবার অবকাশ পায় না। কিন্তু সসাংস্কারিক চিত্ত যদি আলম্বন সহ্য করিতে বা গ্রহণ করিতে না পারে, অর্থাৎ যখন চিত্ত গ্লানিযুক্ত ও অকর্ম্মণ্য হয়, তখন "স্ত্যান-মিদ্ধের" উৎপত্তির অবকাশ ঘটে। এইরূপে ইহারাও "অনিয়ত-চৈতসিক"।

অবশিষ্ট একচল্লিশ চৈতসিক নিয়ত-যোগী অর্থাৎ যোগনীয় চিত্তে নিয়মানুসারে নিত্য সম্প্রযুক্ত (উৎপন্ন) হয়।

"করুণা" ও "মুদিতা" কিন্তু পরস্পর পৃথক ভাবে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক বর্জ্জিত, তৃতীয় ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচার বর্জ্জিত, চতুর্থ ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচার-প্রীতি বর্জ্জিত এবং পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচার-প্রীতি বর্জ্জিত কিন্তু উপেক্ষা সহগত,—উপরোক্ত প্রথম ধ্যানের চৈতসিক সমূহ যুক্ত হয়। কিন্তু পনর প্রকার পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে অপ্রমেয় চৈতসিকদ্বয় পাওয়া যায় না। এইরূপে সাতাশ প্রকার মহদ্গত চিত্তে পঞ্চবিধ ধ্যান-ভেদে পঞ্চবিধ সংগ্রহ।

১৪। স্মারক-গাথা:—পঁয়ত্রিশ ও চৌত্রিশ, তেত্রিশও ক্রম মতে,
বত্রিশ ও ত্রিশ ধর্ম্ম পঞ্চবিধ মহদ্গতে।

১৫। কামাবচর শোভন চিত্তে চৈতসিক-সংগ্রহ।

ক। কামাবচর শোভন চিত্তের মধ্যে—

(১) কুশল-চিত্তের প্রথম যুগলে তের "অন্য-সমান" চৈতসিক, পঁচিশ শোভন চৈতসিক,—সর্ব্বমোট আটত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়। এস্থলে ইহা দ্রষ্টব্য যে, অপ্রমেয়দ্বয়ের ও বিরতিত্রয়ের প্রত্যেকটি পরস্পর পৃথক হইয়া যুক্ত হয়। সেইরূপ এই আটত্রিশ চৈতসিক হইতে—

(২) দ্বিতীয় চিত্ত-যুগলে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক বর্জ্জিত সাঁইত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

(৩) তৃতীয় যুগলে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সম্প্রযুক্ত ও প্রীতি-বর্জ্জিত সাঁইত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

(৪) চতুর্থ যুগলে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ও প্রীতি-বর্জ্জিত ছত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

খ। (৫—৮) অষ্টবিধ সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া চিত্তে বিরতিত্রয় বর্জ্জিত পঁয়ত্রিশ চৈতসিক, উক্ত চারি যুগলের নিয়মে চতুর্ব্বিধ আকারে যুক্ত হয়।

গ। (৯—১২) সেইরূপ অষ্টবিধ সহেতুক কামাবচর বিপাক-চিত্তে অপ্রমেয় ও বিরতি বর্জ্জিত তেত্রিশ চৈতসিক উক্ত চারি যুগলের নিয়মে চতুর্ব্বিধ আকারে যুক্ত হয়। চব্বিশ প্রকার কামাবচর শোভন-চিত্তে যুগল অনুসারে বার প্রকার সংগ্রহ এইরূপে গণিত হয়।

১৬। স্মারক-গাথা :—সহেতুক শোভনের চারিটি যুগলে,
আট্‌ত্রিশ, সা'ত্রিশদ্বয়, ছত্রিশটি মিলে।
সহেতুক মহাক্রিয়া চতুর্যুগ্ম মাঝে,
পঁ'ত্রিশ, চৌত্রিশদ্বয়, তেত্রিশই রাজে।
চারি সহেতুক মহাবিপাক যুগলে,
তেত্রিশ, বত্রিশদ্বয়, একত্রিশ মিলে।

বর্জ্জিত চৈতসিক-সংগ্রহ :—

সহেতুক মহাক্রিয়া আর মহদ্গতে,
"বিরতির" বিদ্যমান নাই কোনমতে। (১)
অনুত্তরে "অপ্রমেয়" নাই বিদ্যমান;
মহাপাকে উভয়ই করে অন্তর্দ্ধান। (২)

---

(১) লোকীয় বিরতিত্রয়ের কুশল স্বভাব হেতু মহাক্রিয়া ও মহাবিপাক চিত্তে তাহারা উৎপন্ন হয় না। বিরতির আলম্বন পরিত্যজনীয় বস্তু, কিন্তু মহদ্গত চিত্তের আলম্বন "প্রতিভাগ-নিমিত্ত"। এইরূপে আলম্বনের বিভিন্নতায় মহদ্গত চিত্তে বিরতি চৈতসিক যুক্ত হয় না।

(২) অপ্রমেয় চৈতসিকের আলম্বন "সত্ত্ব", কিন্তু লোকোত্তর চিত্তের আলম্বন "নির্ব্বাণ"। বিভিন্ন আলম্বন এক চিত্তে উৎপন্ন হয় না। "করুণা" "মুদিতা" দুই অপ্রমেয় চৈতসিক মহাক্রিয়ায় (অর্হত যখন করুণা ও মুদিতা প্রদর্শন করেন) উৎপন্ন হইলেও, মহাবিপাক চিত্তে উৎপন্ন হয় না, কারণ ইহারাও কুশল স্বভাবসম্পন্ন। উভয়—বিরতি ও অপ্রমেয় চৈতসিক।

বিশিষ্ট চৈতসিক-সংগ্রহ :—

লোকোত্তরে ধ্যানাঙ্গের আছে বিশিষ্টতা ;
"ধ্যানাঙ্গ" ও "অপ্রমেয়" মহদ্গতে তথা। (৩)
পরিত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তিনটি "বিরতি"।
"জ্ঞান" চৈতসিক সহ "অপ্রমেয়", "প্রীতি"। (৪)

১৭। অকুশল চিত্তে চৈতসিক-সংগ্রহ।

(১) লোভ-মূলক প্রথম অসাংস্কারিক চিত্তে,—অন্য-সমান, তের চৈতসিক, চারি সর্ব্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক, এই সতের চৈতসিকের সহিত "লোভ" এবং "দৃষ্টি" চৈতসিক,—সর্ব্বশুদ্ধ উনিশ চৈতসিক যুক্ত হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় অসাংস্কারিক চিত্তে, উক্ত সতের চৈতসিকের সহিত "লোভ" এবং "মান" চৈতসিক — সর্ব্বশুদ্ধ উনিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

(২) কিন্তু তৃতীয় অসাংস্কারিক চিত্তে, উক্ত সতের চৈতসিকের মধ্যে "প্রীতি" বর্জ্জিত হইয়া "লোভ" এবং "দৃষ্টি" সংযুক্ত হইয়া

(৩) লোকোত্তর ও মহদ্গত চিত্তে বিতর্কতাদি ধ্যানাঙ্গের ক্রমিক বিবর্জ্জনতাই বৈশিষ্ট্য। "করুণা" "মুদিতা" মহদ্গতের প্রথম চারি ধ্যানে উৎপন্ন হয় ; পঞ্চম ধ্যানে উৎপন্ন হয় না। কারণ পঞ্চম ধ্যানের অন্যতর অঙ্গ "উপেক্ষা"। ইহাই অপ্রমেয় চৈতসিকের বিশেষত্ব।

(৪) পরিত্রে অর্থাৎ কামাবচর শোভনে বিরতি চৈতসিক পরস্পর বিভিন্ন হইয়া উৎপন্ন হয় ; কিন্তু মহাবিপাক ও মহাক্রিয়ায় ইহারা মোটেই উৎপন্ন হয় না। "জ্ঞানই" প্রথম যুগলের সহিত দ্বিতীয় যুগলের এবং তৃতীয় যুগলের সহিত চতুর্থ যুগলের বিশেষত্ব। "প্রীতি" প্রথম দুই যুগলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু শেষ দুই যুগলে অর্থাৎ উপেক্ষা সহগত চিত্তে উৎপন্ন হয় না। অপ্রমেয় চৈতসিকদ্বয়ও পৃথক ভাবে উৎপন্ন হয়। ইহাই ইহাদের বিশিষ্টতা অর্থাৎ সংগ্রহ-নিয়ম-ভিন্নতা।

আঠার চৈতসিক যুক্ত হয়। চতুর্থ অসাংস্কারিক চিত্তে, উক্ত সতের চৈতসিকের মধ্যে "প্রীতি" বর্জ্জিত হইয়া "লোভ" এবং "মান" সংযুক্ত হইয়া আঠার চৈতসিক যুক্ত হয়।

(৩) কিন্তু পঞ্চম অসাংস্কারিক চিত্ত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত। এই চিত্তে প্রাগুক্ত প্রথম চিত্তের সতের চৈতসিক, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, কৌকৃত্য চতুষ্টয় সহ, প্রীতি বর্জ্জিত, একুনে কুড়ি চৈতসিক যুক্ত হয়। ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, কৌকৃত্য কিন্তু প্রত্যেকেই পৃথক ভাবে যুক্ত হয়।

(৪—৬) পঞ্চবিধ সসাংস্কারিক চিত্তে প্রাগুক্ত পঞ্চবিধ অসাংস্কারিক চিত্তের পর্য্যায়ানুসারে "স্ত্যান", "মিদ্ধ" চৈতসিকদ্বয় যোগ করিলেই তাহাদের চৈতসিক পাওয়া যাইবে।

(৭) "ঔদ্ধত্য" সহগত চিত্তে ছন্দ ও প্রীতি বর্জ্জিত অন্য-সমান এগার চৈতসিক ও সর্ব্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ চারি চৈতসিক,—সর্ব্বমোট এই পনর চৈতসিক যুক্ত হয়। সেইরূপ "বিচিকিৎসা" সহগত চিত্তেও "অধিমোক্ষ" বিরহিত, বিচিকিৎসা-সহগত পনর ধর্ম্ম (চৈতসিক) যুক্ত হয়।

এইরূপে বার প্রকার অকুশল চিত্তের প্রত্যেকটিতে চৈতসিক-সম্প্রয়োগ প্রদর্শন করিতে যাইয়া চৈতসিক-সংগ্রহ সপ্তধা হইয়াছে।

১৮। স্মারক-গাথা :— উনিশ, আঠার, কুড়ি, একুশ ও কুড়ি,
বাইশ, পনর ধর্ম্ম সাত ভাগে হেরি।
সাধারণ চারি ধর্ম্ম, সমানের দশ।
সর্ব্ব অকুশলে যুক্ত এই চতুর্দ্দশ।

১৯। অহেতুক চিত্তে চৈতসিক-সংগ্রহ।

অহেতুক চিত্তের মধ্যে (১) "হসিতোৎপাদ" চিত্তে "ছন্দ" বিরহিত দ্বাদশ "অন্য-সমান" চৈতসিক যুক্ত হয়।

(২) ব্যবস্থাপন-চিত্তে * "ছন্দ" ও "প্রীতি" বর্জ্জিত একাদশ অন্য-সমান চৈতসিক যুক্ত হয়। সেইরূপ "সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্তে" ছন্দ-বীর্য্য বর্জ্জিত একাদশ অন্য-সমান চৈতসিক যুক্ত হয়।

(৩) "পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন" ও "সম্প্রতীচ্ছ-দ্বয়" নামক মনোধাতুত্রয়ে এবং অহেতুক প্রতিসন্ধি-যুগল নামক "উপেক্ষা সন্তীরণ" চিত্তদ্বয়ে ছন্দ-প্রীতি-বীর্য্য বর্জ্জিত অন্য-সমান দশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

(৪) "দ্বি-পঞ্চ-বিজ্ঞানে" প্রকীর্ণ-চৈতসিক বর্জ্জিত শুধু "সপ্ত-সর্ব্বচিত্ত-সাধারণ" চৈতসিক যুক্ত হয়।

এইরূপে আঠার প্রকার অহেতুক চিত্তকে চৈতসিক-সংযোগের গণনানুসারে চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

২০। স্মারক-গাথা ঃ— দ্বাদশ ও একাদশ, দশ, সাত, চতুর্নীতি
অষ্টাদশ অহেতুক চিত্তের সংগ্রহ-রীতি।
সর্ব্ব অহেতুকে যুক্ত সপ্ত সাধারণ,
অন্যগুলি যুক্ত হয় উচিত যখন। (১)
তেত্রিশ সংগ্রহ মোট বিস্তার-কথন।
চৈতসিক-সম্প্রয়োগ-সংগ্রহ জানিয়া,
চিত্ত-বিশ্লেষণে আছে সুবিধা হইয়া।

এ পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে চৈতসিক-সংগ্রহ নামক
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

* বোত্থপন ; (পাঠান্তর) বোট্ঠপন। ইহাই মনোদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত।

(১) অহেতুক চিত্তের প্রত্যেকটিতে সপ্তবিধ "সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক" ও যথোপযুক্ত ভাবে "প্রকীর্ণ চৈতসিক" যুক্ত হয়।

চৈতসিক-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা।

কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর-ভূমি অনুসারে চিত্ত-বিভাগ প্রদর্শনের পর, সেই সমুদয় চিত্তের উপকরণ-ভূত চিত্ত-বৃত্তি বা চৈতসিক সম্বন্ধেই এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। চিত্তের সহিত এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, এক সঙ্গে নিরুদ্ধ হয়, এক আলম্বন ও এক বাস্তু গ্রহণ করে, এমন চিত্ত-যুক্ত বায়ান্ন প্রকার চিত্ত-বৃত্তির নাম চৈতসিক। *

চারি ভূমির চিত্তসমূহ মূলতঃ সাতটি মাত্র চৈতসিকের সম্মিলনে গঠিত। যথা :— স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা জীবিতেন্দ্রিয় ও মনস্কার। এইজন্য এই সপ্ত চৈতসিকের নাম "সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক"। তাহারা প্রত্যেক চিত্ত-ক্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যমান থাকে। এক হিসাবে তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটি চিত্ত। যদি ৮৯ প্রকার চিত্ত কেবলমাত্র এই সপ্ত চৈতসিক সংযোগে গঠিত হইত, তাহা হইলে আমরা শুধু এক শ্রেণীর চিত্তই পাইতাম। কিন্তু কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত (কুশল বা অকুশলের আকারে অনির্দ্দিষ্ট) স্বভাবসম্পন্ন আরও পঁয়তাল্লিশ প্রকার চৈতসিক রহিয়াছে। তাহারা নানাবিধ কিন্তু বিধিবদ্ধ সমবায়ে এই সপ্ত সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক-গঠিত মৌলিক চিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া চারি ভূমির ঊননব্বই শ্রেণীর চিত্ত উৎপন্ন করে। বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে একশত একুশ শ্রেণীর চিত্ত উৎপন্ন করে। এই পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ এই বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকের স্বভাব অনুসারে শ্রেণী-ভাগ প্রদর্শিত

* ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক চৈতসিক কত প্রকার চিত্তে সম্প্রযুক্ত হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক চিত্তে কত প্রকার চৈতসিকের সংগ্রহ (দলাবদ্ধ উৎপত্তি) হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রেণীভাগ, সম্প্রয়োগ ও সংগ্রহ প্রদর্শনে কি লাভ? লাভ এই যে, ইহা দ্বারা চিত্তকে বিশ্লেষণ, সংগঠন ও নিয়মন করিবার সুবিধা হয়। সর্ব্বোপরি এই চিত্তের পশ্চাতে থাকিয়া যে "আমি" নামক "আত্মা" নামক কিছু চিত্তকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে বলিয়া এক মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা-অভিমত মানুষের উপর আধিপত্য করিতেছে, সেই মিথ্যা ধারণার মূলোৎপাটনের উপায় লাভ হয়। সেই উপায়, সেই সম্যক্ দৃষ্টি লাভের জন্য চৈতসিকের শ্রেণী-ভাগ প্রদর্শন করিতে যাইয়া প্রথম গ্রহণ করা হইয়াছে—

(ক) সাত প্রকার সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক :—

১। **স্পর্শ** (ফস্স)— সাধারণতঃ ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণই স্পর্শ। কিন্তু দার্শনিক অর্থে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়া ও মনের সহিত তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ের "সম্মিলন-বোধই" স্পর্শ। ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত উহার বিষয়ের সম্মিলন হইলেও যদি মন সে সম্মিলনে যুক্ত না হয়, তবে "সম্মিলন-বোধ" হয় না, সুতরাং "স্পর্শ" উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায় না। অতএব চক্ষু-সংস্পর্শের উৎপত্তির জন্য চক্ষু+বর্ণ+মন এই তিনটির সম্মিলন আবশ্যক। আলোকাদি প্রত্যয়ও অপরিহার্য্য। সেইরূপ শ্রোত্র+শব্দ+মন এই তিনটির "সম্মিলন-বোধে" শ্রোত্র-সংস্পর্শ উৎপন্ন হয়; অবশ্য এস্থলে বায়ুও অপরিহার্য্য প্রত্যয়। এইরূপে "স্পর্শ" চক্ষাদি ছয় ইন্দ্রিয় অনুযায়ী ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :— চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়া-সংস্পর্শ ও মন-সংস্পর্শ। কায়া, ঘ্রাণ ও জিহ্বা পথে যে স্পর্শ উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহাদের বিষয়ের সহিত তাহাদের সংঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, শ্রোত্র ও মনঃ-পথে

যে স্পর্শোৎপত্তি হয় তাহা সংঘর্ষণ দ্বারা না হইলেও সংঘর্ষণাকারে উৎপন্ন হয়। জিহ্বায় তেঁতুল সংঘর্ষণ দ্বারা যেমন লালা ঝরে, তাহার দর্শনে, শ্রবণে ও মননেও জিহ্বায় লালা উৎপন্ন হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে "সলায়তন-পচ্চযা ফস্‌সো"। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়ের সম্মিলনরূপ জড়ের ক্রিয়াটি স্পর্শ নহে, সেই সম্মিলন সম্বন্ধে "চিত্তের অবগতিই" স্পর্শ। এই অর্থে "স্পর্শ" একটি মনোবৃত্তি বা চৈতসিক এবং ইহা সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ।

২। বেদনাঃ— স্পৃষ্ট আলম্বনের "রস-বোধ" বেদনা। আলম্বনের রসানুভব ইহার কৃত্য। যে কেহ যে কোন আলম্বন অনুভব করে, সে উহা আস্বাদের সহিত বা বিস্বাদের সহিত অথবা স্বাদ-বিস্বাদ হীন মধ্যস্থ ভাবে অনুভব করে। এই ত্রিবিধ অনুভূতি (বেদনা) ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অনুভূতি হইতে পারে না। বেদনার অন্যবিধ প্রভেদাদি কায়িক ও মানসিক হিসাবে হইয়াছে মাত্র। সুতরাং অনুভূতি অনুসারে বেদনা (১) সুখ বেদনা, (২) দুঃখ বেদনা, (৩) অদুঃখ-অসুখ বেদনা এই ত্রিবিধ। কিন্তু শারীরিক সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা এবং মানসিক সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য, উপেক্ষা বেদনা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-প্রভেদ বেদনা। অর্থাৎ কায়েন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয় ভেদে এই পঞ্চবিধ বেদনা। "ফস্‌স-পচ্চযা বেদনা"।

৩। সংজ্ঞা (সঞ্‌ঞা)ঃ— কোন আলম্বন চক্ষাদি ইন্দ্রিয়-পথে যেইরূপ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানই সেই আলম্বন সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা। কয়েকজন অন্ধ একটি হস্তীর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিল। যে পাদস্পর্শ করিল সে মনে করিল হস্তী স্তম্ভ সদৃশ। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল সে ভাবিল হস্তী সর্পাকৃতি। যে কর্ণ স্পর্শ করিল সে ভাবিল হস্তী সূর্পের (কুলার) তুল্য। হস্তী সম্বন্ধে ইহাই অন্ধের ধারণা বা সংজ্ঞা। তদ্রূপ সংজ্ঞা, আলম্বন ইন্দ্রিয়-পথে

যেমনটি প্রতিভাত হয় ঠিক্ তেমন জ্ঞানটুকু। এই সংজ্ঞা দ্বারা এক আলম্বন হইতে অন্য আলম্বনকে পৃথক করিতে ও পুনরায় চিনিতে পারা যায় মাত্র। আলম্বন সম্বন্ধে সংজ্ঞা দ্বারা ইতোধিক জ্ঞান জন্মে না; "সংজ্ঞা", "বিজ্ঞান", "অভিজ্ঞা", "প্রজ্ঞা", প্রভৃতি আলম্বন সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থা জ্ঞাপক শব্দ। তন্মধ্যে "সংজ্ঞা" আলম্বন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান। আলম্বনের ব্যবহার, প্রয়োজন বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান সংজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন হয় না। শিশু যে ছবি-কৃত বিড়ালকে পরিচিহ্নিত করিতে পারে, তাহা তাহার পূর্ব্বলব্ধ "বিড়াল-সংজ্ঞা" দ্বারা।

৪। চেতনা ঃ— "চেতেতী'তি চেতনা"। যাহা চিন্তা করায় তাহা চেতনা। চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলিকে (১) নিজের অঙ্গীভূত করিয়া আলম্বনে যোগ করে ও তাহাদের কার্য্যে উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করে এবং কর্ম্মসিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করে। ইহা "সহজাত-চেতনা"। (২) লোভাদি হেতু সংযোগে এই চেতনা "কর্ম্মে" পরিণত হয় এবং সংস্কাররূপে চিত্ত-সন্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে ও অবকাশ পাইলে বাক্-কর্ম্মে বা কায়-কর্ম্মে প্রকাশিত হয়। যখন ইহা কুশলাকুশলে পরিবর্ত্তিত হয় তখন "নানাক্ষণিক-চেতনা"। কর্ম্ম-সম্পাদন-কাল ও ফলোৎপত্তি-কাল বিভিন্ন বলিয়া ইহা নানাক্ষণিক। "নানা" অর্থ বিভিন্ন।

৫। একাগ্রতা (একগ্‌গতা) ঃ— একটি মাত্র বিষয়ে চিত্তের নিশ্চল অবস্থাই একাগ্রতা। একাগ্রতা যখন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা "সমাধি" নামে অভিহিত হয়। আলম্বন হইতে চিত্তের অবিক্ষেপতা ইহার লক্ষণ। চিত্ত যখন ইহার বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন তাহাতে নিবদ্ধ থাকে, বিষয় হইতে বিক্ষিপ্ত হয় না; একাগ্রতা ইহার সহোৎপন্ন চৈতসিকের উপর প্রাধান্য করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রমুখ* (শ্রেষ্ঠ) হয়। মানসিক শান্তি ইহার রস বা সারাংশ।

একাগ্র বা সমাহিত চিত্ত যথাযথ দেখিতে পায়, সুতরাং "জ্ঞান" ইহার পরিণাম ফল। একাগ্রতা ব্যতীত চিত্ত ইহার বিষয় বা আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর কীটাদি প্রাণীতেও এই "একাগ্রতার" অঙ্কুর বিদ্যমান আছে।

৬। **জীবিতেন্দ্রিয়** ঃ— চিত্তের জীবনী-শক্তি। চিত্ত-প্রবাহ পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ হইলেও এই শক্তির বলে, স্কন্ধের নির্ব্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকে। এই শক্তি চিত্ত-সন্ততির উপর ইন্দ্রত্ব (আধিপত্য) করে বলিয়াই ইহাকে জীবিতেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। যদিও অন্যান্য চৈতসিকের স্ব স্ব কৃত্য রহিয়াছে, এই জীবিতেন্দ্রিয় চৈতসিকের কৃত্য ঐ সব চৈতসিকের প্রবাহকে উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গ পর্য্যন্ত পালন ও রক্ষা করা। এইজন্য অনুপালন ইহার লক্ষণ। অত্থসালিনীতে উক্ত আছে "অনুপালেতি উদকং বিয উপ্পলাদীনি"। অর্থাৎ কমল-দণ্ড-স্থিত জল যেমন কমলের সজীবতা রক্ষা করে, তেমনি জীবিতেন্দ্রিয় সহজাত-চিত্ত-চৈতসিককে জীবিত রাখে। "চেতনা" ইহার সহজাত-চৈতসিকের কার্য্যাবলী নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়; কিন্তু চেতনার এবং ইহার সহজাত-চৈতসিকের শক্তি জীবিতেন্দ্রিয়-চৈতসিকের উপর নির্ভর করে। জীবিতেন্দ্রিয়ই ইহাদিগকে জীবনীশক্তি দান করে।

৭। **মনস্কার** (মনসিকার):—মনোযোগ; মনের ক্রিয়া; অত্থসালিনীতে উক্ত আছে "পুরিম মনতো বিসদিসং মনং করোতী'তি মনসিকারো"। মনস্কার মনকে পূর্ব্বাবস্থা হইতে ভিন্নাবস্থাপন্ন করে। ইহা ত্রিবিধ অবস্থায় সম্পাদিত হয়।

(ক) আলম্বন-প্রতিপাদক (পরিচালক) মনস্কার। সেই প্রতিসন্ধি-চিত্ত হইতে প্রবহমান চিত্ত-সন্ততি পুনঃ পুনঃ আলম্বন-মুক্ত হইয়া নিরুদ্ধ হইলেও পুনঃ পুনঃ ভবাঙ্গালম্বনে যুক্ত হয়। চিত্তের এইরূপ আলম্বনে সংযোগ-ক্ষমতাই "মনস্কার"। সারথি যেমন অশ্বকে

লক্ষ্য-স্থলে পরিচালনা ও উপস্থাপন করে, এই "মনস্কারও" চিত্তকে আলম্বনে পরিচালন ও সংযোগ করে। (খ) ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া যখন চিত্ত পঞ্চদ্বারে আবর্ত্তিত হয়, তখন মনস্কার চিত্ত-সন্ততিকে আলম্বনাভিমুখী করিয়া রাখে। ইহা বীথি-প্রতিপাদক মনস্কার। (গ) মনোদ্বারাবর্ত্তন-মনসিকার আলম্বনকে জবনাভিমুখী করিয়া রাখে। ইহা জবন-প্রতিপাদক মনস্কার। এস্থলে (ক) আলম্বন প্রতিপাদক মনস্কারই বক্তব্য। সম্প্রযুক্ত ধর্ম্মকে (চৈতসিককে আলম্বনে পরিচালনায় মনস্কার সারথি সদৃশ। "চেতনা" আলম্বন নির্দ্দেশ করে, কিন্তু মনস্কার সেই আলম্বনে লক্ষ্য রাখে। মনস্কারের এবংবিধ ক্রিয়া বাহিরের আলম্বনের উত্তেজনায়ও হইতে পারে, অথবা স্বতঃই অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এই মনস্কারেই চিত্তের প্রথম ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন চিত্তে মনস্কারের প্রাধান্যই বিদ্যমান। চিত্ত যে আলম্বন গ্রহণ করে এ বিষয়ে তাহার নিত্য সহায় "মনস্কার"। মনস্কার চিত্তকে আলম্বন-শূন্য হইতে দেয় না।

(খ) ছয় প্রকার প্রকীর্ণ-চৈতসিক। "প্রকীর্ণ" বিশেষণটির অর্থ বিস্তীর্ণ, অসম্বদ্ধ। এই চৈতসিকগুলি শোভনাশোভন চিত্ত-ক্ষেত্রে বিস্তারিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সংযুক্ত হয়। যেমন "মোহ" অশোভন চিত্তে এবং শ্রদ্ধা শোভন চিত্তে আবদ্ধ থাকে, এই ছয় চৈতসিক তেমন শোভন-চিত্তে বা অশোভন-চিত্তে আবদ্ধ থাকে না। উভয়বিধ চিত্তে ইহাদের সংযোগাধিকার আছে। এইজন্য ইহাদের নাম "প্রকীর্ণ-চৈতসিক"। ইহারা যখন শোভন-চিত্তে যুক্ত হয় তখন কুশল কর্ম্মে সাহায্য করে। যখন অশোভন-চিত্তে যুক্ত হয়, তখন অকুশল কর্ম্মের সহায় হয়।

১। বিতর্ক (বিতক্ক) * :— চিন্তা ; আলম্বনে চিত্তকে আরোহণ করান বিতর্কের কৃত্য। বিতর্ক তাহার সহজাত

---

* ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চৈতসিককে আলম্বনে যেন বহন করিয়া লইয়া যায়। "চেতনা" আলম্বন নির্ব্বাচন করে,—যেন শকটারোহী। "মনস্কার" সেই আলম্বনে লক্ষ্য রাখে,—যেন সারথি। কিন্তু "বিতর্ক" সহজাত-চৈতসিককে সেই আলম্বনে টানিয়া লইয়া যায়,—যেন অশ্ব। মনস্কার কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বিতর্ক বা চিন্তা যখন চিত্তকে চেতনা-নির্ব্বাচিত নির্ব্বাণালম্বনে পরিচালনা করে, তখন এই বিতর্ক "লোকোত্তর সম্যক্-সঙ্কল্প" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চিত্ত বিতর্ক দ্বারা আলম্বন গ্রহণ করিলে অন্যান্য সম্প্রযুক্ত চৈতসিক আলম্বনে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। বিতর্ক "স্ত্যান-মিদ্ধের" প্রতিপক্ষ; এজন্য ইহা ধ্যানাঙ্গ অর্থাৎ ধ্যান-চিত্ত গঠনের অন্যতম উপকরণভূত চৈতসিক।

২। **বিচার** *:—বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যেই আলম্বন গ্রহণ করে, বিচার সেই আলম্বনের স্বভাব জানিবার জন্য, তন্মধ্যে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন পূর্ব্বক সেই আলম্বনে প্রবর্ত্তিত (উৎপাদিত) হইতে থাকে। অনুমজ্জন ইহার লক্ষণ। কোন মলিন পাত্র পরিষ্কার করিবার জন্য এক হস্তের দ্বারা উহা গ্রহণ ও ধারণ করিয়া রাখা বিতর্কের কার্য্যের সহিত তুলনীয়; এবং অন্য হস্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ বিচারের কাজের ন্যায়। বিচার বিচিকিৎসার প্রতিপক্ষ, এজন্য ইহা ধ্যানাঙ্গ।

৩। **অধিমোক্ষ** (অধিমোক্‌খ):— পূর্ণমুক্তি। কি হইতে মুক্তি? সংশয় হইতে; "ইহা" না "উহা"? চিত্তের এবংবিধ দোলায়মান অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধান্তের অবস্থা। সেই সিদ্ধান্ত সত্য হইতেও পারে, না হইতেও পারে। ইহা চিত্তের দোলায়মান অবস্থার প্রতিপক্ষ। আলম্বনে ইন্দ্রকীলের মত নিশ্চল ভাব অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অবস্থা ইহার লক্ষণ। বন্য-পথে চলিতে চলিতে

* ৩৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যেন কেহ এমন এক স্থানে উপনীত হইল যে, ঐ স্থানে পথ দ্বিধা ভিন্ন হইয়া দুই দিকে দুইটি চলিয়াছে। পথচারী এই দুইটি পথের অনুসরণীয়টি যতক্ষণ সিদ্ধান্ত করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার সংশয়ের অবস্থা। কিন্তু যখন, ঠিক্ পথ হউক, বা না হউক, একটির অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে, তখন তাহার চিত্তের অধিমোক্ষের অবস্থা।

৪। **বীর্য্য** (বিরিয়) :— বীরত্ব; অধ্যবসায়; কর্ম্মশক্তি। কার্য্যারম্ভ ইহার স্বভাব; বাধার পর বাধা অতিক্রম ইহার কৃত্য,— এজন্য ইহার অপর নাম "পরাক্রম"। চিত্তের ক্রমিক গতি রক্ষা করে বলিয়া ইহা "উৎসাহ"। বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহত করে বলিয়া "স্থাম" *। চিত্ত-সন্ততি ধারণ করে বলিয়া "ধীতি"। প্রগ্রহ † ও উপস্তম্ভন ‡ ইহার লক্ষণ। বীর্য্য কৌসীদ্যের প্রতিপক্ষ। আর্য্য-আষ্টাঙ্গিক মার্গে ইহা সম্যক্-ব্যায়াম; সপ্তবোধ্যঙ্গে বীর্য্য-বোধ্যঙ্গ; ঋদ্ধি-পাদে বীর্য্য-ঋদ্ধি। এই বীর্য্য-চৈতসিকই শাবকহারা কাঠ-বিড়ালকে স্বীয় লাঙ্গুল সাহায্যে নদীর জল সেচন করিয়া স্রোত-বাহিত শাবকের উদ্ধারে রত করিয়াছিল। এই বীর্য্য-চৈতসিকই শাক্যমুনির চিত্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উদ্গীত হইয়াছিল :— "আমার ত্বক এবং স্নায়ু এবং অস্থি শুষ্ক হইয়া যাউক! শুষ্ক হইয়া যাউক আমার শরীর, রক্ত, মাংস! তবুও পুরুষের শক্তি-বলে যাহা প্রাপ্তব্য, পুরুষের উদ্যমে, পুরুষের পরাক্রমে যাহা অধিগম্য, তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত উদ্যম চলিতেই থাকিবে"। যেই "বীর্য্য" অঙ্গুলিমালকে দস্যু করিয়াছিল, সেই "বীর্য্যই" কুশল-পথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অরহত্বে উন্নমিত করিয়াছিল।

* স্থাম (স্থা + মন্) — শক্তি। † প্রগ্রহ — দৃঢ় গ্রহণ, বন্ধন।
‡ উপস্তম্ভন — পতন-রোধ-করণ, স্তম্ভ যেমন গৃহের।

যে ধর্ম্মের বাণী "অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিযা" ? সে ধর্ম্মের অনুগামীর পক্ষে বীর্য্য চৈতসিকের অনুশীলনের আবশ্যকতা কত বেশী ! "বীর্য্য" দশ-পারমিতার অন্যতম। অপায় ভয়ে উদ্বিগ্নতা বীর্য্য প্রয়োগের কারণ। দান-শীল-ভাবনাদি কুশল কর্ম্ম উৎসাহ-পরাক্রমের সহিত সম্পাদনের নিত্য অভ্যাস করিলেই বীর্য্য ক্রমে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়

.৫। প্রীতি * (পীতি) :— পীননার্থে প্রীতি। এই চৈতসিক চিত্তকে প্রসারিত করে; প্রস্ফুটিত পদ্মের মত চিত্তকে প্রফুল্লতায় বিকশিত করে। সুতরাং "প্রফুল্লতা", "সন্তোষ" ইহার প্রতিশব্দ। অর্থকারেরা ইহার পঞ্চবিধ স্তরের কথা বলেন :—প্রীতি রোমাঞ্চকর হইলে ক্ষুদ্রিকা, বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় হইলে ক্ষণিকা, চিত্তকে তরঙ্গের ন্যায় উচ্ছ্বসিত করিতে থাকিলে অবক্রান্তিকা †, গগনচারী বিহঙ্গের মত উধাও করিলে উদ্বেগা এবং সর্ব্ব শরীর ব্যাপৃত করিয়া দীপ্ত ও কম্পিত করিলে স্ফুরণা নামে অভিহিত হয়। প্রীতি ব্যাপাদের প্রতিপক্ষ, এজন্য ইহা ধ্যানাঙ্গ, বোধিরও অঙ্গ। কোন বিষয়ে প্রীতি না থাকিলে সে বিষয়ে উন্নতি লাভ করা যায় না। বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, রুক্ষ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ, শান্ত ব্যক্তির সাহচর্য্য, আনন্দদায়ক সূত্রাবৃত্তি, সর্ব্বোপরি প্রীতি-বর্দ্ধনের আগ্রহশীলতা, এই প্রীতি-চৈতসিক অনুশীলনের উপায়। "প্রীতি" সংস্কার স্কন্ধ, "সৌমনস্য" বেদনা স্কন্ধ। প্রীতির সঙ্গে সৌমনস্য নিত্য উৎপন্ন হইলেও, প্রীতি-হীন হইয়া সৌমনস্য উৎপন্ন হইতে পারে। উপাদেয় পরান্ন ভোজনে সৌমনস্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, প্রীতির সম্ভাবনা থাকে না।

---

* ৩৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † ক্ষুদ্রিকার বিপরীত; পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিশীলা।

৬। **ছন্দ** ঃ— ইচ্ছা মাত্রই ছন্দ; কিন্তু এখানে তৃষ্ণাছন্দ অভিপ্রেত নহে। কর্ত্তৃকাম্যতা-ছন্দই এখানে উদ্দিষ্ট বিষয়। ইহা চিকীর্ষা বা করিবার ইচ্ছা;— পাইবার বা উপভোগের ইচ্ছা নহে। দান-চিত্তে ছন্দ যুক্ত হয়, লোভ যুক্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্ব কুশল চিত্তে। কর্ত্তৃকাম্যতা-ছন্দ আলম্বন ইচ্ছা করিলেও তৃষ্ণার ন্যায় আস্বাদার্থ আসক্তির সহিত ইচ্ছা করে না। এই ছন্দ বদ্ধমূল তৃষ্ণা হইতে বলবত্তর। সেই অবস্থায় ইহা "ছন্দাধিপতি" "ছন্দ-ঋদ্ধি-পাদ" নাম প্রাপ্ত হয় এবং তৃষ্ণা ধ্বংসে সক্ষম হয়।

"ছন্দজাতো অনক্খাতে মনসা চ ফুটো সিয়া,
কামেসু চ অপ্পটিবদ্ধচিত্তো উদ্ধংসোতো'তি বুচ্চতি"। ধম্মপদ—১২৮

নির্ব্বাণালম্বনের প্রতি যে ছন্দ, তাহা কামনা-মূলক নহে; ইহা কামনা-অপ্রতিবদ্ধ।

সপ্ত-সর্ব্বচিত্ত-সাধারণ চৈতসিক এবং ছয় প্রকীর্ণ-চৈতসিক, এই তের প্রকার চৈতসিকের সাধারণ নাম "অন্য-সমান চৈতসিক"। "অঞ্ঞেহি অঞ্ঞেসং বা সমানা অঞ্ঞ-সমানা"। এই তের প্রকার চৈতসিক নিজেরা শোভনও নহে, অশোভনও নহে,— ইহারা অব্যাকৃত বা অনির্দ্দিষ্ট। ইহারা শোভন-চৈতসিকের সহিত যুক্ত হইলে শোভন কর্ম্মে সাহায্য করে, অশোভন চৈতসিকের সহিত যুক্ত হইলে অশোভন কর্ম্মে সাহায্য করে। "প্রকীর্ণ-চৈতসিক" সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ নহে।

(গ) চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক।

১। **মোহ** ঃ— "মুয্হতী'তি মোহো; মুয্হন্তি সত্তা এতেনা'তি মোহো। যদ্দ্বারা সত্ত্বগণ মুহ্যমান হইয়া থাকে, তাহাই মোহ বা অজ্ঞানতা। সূত্র-পিটকে ইহা "অবিদ্যা" আখ্যা

পাইয়াছে। অন্ধকার যেমন বস্তুনিচয়কে ঢাকিয়া রাখে এবং চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, তেমনি মোহ আলম্বনের যথার্থ স্বভাবকে ঢাকিয়া রাখে এবং চিত্তের কল্যাণ ও সত্য-দৃষ্টিকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। আলম্বনের যথার্থ স্বভাবকে আচ্ছাদন করাই মোহের স্বভাব। কুশল কর্ম্মের দিক্ দিয়া মোহ অজ্ঞানতা বটে, কিন্তু পাপকর্ম্ম সম্পাদনার্থ নানা উপায় নির্দ্ধারণে ক্ষমতাপন্ন বলিয়া মোহ "মিথ্যা-জ্ঞান" বা "কুপ্রজ্ঞা"। মোহের ন্যায় "লোভ", "দৃষ্টি", "বিতর্ক", "বিচার" পাপ-পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্যা-জ্ঞান-গতি প্রাপ্ত হয়। মোহ সর্ব্ব অকুশলের মূল, সুতরাং "সর্ব্ব-অকুল-চিত্ত-সাধারণ"। লোভ-দ্বেষের মূলও এই মোহ। প্রজ্ঞা ইহার প্রতিপক্ষ। অন্ধকার যেমন আলোকের অভাবাত্মক, মোহও তেমন প্রজ্ঞার অভাবাত্মক। আলোকের বৃদ্ধিতে যেমন অন্ধকার আপনাপনি হ্রাস পাইতে থাকে, তেমন প্রজ্ঞার বৃদ্ধিতে মোহ আপনাপনি হ্রাস পাইতে থাকে। চিত্তের অন্ধতা-উৎপত্তি মোহের লক্ষণ; আলম্বনের যথার্থ স্বভাব (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম স্বভাব) আচ্ছাদন ইহার কৃত্য; হেতু-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া আলম্বন-গ্রহণ ইহার উৎপত্তি-কারণ। এইরূপে মোহ চারি আর্য্য-সত্য ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্মকে জানিতে দেয় না, বুঝিতে দেয় না। মোহ শক্তিশালী হইলেও ধ্বংসশীল। শ্রদ্ধাময় চিত্তের দান-শীল-ভাবনা দ্বারা প্রজ্ঞার ক্রমিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিলুপ্ত হইতে থাকে।

২। অহ্রী (অহিরীক):— কায়-দুশ্চরিতে, বাক্-দুশ্চরিতে, মনোদুশ্চরিতে লজ্জাহীনতা, ঘৃণাহীনতাই অহ্রী। বরাহ যেমন মানুষের পরিত্যক্ত পুরীষ ভক্ষণে কোনরূপ ঘৃণাবোধ করে না, লজ্জিত হয় না, অহ্রীক ব্যক্তিও তেমনি সজ্জনের পরিত্যক্ত পাপকর্ম্মে ঘৃণা বা লজ্জা করে না। আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞানহীনতাই ইহার উৎপত্তি-স্থল। "হ্রী" ইহার প্রতিপক্ষ।

৩। অনপত্রপা (অনোত্তপ্প):— কায়দুশ্চরিতাদির প্রতিফলে ভয়হীনতাই অনপত্রপা। ত্রাসহীনতা ইহার লক্ষণ। পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখা আলিঙ্গনে ভয়হীন, অনপত্রপীও তেমনি পাপকর্ম্ম সম্পাদনে ত্রাসহীন।

৪। ঔদ্ধত্য (উদ্ধচ্চ):— আলম্বন হইতে চিত্তের উৎক্ষেপণই ঔদ্ধত্য বা ঔদ্ধৃত্য। চিত্তের অশান্তি ইহার লক্ষণ, অস্থিরতা-সম্পাদন ইহার কৃত্য, অব্যবস্থিততা ইহার পরিণাম ফল, এবং অনুচিত মনস্কার ইহার মুখ্য কারণ। ভস্মস্তূপে দণ্ডাঘাত করিলে ভস্মরাশি যেমন উৎক্ষেপিত হইতে থাকে এই চৈতসিকও চিত্তকে আলম্বন হইতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষেপণ করিতে থাকে। *

৫। লোভ:— লিপ্সা, আসক্তি। লোভ চিত্তকে রূপাদি আলম্বনে আসক্ত করিয়া রাখে। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই কায়-কর্ম্ম, বাক্-কর্ম্ম ও মনঃ-কর্ম্ম সম্পাদন করায়। এইজন্য লোভ হেতু। ত্যজনীয় আলম্বন অপরিত্যাগ ইহার লক্ষণ এবং উহাকে রক্ষা ও উপভোগ করা ইহার স্বভাব। স্বত্বগণকে সুখ-মরীচিকায় প্রলুব্ধ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে ভাসাইয়া ডুবাইয়া, ভাসাইয়া ডুবাইয়া দুঃখের সমুদ্রে পরিচালনা ইহার কৃত্য। এইজন্য ইহা অকুশল। সূত্র-পিটকে ইহা "তৃষ্ণা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে,

---

* পালি এবং বাংলা ভাষায় "উদ্ধরণ" শব্দটি পাওয়া যায়। উভয় ভাষায় ইহার একই অর্থ—"উত্তোলন", "উদ্ধার"। উৎ+ধৃ+অনট্ ভাবে অথবা উৎ+হৃ+অনট্। এই দুই ধাতু সংযোগেই এই শব্দটি নিষ্পন্ন। পালিতে ইহার বিশেষণাকার "উদ্ধত" এবং বাংলাতেও "উদ্ধত" বা "উদ্ধৃত"। পালিতে উদ্ধতের ভাব যেমন উদ্ধচ্চ, বাংলাতে তেমনি উদ্ধতের ভাব "ঔদ্ধত্য" এবং উদ্ধৃতের ভাব "ঔদ্ধৃত্য"। কিন্তু বাংলাতে "উদ্ধত" অর্থে "অবিনীত" "রুক্ষ"ও বুঝায়।

কারণ উপভোগে ইহা নিবৃত্ত হয় না, ইহা অতৃপ্ত পিপাসা। অসন্তুষ্টি ইহার বিকাশ বা আকার। তদ্ধেতু "জয়মঙ্গল-অষ্ট-গাথার" স্থবির-কবি ইহাকে "সহস্র-বাহু" রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্ত-বৃত্তিটিই চতুরার্য্য-সত্যের "সমুদয়-সত্য"। আলম্বনের বিভিন্নতা অনুসারে ইহা কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা বা বিভব-তৃষ্ণার আকার ধারণ করিয়া চিত্তকে পরিচালনা করে। লোভ চিত্তকে পরের সম্পত্তির অভিমুখে ধ্যান (চিন্তা) করায় বলিয়া ইহার নাম "অভিধ্যা"। আলম্বনকে মনোরম করিয়া, রঞ্জিত করিয়া চিত্তকে আলম্বনের দিকে আকর্ষণ করে; তাই ইহার নাম "রাগ"। কিন্তু আলম্বন সম্বন্ধে অনিত্য, দুঃখ, অশুচি, অনাত্ম-জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আলম্বনের প্রতি লোভ হ্রাস পাইতে থাকে। অলোভ বা নৈষ্কাম্য ইহার প্রতিপক্ষ। লোভ অকুশলের হেতু বটে, কুশলের কিন্তু "উপনিশ্রয়"। "রাগং নিস্সায় দানং দেতি, সীলং রক্খেতি, উপোসথকম্মং করোতি, সমাধিং ভাবেতি"। মানুষ দেবলোক, রূপলোক এবং ব্রহ্মলোকের সুখে লোভপরায়ণ হইয়া দান-শীল-ভাবনাদি কুশল কর্ম্ম করিয়া থাকে। এইসব কর্ম্ম সম্পাদন-কালীয় চিত্তে লোভ-চৈতসিক সম্প্রযুক্ত থাকে না; এইজন্য ইহারা কুশল-কর্ম্ম। এইরূপে লোভ কুশলের পরোক্ষ কারণ (উপনিশ্রয়) হয়, "হেতু" হয় না।

৬। **দৃষ্টি** (দিট্‌ঠি):— দৃষ্টি বলিতে এখানে মিথ্যাদৃষ্টি, বিপরীত দর্শন, মিথ্যা-মতবাদ বুঝিতে হইবে। মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন মনে করে তাহার অভিমতই সত্য; অন্য সব মিথ্যা। এইরূপ মিথ্যায় অভিনিবেশ (আগ্রহযুক্ত মনঃসংযোগ) দৃষ্টির লক্ষণ। জ্ঞান আলম্বনকে ইহার যথার্থ স্বভাব অনুসারে বুঝিতে পারে; দৃষ্টি কিন্তু আলম্বনের যথার্থ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, ইহার অযথার্থ স্বভাব গ্রহণ করে। "মোহ" আলম্বনের যথার্থ স্বভাব ঢাকিয়া

অযথার্থ স্বভাব প্রদর্শন করে। "লোভ" সেই অযথার্থ স্বভাবের দিকে চিত্তকে আকর্ষণ করে; "দৃষ্টি" তাহা গ্রহণ করে। এইরূপে লোভই প্রত্যক্ষ ভাবে দৃষ্টি-কোণকে বিতথ করিয়া মিথ্যা-দৃষ্টিতে পরিণত করে। এইজন্য লোভের সহিত দৃষ্টির অব্যবহিত সম্বন্ধ,—"মিচ্ছাদিট্ঠি লোভ-মূলেন জাযতি"। মিথ্যাদৃষ্টি পরকাল, কুশলা-কুশল, কর্ম্মফল বুঝিতে পারে না। অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, অনাত্মকে আত্মা মনে করে। "সম্যক্-দৃষ্টি" ইহার প্রতিপক্ষ *।

৭। মান ঃ— "মঞ্ঞতী'তি মান"। আমিত্ব-বোধ। অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া "মান" নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। "চেতস উন্নতিঃ, অন্যেভ্য আত্মন উৎকর্ষাভিমানো মান উচ্যতে"। অভিধর্ম্মকোশঃ। ধ্বজাসমূহের মধ্যে কেতু (বৃহৎ পতাকা) যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমন অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করাই "মানের" লক্ষণ। "দৃষ্টি" এবং "মান" উভয়ই পঞ্চস্কন্ধকে "আস্বাদময়" মনে করে। তজ্জেতু উভয় লোভমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয়। "দৃষ্টি" পঞ্চস্কন্ধকে "আমি" রূপে নিত্য, সুখ, শুভ ও আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে। এইজন্য ইহার রক্ষার্থ নানাবিধ শীল-ব্রত সম্পাদন করে। কিন্তু "মান" দৃষ্টি-গৃহীত "আমি"কে অন্যের সহিত সৌন্দর্য্য, কৌলীন্য, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মজ্ঞান, চরিত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিজকে তুলনা করে এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে। সমকক্ষ বা নীচ মনে করাও মানের লক্ষণ;— কারণ তাহাতেও পরিমাপ বা তুলনা রহিয়াছে, আমিত্ব-বোধ রহিয়াছে। "লোভ," "দৃষ্টি", "মান" এই চৈতসিকত্রয় লোভ-পক্ষীয় অর্থাৎ লোভমূলক চিত্তেই উৎপন্ন হয়। "অনিত্য-জ্ঞান' ও "চিত্ত-মৃদুতা" ইহার প্রতিপক্ষ।

* ১৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৮। **দ্বেষ** (দোস) :— দূষণ (দোষ জন্মান) স্বভাব বিশিষ্ট মনোবৃত্তিই দ্বেষ। আলম্বনকে হনন করে বলিয়া ইহার অন্য নাম "প্রতিঘ"। আলম্বনের হিত-সুখের বিপদ আকাঙ্ক্ষা করে বলিয়া ইহা "ব্যাপাদ"। দ্বেষ দ্বেষকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিকৃত ভাব উৎপাদন দ্বারা দেহকে দূষিত করে এবং তাহার চিত্তকে ততোধিক দূষিত করে। কিন্তু অন্যের দ্বেষ দ্বারা দ্বিষ্ট নিজকে দূষিত হইতে দেওয়া না দেওয়া দ্বিষ্টের নিজের উপরই নির্ভর করে। ক্রোধ বা চণ্ডতা ইহার লক্ষণ। এই চণ্ড-লক্ষণে দ্বেষ বিষধর সর্প হইতেও ভীষণতর; দ্রুত বিসর্পণ স্বভাবে অশনি-নিপাত তুল্য; অন্তর্দাহ কৃত্যে দাবাগ্নি সদৃশ। আত্মাহিত সাধনে শত্রুসম; সর্ব্বশঃ অহিত সাধনে পূতি-মূত্রবৎ। পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, বুদ্ধের শরীরে রক্ত-পাত, সঙ্ঘভেদ প্রভৃতি যত গুরুতর পাপকর্ম্ম আছে, সমস্তই দ্বেষ-মূলক। কেহ আমার অনিষ্ট করিলে কিংবা আমার প্রিয় বস্তুর বা প্রিয়-জনের অনিষ্ট করিলে, অথবা অপ্রিয়জনের উপকার করিলে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। লোভের স্বভাব আলম্বন রক্ষা ও উপভোগ করা। কিন্তু দ্বেষের স্বভাব আলম্বন ধ্বংস করা "মৈত্রী" ইহার প্রতিপক্ষ। [বিংশ পৃষ্ঠায় দ্বেষ-চিত্তের সংক্ষেপার্থ দ্রষ্টব্য]।

৯। **ঈর্ষ্যা** (ইস্‌সা) :— পরশ্রীকাতরতা। অন্যের মান, যশঃ, গুণ, সৌভাগ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি-অসহিষ্ণুতা ও তজ্জনিত চিত্ত-ক্ষোভ ঈর্ষ্যার লক্ষণ। ইহাদের উৎসন্নতা-সাধন ইহার কৃত্য। পরনিন্দা, দোষারোপ, ছিদ্রান্বেষণ, বিপদ-কামনা ঈর্ষ্যার অভিব্যক্তি বা আকার। ঈর্ষ্যা সর্ব্বতোভাবে অহিতকর ও ভয়ঙ্কর অকুশল চৈতসিক; "মুদিতা" ইহার প্রতিপক্ষ বা প্রত্যানীক; উভয়ের আলম্বন পরের সম্পদ। কিন্তু মুদিতা এই আলম্বনকে অভিনন্দন করিয়া মহৎ হয়, এবং ঈর্ষ্যা ইহার ধ্বংস কামনা করিয়া হীন হয়।

১০। মাৎসর্য্য (মচ্ছরিয) :— আত্ম-সম্পত্তি সঙ্গোপনেচ্ছা। "এই এই সম্পদ আমার হউক, অন্যের না হউক"। "আমার লব্ধ সম্পত্তি আমার প্রয়োজনার্থ, অন্যের জন্য নহে," এইরূপে আত্ম-সম্পত্তিই মাৎসর্য্যের আলম্বন। লব্ধ বা লভিতব্য সম্পদ আত্ম-প্রয়োজনার্থ গোপন করিয়া রাখা মাৎসর্য্যের লক্ষণ। মাৎসর্য্যের কারণে মানুষ দানাদি পরহিত সম্পাদনে অক্ষম থাকে। অন্যে কিছু লাভ করিয়াছে বা করিবে জানিয়া যে চিত্তক্ষোভ জন্মে, তাহা ঈর্ষ্যা। যাহা নিজের লাভের আশা ছিল, কিন্তু লব্ধ হইল না; তজ্জন্য যে চিত্তক্ষোভ তাহা মাৎসর্য্য। এই দুই চৈতসিক দ্বেষমূলক চিত্তেই যুক্ত হয়, কিন্তু আলম্বনের পার্থক্য-হেতু এক চিত্তে উৎপন্ন হয় না। "করুণা" ইহার প্রতিপক্ষ। মাৎসর্য্যের অপর নাম কৃপণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা। মাৎসর্য্য চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, প্রসারিত হইতে দেয় না। ইহা উদারতা, বদান্যতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি চিত্তের উন্নত অবস্থা গঠনের পরিপন্থী।

১১। কৌক্কৃত্য (কুক্কুচ্চ) :— খেদ, অনুশোচনা, অনুতাপ, বিপ্রতিসার এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগই কৌকৃত্য। [কু (কুৎসিৎ) + কৃত্যা (কার্য্য) = কুকৃত্যা; কুকৃত্যা + ষ্ণ্য স্বার্থে = কৌকৃত্য]। এই উদ্বেগ দুই আকারে চিত্তে উৎপন্ন হয়। (১) "কুশল-কর্ম্ম করা হইল না"; (২) "অকুশল-কর্ম্ম করা হইল"। অকুশল-কর্ম্মের পূর্ব্ব সঞ্চিত অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কুশল-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারা যাইতেছে না বলিয়া যে অনুশোচনা তাহাও কৌকৃত্য। কৌকৃত্য দৌর্ম্মনস্য বেদনা-যুক্ত; এজন্য দ্বেষচিত্ত সহগত। কিন্তু ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য বিবর্জ্জিত হইয়া উৎপন্ন হয়। "ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য" পঞ্চ-নীবরণের অন্যতম। "প্রশ্রব্ধি" উভয়ের প্রতিপক্ষ।

দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য ও কৌকৃত্য চৈতসিক চতুষ্টয় প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত চিত্তেই উৎপন্ন হয়।

১২। **স্ত্যান** (থীন):— [স্ত্যৈ + ক্ত ভাবে] চিত্তের অলসতা; আলম্বন সম্বন্ধে সঙ্কোচনশীলতা ও অস্পষ্টতা; অকর্ম্মণ্যতা; অনুৎসাহ। স্ত্যান-চিত্ত কুশল আলম্বন গ্রহণ করিতে রোগ-দুর্ব্বল হস্তের ন্যায় শুধু শক্তিহীন নহে, অনিচ্ছুক। চিত্তের পরাক্রম বিনাশ ইহার কৃত্য। "চিত্ত-লঘুতা" ও "বিতর্ক" ইহার প্রতিপক্ষ।

১৩। **মিদ্ধ**:— [মিহ্ + ক্ত ভাবে]। নাম-কায়ের অর্থাৎ বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের অকর্ম্মণ্যতা, আলম্বনে সঙ্কোচ-ভাব। সম্প্রযুক্ত চৈতসিকের পরাক্রম বিনাশ ইহার কৃত্য। স্ত্যান-মিদ্ধ উভয়ের কৃত্য,— উদ্যমকে বিনাশ করা। উভয়ের লক্ষণ অকর্ম্মণ্যতা। তাহাদের কৃত্য এবং লক্ষণের একত্ব হেতু পঞ্চ নীবরণে তাহারা যুগলরূপে গৃহীত হইয়াছে। "কায়-লঘুতা" ও "বিতর্ক" মিদ্ধের প্রতিপক্ষ।

১৪। **বিচিকিৎসা** (বিচিকিচ্ছা):— সংশয়, দ্বিমতি। চিত্ত যখন "হাঁ" এবং "না"র মধ্যে ঘড়ির পরিদোলকের মত দোলিতে থাকে তখন বিচিকিৎসার অবস্থা। কোন বিষয়ে মীমাংসার অক্ষমতা হেতু চিত্তের অস্থিরতা ইহার লক্ষণ। নানা আলম্বনে চিত্তকে পরিভ্রমণ করান বিচিকিৎসার কৃত্য। অনিশ্চয়তা ইহার পরিণাম ফল। চিত্তের একাগ্রতা বা সমাধি— যাহা দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ হয়, তাহা দ্বারা বিচিকিৎসাও দূরীভূত হয়। বিচিকিৎসা না থাকিলে জ্ঞান-পিপাসা উৎপন্ন হয় না। এই হিসাবে বিচিকিৎসা জ্ঞানের উপনিশ্রয়; হেতু নহে।

এই চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের মধ্যে— মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা ও ঔদ্ধত্য "সর্ব্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ"। লোভ, দৃষ্টি, মান শুধু লোভমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই তিন চৈতসিকের সাধারণ নাম "লোভ-ত্রিক"। দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, কৌকৃত্য এই চারি চৈতসিক শুধু দ্বেষমূলক চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া

ইহাদের সাধারণ নাম "দ্বেষ-চতুষ্টয়"। স্ত্যান-মিদ্ধ চৈতসিকদ্বয় লোভ-মূলক ও দ্বেষমূলক উভয়বিধ অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই দুইটির সাধারণ নাম "অকুশল-প্রকীর্ণ"। "বিচিকিৎসা" শুধু মোহ-চিত্তে সংযুক্ত হয়, এবং একক। এইজন্য ইহার সাধারণ নামকরণ অসম্ভব। তবে "এক মৌলিক চৈতসিক" বলা যাইতে পারে।

(ঘ) ঊনিশ প্রকার শোভন-সাধারণ চৈতসিক।

১। শ্রদ্ধা (সদ্ধা) :— [শ্রৎ (অব্যয়) + ধা + ঙ ভাবে + স্ত্রীং আপ্ = শ্রদ্ধা। শ্রৎ = বিশ্বাস]। বৌদ্ধ-দর্শনে শ্রদ্ধা ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস নহে, যুক্তি-সঙ্গত বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞান। চিত্তের নির্ম্মলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধার লক্ষণ। সচ্ছ সলিলে যেমন চন্দ্র-সূর্য্যের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়, তেমনি শ্রদ্ধা-নির্ম্মল চিত্তেই বুদ্ধাদি শ্রদ্ধেয় বস্তু গৃহীত হয় ;—পঞ্চ-নীবরণ (কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা) নিবৃত্ত থাকে। হস্তহীন যেমন রত্নাদি দর্শন করিলেও গ্রহণ করিতে অক্ষম, বিত্তহীন যেমন ভোগ-সুখে বঞ্চিত, বীজহীন হইলে যেমন শস্যাদি লাভ হয় না, তেমনি শ্রদ্ধা না থাকিলে, দান-শীল-ভাবনাদি পুণ্য-কর্ম্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধা দ্বারাই পুণ্য-কর্ম্মাদি গৃহীত, কৃত ও ফলিত হয়। এজন্য শ্রদ্ধা হস্ত-বিত্ত-বীজ সদৃশ। অন্য তীর্থিয়ের যুক্তি-হীন অন্ধ-বিশ্বাস শ্রদ্ধা নহে। উহা শ্রদ্ধার আকারে "মিথ্যা-অধিমোক্ষ", "দৃষ্টি", সম্প্রতীচ্ছ (মানিয়া লওয়া) মাত্র। অশ্রদ্ধা ইহার প্রতিপক্ষ। একটি দৃষ্টান্ত দিব :— একজন পথিক তাহার অপরিচিত দেশের কোন রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে এক নাতি-ক্ষুদ্র নদী তাঁহার গমন-পথে বাধা জন্মাইল। নদীতে খেয়া নৌকা কিংবা সেতু, কোনটি নাই। সে দেখিল নদীর অপর পারে একজন প্রাচীন ভদ্রলোক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে নদীপার হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উপদেশ দিলেন, "নদীটি হাঁটিয়া

পার হওয়া যায়, কাপড় ভিজিবে না, আমিও পার হইয়া আসিয়াছি"। পথিক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ;— "এই ব্যক্তির কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা ? নদীর দুই দিকের ক্রমিক রাস্তাটি নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ; নদীর উভয় সৈকতে পথিকগণের চলাচলের পথ-চিহ্ন রহিয়াছে। ভদ্রলোক আমাকে মিথ্যা বলিবার কোন কারণ নাই"। এইরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া পথিক অগ্রসর হইল এবং প্রতি পাদক্ষেপে টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিল। পরিশেষে নিরাপদে পর-পারে উত্তীর্ণ হইল। ভদ্রলোকটির উপদেশ পথিক অন্ধ-বিশ্বাসে গ্রহণ করে নাই। যথা সম্ভব বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াই সাবধানে নদী পার হইতেছিল। নদী পার হইবার সময় তাহার শ্রদ্ধার অবস্থা এবং অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বলবতী হইতেছিল। নদী উত্তীর্ণের পরবর্ত্তী অবস্থা শ্রদ্ধাতীত ;— তখন পথিক ও ভদ্রলোক নদীর উত্তরণীয়তা সম্বন্ধে সমজ্ঞানী। এবং উভয়ই উত্তীর্ণ। বুদ্ধের উপদেশ এইরূপে গ্রহণই শ্রদ্ধার কাজ। এইরূপে শ্রদ্ধাবলে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে হয়।

২। স্মৃতি (সতি) :— যদ্বারা কুশল আলম্বন স্মরণ করা যায় তাহাই "স্মৃতি"। স্মৃতি বলিতে সম্যক্ স্মৃতিই বুঝায়। অকুশল বিষয় মনে উঠা "স্মৃতি" নহে, তাহা অকুশল-চিত্তোৎপত্তি ; দৃষ্টি। স্মৃতি চিত্তের কুশল অবস্থাকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখে। স্মৃতি এইরূপে অকুশল অবস্থাকে উৎপন্ন হইবার অবকাশ না দিয়া চিত্তকে কুশলে নিযুক্ত রাখে। "কুশল-অপরিত্যাগ" উহার লক্ষণ। "অবিস্মৃত সতর্কতা" ইহার কৃত্য। স্মৃতি সর্ব্ববিধ কুশল কর্ম্মে বিদ্যমান থাকে। কর্ণধার-হীন তরণী ও স্মৃতি-হীন চিত্ত একই দুর্দ্দশাপন্ন। হিতাহিত নির্ব্বাচনেও স্মৃতির ক্ষমতা আছে। এইরূপ

নির্ব্বাচন করিয়াই স্মৃতি হিতকে গ্রহণ ও বর্দ্ধন করে, তাহাতেই অহিত 'বর্জ্জিত' হয়। ভগবান বলিয়াছেন,—"সতিং খাহং ভিক্খবে, সব্বত্থিকং বদামী'তি"। "হে ভিক্ষুগণ, আমি স্মৃতিকে সর্ব্ববিধ কুশল-উদ্দেশ্য-সিদ্ধিদাত্রী বলিয়া থাকি; ইহা সর্ব্ববিধ কুশলে বিদ্যমান"। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞার স্বভাব আলম্বনে নিমগ্ন থাকা। "অত্থ-সালিনী" বলে,— আলম্বনে অভাসমান অর্থাৎ নিমজ্জন স্মৃতির লক্ষণ; অবিস্মৃতি (প্রমাদ-ধ্বংস) ইহার কৃত্য; রক্ষণ ও আলম্বনাভিমুখিতা ইহার পরিণাম ফল। কায়া, বেদনা, সংজ্ঞা-সংস্কার ও চিত্ত সম্বন্ধে স্মৃতির অনুশীলন স্মৃতি-গঠনের উপায়। ইহা আলম্বনে স্তম্ভের ন্যায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এবং চক্ষাদি দ্বারকে অকুশল হইতে রক্ষা-ব্যাপারে "দৌবারিক-সদৃশ"। "সম্মোহ" ইহার প্রতিপক্ষ; "অপ্রমাদ" ইহার অন্য নাম।

৩। হ্রী (হিরী):— কায়-দুশ্চরিতাদিতে—লজ্জা, ঘৃণাই "হ্রী"। আত্ম-মর্য্যাদাবোধ ইহার কারণ, এজন্য "হ্রী" নিজ চিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। "অজ্ঝত্ত সমুট্‌ঠানা হিরী নাম"। তদ্ধেতু হ্রী আত্মাধিপতি। কুলবধূ যেমন আত্ম-গৌরবে মিথ্যাচারকে ঘৃণা করে, হ্রীমান ব্যক্তিও তেমনি আত্ম-গৌরবে পাপকে ঘৃণা করে। অহ্রী ইহার প্রতিপক্ষ।

৪। অপত্রপা (ওত্তপ্প):— কায়দুশ্চরিতাদি পাপ কর্ম্মে ভয়, উদ্বিগ্নতাই অপত্রপা। লোক-নিন্দা, দুর্গতি-ভয়, রাজ-দণ্ড-ভয় ইত্যাদি বহির্জ্জগতের আধিপত্যই অপত্রপার কারণ। এইরূপ ত্রাসের কারণে পাপ-বর্জ্জন ইহার কৃত্য। "পর গারব* বসেন পাপতো উত্তাসনতো বেসিয়া বিয় ওত্তপ্পং"।

হ্রী এবং অপত্রপা যাহার আছে, পাপ বর্জ্জনের জন্য তাহার অন্য সাহায্যের আবশ্যক করে না। এই দুই কুশল-মনোবৃত্তিই মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। এবং এই মনোবৃত্তিদ্বয় পাপ বর্জ্জনে বহু শক্তিশালী। এজন্য এই দুই ধর্ম্ম লোক-পালক।

৫। **অলোভ** :— লোভের প্রতিপক্ষ অলোভ। ইহা কুশল কর্ম্মের হেতু; অব্যাকৃতেরও হেতু। কুশল-কর্ম্ম-ফলের প্রতি অলোভই অব্যাকৃত চিত্ত, নিষ্কাম চিত্ত উৎপন্ন করে। যেই লোভ ভোগেচ্ছার আকারে, আলম্বনে লগ্নভাবে চিত্তে উৎপন্ন, সেই লোভকে বিদূরিত করিয়া, লোভনীয় ভোগ-সম্পদকে পুরীষরাশির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, অলোভ উৎপন্ন হয়। পদ্ম-পত্রে বারি-বিন্দুর ন্যায় আলম্বনে চিত্তের "অলগ্নতা" লক্ষণ এই অলোভ। "অপরিগ্রহণ" ইহার কৃত্য। "তৃষ্ণা-ক্ষয়" ইহার পরিণতি। অলোভ দানের হেতু। নৈষ্কাম্য, অনভিধ্যা, বিরাগ ইহার অন্য নাম। লোভ আলম্বনে লগ্ন স্বভাব; অলোভ অলগ্ন স্বভাব; যাহা অলগ্ন তাহাই মুক্ত। সুতরাং অলোভই মুক্তি।

৬। **অদ্বেষ** (অদোস) :— দ্বেষের প্রতিপক্ষ অদ্বেষ। ইহার লক্ষণ অচণ্ডতা, অকঠোরতা, অনুকূল মিত্রের ন্যায়। অহিতকর আলম্বনের প্রতি যে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, সেই দ্বেষকে বিদূরিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রের সৌম্য ভাব উৎপাদন ইহার কৃত্য। ইহাই "অব্যাপাদ-ধাতু"। অদ্বেষের স্বভাব চন্দন-প্রলেপের ন্যায় শান্তিকর। অদ্বেষ সক্রিয়, — ইহাই "মেত্তা" — মৈত্রী বা হিত-কামনা। "অহিংসা" ইহার অপর নাম। "অমোহ" ভাবনার হেতু; "অলোভ" দানের হেতু এবং অদ্বেষ শীলের হেতু। "সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা" মৈত্রী বা অদ্বেষ অনুশীলনের মন্ত্র। অদ্বেষ যাহার প্রতি পোষণ করা যায়, তাহার প্রাণ-বধ করিবার, সম্পত্তি হরণ করিবার, ব্যভিচার সমর্থন করিবার এবং তাহার সঙ্গে মিথ্যা, পরুষ, পিশুন বাক্যাদি ব্যবহার করিবার রতি থাকিতে পারে না। আত্ম-হিতাভিলাষীও নিজকে পাপলিপ্ত দেখিতে ইচ্ছা করে না। এইরূপে অদ্বেষ শীলের কারণ হইয়া থাকে। দ্বেষ যেমন মহাপাপ, অদ্বেষ তেমন মহাপুণ্য এবং কুশলের অন্যতম হেতু।

৭। তত্রমধ্যস্থতা (তত্রমজ্‌ঝত্ততা):— চিত্তের "লীন" ও "ঔদ্ধত্য" দুই বিসম অবস্থার মধ্যস্থ অবস্থাই তত্রমধ্যস্থতা। এইরূপে চিত্ত-চৈতসিকের সমতা-রক্ষা ইহার কৃত্য। নিরপেক্ষতা ইহার লক্ষণ। চিত্ত-চৈতসিকের প্রতি নিরপেক্ষতাকে, শকটাবদ্ধ সুশিক্ষিত অশ্বদ্বয়ের প্রতি সারথির সমদর্শিতার ন্যায় দ্রষ্টব্য। শারীরিক (স্নায়বিক) সুখ-দুঃখ হীন অনুভূতিকে "অদুঃখ-অসুখ-বেদনা" এবং মানসিক সুখ-দুঃখ হীন বেদনাকে "উপেক্ষা" বলা হয়। এই শোভন-চৈতসিক তত্রমধ্যস্থতাকেও "উপেক্ষা" বলা হয়। কিন্তু এই "তত্রমধ্যস্থতা" বেদনা নহে, ইহা সর্ব্ব কুশল-চিত্ত-সাধারণ শোভন চৈতসিক। বেদনা নিজে কুশলাকুশল বর্জ্জিত বিপাক; এই "তত্রমধ্যস্থতা" কুশল চৈতসিক,—ইহা বোধ্যঙ্গের "উপেক্ষা", ব্রহ্ম-বিহারের উপেক্ষা, সংস্কারোপেক্ষা। ইহা জ্ঞানজ, বেদনাজ নহে। এই জ্ঞানজ উপেক্ষা কামাবচরের কুশল, সহেতুক ক্রিয়া ও কুশল-বিপাক চিত্তে বিদ্যমান। কিন্তু বেদনাজ উপেক্ষা এতদ্ব্যতীত অকুশল চিত্তেও বিদ্যমান। সুতরাং জ্ঞানজ উপেক্ষা ও বেদনাজ উপেক্ষা একই চিত্তে বিদ্যমান থাকিতে পারে। কিন্তু অভিধর্ম্মে বেদনাজ উপেক্ষা অনুসারেই চিত্ত-বিভাগ করা হইয়াছে।

৮। কায়-প্রশ্রব্ধি, ৯। চিত্ত-প্রশ্রব্ধি (পস্‌সদ্ধি):— "কায়" এখানে নাম-কায়, অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার। "চিত্ত" অর্থ কুশল-চিত্ত। প্রশ্রব্ধি অর্থ প্রশান্তি। ইহা "ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের" প্রতিপক্ষ এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গের অন্যতম অঙ্গ। যাহার কায়-প্রশ্রব্ধি ও চিত্ত-প্রশ্রব্ধি দুর্ব্বল, তাহার কুশল কর্ম্মে চিত্ত-সুখ লাভ হয় না। স্থলে উদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় তাহার চিত্ত উদ্বেগ-সঙ্কুল হয়। কিন্তু যাহার ইহা প্রবল তাহার চিত্ত শীতল-সলিলে নিক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায়, সুখ ও শান্তি লাভ করে; কুশল কর্ম্মে চিত্ত-সুখ জন্মে।

১০। কায়-লঘুতা; ১১। চিত্ত-লঘুতা (লহুত্তা):— বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তনশীলতাই "কায়-লঘুতা। কুশল-চিত্তের শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তনশীলতা (আলম্বন গ্রহণ-ক্ষমতা) চিত্ত-লঘুতা। যাহার ইহা দুর্ব্বল, পুণ্যকর্ম্মে তাহার চিত্ত প্রসারিত হয় না, সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; তপ্ত-পাষাণে প্রক্ষিপ্ত পদ্মের ন্যায় সরসতাহীন হয়। কিন্তু যাঁহার ইহা বলবতী তাঁহার চিত্ত পুণ্যকর্ম্মে বিদ্যুদ্বেগে প্রসারিত হয়; শীতল জলে প্রক্ষিপ্ত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও সরস থাকে। "স্ত্যান-মিদ্ধ" ইহার প্রতিপক্ষ।

১২। কায়-মৃদুতা; ১৩। চিত্ত-মৃদুতা (মুদুতা):— মৃদু অর্থ কোমল। মৃদুর ভাব মৃদুতা বা কোমলতা। যাহার কায়-মৃদুতা, চিত্ত-মৃদুতা দুর্ব্বল, তাহার চিত্ত পুণ্যকর্ম্মে তন্ময় হইতে পারে না;— শত্রু-হস্তে বন্দীকৃত যোদ্ধার মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, চিত্ত যেন প্রস্তরীভূত হয়। কিন্তু যাঁহার ইহা প্রবল, তাঁহার চিত্ত পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনে প্রিয় জ্ঞাতি-পরিবেষ্টিত যোদ্ধার চিত্তের ন্যায় মৃদুল ও তন্ময় হয়। "মান", "দৃষ্টি" ইহার প্রতিপক্ষ। কারণ এই ক্লেশদ্বয় চিত্তের কঠোরতা সম্পাদনে খুব পটু।

১৪। কায়-কর্ম্মণ্যতা; ১৫। চিত্ত-কর্ম্মণ্যতা— (কম্মঞ্ঞতা):—"কর্ম্ম" এখানে কুশল-কর্ম্ম। কর্ম্মণ্যতা=কুশল কর্ম্ম সম্পাদনের যোগ্যতা। যাহার ইহা দুর্ব্বল, সে কুশল কর্ম্মে চিত্তকে যথেচ্ছা নিযুক্ত করিতে পারে না, প্রতিবাতে নিক্ষিপ্ত তুষরাশির ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহার ইহা সবল, তিনি চিত্তকে পুণ্যকর্ম্মে যথেচ্ছা নিযুক্ত করিতে পারেন; চিত্ত বিকীর্ণ হয় না; বরং প্রতিবাতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-খণ্ডের ন্যায় যথেচ্ছা স্থাপিত হয়। দান-শীল-ভাবনাদি কুশল কর্ম্মে চিত্তের কর্ম্ম-শক্তি ধ্বংস-কারী পঞ্চ-নীবরণ ইহার প্রতিপক্ষ।

১৬। কায়-প্রগুণতা, ১৭। চিত্ত-প্রগুণতা— (পাগুঞ্ঞতা):— প্রগুণ অর্থ দক্ষ, নিপুণ। প্রগুণের ভাব প্রগুণতা, অর্থাৎ চিত্ত-চৈতসিকের সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে কুশল কর্ম্ম সম্পাদনের নিপুণতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা। যাহার ইহা দুর্ব্বল, তাহার চিত্ত পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনে কম্পিত হয়, আহত হয়, অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে;— গভীর জলে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির ন্যায়। যাঁহার ইহা প্রবল, তাঁহার চিত্ত পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনে কম্পিত হয় না, স্থির থাকে, আহত হয় না, স্বচ্ছন্দ থাকে; গভীর জলে নিক্ষিপ্ত জলচরের ন্যায়। অশ্রদ্ধাদি ইহার প্রতিপক্ষ।

১৮। কায়-ঋজুতা, ১৯। চিত্ত-ঋজুতা (উজ্জুকতা):— ঋজুর ভাব ঋজুতা, সরলতা। যাহার ইহা দুর্ব্বল সে পুণ্য-কর্ম্ম সম্পাদনে বিসমগতি প্রাপ্ত হয়। কখন লীন, কখন উদ্ধত, কখন অবনত, কখন উন্নত, সুরাপানোন্মত্ত ব্যক্তির পথ-গমনের ন্যায় চিত্ত অস্থির গতি প্রাপ্ত হয়। যাঁহার ইহা প্রবল তিনি সমভাবে, সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে দান-শীল-ভাবনাদি কুশল-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন। মায়া, শাঠ্য ইহার প্রতিপক্ষ।

শ্রদ্ধাদি উনিশ প্রকার শোভন-চৈতসিক উনষট্টি শোভন চিত্তে সংযুক্ত হয়। এইজন্য ইহারা শোভন-সাধারণ চৈতসিক।

(ঙ) তিন প্রকার বিরতি চৈতসিক।

১। সম্যক্ বাক্য (সম্মবাচা):— মিথ্যা বাক্যে বিরতি, পিশুন বাক্যে বিরতি, পরুষ বাক্যে বিরতি, সম্প্রলাপ বাক্যে বিরতি,— এই চতুর্বিধ বাক্-দুশ্চারিত্র্যে চিত্তের বিরতি বা অনাসক্তিই সম্যক্ বাক্য, সুভাষিত বাক্য। অর্থাৎ সত্য-বাক্যে, মিলনাত্মক বাক্যে, মধুর বাক্যে ও হিত-ধর্ম্ম বাক্যে রতি।

২। সম্যক্ কর্ম্ম (সম্মাকম্মন্ত):—প্রাণিবধে বিরতি, অদত্ত গ্রহণে বিরতি, ব্যভিচারে বিরতি, এই ত্রিবিধ কায়-দুশ্চারিত্র্যে চিত্তের অনাসক্তিই সম্যক্ কর্ম্ম। দয়া-কর্ম্মে, দান-কর্ম্মে ও ব্রহ্মচর্য্যে রতি।

৩। সম্যক্ আজীব (সম্মাজীব):— মিথ্যা-জীবিকায় অনাসক্তিই সম্যক্-আজীব। ইহা জীবিকার্জ্জনের জন্য বাক্ বা কায়-দুশ্চরিতে বিরতি। দুশ্চরিতের প্রতি চিত্তের বিমুখীভাব বা অনিচ্ছা হইতেই চিত্তে "বিরতি" উৎপন্ন হয়। দুশ্চরিতানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনের সুযোগ পাইয়াও— শ্রদ্ধা, হ্রী, অপত্রপার অনুবলে সেই দুশ্চরিতের প্রতি যে বিরতি উৎপন্ন হয়, তাহা "সম্প্রাপ্ত বিরতি"। ইহাই এখানে উদ্দিষ্ট। শুধু বর্ত্তমান কালীয় আলম্বন সম্বন্ধেই এই বিরতি উৎপন্ন হয়। শীল-গ্রহণ-কারণে দুশ্চরিতে যে বিরতি, তাহা "সমাদান বিরতি"। ইহার আলম্বন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালীয়। নিরনুশয় চিত্তের যে দুশ্চরিতে বিরতি, তাহা "সমুচ্ছেদ-বিরতি"। ইহা লোকোত্তর চিত্তেই সম্ভব। ইহা নির্ব্বাণালম্বন সম্ভূত। লোকীয়-বিরতির আলম্বন কিন্তু বিরতি-যোগ্য বস্তু। যেমন প্রাণি-বধে বিরত চিত্তের আলম্বন "জীবিতেন্দ্রিয়"।

(চ) দুই প্রকার অপ্রমেয় চৈতসিক:—

১। করুণা:— পরের দুঃখ অপনোদনের ইচ্ছার নাম করুণা। দুঃখাভিভূতের নিরাশ্রয় ভাব দর্শন করুণা উৎপত্তির কারণ। বিহিংসার (নিষ্ঠুরতার) উপশম-সাধন করুণার কৃত্য। পরের দুঃখ-অসহনতা করুণার স্বভাব। মাৎসর্য্য ইহার প্রতিপক্ষ। পর-দুঃখে হৃদয় কম্পিত করিয়া দেয় বলিয়া "অনুকম্পা" ইহার অন্য নাম। "সব্বে সত্তা সব্ব-দুক্খা পমুচ্চন্তু", ইহাই করুণা ভাবনার মন্ত্র। করুণার আলম্বন

পরের "দুঃখ"। মাৎসর্য্য চিত্তকে সঙ্কুচিত করিয়া আমিত্বময় করে; করুণা চিত্তকে প্রসারিত করিয়া আমিত্বহীন করে। মাৎসর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে করুণার বৃদ্ধি-হ্রাস হয়।

২। **মুদিতা** ঃ— পরের শ্রী, সম্পদ, যশঃ, লাভ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সৌভাগ্য দর্শনে নিজ চিত্তের আনন্দই "মুদিতা"। অন্যের সম্পদ অনুমোদন মুদিতার লক্ষণ। ঈর্ষ্যার ধ্বংস-সাধন ইহার কৃত্য। "সব্বে সত্তা যথা-লদ্ধা সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু" মুদিতা ভাবনার মন্ত্র। মুদিতার আলম্বন পরের "সম্পদ"। মুদিতার বৃদ্ধি-হ্রাসের অনুপাতে ঈর্ষ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। "ঈর্ষ্যা" রাক্ষসী; "মুদিতা" দেবী।

করুণা ও মুদিতার আলম্বন যথাক্রমে সত্ত্বের "দুঃখ" ও "সম্পদ"। সত্ত্ব-সংখ্যা অপ্রমেয় বলিয়া ইহারাও অপ্রমেয়-চৈতসিক। অদ্বেষ বা মৈত্রী, তত্রমধ্যস্থতা বা উপেক্ষা সহ করুণা ও মুদিতা সম্বন্ধীয় ভাবনার নাম "ব্রহ্ম-বিহার-ভাবনা" বা উৎকৃষ্ট জীবন-যাপন।

(ছ) এক প্রকার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক।

১। **প্রজ্ঞেন্দ্রিয়** (পঞিঞন্দ্রিয়) ঃ— আলম্বনের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞা। প্রজানন (পারমার্থিক ভাবে জানন) ইহার লক্ষণ। প্রজ্ঞা যখন মোহকে পরাজিত করিয়া আলম্বনের যথার্থ স্বভাব উদ্ঘাটিত করিবার উপযোগী শক্তি ধারণ করে, তখন ইহা *প্রজ্ঞেন্দ্রিয়*। অধিপতি অর্থে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। প্রজ্ঞা মোহেরই প্রতিপক্ষ। [মোহ-চৈতসিক দ্রষ্টব্য]। "সংজ্ঞা", "বিজ্ঞান", "প্রজ্ঞা"—"জ্ঞা" ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ। শুধু উপসর্গ যোগে আলম্বন সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্রমোন্নত স্তরের নামকরণ হইয়াছে মাত্র। সংজ্ঞা সম্বন্ধে ৬৫—৬৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। "বিজ্ঞান" আলম্বনের অনিত্য-লক্ষণও ভেদ করিতে পারে। কিন্তু লোকোত্তর

মার্গ পাইতে পারে না। প্রজ্ঞা কিন্তু সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের কার্য্য সহ লোকোত্তর-মার্গ-জ্ঞানের অধিকারী। এই প্রজ্ঞা আষ্টাঙ্গিক মার্গে "সম্যক্ দৃষ্টি", বোধ্যঙ্গে "ধর্ম্ম-বিচার", কুশল-মূলে "অমোহ", ভাবনা-কর্ম্মে "সম্প্রজ্ঞান", সমাধিতে "বিদর্শন", ঋদ্ধিপাদে "মীমাংসা", প্রতীত্য-সমুৎপাদ-ধর্ম্মে অবিদ্যার প্রতিপক্ষ "বিদ্যা"। "প্রজ্ঞা" আলম্বনের যথার্থ স্বভাব ও অযথার্থ স্বভাব ভেদ করে। "স্মৃতি" সেই অযথার্থ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ স্বভাব গ্রহণ ও রক্ষা করে। "প্রজ্ঞা" বিষয়টি প্রকাশিত করে; "স্মৃতি" ঐ প্রকাশিত বিষয়টিকে দৌবারিকের ন্যায় পাহারা দেয় এবং স্তম্ভের প্রায় উহাতে প্রোথিত থাকে। "প্রজ্ঞা" পথ নির্দ্দেশ করে, "স্মৃতি" চিত্তকে সেই পথে স্থিত রাখে। "প্রজ্ঞা" বলে "কেশাদি অশুচি", স্মৃতি বলে "তাই ত! অশুচিই ত"! এবং এই জ্ঞানে চিত্তকে নিমজ্জিত রাখে, মোহকে আসিতে দেয় না। "শ্রদ্ধা" চিত্তকে বুদ্ধোপদেশের প্রতি নমিত করে। "প্রজ্ঞা" চিত্তকে নির্ব্বাণ-পথ উদ্ভাসিত করিয়া প্রদর্শন করে। "স্মৃতি" চিত্তকে পথ-ভ্রংশ হইতে রক্ষা করে ও অগ্রসর করায়; "একাগ্রতা" চিত্তকে সেই একই লক্ষ্যে নিবিষ্ট রাখে। "বীর্য্য" কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করে।

অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কুশলের মূল। "অথসালিনীতে" আচার্য্য বুদ্ধ-ঘোষ বলিয়াছেন:— অলোভ মাৎসর্য্য-মলের, অদ্বেষ দুঃশীলতার এবং অমোহ কুশল-চিত্ত-অননুশীলনের প্রতিপক্ষ। অলোভ দানের হেতু, অদ্বেষ শীলের হেতু, অমোহ ভাবনার হেতু। অলোভের দ্বারা অনধিক গ্রহণ, অদ্বেষ দ্বারা পক্ষপাত বর্জ্জন এবং অমোহ দ্বারা অবিপরীত দর্শন হইয়া থাকে। অলোভ বিদ্যমান দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করে, অদ্বেষ বিদ্যমান গুণকে গুণ বলিয়া প্রচার করে, অমোহ যথাযথ স্বভাবকে যথাযথ ভাবে বুঝে,

গ্রহণ করে ও ব্যক্ত করে। অলোভের প্রিয়-বিচ্ছেদ-দুঃখ, অদ্বেষের অপ্রিয়-সমাগম-দুঃখ, অমোহের ইচ্ছা-বিঘাত-দুঃখ জন্মে না। অলোভের জন্ম-দুঃখ, অদ্বেষের জরা-দুঃখ, এবং অমোহের মরণ-দুঃখ অনুভূত হয় না। অলোভ গৃহস্থ জীবনকে, অমোহ প্রব্রজিত জীবনকে এবং অদ্বেষ উভয় জীবনকে সুখময় করে। বিশেষতঃ অলোভ প্রেত-লোকে, অদ্বেষ নিরয়-লোকে এবং অদ্বেষ তির্য্যক-যোনিতে উৎপত্তি বারণ করে। অলোভ আসঙ্গ-লিপ্সায়, অদ্বেষ ভেদ-চেষ্টায় এবং অমোহ অজ্ঞানজ উপেক্ষায় বাধা প্রদান করে। এই চৈতসিকত্রয় যথাক্রমে নৈষ্কাম্য-জ্ঞান, অব্যাপাদ-জ্ঞান ও অবিহিংসা-জ্ঞান। আরও বলিতে গেলে ক্রমে "অশুচি জ্ঞান", "অপ্রমেয় জ্ঞান" ও "ধাতু" (যথা-স্বভাব) জ্ঞান"। অলোভ কাম-সুখ-বর্জ্জন, অদ্বেষ কৃচ্ছ্র-সাধন-বর্জ্জন, অমোহ মধ্য-পথানুসরণ। অলোভ স্বর্গ লোকের, অদ্বেষ ব্রহ্ম-লোকের এবং অমোহ আর্য্য-জীবনের প্রত্যয়। অলোভ অনিত্য-জ্ঞানের সহিত, অদ্বেষ দুঃখ-জ্ঞানের সহিত এবং অমোহ অনাত্ম-জ্ঞানের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক প্রত্যেকের সংক্ষেপার্থ বর্ণনায় ইহাও বক্তব্য যে, যাঁহারা চিত্ত-চৈতসিক সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণেও জ্ঞানার্জ্জন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে চৈতসিকের "সম্প্রয়োগ" ও "সংগ্রহ" বুঝা কঠিন হইবে না। পাদ-টীকায় অপেক্ষাকৃত দুরূহ অংশগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

চৈতসিক সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত।

চৈতসিক সম্বন্ধে অনুশীলনী।

১। চৈতসিক বলিতে কি বুঝ? চিত্তের সহিত ইহার পার্থক্য কি? উভয়ের লক্ষণ বল।

২। চৈতসিকের শ্রেণী-ভাগ বর্ণন কর এবং এরূপ বিভাগের সার্থকতা কি? "সর্ব্বচিত্ত-সাধারণ" ও "প্রকীর্ণ" চৈতসিকের সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য কি? "অন্য-সমান" চৈতসিক বলিতে কি বুঝ?

৩। সর্ব্ব অকুশল সাধারণ চৈতসিকগুলির নাম কর। "লোভ-ত্রিক" ও "দ্বেষ-চতুষ্টয়" বলিতে কি বুঝ?

৪। আলম্বনে নিমজ্জন-স্বভাব চৈতসিকগুলির নাম বল ও প্রত্যেকের সম্বন্ধে যাহা জান বল। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের কৃত্য বর্ণন কর।

৫। সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয় কি জান? চেতনা, মনস্কার ও বিতর্কের তুলনামূলক সমালোচনা কর। ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা ও কৌকৃত্যের বৈশিষ্ট্য কি? তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। প্রীতি ও সৌমনস্যে, লোভ ও ছন্দে, দৃষ্টি ও মানে, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যে, করুণা ও মুদিতায়, লোভে ও দ্বেষে, হ্রী ও অপত্রপায়, মোহ ও প্রজ্ঞায়, প্রজ্ঞায় ও স্মৃতিতে পার্থক্য কি? এবং নিজ চিত্তে তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে স্মৃতিমান থাক ও বুঝিতে যত্নবান হও।

৭। লঘুতা ও মৃদুতায় পার্থক্য কি? ইহাদের প্রতিপক্ষ কি? লোক-পালক চৈতসিক কি কি? এবং তাহারা লোক-পালক কেন?

৮। প্রত্যেক চৈতসিকের লক্ষণ, কৃত্য, স্বভাব, পদস্থান, প্রত্যুপস্থান সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রস্তুত কর এবং প্রত্যেকের প্রতিপক্ষ উল্লেখ কর।

৯। চৈতসিকের সম্প্রয়োগ ও সংগ্রহ বলিতে কি বুঝ? নিয়ত ও অনিয়ত চৈতসিক বলিতে কি বুঝায়? অনিয়ত চৈতসিকগুলির নাম কর। নিয়ত চৈতসিকের সংখ্যা কত? দ্বেষ চিত্তের অনিয়ত চৈতসিক কি কি?

১০। বিরতি চৈতসিকের সম্প্রয়োগ ও সংগ্রহ বর্ণন কর। বিরতি কত প্রকার ও কি কি?

১১। অপ্রমেয় বলিতে কি বুঝ? অপ্রমেয় চৈতসিক কতটি এবং কি কি? তাহাদের সম্প্রয়োগ ও সংগ্রহ বর্ণন কর। "ব্রহ্ম-বিহার" বলিতে কি বুঝ? "প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার চিত্ত-ঋজুতার সহিত এই ভাবনা অনুশীলন করা উচিত"। ইহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর।

১২। বিপাক-চিত্তে বিরতি ও অপ্রমেয় চৈতসিক বিদ্যমান নাই কেন? মহদ্গত চিত্তে বিরতি চৈতসিকের অবিদ্যমানতার কারণ কি?

১৩। লোকীয় বিরতি ও লোকোত্তর বিরতির পার্থক্য কি? লোকীয় বিরতির আলম্বনগুলির একে একে উল্লেখ কর।

১৪। অহেতুক চিত্তের চৈতসিক সংগ্রহ কয়ভাগে বিভক্ত? তাহাদের চৈতসিক সংগ্রহ বর্ণন কর।

১৫। কামাবচর শোভন চিত্তের দ্বাদশ প্রকার সংগ্রহ কিরূপে গণিত হইয়াছে? তাহাদের চৈতসিক সংগ্রহ বর্ণন কর।

১৬। কামাবচর সহেতুক ক্রিয়াচিত্ত বিরতি-বর্জ্জিত কেন?

১৭। অকুশল চিত্তকে চৈতসিক সংগ্রহের জন্য কয়ভাগে ও কি ভাবে ভাগ করা হইয়াছে? প্রত্যেক ভাগের চৈতসিক সংগ্রহ প্রদর্শন কর।

১৮। লোকোত্তর ও মহদ্গত চিত্তের চৈতসিক সংগ্রহ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৯। অকুশল চৈতসিকের সম্প্রয়োগ ও শোভন চৈতসিকের সম্প্রয়োগ বর্ণন কর এবং তাহাদের স্মারক-গাথা আবৃত্তি কর।

২০। বর্জ্জিত চৈতসিক-সংগ্রহের ও বিশিষ্ট চৈতসিক সংগ্রহের স্মারক-গাথা দ্বয় আবৃত্তি কর এবং বুঝাইয়া দাও।

২১। চৈতসিকের এইরূপ শ্রেণীভাগ, সম্প্রয়োগ ও সংগ্রহের দ্বারা কি উপকার?

২২। "ঈর্ষ্যার অধীনতায় জীবন যাপন" ও "মুদিতার অনুশীলনে চিত্ত-গঠন" এই দুই ব্যাপারে কোন্‌টি বীরের কাজ? কেন?

২৩। মাৎসর্য্যের সেবক ও করুণার সেবকের মধ্যে কে অধিক শক্তিশালী? অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২৪। ধর্ম্মপদ বা অন্যান্য সূত্র হইতে প্রত্যেক চিত্ত-চৈতসিকের সমান্তরাল-বাক্য সংগ্রহ কর এবং কণ্ঠস্থ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকীর্ণ সংগ্রহ।

১। সূচনা-গাথা— তিপ্পান্ন স্বভাব সহ চিত্ত-চৈতসিক,
যথাযোগ্য সম্প্রয়োগ হয়েছে বর্ণিত।
বেদনা ও হেতু, কৃত্য, দ্বার, আলম্বন,
বাস্তুর সংগ্রহ এবে করিব বর্ণন
চিত্তের উৎপত্তি ভেদে, যেইটি যেমন।

২। চিত্তের বেদনা-সংগ্রহ।

বেদনা ত্রিবিধ:— সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা। অথবা, পুনরায়, ইহাকে (কায়িক ও মানসিক অনুসারে) পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:— সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য, উপেক্ষা। তন্মধ্যে একমাত্র (পূর্ব্বজন্ম-কৃত) কুশল-বিপাক কায়-বিজ্ঞান সুখ-সহগত; সেইরূপ একমাত্র (পূর্ব্বজন্ম-কৃত) অকুশল-বিপাক কায়-বিজ্ঞানই দুঃখ-সহগত। ত্রিবিধ মানসিক বেদনার মধ্যে—

(১) সৌমনস্য সহগত চিত্তের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ বাষট্টি। যথা:— লোভ-মূলক সৌমনস্য সহগত চিত্ত চারি, দ্বাদশ কামাবচর শোভন-চিত্ত, সুখ সন্তীরণ বিপাক-চিত্ত এক, হসিতোৎপাদ ক্রিয়া-চিত্ত এক, একুনে আঠার সৌমনস্য সহগত কামাবচর চিত্ত। মহদ্গত ও লোকোত্তর ধ্যান-চিত্তের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানের চুয়াল্লিশ চিত্ত সৌমনস্য সহগত। সর্ব্বশুদ্ধ বাষট্টি চিত্ত।

(২) শুধু দুই প্রকার প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত চিত্ত কিন্তু দৌর্ম্মনস্য সহগত।

(৩) অবশিষ্ট পঞ্চান্ন চিত্ত উপেক্ষা সহগত।

৩। স্মারক-গাথা— সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বেদনা ত্রিবিধা;
সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য সহিত পঞ্চধা।
সুখ একে, দুঃখ তথা, দুর্ম্মনঃ দু'মনে,
বাষট্টিতে সৌমনস্য, উপেক্ষা পঞ্চান্নে।

৪। চিত্তের হেতু-সংগ্রহ।

হেতু সংগ্রহে, হেতু ছয় প্রকার— লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ।

পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত, দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ, ব্যবস্থাপন এবং হসিতোৎপাদ — এই আঠার চিত্ত অহেতুক। [অর্থাৎ উক্ত ছয় হেতুর কোন হেতু দ্বারা ইহারা আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না]। অবশিষ্ট ৭১ একাত্তর চিত্ত সহেতুক। [অর্থাৎ উক্ত ছয় হেতুর মধ্যে কোন এক বা ততোধিক হেতু দ্বারা ইহারা আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয়]। তন্মধ্যে মোহমূলক চিত্তদ্বয় এক হেতুক। বাকী দশ অকুশল চিত্ত, দ্বাদশ কামাবচর শোভন-চিত্ত, এই বাইশ প্রকার চিত্ত দ্বিহেতুক। বার প্রকার জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর শোভন-চিত্ত এবং পঁয়ত্রিশ প্রকার মহদ্গত লোকোত্তর চিত্ত, এই সাতচল্লিশ চিত্ত ত্রিহেতুক।

৫। স্মারক-গাথা— লোভ, দ্বেষ, আর মোহ অকুশল হেতু যথা,
অলোভ, অদ্বেষামোহ কুশলাব্যাকৃত তথা।
অহেতুক অষ্টাদশ, এক হেতুক দ্বি,
দ্বিহেতুক দ্বাবিংশতি, সাতচল্লিশ ত্রি।

৬। চিত্তের কৃত্য-সংগ্রহ।

কৃত্য-সংগ্রহে চিত্তের কৃত্য বা কার্য্য চৌদ্দ প্রকার, যথা—

(১) প্রতিসন্ধি (পটিসন্ধি)	(৮) স্পর্শ (ফুসন)
(২) ভবাঙ্গ (ভবঙ্গ);	(৯) সম্প্রতীচ্ছ (সম্পটিচ্ছন);
(৩) আবর্ত্তন (আবজ্জন);	(১০) সন্তীরণ (সন্তীরণ);
(৪) দর্শন (দস্‌সন);	(১১) ব্যবস্থাপন (বোত্থপন)
(৫) শ্রবণ (সবণ);	(১২) জবন (জবন);
(৬) ঘ্রাণ (ঘায়ন);	(১৩) তদালম্বন (তদারম্মণ);
(৭) আস্বাদন (সায়ন);	(১৪) চ্যুতি (চুতি);

কিন্তু যদি চিত্তের এই চৌদ্দ প্রকার কার্য্যকে "স্থান" অনুসারে শ্রেণী-ভাগ করা যায়, তবে তাহারা স্থানভেদে দশ প্রকার হইয়া পড়ে।

[কৃত্য অনুসারে চিত্তের শ্রেণী-ভাগ করিলে দেখা যায়]

(১) উনিশ প্রকার চিত্ত, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও ত কৃত্য সম্পাদন করে। যথা— (ক) দুই উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত; (খ) অষ্ট মহাবিপাক চিত্ত; (গ) নয় প্রকার রূপারূপ বিপাক চিত্ত।

(২) দ্বিবিধ চিত্ত আবর্ত্তন-কৃত্য সম্পাদন করে।

(৩) সেইরূপ দ্বিবিধ চিত্ত দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ও সম্প্রতীচ্ছ-কৃত্য সম্পাদন করে।

* "কৃত্য" এবং "স্থানের" মধ্যে পার্থক্য শুধু চক্ষাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে লইয়া; পঞ্চ-বিজ্ঞান চিত্ত হিসাবে একই প্রকার, শুধু চক্ষাদি হিসাবে পঞ্চবিধ। শ্রেণী হিসাবে এক শ্রেণীয়। যেমন ঘুটের আগুন, তুষের আগুন, কাঠের আগুন, আগুন হিসাবে এক শ্রেণীব। কিন্তু তুষাদি হিসাবে নানাবিধ

(৪) ত্রিবিধ চিত্ত সন্তীরণ-কৃত্য সম্পাদন করে। মনোদ্বারা-বর্ত্তন * একাকীই পঞ্চ দ্বারে ব্যবস্থাপন-কৃত্য সম্পাদন করে।

(৫) আবর্ত্তনদ্বয়-বর্জ্জিত পঞ্চান্ন প্রকার কুশলাকুশল-ফল-ক্রিয়া-চিত্ত জবন-কৃত্য সম্পাদন করে।

(৬) অষ্ট মহাবিপাক চিত্ত এবং সন্তীরণত্রয়— এই এগার চিত্ত তদালম্বন-কৃত্য সম্পাদন করে।

[এক শ্রেণীর চিত্ত এক বা ততোধিক কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে]

সেই কৃত্য-কারী ও স্থানস্থ চিত্তের মধ্যে—

(১) দুই উপেক্ষা-সহগত-সন্তীরণ চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ চ্যুতি, তদালম্বন ও সন্তীরণ, এই পঞ্চ কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে।

(২) আট প্রকার মহাবিপাক চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি, তদালম্বন এই চারি কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে।

(৩) নয় প্রকার মহদ্গত বিপাক প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি, এই তিন প্রকার কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে।

(৪) সৌমনস্য সন্তীরণ, সন্তীরণ ও তদালম্বন এই দুই কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে। ব্যবস্থাপন চিত্ত সেইরূপ ব্যবস্থাপন ও আবর্ত্তন এই দুই কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে।

(৫) অবশিষ্ট চিত্তগুলির মধ্যে পঞ্চান্ন জবন-চিত্ত মনোধাতুত্রয় এবং দশ প্রকার দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান মাত্র এক একটি কৃত্য প্রত্যেকে উৎপত্তি কালে সম্পাদন করিতে পারে।

* ৩য় পৃষ্ঠা, (গ) ১৭। উপেক্ষা-সহগত মনোদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত। ইহার অন্য নাম "ব্যবস্থাপন-চিত্ত"। কারণ পঞ্চ-দ্বারিক আলম্বন জবন-স্থানে কিরূপ ব্যবহৃত হইবে তাহার ব্যবস্থা এই চিত্তই করিয়া দেয়।

৭। স্মারক-গাথা :— কৃত্য সংখ্যা চতুর্দ্দশ প্রতিসন্ধি আদি ;
দশ-স্থান চিত্তোৎপত্তি প্রকাশিত যদি।
আটষট্টি, দ্বি-নবাষ্ট, দুই যথাক্রমে
এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃপঞ্চ, কৃত্য-স্থান গণে।

৮। চিত্তের দ্বার-সংগ্রহ।

চক্ষু প্রভৃতি দ্বার অনুসারে চিত্তের শ্রেণী বিভাগই দ্বার-সংগ্রহ। দ্বারের সংখ্যা ছয় :— চক্ষু-দ্বার, শ্রোত্র-দ্বার, ঘ্রাণ-দ্বার, জিহ্বা-দ্বার, কায়-দ্বার, মনোদ্বার।

তন্মধ্যে চক্ষুই চক্ষু-দ্বার, শ্রোত্রই শ্রোত্র-দ্বার। এইরূপ অন্যান্যগুলি। কিন্তু মনোদ্বার বলিতে ভবাঙ্গ বুঝিতে হইবে।

চক্ষু-দ্বারিক ৪৬ প্রকার চিত্ত :—

(ক) পঞ্চ দ্বারাবর্ত্তন চিত্ত	...	১	এই ছচল্লিশ প্রকার চিত্ত চক্ষু-দ্বারে যথাযোগ্য ভাবে (চিত্ত এবং আলম্বন অনুসারে) উৎপন্ন হয়।
(খ) চক্ষু-বিজ্ঞান	...	২	
(গ) সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত	...	২	
(ঘ) সন্তীরণ চিত্ত	...	৩	
(ঙ) ব্যবস্থাপন চিত্ত	...	১	
(চ) কামাবচর জবন-চিত্ত	...	২৯	
(ছ) তদালম্বন	...	৮	
		৪৬	

সেইরূপ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়-দ্বারের প্রত্যেক দ্বারে পঞ্চদ্বারাবর্ত্তনাদি ৪৬ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই ৪৬ প্রকার চক্ষু দ্বারিক চিত্তের সঙ্গে ২ শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ২ ঘ্রাণ-বিজ্ঞান,

২ জিহ্বা বিজ্ঞান, ২ কায়-বিজ্ঞান, এই আট প্রকার বিপাক-বিজ্ঞান, যোগ করিলে ৫৪ চুয়ান্ন প্রকার চিত্ত পাওয়া যায়, তাহারা কামাবচর চিত্ত— এবং পঞ্চ-দ্বারের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হয়।

মনোদ্বারে কিন্তু মনোদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত এক প্রকার, পঞ্চান্ন প্রকার জবন-চিত্ত এবং এগার প্রকার তদালম্বন চিত্ত,— এই সাতষট্টি প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়।

দ্বার-বিমুক্ত চিত্ত ঃ— উনিশ প্রকার চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন করে। সেই কৃত্যের সময় তাহারা দ্বার-বিমুক্ত।

(১) সেই দ্বারিক চিত্তগুলির মধ্যে— দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ১০, মহদ্গত জবন ১৮, লোকোত্তর জবন ৮, এই ছত্রিশ চিত্ত যথোচিতরূপে এক দ্বারিক।

(২) মনোধাতুত্রয় (পঞ্চ দ্বারাবর্ত্তন ১ + সম্প্রতীচ্ছ ২) পঞ্চ দ্বারিক, অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চদ্বারে উৎপন্ন হয়।

(৩) সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্ত ১, ব্যবস্থাপন চিত্ত ১, কামাবচর জবন ২৯, এই একত্রিশ চিত্ত ছয় দ্বারিক।

(৪) উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ ২, মহাবিপাক ৮, এই দশ চিত্ত কখন ছয় দ্বারিক, কখন দ্বার-বিমুক্ত।

(৫) মহদ্গত বিপাক চিত্তসমূহ নিয়ত দ্বার-বিমুক্ত অর্থাৎ শুধু প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন করে।

* আলম্বন যখন চক্ষাদি দ্বার-পথে আগমন পূর্ব্বক ভবাঙ্গচ্ছেদ, ভবাঙ্গ-চলন এবং দ্বারানুযায়ী বিজ্ঞান উৎপন্ন করে, তখন চিত্ত দ্বারিক। কিন্তু প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য কর্ম্ম-বলে সিদ্ধ; দ্বার-বলে নহে। এইজন্য এইসব কৃত্য-কারী চিত্ত দ্বার-বিমুক্ত।

৯। স্মারক-গাথা :—একদ্বারী, পঞ্চদ্বারী, ছয়দ্বারী চিত্ত,
ছয়দ্বারী কভু মুক্ত, নিত্য দ্বারমুক্ত।
ছত্রিশ ও তিন চিত্ত, একত্রিশ ক্রমে
দশ, নয়, পঞ্চ ভাগ দ্বার-ভেদে গণে।

১০। চিত্তের আলম্বন-সংগ্রহ।

আলম্বন-সংগ্রহে আলম্বন ছয় প্রকার :— (১) রূপালম্বন, (২) শব্দালম্বন, (৩) গন্ধালম্বন, (৪) রসালম্বন, (৫) স্প্রষ্টব্যালম্বন, (৬) ধর্ম্মালম্বন। তন্মধ্যে শুধু রূপই (দৃশ্যমান বর্ণই) রূপালম্বন। সেইরূপ শব্দই শব্দালম্বন; গন্ধ গন্ধালম্বন, রস রসালম্বন, পদার্থের কঠিনতা-কোমলতা, উত্তাপ-শৈত্য, গতি-ভারিত্বই স্প্রষ্টব্যালম্বন *। কিন্তু ধর্ম্মালম্বন পুনরপি ছয় প্রকার :— (১) প্রসাদ-রূপ, (২) সূক্ষ্মরূপ, (৩) চিত্ত, (৪) চৈতসিক, (৫) নির্ব্বাণ এবং (৬) প্রজ্ঞপ্তি।

তন্মধ্যে চক্ষু-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন শুধু রূপ বা বর্ণ; তাহাও আবার বর্ত্তমানকালীয়। সেইরূপ শ্রোত্র-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন শব্দ; ঘ্রাণ-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন গন্ধ; জিহ্বা-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন রস; কায়-দ্বারিক চিত্তের আলম্বন স্প্রষ্টব্য। এই পঞ্চ-দ্বারিক চিত্ত শুধু উপস্থিত আলম্বনই গ্রহণ করে। কিন্তু মনোদ্বারিক চিত্তের ছয় প্রকার আলম্বনই ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান-কালীয়; কিংবা শক্তি অনুসারে কাল-বিমুক্ত আলম্বন (নির্ব্বাণ, প্রজ্ঞপ্তি)।

প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি নামক দ্বার-বিমুক্ত চিত্তের আলম্বন অবস্থানুসারে ছয় প্রকার। তাহারা সাধারণতঃ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী

* স্প্রষ্টব্য—(স্পৃশ্+তব্য) কায়া-স্পৃশ্য, কায়া দ্বারা স্পর্শ-যোগ্য।

জন্মে উৎপন্নানুরূপ ছয়-দ্বার-গৃহীত আলম্বন এবং বর্ত্তমান বা অতীত-কালীয়; কিংবা প্রজ্ঞপ্তি। উহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে "কর্ম্ম", "কর্ম্ম নিমিত্ত" বা "গতি-নিমিত্ত" নামে অভিহিত হয়।

সেই সব চিত্তের মধ্যে :—

(১) চক্ষু-বিজ্ঞানাদি যথাক্রমে রূপাদি এক এক প্রকার আলম্বনই গ্রহণ করে। কিন্তু মনোধাতুত্রয় রূপাদি পঞ্চ আলম্বন গ্রহণ করে। অবশিষ্ট কামাবচর বিপাক সমূহ এবং হসিতোৎপাদ-চিত্ত কামলোকের সর্ব্ব প্রকার (ছয় প্রকার) আলম্বনই গ্রহণ করে। (২) দ্বাদশ অকুশল-চিত্ত এবং জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত কামাবচর জবন-চিত্ত লোকোত্তর আলম্বন-বর্জ্জিত সর্ব্ব আলম্বন গ্রহণ করে। (৩) জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল-চিত্ত এবং পঞ্চম-ধ্যান নামক অভিজ্ঞা-কুশল-চিত্ত অরহত্ব মার্গ ও ফল বর্জ্জিত সর্ব্ব আলম্বন গ্রহণ করে। (৪) জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিয়া-চিত্ত, ক্রিয়া-অভিজ্ঞা, এবং ব্যবস্থাপন চিত্ত যে কোন অবস্থায় সর্ব্বালম্বন গ্রহণ করে। (৫) অরূপাবচর চিত্তের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অরূপ ধ্যান-চিত্ত মহদ্গত আলম্বন গ্রহণ করে। (৬) অবশিষ্ট মহদ্গত-চিত্তসমূহের সকলেই প্রজ্ঞপ্তি-আলম্বন গ্রহণ করে। (৭) লোকোত্তর-চিত্ত সমূহ নির্ব্বাণালম্বন গ্রহণ করে।

১১। স্মারক গাথা :— কামেতে পঁচিশ চিত্ত, ছয় মহদ্গতে,
একুশ প্রজ্ঞপ্তি গ্রহে, নির্ব্বাণাষ্ট চিতে।
বিশ চিত্ত লোকোত্তর করিয়া বর্জ্জন,
গ্রহণ করিয়া থাকে অন্য আলম্বন।
পঞ্চ চিত্ত গ্রহে অন্য সর্ব্ব আলম্বন,
অরহত্ব-মার্গ-ফল করিয়া বর্জ্জন।
সর্ব্ব আলম্বন গ্রহে ছয়বিধ চিত্ত,
এ সংগ্রহ এইরূপে সপ্তধা বিভক্ত

১২। চিত্তের বাস্তু-সংগ্রহ।

বাস্তু সংগ্রহে বাস্তু ছয় প্রকার :— চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং, হৃদয়। কামলোকে এই সমুদয়ই লাভ হয়। কিন্তু রূপ-লোকে ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এই তিনটি বিদ্যমান নাই। অরূপ-লোকে কোন বাস্তু নাই।

(১) তন্মধ্যে পঞ্চ-বিজ্ঞান-ধাতু যথাক্রমে ও সম্পূর্ণরূপে শুধু পঞ্চ প্রসাদ-বাস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

(২) পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন এবং সম্প্রতীচ্ছ নামক মনোধাতু শুধু হৃদয়-বাস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

(৩) মনোবিজ্ঞান ধাতুর অন্তর্গত সন্তীরণ চিত্ত, মহাবিপাক, প্রতিঘ চিত্তদ্বয়, শ্রোতাপত্তি-মার্গচিত্ত, হসন-চিত্ত এবং রূপাবচর চিত্ত, হৃদয়-বাস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

(৪) কিন্তু অবশিষ্ট কুশলাকুশল-চিত্ত, ক্রিয়া-চিত্ত, অনুত্তর-চিত্ত হৃদয়-বাস্তুর আশ্রয়ে বা অনাশ্রয়ে প্রবর্ত্তিত হয়।

(৫) অরূপ বিপাক-চিত্ত হৃদয়-বাস্তুর আশ্রয় ব্যতীত প্রবর্ত্তিত হয়।

১৩। স্মারক-গাথা :— কাম-ভবে ছয় বাস্তু করিয়া আশ্রয়,
সাতটি বিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্ত্তিত হয়।
রূপ-ভবে তিন বাস্তু করিয়া আশ্রয়,
চারিটি বিজ্ঞান-ধাতু প্রবর্ত্তিত হয়।
অরূপেতে কোন বাস্তু আশ্রয় ব্যতীত
মানস-বিজ্ঞান-ধাতু হয় প্রবর্ত্তিত।
তিয়াল্লিশ চিত্ত হয় বাস্তুর আশ্রিত;
আশ্রিত ও অনাশ্রিত বিয়াল্লিশ চিত্ত
অরূপ-বিপাক কিন্তু সদা অনাশ্রিত।

এই পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে প্রকীর্ণ-সংগ্রহ নামক
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকীর্ণ সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা।

ভূমি, জাতি, সম্প্রয়োগাদি ভেদে চিত্ত উননব্বই প্রকার হইলেও প্রত্যেকটির একমাত্র স্বভাব "আলম্বন-বিজানন"। সর্ব্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক "স্পর্শ" উননব্বই প্রকার চিত্তে উৎপন্ন হইয়া উননব্বই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সর্ব্বাবস্থায় উহার "স্পর্শন" স্বভাব। সেইরূপ বেদনার "রসানুভব" স্বভাব। এইরূপে বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকের বায়ান্ন প্রকার স্বভাব। সুতরাং উননব্বই চিত্তের ও বায়ান্ন প্রকার চৈতসিকের তিপ্পান্ন প্রকার স্বভাব। ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রকীর্ণ-সংগ্রহে উননব্বই প্রকার চিত্তের বেদনা, হেতু, কৃত্য, দ্বার, আলম্বন ও বাস্তু-ভেদে শ্রেণী-ভাগ করা হইয়াছে। বেদনাদি কুশলাকুশলে আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্ব জাতীয় চিত্তে প্রকীরিত বা বিস্তৃত হয়। ইহাদের এই সর্ব্বসাধারণ প্রকীর্ণ স্বভাবানুসারে, স্থবির অনুরুদ্ধ ইহাদের "প্রকীর্ণ-সংগ্রহ" নামকরণ করিয়াছেন।

বেদনা-সংগ্রহ ঃ— বেদনা-ভেদে চিত্তের সংগ্রহই বেদনা-সংগ্রহ। বেদনা সম্বন্ধে ৬৫ তম পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থ উপেক্ষা-বেদনা-সহগত পঞ্চান্ন চিত্তের তালিকাটি মাত্র দেওয়া গেল ঃ— লোভ-মূলক চারি চিত্ত, মোহ-মূলক দুই চিত্ত, অহেতুক চৌদ্দ চিত্ত, মহাকুশল, মহাবিপাক ও মহাক্রিয়ায় বার চিত্ত, পঞ্চম-ধ্যানে তেইশ চিত্ত, সর্ব্বশুদ্ধ এই পঞ্চান্ন চিত্ত উপেক্ষা-বেদনা-সহগত।

পালি "পকিণ্ণক" বিশেষণ পদ। ইহার অর্থ বিস্তৃত ; বিশেষ ; মিশ্র ; যেমন "পকিণ্ণক-কথা"। ইহার বাংলা প্রতিশব্দ প্রকীর্ণ, প্রকীর্ণক নহে। "প্রকীর্ণক" বিশেষ্যপদ, অর্থ, বিস্তার।

হেতু-সংগ্রহঃ— হেতু ভেদে চিত্তের সংগ্রহ হেতু-সংগ্রহ। "হেতু" বলিতে কি বুঝায়? অর্থকারেরা বলেন "হিনোতি—পতিট্‌ঠাতী'তি হেতু"। অর্থাৎ যেই সকল চৈতসিক চিত্তকে ইহার আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে, সেই সকল চৈতসিক "হেতু"। হেতুর এই গুণ-বলে, তাঁহারা হেতুকে বৃক্ষ-মূলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বৃক্ষের মূল যেমন বৃক্ষকে ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে এবং ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ ও তাহার শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পকে সঞ্জীবিত রাখে ও বর্দ্ধিত করে, তেমনি হেতুও আলম্বনে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে এবং আলম্বন হইতে রস আকর্ষণ করিয়া চিত্তের চিন্তা, বাক্য, কার্য্যকে সঞ্জীবিত, বর্দ্ধিত ও ফলবান করে। এই অর্থে লোভ-দ্বেষ-মোহ এবং অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ হেতু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সংক্ষেপার্থ বর্ণনায় এই ছয় চৈতসিক সম্বন্ধেও আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে পুনরুক্তি করিতে হইতেছে যে, মোহ পদার্থ-রাজির বিশেষতঃ পঞ্চস্কন্দের প্রকৃত স্বভাবকে (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-স্বভাবকে) আচ্ছাদন করিয়া নিত্য-সুখ-শুভ-আত্মা বলিয়া প্রকাশ করে। এজন্য মোহাচ্ছন্ন চিত্ত আলম্বনের রসাস্বাদনের জন্য উহাতে আসক্ত হইয়া থাকে। তখন ঐ মোহজ আসক্তি বা লোভ হেতুতে পরিণত হয় এবং চিত্তকে আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া আলম্বনকে রক্ষা ও উপভোগ করিবার জন্য চিত্তকে প্ররোচিত করিতে থাকে। তদনুসারে মনঃকর্ম্ম, বাক্‌কর্ম্ম, কায়-কর্ম্মাদি সম্পাদিত হয়। অপর দিকে মোহাচ্ছন্ন চিত্ত যদি গৃহীত আলম্বনে আস্বাদ লাভে বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে "প্রতিঘ" উৎপন্ন হয়; তখন মোহের সহিত দ্বেষ যুক্ত হয় এবং আলম্বনকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। দ্বেষ-মূলক নানাবিধ চিন্তা (ব্যাপাদ), বহু কার্য্য, বহু বাক্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। এইরূপে লোভ-দ্বেষ-মোহ হেতুর আকারে অকুশল কর্ম্ম সম্পাদন করায়। এইজন্য ইহারা অকুশলের হেতু।

পক্ষান্তরে অমোহ বা প্রজ্ঞা আলম্বনের যথার্থ স্বভাব উদ্ঘাটিত করিয়া প্রদর্শন করে। সুতরাং আস্বাদ অনুভব করিয়া লোভ বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না। যেখানে "লোভ" নাই, সেখানে লোভের ব্যর্থতাও নাই। যেখানে ব্যর্থতা নাই, সেখানে "প্রতিঘ" উৎপন্ন হয় না। "অলোভ" এবং "অদ্বেষ" অমোহ-মূলক। এই হেতুত্রয় যখন চিত্তকে আলম্বনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে, তখন চিত্ত সেই সেই আলম্বন হইতে নৈষ্কাম্য, মৈত্রী ও প্রজ্ঞামূলক চিন্তা, কার্য্য ও বাক্য-রসই আহরণ করে এবং নিজকে নিরাপদ ও ক্লেশ-মুক্ত করে। অহেতুক চিত্ত ভাসমান শৈবালের ন্যায়, আলম্বনে অপ্রতিষ্ঠিত।

ত্রিবিধ কুশল হেতু জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্তে একত্রীভূত হইয়া উৎপন্ন হয়। জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত কুশল চিত্তে শুধু অলোভ ও অদ্বেষ হেতুদ্বয় একত্রযোগে উৎপন্ন হয়।

কৃত্য-সংগ্রহ ঃ— চিত্তের কৃত্য-অনুসারে শ্রেণী বিভাগই কৃত্য-সংগ্রহ। যেই কর্ম্ম-দ্বারা এক "জন্ম" উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্ম-বেগ ক্ষয় হইয়া গেলে, কিংবা অন্য কোন প্রবলতর উপচ্ছেদক কর্ম্ম-দ্বারা রুদ্ধ হইয়া গেলে, সেই "জন্ম" নিরুদ্ধ হইয়া যায়। জনক-কর্ম্ম-বেগের এবংবিধ নিরোধকে আমরা লোকীয় ভাবে "মৃত্যু" বলিয়া থাকি। সেই নিরোধ-ক্ষণের বা মৃত্যু-ক্ষণের অবিচ্ছেদে অর্থাৎ অব্যবহিত পরক্ষণে অন্য কর্ম্ম বিপাক প্রদানের অবকাশ প্রাপ্ত হয়। কোন লব্ধ জন্মের এইরূপ অবসানে, অন্য এক কর্ম্ম সেই অবকাশের মধ্য দিয়া, সেই অস্তমান জন্মের সহিত উদীয়মান জন্মের (ভবের) সংযোগ করার ক্ষণকাল ব্যাপী কার্য্যের নাম "প্রতিসন্ধি-কৃত্য" বা কর্ম্ম-হেতুর সহিত কর্ম্ম-বিপাকের পুনঃ সংযোগ-কার্য্য। ইহাকে লোকীয় অর্থে আমরা "পুনর্জন্ম" বলি। এই কার্য্যটি উনিশ প্রকার প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানের মধ্যে, অবস্থানুসারে, কোন একটি দ্বারা সম্পাদিত হয়।

যেই প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান নবীন জন্মের সহিত প্রতিসন্ধি, ঘটায়, সেই প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান, প্রতিসন্ধি-ক্ষণের পরবর্ত্তী ক্ষণ হইতে বীথি-চিত্তোৎপত্তির অনুপস্থিতিতে (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য); ভবের (অস্তিত্বের) অঙ্গ বা কারণ রূপে, আমরণ প্রবাহিত হইতে থাকে। ভবের অঙ্গরূপী এবংবিধ প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানের নাম "ভবাঙ্গ"।

কোন এক আলম্বনের স্পর্শে ঐ ভবাঙ্গের, স্বীয় আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্পৃষ্ট আলম্বনাভিমুখে, আবর্ত্তনের নাম "আবর্জ্জন" বা "আবর্ত্তন-কৃত্য"। এই কৃত্যে "মনস্কারই" প্রমুখ। ৬৮ তম পৃষ্ঠা (খ) দ্রষ্টব্য।

সেই আলম্বন-দর্শন দর্শন-কৃত্য, আলম্বন-শ্রবণ শ্রবণ-কৃত্য ইত্যাদি। ইহাদের সম্পর্কিত বিজ্ঞানই চক্ষু-বিজ্ঞানাদি পঞ্চ-বিজ্ঞান। চিত্তোৎপত্তি হিসাবে পঞ্চ-বিজ্ঞান একবিধ। এই পঞ্চবিজ্ঞান-স্থানে চিত্তের "দর্শনাদি" পঞ্চ-কৃত্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে স্থান-সংখ্যা দশ। এই পঞ্চ-বিজ্ঞান কুশলাকুশলের বিপাক অনুসারেই দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান।

সেই দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান-গৃহীত রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস বা স্প্রষ্টব্যকে বাধা না দিয়া, চিত্তের নিষ্ক্রিয় ভাবে প্রতিগ্রহণই "সম্প্রতীচ্ছ-কৃত্য"। পালি "সম্পটিচ্ছন" শব্দের অর্থ গ্রহণ, সমর্থন। সং+প্রতি+ইচ্ছা =সম্প্রতীচ্ছা। পঞ্চবিজ্ঞান-গৃহীত আলম্বনকে পুনঃ ইচ্ছাকারী বা গ্রহণকারী চিত্তই "সম্প্রতীচ্ছ" বা "সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত"। সেই সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত-সমর্থিত আলম্বনের লক্ষণ-বিচারই "সন্তীরণ-কৃত্য"। এবং ঐ আলম্বন লইয়া চিত্ত কি করিবে, তাহার ব্যবস্থা করাই "ব্যবস্থাপন-কৃত্য"। ব্যবস্থাপনের পর, সেই ব্যবস্থানুযায়ী চিত্তের অশনি-বেগে পুনঃ পুনঃ সেই আলম্বনানুভূতি "জবন-কৃত্য"। জু+অনট্=জবন=বেগ; বেগবান। জবন-চিত্ত অর্থ বেগবান

চিত্ত, ক্রিয়াশীল বা কর্ম্মশীল চিত্ত। চিত্ত-বীথির এই জবন-স্থানেই সংস্কার বা কর্ম্ম পুনর্গঠিত হয়। "তৎ" অর্থাৎ সেই জবন-গৃহীত আলম্বনের পুনরালোচনা "তদালম্বন-কৃত্য"। আলম্বনের অনুভূতি জবন-কৃত্য; জবন-কৃত্যের অনুভূতি "তদালম্বন-কৃত্য"। মরণকালে ভবাঙ্গ-চিত্তের সেই প্রতিসন্ধি কালে গৃহীত আলম্বন-পরিত্যাগ "চ্যুতি-কৃত্য"। কোন ব্যক্তি বিশেষের "প্রতিসন্ধি-চিত্ত", "ভবাঙ্গ-চিত্ত" এবং "চ্যুতি-চিত্ত" একই চিত্ত। তাহাদের হেতু, সংস্কার, সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম এবং আলম্বন একই প্রকার; শুধু ত্রিবিধ কৃত্যানুসারে একবিধ চিত্ত ত্রিবিধ নামে পরিচিত।

"চিত্ত" এবং তাহার "আলম্বন" নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহার "কৃত্য" ও কৃত্য সম্পাদনের "স্থান" নিয়মিত। এই অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত, নির্দ্দিষ্ট দশ প্রকার স্থানে, চৌদ্দ প্রকার কৃত্য এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদন করিতে করিতে, পুনঃ পুনঃ অথচ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রবর্ত্তিত (উৎপন্ন ও প্রবাহিত) হইতেছে। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল চিত্তের কৃত্যের নির্দ্দিষ্টতাকে চিত্তের নিত্যতা বলিয়া ভ্রম হয়। এবংবিধ ভ্রম হইতেই "আমি" বা "আত্মা" কল্পিত হইয়াছে। দীপ-শিখার কৃত্যের নির্দ্দিষ্টতা আছে। কিন্তু দীপ-শিখা নিত্য নহে।

কোন কোন চিত্ত একাধিক কৃত্য সম্পাদনে ক্ষমতাপন্ন হইলেও, এককালে একটিমাত্র কৃত্য সম্পাদন করে, এককালে একাধিক কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে না।

দ্বার-কথা ঃ— রূপ-শব্দাদি আলম্বন গ্রহণার্থ চিত্ত-চৈতসিকের নির্গমন ও প্রবেশ-পথ স্বরূপ চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতিকে "দ্বার" বলা হইয়াছে। চক্ষু-প্রসাদ-রূপই চক্ষু-দ্বার, শ্রোত্র-প্রসাদ-রূপই শ্রোত্র-দ্বার। সেইরূপ অন্যান্যগুলি। কিন্তু মনোদ্বার বলিতে "ভবাঙ্গোপচ্ছেদ"

বুঝিতে হইবে। কারণ ভবাঙ্গোপচ্ছেদের মধ্য দিয়াই চিত্তের বীথি-ভ্রমণ আরম্ভ হয়, — "আবর্ত্তন-চিত্ত" (আবর্জ্জন চিত্ত) উৎপন্ন হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদের "বীথি-সংগ্রহে" ইহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১) একদ্বারিক চিত্ত :—চক্ষু-বিজ্ঞানদ্বয় দর্শন কৃত্য সাধন করে বলিয়া শুধু চক্ষু-দ্বারিক। এইরূপে শ্রোত্র-বিজ্ঞানদ্বয় শুধু শ্রোত্র-দ্বারিক; ঘ্রাণ-বিজ্ঞানদ্বয় ঘ্রাণ-দ্বারিক; জিহ্বা-বিজ্ঞানদ্বয় জিহ্বা-দ্বারিক; কায়-বিজ্ঞানদ্বয় কায়-দ্বারিক। কিন্তু ১৮ প্রকার মহদ্গত জবন— (৫ রূপকুশল + ৫ রূপক্রিয়া + ৪ অরূপকুশল + ৪ অরূপ-ক্রিয়া) ও ৮ প্রকার লোকোত্তর জবন (৪ মার্গ + ৪ ফল) জবন-কৃত্য সাধন করিতে একমাত্র মনোদ্বারিক। এই ছত্রিশ চিত্ত স্ব স্ব দ্বার অনুসারে একদ্বারিক।

(২) পঞ্চদ্বারিক চিত্ত :— মনোধাতুত্রয় (১ পঞ্চ-দ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত + ২ সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত) প্রত্যেকে পঞ্চ-বিজ্ঞান-গৃহীত রূপাদি পঞ্চালম্বন গ্রহণ করে। এইজন্য ইহারা পঞ্চদ্বারিক।

(৩) ছয় দ্বারিক চিত্ত :— ১ সৌমনস্য-সহগত-সন্তীরণ-চিত্ত + ১ ব্যবস্থাপন চিত্ত + ২৯ কামাবচর জবন (১২ অকুশল, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ১ হসিতোৎপাদ ক্রিয়া) এই একত্রিশ চিত্ত ছয় দ্বারে উৎপন্ন হয়।

(৪) কখনও ছয় দ্বারিক, কখনও দ্বার-বিমুক্ত চিত্ত:—২ প্রকার উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ চিত্ত যখন প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন করে, তখন দ্বার-বিমুক্ত। কিন্তু তদালম্বন ও সন্তীরণ-কৃত্য সম্পাদন কালে দ্বারিক। অষ্ট মহাবিপাক চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন কালে দ্বার-বিমুক্ত। কিন্তু তদালম্বন-কৃত্য সম্পাদন কালে দ্বার-বিমুক্ত নহে। "তদালম্বন-কৃত্য সম্পাদন কালে" অর্থ এই যে, যখন তদালম্বন-স্থানে চিত্ত উৎপন্ন হয়।

(৫) নিয়ত দ্বার-বিমুক্ত চিত্ত :— ৫ প্রকার রূপাবচর বিপাক চিত্ত এবং ৪ প্রকার অরূপাবচর বিপাক চিত্ত শুধু প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন করে। এইজন্য এই নয় প্রকার মহদ্গত বিপাক চিত্ত নিত্য দ্বার-বিমুক্ত।

১০। আলম্বন-কথা :— দুর্ব্বল ব্যক্তি যেমন অবলম্বনে উত্থিত হয়, চিত্ত-চৈতসিকও তদ্রূপ রূপ, শব্দ, গন্ধাদির অবলম্বনে উৎপন্ন হয়। এইরূপ যাহার অবলম্বনে যেই চিত্ত-চৈতসিক উৎপন্ন হয়, তাহাই সেই চিত্ত-চৈতসিকের অবলম্বন। এই অবলম্বনে চিত্ত-চৈতসিক যেন ঝুলিতে থাকে, তাই ইহার অন্য নাম "আলম্বন"; ইহাতে রমিত হয় বলিয়া "আরম্মণ", বিচরণ করে বলিয়া "গোচর", ইহাকে ভোগ্য-বস্তুরূপে ব্যবহার করে বলিয়া "বিষয়" এবং ইহা চিত্ত-চৈতসিকের নিবাস-স্থান, তাই "আয়তন" নামেও অভিহিত হয়। বাস্তবিক এই "আলম্বনই" চিত্ত-চৈতসিকের কার্য্য-ক্ষেত্র। এবং এই আলম্বন নির্ব্বাচন, গ্রহণ ও তৎপ্রতি চিত্তের ধারণার উপরই চিত্তের কুশলাকুশল নির্ভর করে। আলম্বন ব্যতীত চিত্ত-চৈতসিকের অস্তিত্ব নাই। এবং চিত্ত-চৈতসিক ব্যতীতও আলম্বনের অস্তিত্ব নাই। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধই বৌদ্ধ-দর্শনের পট্ঠানে "আলম্বন-প্রত্যয়" আখ্যা পাইয়াছে। চিত্ত-চৈতসিক অন্তর্জ্জগত এবং আলম্বন বহির্জ্জগত। ইহা হইতেই বুঝা যায়, বৌদ্ধ-দর্শন বাহ্যানুভূত পদার্থসমূহকে কল্পনামাত্র মনে করে নাই; এবং এই কারণে এই সদ্ধর্ম্মকেও "মায়া-বাদের" পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। আলম্বন সম্বন্ধে সদ্ধর্ম্ম সম্যক্ দৃষ্টিই নিক্ষেপ করিয়াছে; মিথ্যা-দৃষ্টি বর্জ্জন করিয়াছে। মনোদ্বার-গৃহীত ছয় শ্রেণীর-আলম্বনের সাধারণ নাম "ধর্ম্মালম্বন"। চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপাদি পঞ্চ শ্রেণীর আলম্বন ব্যতীত, শুধু মনোগৃহীত — বিদ্যমান বা অবিদ্যমান,

ভূত বা অভূত — সমস্ত কিছুই "ধর্ম্মালম্বন"। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার "প্রসাদ-রূপ", ষোল প্রকার "সূক্ষ্ম-রূপ" ও "নির্ব্বাণ" ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, "চিত্ত-চৈতসিক" প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং "প্রজ্ঞপ্তি" অষ্টম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। বীথি-মুক্ত চিত্তের আলম্বন মরণোন্মুখ সত্ত্বের মরণ-কালে, কর্ম্ম-বলে, ছয় দ্বারের যে কোন এক দ্বারে উপস্থিত হয়। (১) সে দেখিতে পায়, যেন সে উপোসথ পালন করিতেছে, কিংবা ধর্ম্ম-দেশনা শ্রবণ করিতেছে বা অন্যবিধ কুশল কর্ম্ম বা অকুশল কর্ম্ম করিতেছে। তখন বলা যাইতে পারে, তাহার প্রতিসন্ধি-চিত্ত "কর্ম্মকে" আলম্বন করিয়াছে। (২) অথবা তদ্রূপ কর্ম্ম সম্পাদনকালীন রূপ, শব্দ, গন্ধাদি যাহা উপলব্ধ হইয়াছিল বা সম্পাদনের উপকরণ হইয়াছিল, সেই "কর্ম্ম-নিমিত্ত" উপস্থিত হয়। (৩) অথবা যেই ভবে জন্ম গ্রহণ করিতে যাইতেছে, সেই ভবের নিমিত্ত [দেবলোক হইলে উদ্যান, পুষ্পমাল্য, রথাদি; মনুষ্য-লোক হইলে পিতৃ-মাতৃ-মূর্ত্তি ইত্যাদি; অপায় গতি হইলে নরকাগ্নি প্রভৃতি] উপস্থিত হয়। এই প্রতিসন্ধি-চিত্তই স্বকীয় আলম্বন সহ সেই ভবের ভবাঙ্গ চিত্ত হইয়া আমরণ প্রবাহিত হয়। এবং সেই ভবের অবসানে, চ্যুতি-চিত্ত হইয়া এই আলম্বন পরিত্যাগ করে। (পঞ্চম পরিচ্ছেদে "চ্যুতি-প্রতিসন্ধি" দ্রষ্টব্য)। ইহারাই দ্বার-বিমুক্ত উনিশ প্রকার চিত্তের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদনকালীন আলম্বন। চিত্ত যখন যেই কৃত্য সম্পাদন করে, তখন তাহাকে সেই চিত্ত বলা হয়। যখন চিত্ত প্রতিসন্ধি-কৃত্য সম্পাদন করে, তখন ইহা প্রতিসন্ধি-চিত্ত; যখন চ্যুতি-কৃত্য সম্পাদন করে, তখন চ্যুতি-চিত্ত ইত্যাদি।

কাল-বিমুক্ত আলম্বন ঃ— যাহার উৎপত্তি ও বিলয় আছে, তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালও আছে। বিলীন হইয়া গেলে ভূত বা অতীত কাল, যখন পুনরুৎপন্ন হইবে

তখন ভবিষ্যৎ কাল, উৎপন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান কাল। "নির্ব্বাণ" উৎপত্তি-বিলয়হীন বলিয়া কাল-বিমুক্ত আলম্বন।

চিত্তানুসারে আলম্বন নিরূপণ।

(১) তেইশ প্রকার কামাবচর বিপাক, পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন এবং হসিতোৎপাদ,— এই পঁচিশ প্রকার চিত্ত কামাবচর আলম্বন গ্রহণ করে। কামাবচর আলম্বন কি কি? চুয়ান্ন প্রকার কামাবচর চিত্ত, বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক ও আটাইশ প্রকার "রূপ" সমগ্রভাবে কামাবচর আলম্বন।

(২) দ্বাদশ অকুশল চিত্ত এবং অষ্টবিধ জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত কামাবচর জবন (৪ কুশল ও ৪ ক্রিয়া), এই বিশ চিত্ত লোকোত্তর আলম্বন ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ আলম্বন গ্রহণ করে। লোকোত্তর আলম্বন কি কি? চল্লিশ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত, ছত্রিশ প্রকার চৈতসিক (১৩ অন্য-সমান চৈতসিক ও অপ্রমেয় বর্জ্জিত ২৩ শোভন চৈতসিক) এবং নির্ব্বাণ সমগ্র ভাবে লোকোত্তর আলম্বন।

(৩) চারি জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাকুশল, এক অভিজ্ঞা-কুশল-চিত্ত (রূপাবচর পঞ্চম ধ্যান-চিত্ত), এই পাঁচ চিত্ত অরহত্ব-মার্গ ও অরহত্ব-ফল-বর্জ্জিত সর্ব্ব আলম্বন গ্রহণ করে।

(৪) চারি জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিয়াচিত্ত, এক ক্রিয়া অভিজ্ঞা (রূপাবচর পঞ্চম-ধ্যান ক্রিয়া-চিত্ত), এবং ব্যবস্থাপন চিত্ত,— এই ছয় চিত্ত সর্ব্ব আলম্বন গ্রহণ করে।

(৫) অরূপাবচর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্যানের কুশল-বিপাক-ক্রিয়া, এই ছয় চিত্ত মহদ্গত আলম্বন গ্রহণ করে। অর্থাৎ যথাক্রমে অরূপ ধ্যানের প্রথম ও তৃতীয় ধ্যান-চিত্তকে আলম্বন

গ্রহণ করে। মহদ্গত আলম্বন কি কি? সাতাইশ প্রকার মহদ্গত চিত্ত, পঁয়ত্রিশ প্রকার চৈতসিক (১৩ অন্য-সমান, বিরতি-ত্রয় বর্জ্জিত ২২ শোভন চৈতসিক) সমগ্রভাবে মহদ্গত আলম্বন।

(৬) রূপাবচর-চিত্ত পনর এবং প্রথম ও তৃতীয় অরূপ-কুশল-বিপাক-ক্রিয়া চিত্ত ছয়, একুনে এই একুশ চিত্ত প্রজ্ঞপ্তি-আলম্বন (প্রতিভাগ নিমিত্ত) গ্রহণ করে।

(৭) লোকোত্তর মার্গ ও ফল অনুসারে আট চিত্ত শুধু নির্ব্বাণ-আলম্বন গ্রহণ করে।

উপরোক্ত ক্রমকে ১, ৫, ৬, ৭, ২, ৩, ৪ আকারে সাজাইলে, গাথার ক্রমের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া যাইবে।

আলম্বনানুসারে চিত্ত-সংগ্রহ।

(১) কামাবচর আলম্বনগ্রাহী চিত্ত:— কামাবচর চিত্ত ৫৪, কুশল ও ক্রিয়া অভিজ্ঞা (রূপ পঞ্চম ধ্যান-চিত্ত) ২, এই ছাপ্পান্ন চিত্ত।

(২) মহদ্গত আলম্বনগ্রাহী চিত্ত:— ১২ অকুশল, ১ মনো-দ্বারাবর্ত্তন, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ২ কুশল ও ক্রিয়া অভিজ্ঞা, ৩ বিজ্ঞানানন্তায়তন, ৩ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন চিত্ত, সর্ব্বমোট সাঁয়ত্রিশ চিত্ত।

(৩) প্রজ্ঞপ্তি আলম্বনগ্রাহী চিত্ত:— ১২ অকুশল, ১ মনো-দ্বারাবর্ত্তন, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ১৫ রূপাবচর, ৩ আকাশা-নন্তায়তন, ৩ আকিঞ্চনায়তন — সর্ব্বমোট পঞ্চাশ চিত্ত।

(৪) ধর্ম্মালম্বনগ্রাহী চিত্ত:— ১০ দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ও মনো-ধাতু-ত্রিক বাদ অবশিষ্ট (৮৯—১৩) ছিয়াত্তর চিত্ত।

(৫) নির্ব্বাণালম্বন-গ্রাহী চিত্ত :— ১ মনোদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত, ৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাকুশল, ৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাক্রিয়া, ২ কুশল-ক্রিয়া অভিজ্ঞা; ৮ লোকোত্তর, এই উনিশ চিত্ত নির্ব্বাণকে আলম্বন গ্রহণ করিতে সক্ষম।

(৬) রূপালম্বন-গ্রাহী চিত্ত :— ২ চক্ষু-বিজ্ঞান, ৩ মনোধাতু, ১ মনোদ্বারাবর্ত্তন, ২৯ কামাবচর জবন, ১১ তদালম্বন, ২ কুশল ও ক্রিয়া অভিজ্ঞা— এই আটচল্লিশ চিত্ত।

তদ্রূপ শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন, স্প্রষ্টব্যালম্বন গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক আলম্বনে ৪৮ চিত্ত উৎপন্ন হয়। শুধু চক্ষু-বিজ্ঞানের স্থানে ক্রমে শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান ও কায়-বিজ্ঞান যোগ করিলে ঐ ঐ আলম্বন-গ্রাহী চিত্ত ও চিত্ত-সংখ্যা মিলিবে।

১২। বাস্তু-সংগ্রহ :— চিত্ত-চৈতসিকের আধার ও আশ্রয়-স্থান হিসাবে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়া ও হৃদয়কে বাস্তু বলা হইয়াছে। "বাস্তু" অর্থ বসতি-স্থান। চক্ষু-প্রসাদই চক্ষু-বাস্তু, শ্রোত্র-প্রসাদ শ্রোত্র বাস্তু ইত্যাদি। কিন্তু মস্তিষ্ক যাবতীয় স্নায়ুর কেন্দ্ররূপে চিত্ত-ক্রিয়ার অন্যতর সহায় হইলেও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর সজীবতা হৃদ্‌পিণ্ড-প্রেরিত রক্তের উপর নির্ভর করে। এইজন্য হৃদ্‌পিণ্ডই মনোবিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিকের বাস্তু বলিয়া বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। "ধম্ম-পদে" চিত্তকে গুহাশায়ী বলা হইয়াছে। হৃদয়-গুহা "আত্মার" বাসস্থান বলিয়া বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় দার্শনিকগণের ধারণা।

সপ্ত-বিজ্ঞান-ধাতু কি? দুই প্রকার চক্ষু-বিজ্ঞানই চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু। দুই প্রকার শ্রোত্র-বিজ্ঞানই শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, তদ্রূপ ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু। এই

পঞ্চ-বিজ্ঞানকে "ধাতু" বলে কেন? অর্থকারেরা বলেন "যাহা নিজ্ নিজ্ স্বভাব ধারণ করে, অর্থাৎ আত্মার স্বভাব ধারণ করে না, তাহাই ধাতু। এই পঞ্চ-বিজ্ঞানের স্বভাব স্ব স্ব বাস্তুর "কৃত্য-জানন"। চক্ষু-বিজ্ঞানের স্বভাব চক্ষু-বাস্তুর দর্শন-কৃত্য অবগত হওয়া। চক্ষু ভিন্ন অন্য কিছুই এই দর্শন-কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে না; এবং চক্ষু-বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বিজ্ঞান এই দর্শন-কৃত্য অবগত হইতে পারে না। এই দর্শন-স্বভাব-বিশিষ্টতার কারণে চক্ষুও "ধাতু"। এবং দর্শন-কৃত্য-জানন-স্বভাব-বিশিষ্টতার কারণে চক্ষু-বিজ্ঞানও ধাতু। সেইরূপ অন্যান্য "বিজ্ঞান-ধাতু" বুঝিতে হইবে।

পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত এবং সম্প্রতীচ্ছ-চিত্তদ্বয়ের সাধারণ নাম মনোধাতু। এই চিত্তত্রয় "মনন" স্বভাব-বিশিষ্ট। কি মনন করে? পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত "মনস্কারের" নির্দ্দেশিত রূপাদি আলম্বন মনন করে; সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত পঞ্চ-বিজ্ঞান-গৃহীত আলম্বন মনন করে। এইরূপ মনন-স্বভাব-বিশিষ্ট বলিয়া, এই তিন চিত্ত "মনোধাতু-ত্রিক"। অবশিষ্ট অর্থাৎ ২১ কুশল, ১২ অকুশল, ২৪ বিপাক এবং ১৯ ক্রিয়া, এই ৭৬ প্রকার চিত্তের সাধারণ নাম "মনোবিজ্ঞান-ধাতু"। কারণ তাহাদের সকলের একই স্বভাব,— "আলম্বন বিজানন"। পাঁচ প্রকার পঞ্চ-বিজ্ঞান ধাতু, এক প্রকার মনোধাতুত্রিক, এক প্রকার মনোবিজ্ঞান-ধাতুই একুনে "সপ্ত-বিজ্ঞানধাতু"। ৮৯ প্রকার চিত্তকে ধাতু অনুসারে বিভাগ করিলে এই "সপ্ত বিজ্ঞান ধাতু"র সহিত অভিন্ন হয়। পঞ্চ বিজ্ঞান-ধাতু কুশলাকুশলের বিপাকানুসারে দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান হইলেও, পঞ্চ বাস্তুর "কৃত্য-জানন" স্বভাবানুসারে পঞ্চবিধ।

(১) দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান যথাক্রমে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ প্রসাদ-রূপকে নিশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়।

(২) মনোধাতুত্রিক হৃদয়-বাস্তুর নিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়।

(৩) ৩ সন্তীরণ-চিত্ত, ৮ মহাবিপাক, ২ প্রতিঘ-চিত্ত, ১ স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত, ১ হসন-চিত্ত, ১৫ রূপাবচর-চিত্ত হৃদয়-বাস্তুর আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। এই ৪৩ চিত্ত বাস্তুর আশ্রয়েই উৎপন্ন হয়, বিনা আশ্রয়ে উৎপন্ন হইতে পারে না। তন্মধ্যে প্রসাদ-রূপের আশ্রয়ে ১০ দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান এবং হৃদয়-বাস্তুর আশ্রয়ে বাকী তেত্রিশ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

(৪) ৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ মোহমূলক চিত্ত, ১ মনোদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ৪ অরূপ-কুশল, ৪ অরূপ-ক্রিয়া, স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত ব্যতীত ৭ লোকোত্তর চিত্ত,—একুনে এই বিয়াল্লিশ প্রকার মনোবিজ্ঞান-ধাতু হৃদয়-বাস্তুর নিশ্রয়েও উৎপন্ন হয়, অনিশ্রয়েও উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অরূপ-লোকে অনিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। কাম ও রূপলোকে নিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়।

(৫) চারি প্রকার অরূপ-বিপাক নিত্য হৃদয়-বাস্তুর অনিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়।

রূপ ও অরূপ-সত্ত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে Mr. S. Z. Aung বলেন, "Our assertions about grades of superhuman beings will be laughed at in the West. Such beings can not be proved to exist. Neverthless, comperative anatomy has done a little service toward showing the likelihood of a regular gradation of beings, which does not necessarily stop at man. Again, who have been accustomed to associate mind with brain, many scoff at the idea of the Arupa-world. And yet modern hypnotism, in a small way, shows likelihood of the existence of a world with thought, minus brain-activity. How far these Buddhist beliefs are, or are

not, borne out by modern science, it is for each scientific generation to declare." Page 284, Compendium of Philosophy. আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ইহাদের "সম্ভাবিতা", উপলব্ধি করিতে পারি। "বাস্তবিকতার" জন্য উন্নততর জ্ঞান আবশ্যক।

প্রকীর্ণ সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা সমাপ্ত।

প্রকীর্ণ-সংগ্রহ সম্বন্ধে অনুশীলনী।

১। "প্রকীর্ণ-সংগ্রহ" বলিতে কি বুঝ? ইহার আলোচ্য বিষয় কি কি?

২। "বেদনা" কি? এবং ইহা কত প্রকার? "ইন্দ্রিয়-প্রভেদ বেদনা" মানে কি?

৩। সৌমনস্য ও উপেক্ষা বেদনা-যুক্ত চিত্তগুলির নামোল্লেখ কর। সুখ, দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্য বেদনা-যুক্ত চিত্ত কি কি?

৪। "হেতু" ও "হেতু-সংগ্রহ" বলিতে কি বুঝায়? "অহেতুক-চিত্ত", "সহেতুক-চিত্ত" মানে কি? "কুশল-হেতু" ও "অকুশল-হেতু" গুলির নাম কর।

৫। অকুশল চিত্ত ত্রিহেতুক হইতে পারে কি? উত্তর সমর্থন কর। এক হেতুক চিত্ত কি কি? দ্বিহেতুক চিত্তগুলির নাম কর। ত্রিহেতুক চিত্তের সংখ্যা ও নাম উল্লেখ কর।

৬। চিত্তের "কৃত্য" কি এবং কি কি? পঞ্চবিজ্ঞান-"স্থানে" কি কি কৃত্য সম্পাদিত হয়? প্রত্যেক কৃত্য সম্বন্ধে যাহা জান বল। কোন্ কৃত্য-বলে আমরা আমাদের সংস্কার বা চরিত্রকে নবীনাকারে গঠন করিতে পারি?

৭। "কৃত্য" ও "স্থানে" প্রভেদ কি? অষ্ট মহাবিপাক-চিত্ত কি কি কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে? মহাকুশলের বিপাক ইহজীবনে কোন্ স্থানে ফলে?

৮। শুধু এক একটী কৃত্য সম্পাদনকারী চিত্তগুলির নাম বল, এবং তাহাদের কোন্‌টি কি কৃত্য সম্পাদন করে, তাহাও উল্লেখ কর।

৯। দুই কৃত্য সম্পাদনকারী চিত্তগুলির নাম ও তাহাদের কৃত্য বুঝাইয়া বল। কোন্ কোন্ চিত্ত "প্রতিসন্ধি"-কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে? ইহা কুশলাকুশল-ভেদে ও ক্রিয়া-ভেদে প্রদর্শন কর।

১০। "আবর্ত্তন-কৃত্য" বলিতে কি বুঝ? কোন্ কোন্ চিত্ত এই কৃত্য সম্পাদন করিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, ইহা কোন্ কৃত্য?

১১। তোমার বর্ত্তমান ভবের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি-কৃত্য সম্বন্ধে কি বুঝিয়াছ বল। তাহাদের পার্থক্য কোথায়?

১২। চক্ষু প্রভৃতি ষড়েন্দ্রিয়কে "দ্বার" বলা হইয়াছে কেন? "মনোদ্বার" বলিতে কি বুঝ?

১৩। শ্রোত্র-দ্বারিক চিত্ত কয়টী ও কি কি? মনোদ্বারিক চিত্তগুলির নাম কর।

১৪। কখনও দ্বারিক এবং কখনও দ্বার-বিমুক্ত, এরূপ চিত্তগুলির নাম বল এবং তাহারা এরূপ হয় কেন?

১৫। নিয়ত দ্বার-বিমুক্ত চিত্ত কি কি?

১৬। দ্বারভেদে চিত্ত কয়ভাগে বিভক্ত এবং কিরূপ? প্রত্যেক ভাগের চিত্ত-সংখ্যা বল।

১৭। চিত্তের আলম্বন বলিতে কি বুঝ? ইহার প্রতিশব্দগুলির উল্লেখ কর ও তাৎপর্য্য বল। আলম্বন কত প্রকার ও কি কি?

১৮। স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম্মালম্বন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখ। চিত্তের আলম্বন নির্ব্বাচনে সাবধানতার প্রয়োজন কি? "অসেবনা চ বালানং", "পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা"। ইহাদের আলম্বন কি?

১৯। কাল অনুসারে পঞ্চ-দ্বারিক ও মনোদ্বারিক আলম্বনের পার্থক্য ও সামঞ্জস্য বর্ণন কর। "কাল-বিমুক্ত আলম্বন" বলিতে কি বুঝ? আমি আজ চট্টগ্রামে অবস্থান কালে, বুদ্ধ গয়ার পূর্ব্বদৃষ্ট বোধিদ্রুমকে মনশ্চক্ষে দেখিতেছি। ইহা দ্বার ও কাল হিসাবে কি প্রকার আলম্বন?

২০। দ্বার-বিমুক্ত চিত্তের আলম্বন কত প্রকার? এতদ্ সম্বন্ধে যাহা জান বল। সন্তীরণ চিত্তের দ্বার ও আলম্বন সম্বন্ধে কি জান?

২১। সর্ব্ব আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে এমন চিত্তগুলির নামোল্লেখ কর। লোকোত্তর চিত্ত ব্যতীত অন্য কোন্ কোন্ চিত্ত নির্ব্বাণালম্বন গ্রহণ করিতে পারে?

২২। আলম্বন-সংগ্রহ কিরূপে সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহা বিশদরূপে বর্ণনা কর। লোকীয় বিরতির আলম্বনগুলি নির্ণয় কর। লোকোত্তর বিরতির আলম্বন কি?

২৩। আলম্বন-সংগ্রহের স্মারক-গাথা আবৃত্তি কর ও বুঝাইয়া দাও।

২৪। "চিত্তের বাস্তু" বলিতে কি বুঝ? হৃদয়-বাস্তু কি?

২৫। বাস্তু ব্যতীত চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে কি? কোন্ কোন্ চিত্ত নিত্য বাস্তুর আশ্রিত?

২৬। রূপ-ভবের বাস্তু কি কি? অরূপে বাস্তু নাই কেন?

২৭। রূপ-ভবে কয়টি বিজ্ঞান-ধাতু উৎপন্ন হয় এবং কি কি?

২৮। সপ্তবিজ্ঞান-ধাতু সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণন কর।

২৯। বাস্তুর কখন আশ্রিত ও কখন অনাশ্রিত চিত্তগুলির নাম বল।

৩০। বাস্তুর নিয়ত অনাশ্রিত চিত্ত কি কি?

মন্তব্য ঃ— প্রত্যেক অধ্যায়ের পর অনুশীলনার্থ কতগুলি প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু এই সমুদয় প্রশ্ন কিছুতেই পর্য্যাপ্ত নহে। শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে আরও বহু প্রশ্ন এবং উত্তর প্রস্তুত করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন। শিক্ষনীয় বিষয়টি কতদূর অধিগত হইয়াছে, তাহা এই প্রশ্নোত্তর প্রদানের চেষ্টাতেই ধরা পড়িবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বীথি-সংগ্রহ।

১। সূচনা-গাথা ঃ— চিত্তোৎপত্তি সংগ্রহাদি বর্ণিবার পর,
সংক্ষেপেতে চিত্ত-বীথি করিব গোচর ঃ—
পূর্ব্বচিত্ত, পরচিত্ত যথোচিত ক্রমে,
"প্রতিসন্ধি" "প্রবর্ত্তন" এই দুই কালে,
পৃথক পৃথক করি' ভূমি ও পুদ্গলে।

২। বীথি-সংগ্রহে ছয় শ্রেণী ; প্রত্যেক শ্রেণীর আবার ছয় উপশ্রেণী। ইহাদের প্রত্যেকটি বুঝিতে হইবে। যথা ঃ—

(১) ছয় বাস্তু ; (২) ছয় দ্বার ; (৩) ছয় আলম্বন ; (৪) ছয় বিজ্ঞান ; (৫) ছয় বীথি ; (৬) ছয় আকারে বিষয়ের (আলম্বনের) উৎপত্তি।

বীথি-মুক্ত চিত্তে কর্ম্ম, কর্ম্ম-নিমিত্ত ও গতি-নিমিত্ত এই তিন প্রকার বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে (১) বাস্তু, (২) দ্বার ও (৩) আলম্বন সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। তদনুসারে সেই সমুদয় বুঝিতে হইবে। তৎপর (৪) ছয় প্রকার বিজ্ঞান ঃ— চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। (৫) দ্বার অনুসারে ছয় প্রকার বীথি ঃ— চক্ষুদ্বার-বীথি, শ্রোত্রদ্বার-বীথি, ঘ্রাণদ্বার-বীথি, জিহ্বাদ্বার-বীথি, কায়দ্বার-বীথি ও মনোদ্বার-বীথি। অথবা তাহাদিগকে "বিজ্ঞান" অনুসারে বলা যাইতে পারে,— চক্ষু-বিজ্ঞান-বীথি, শ্রোত্র-বিজ্ঞান-বীথি, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-বীথি, জিহ্বা-

বিজ্ঞান-বীথি, কায়-বিজ্ঞান-বীথি ও মনোবিজ্ঞান-বীথি। এইরূপে দ্বারোৎপন্ন-বীথি ও বিজ্ঞানোৎপন্ন-বীথি সম্বন্ধযুক্ত।

সর্ব্বশেষ (৬) ছয় আকারে বিষয়ের (আলম্বনের) উৎপত্তি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, স্পষ্টতা অনুসারে আলম্বন পঞ্চদ্বারে :— অতি-মহৎ, মহৎ, পরিত্ত *, বা অতি পরিত্ত। এবং মনোদ্বারে :— বিভূত, বা অবিভূত।

৩। পঞ্চ দ্বার-বীথি।

কিরূপে (পঞ্চদ্বার-বীথি বুঝিতে হইবে)?

প্রত্যেক "স্থানে" † চিত্তের উৎপত্তি-ক্ষণ, স্থিতিক্ষণ ও ভঙ্গ-ক্ষণ অনুসারে তিনক্ষণে এক "চিত্তক্ষণ" হয়। রূপালম্বন সপ্তদশ চিত্তক্ষণ ব্যাপিয়া এক (পঞ্চদ্বারিক) চিত্ত-বীথিতে বিদ্যমান থাকে। ইহাই রূপালম্বনের আয়ু। এক চিত্তক্ষণ বা একাধিক চিত্তক্ষণ অতীত হইবার পর, স্থিতি প্রাপ্ত হইলেই পঞ্চালম্বনের যে কোন এক আলম্বন, পঞ্চদ্বারের যথোচিত দ্বারে, উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বীথি-পর্য্যটন-প্রণালী এইরূপ :—

(ক) এক চিত্তক্ষণ অতীত হইবার পর যখন কোন এক রূপালম্বন চক্ষুদ্বারে উপস্থিত হয়, তখন দুই চিত্তক্ষণ ভবাঙ্গ চলনে ও ভবাঙ্গোপচ্ছেদে অতিবাহিত হয়। তৎপর চক্ষু-দ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত সেই রূপালম্বনে আবর্ত্তিত হইয়া উৎপন্ন হয় (১ম চিত্তক্ষণ)। তদনন্তর সেই রূপালম্বনকে দেখিতে পাইয়া চক্ষু-বিজ্ঞান (২য় চিত্তক্ষণ), প্রতিগ্রহণ করিয়া সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত (৩য় চিত্তক্ষণ), পরীক্ষা করিয়া

* পরিত্ত — অল্প, তুচ্ছ, সসীম। † ৯৫ তম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সন্তীরণ চিত্ত (৪র্থ চিত্তক্ষণ), ব্যবস্থা করিয়া ব্যবস্থাপন চিত্ত (৫ম চিত্তক্ষণ) যথাক্রমে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। তৎপর জবন-স্থানে একোনত্রিংশ কামাবচর-জবন-চিত্তের মধ্যে অবস্থানুসারে যেইটি সুবিধা পায় সেইটি. সাধারণতঃ সপ্ত চিত্তক্ষণ জবিত * হয় (৬ষ্ঠ হইতে ১২শ চিত্তক্ষণ)।

এই জবন-চিত্তের আশু বিপাক স্বরূপ "তদালম্বন-বিপাক-চিত্ত" যথোচিত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে (১৩শ—১৪শ চিত্তক্ষণ)। তৎপর চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

এ পর্য্যন্ত বীথি-চিত্তোৎপত্তিতে চৌদ্দ চিত্তক্ষণ, (তৎপূর্ব্বে) ভবাঙ্গ-চলনে দুই চিত্তক্ষণ ও অতীত ভবাঙ্গে এক চিত্তক্ষণ, সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তদশ চিত্তক্ষণ পরিপূর্ণ হইল। এবংবিধ আলম্বনকে অতি স্পষ্টতার জন্য, "অতি-মহদালম্বন" বলা হয়।

(খ) দুই বা তিন চিত্তক্ষণ অতীত হইবার পর যদি আলম্বন চক্ষুদ্বারে ও মনোদ্বারে উপস্থিত হয়, তবে এই বিলম্ব হেতু জবন-স্থান হইতেই (চিত্ত) ভবাঙ্গে পতিত হয়; "তদালম্বন" উৎপন্ন হইতে পারে না। এই প্রকার আলম্বনকে "মহদালম্বন" বলা হয়।

(গ) চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা নয় চিত্তক্ষণ অতীত হইবার পর যদি আলম্বন চক্ষুদ্বারে ও মনোদ্বারে উপস্থিত হয়, জবন-চিত্ত উৎপন্ন হইবার অবকাশ হয় না; কেবল ব্যবস্থাপন-স্থানে (চিত্ত) দুই চিত্তক্ষণ প্রবর্ত্তিত (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন) হয়। এই প্রকার আলম্বন "পরিত্ত-আলম্বন"।

(ঘ) দশ, একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ চিত্তক্ষণ অতীত হইবার পর যেই আলম্বন নিরুদ্ধোন্মুখ চক্ষুদ্বারে ও

* চিত্ত আলম্বন পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করে।

মনোদ্বারে উপস্থিত হয় এবং ব্যবস্থাপন-স্থানে পৌঁছিতে পারে না, তাহাই "অতি-পরিত্ত-আলম্বন"। এমতাবস্থায় ভবাঙ্গ-প্রবাহে কম্পন উত্থিত হয় মাত্র; বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয় না।

যেমন চক্ষুদ্বারে, তেমন অবশিষ্ট শ্রোত্রাদি দ্বারে। এই পঞ্চ দ্বারের "তদালম্বন", "জবন", "ব্যবস্থাপন" এবং "মোঘ" * শ্রেণী নামক চারি শ্রেণীর আলম্বনই চারি প্রকার "বিষয়োৎপত্তি" নামে জ্ঞাতব্য।

৪। স্মারক-গাথা :— পঞ্চ দ্বার-বীথি-চিত্ত সপ্ত কৃত্য † করে ;
চিত্তোৎপত্তি অনুসারে চৌদ্দক্ষণ ধরে।
চুয়ান্ন চিত্তের সংখ্যা এই পঞ্চ দ্বারে।

এই পর্য্যন্ত পঞ্চদ্বারে বীথি-চিত্তোৎপত্তি প্রণালী।

৫। কামাবচর মনোদ্বার-বীথি।

মনোদ্বারে (ভবাঙ্গে) বিভূত (স্পষ্ট) আলম্বন উপস্থিত হইবার পর ভবাঙ্গ-স্রোতে কম্পন আরম্ভ হয়। তৎপর

* মোঘ — তুচ্ছ, ব্যর্থ, নিষ্ফল। কারণ এই শ্রেণীর আলম্বনের দ্বারা বীথি-চিত্তোৎপত্তি হয় না।

† আবর্ত্তন, দর্শন-শ্রবণাদি পঞ্চ-বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ, ব্যবস্থাপন, জবন ও তদালম্বন এই সপ্তকৃত্য। আবর্ত্তনাদি পাঁচ স্থানে এক এক চিত্তক্ষণ, জবনে সাত ও তদালম্বনে দুই,—মোট ১৪ চিত্তক্ষণ।

মনোদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত, জবন-চিত্ত এবং তদালম্বন-বিপাক-চিত্ত ক্রমে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ চিত্ত ভবাঙ্গ-স্রোতে পুনঃ পতিত হয়। কিন্তু আলম্বন যখন অবিভূত (অস্পষ্ট) হয়, তখন জবনের পরই চিত্ত ভবাঙ্গ-স্রোতে পতিত হয়; তদালম্বন-বিপাক-চিত্ত উৎপন্ন হয় না।

৬। স্মারক-গাথা :— মনোদ্বার-বীথি-চিত্ত তিন কৃত্য করে;
চিত্তোৎপত্তি অনুসারে দশক্ষণ ধরে;
চল্লিশ ও এক চিত্ত উঠে মনোদ্বারে (১)

৭। অর্পণা জবন চিত্ত-বীথি।

অর্পণা-জবন-চিত্ত সমূহে কিন্তু আলম্বনের "বিভূত" এবং "অবিভূত" ভেদ নাই। অর্থাৎ বিভূত আলম্বনেই অর্পণা উৎপন্ন হয়। এই বীথিতে তদালম্বনও উৎপন্ন হয় না। কারণ এই জবন-স্থানে আট প্রকার জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কামাবচর জবনের মধ্যে যে কোন একটি, তিন বা চারি চিত্তক্ষণের জন্য, যথাক্রমে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। এই বীথির এই চিত্তক্ষণগুলিকে "পরিকর্ম্ম", "উপচার", "অনুলোম" এবং "গোত্রভূ" (এই পারিভাষিক) নামে অভিহিত করা হয় *। তদনন্তর তাহারা

(১) ৫৪ প্রকার কামাবচর চিত্ত হইতে দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিক,— এই ১৩ চিত্ত বাদ যাইয়া বাকী ৪১ চিত্ত কামাবচরের মনোদ্বারিক বীথি চিত্ত। ইহারা মনোদ্বারাবর্ত্তন, জবন ও তদালম্বন, এই তিন কৃত্য করে: এই তিন কৃত্য সম্পাদন করিতে মনোদ্বারাবর্ত্তন বা ব্যবস্থাপন স্থানে ১ চিত্তক্ষণ, জবনে ৭, ও তদালম্বনে ২ চিত্তক্ষণ, এই দশ চিত্তক্ষণ ব্যয়িত হয়।

* ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যথোচিতভাবে (পুদ্গলানুরূপে) চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তক্ষণে নিরুদ্ধ হয় বলিয়া, সেই চতুর্থ বা পঞ্চম ক্ষণেই * ২৬ প্রকার মহদ্গত ও লোকোত্তর জবন-চিত্তের মধ্যে যে কোন একটি যথাগৃহীত নিমিত্তানুসারে (১) অর্পণা-বীথিতে অবতরণ করে। তৎপর (৪র্থ বা ৫ম চিত্তক্ষণের পর) অর্পণার অবসানে চিত্ত ভবাঙ্গেই পতিত হয়। (অর্থাৎ তদালম্বন উৎপন্ন হয় না)।

এখানে সৌমনস্য সহগত জবনের অনন্তরে সৌমনস্য সহগত অর্পণাই আশা করা যায়; এবং উপেক্ষা সহগত জবনের অনন্তরে উপেক্ষা-সহগতই। পুনরপি কুশল জবনানন্তর তাহার ফল স্বরূপ কুশল জবন এবং ফল চতুষ্টয়ের মধ্যে নীচের (অরহত্ব ফল ব্যতীত) ফলত্রয়; ক্রিয়া-জবনের অনন্তর ক্রিয়া-জবন ও অরহত্ব-ফল আশা করা যায়।

৮। স্মারক-গাথা ঃ— দ্বাত্রিংশৎ সুখ-পুণ্য অর্পণা জবন (২);
অর্পণা দ্বাদশ চিত্ত উপেক্ষা যখন †।
সুখ-ক্রিয়া অষ্ট চিত্তে জবন অর্পণা ‡;
উপেক্ষা ক্রিয়ায় ছয় অর্পণা গণনা ¶।

ত্রিহেতুক কাম-পুণ্যে যে অর্পণা জাগে,
শৈক্ষ্য ও পৃথগ্জন দু'জনে তা লভে।
ত্রিহেতুক কাম-ক্রিয়ে যে অর্পণা জাগে,
তাহা কিন্তু লাভ করে শুধু বীতরাগে।

এই পর্য্যন্ত মনোদ্বারিক বীথি-চিত্তের উৎপত্তি নিয়ম।

* অর্পণা উৎপন্ন হইবার থাকিলে ৪র্থ বা ৫ম চিত্তক্ষণে উৎপন্ন হয়, নতুবা মোটেই উৎপন্ন হয় না। (১) পরিকর্ম্ম ভাবনার শমথ বা বিদর্শন নিমিত্তানুসারে।

পৃথগ্জন ও শৈক্ষ্য পুদ্গলের মোট ৪৪টি অর্পণা-জবন-চিত্ত-বীথি ঃ—
(২) ৩২ প্রকার সৌমনস্য সহগত কুশল-চিত্ত, যথা— ৪ রূপাবচর কুশল

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

৯। তদালম্বন-নিয়মঃ।

সর্ব্বদ্বারে, যদি কোন আলম্বন অমনোরম হয় তবে ইহা অতীত অকুশল কর্ম্মের বিপাক,—পঞ্চ বিজ্ঞানে, সম্প্রতীচ্ছে, সন্তীরণে, তদালম্বনে ফল প্রদান করে; এবং মনোরম হইলে অতীত কুশল কর্ম্মের বিপাক; যদি আলম্বন অত্যন্ত মনোরম হয়, তবে সন্তীরণ এবং তদালম্বন সৌমনস্য-সহগত হয়। ঈদৃশ বিপাকে, সৌমনস্য-সহগত ক্রিয়া-জবনের অবসানে তদালম্বনও সৌমনস্য-সহগত হয়; অথবা যদি ক্রিয়া-জবন উপেক্ষা-সহগত হয়, তবে তৎপরবর্ত্তী তদালম্বন-ক্ষণও উপেক্ষা-সহগত হয়। অথবা যদি জবন দৌর্ম্মনস্য-সহগত হয়, তবে তদালম্বন-ক্ষণ ও ভবাঙ্গসমূহ উভয়ই উপেক্ষা-সহগতই হইয়া থাকে।

সেইজন্য, সৌমনস্য-প্রতিসন্ধিকের দৌর্ম্মনস্য জবনাবসানে যখন তদালম্বন উৎপন্ন হয় না, তখন তৎস্থানে পূর্ব্ব সঞ্চিত পরিত্তালম্বন (৫৪ প্রকার কামাবচর চিত্ত ও ২৮ প্রকার রূপ) অবলম্বন করিয়া উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ (আগন্তুক ভবাঙ্গ) উৎপন্ন হয়। আচার্য্যদের অভিমত এই যে, তৎপরক্ষণেই ভবাঙ্গ-পাত হয়।

(৫ম ধ্যান বর্জ্জিত), চারি মার্গের প্রত্যেকটিতে ৪টি করিয়া সৌমনস্য সহগত লোকোত্তর জবন-চিত্ত ১৬, নিম্নের ফলত্রয়ের প্রত্যেকটিতে ৪টি করিয়া ১২; মোট ৩২ অর্পণা-জবন-চিত্ত। † ১২ উপেক্ষা সহগত কুশল চিত্ত:— পঞ্চম ধ্যান রূপাবচর কুশল ১, অরূপাবচর কুশল ৪, লোকোত্তর পঞ্চম ধ্যান ৭; মোট ১২ চিত্ত। ‡ বীতরাগ অর্হতের ১৪টি অর্পণা জবনের মধ্যে, সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত রূপাবচর ক্রিয়া ৪, অরহত্ত্ব-ফল সৌমনস্য ধ্যান-চিত্ত ৪, এই আট অর্পণা জবন সৌমনস্য সহগত ক্রিয়া জবন। ¶ এবং রূপাবচর ক্রিয়া ৫ম ধ্যানে ১, অরূপ ক্রিয়া ৪, অরহত্ত্ব-ফল ৫ম ধ্যান ১; এই ছয় উপেক্ষা সহগত ক্রিয়া-জবন।

তাঁহারা আরও বলেন যে, (১) শুধু কামাবচর জবনাবসানে, (২) কামলোকস্থ সত্ত্বগণের জন্য, (৩) কামাবচর আলম্বনেই তদালম্বন আশা করা যায়।

১০। স্মারক-গাথা :— কামলোক-চিত্তে, কাম-জবনাবসানে,
বিভূত, মহৎ অতি আলম্বন হ'লে,
বলে "তদ্-আলম্বন" সেই আলম্বনে।

এই পর্য্যন্ত তদালম্বন-নিয়ম।

১১। জবন-নিয়ম।

জবন-চিত্তের মধ্যে পরিত্ত * জবন-বীথিতে কামাবচর-জবন-সমূহ সাতবার বা ছয়বার জবিত (বেগপ্রাপ্ত) হয়; অথবা বাস্তু কিংবা আলম্বনের দুর্ব্বলতার সময়, মরণাসন্নকালে বা মূর্চ্ছাকালে পাঁচবার জবিত হয়। ভগবানের যুগ্মঋদ্ধি প্রদর্শন কালে দ্রুতভাবে চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করিতে, চারি বা পাঁচবার মাত্র জবন-চিত্ত জবিত হইত বলিয়া কথিত আছে। আদি-কর্ম্মিগণের চিত্ত, প্রথম অর্পণায় এবং মহদ্গত জবনে ও অভিজ্ঞা-জবনে সর্ব্বদা এক চিত্তক্ষণ মাত্র জবিত হইয়া ভবাঙ্গে পতিত হয়।

চারি মার্গ-চিত্তের উৎপত্তি এক এক চিত্তক্ষণেই হইয়া থাকে। তৎপর সেই বীথিতেই ফল-চিত্তসমূহ প্রত্যেকটি দুই বা তিন চিত্তক্ষণ ব্যাপিয়া মার্গানুরূপে উৎপন্ন হয়; তৎপর চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

* কামাবচর জবনের পারিভাষিক নাম "পরিত্ত-জবন"
পরিত্ত অর্থ সসীম, যথা পরিত্তাভ।

নিরোধ-সমাপত্তিকালে (ধ্যানে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবার কালে), চতুর্থ অরূপ-চিত্তের (নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞার) জবন দুইবার মাত্র জবিত হইয়া নিরোধ প্রাপ্ত হয়। এবং সেই অবস্থা হইতে পুনরুত্থান কালে, অনাগামী-ফল-চিত্ত বা অর্হত-ফল-চিত্ত, পুদ্গলানুরূপে একবার উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হয় এবং তদনন্তর ভবাঙ্গে পতিত হয়।

প্রত্যেক সমাপত্তি-বীথিতে * ভবাঙ্গ-স্রোতের ন্যায় বীথি-নিয়ম নাই। বহু জবন-ক্ষণ (সাতবারের অধিক) উৎপন্ন হইতে পারে।

১২। স্মারক-গাথা :— পরিত্ত-জবন জবে সপ্ত চিত্তক্ষণ ;
মার্গ ও অভিজ্ঞায় জবে এককক্ষণ।
অবশিষ্টে বহুক্ষণ উপজে জবন।

এ পর্য্যন্ত জবন-নিয়ম।

১৩। পুদ্গল ভেদে বীথি-চিত্তের বিভিন্নতা।

দ্বিহেতুক বা অহেতুক প্রতিসন্ধিকের † নিকট ক্রিয়া-জবন এবং অর্পণা-জবন উৎপন্ন হয় না। ইহারা কাম-সুগতিতে জন্ম গ্রহণ করিলেও জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল কর্ম্মের বিপাক ভোগ করিতে পারে না। এবং দুর্গতিতে জন্ম গ্রহণ করিলে জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত মহাবিপাকরাশিও লাভ করে না।

* সমাপত্তি — পাঁচ ধ্যান-সমাপত্তি এবং মার্গের চারি ফল-সমাপত্তি। সম্যকরূপে প্রাপ্তিই সমাপত্তি — সম্ + আপত্তি (প্রাপ্তি)।

† যাহাদের প্রতিসন্ধি-চিত্ত দুই হেতু সম্প্রযুক্ত তাহারা দ্বিহেতুক প্রতিসন্ধিক ; সেইরূপ প্রতিসন্ধি-চিত্ত অহেতুক হইলে, তাহাদিগকে অহেতুক প্রতিসন্ধিক বলা হয়।

ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধিকগণের মধ্যে ক্ষীণাসবগণের কুশলাকুশল জবন-লাভ হয় না। সেইরূপ শৈক্ষ্য (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত মার্গস্থ) এবং পৃথগ্-জনের ক্রিয়া-জবন-লাভ হয় না। শৈক্ষ্যেরা দৃষ্টি-সম্প্রযুক্ত বা বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত-জবন লাভ করেন না। অনাগামী পুদ্গলেরা প্রতিঘ জবনও লাভ করেন না। আর্য্যগণের * নিকটই লোকোত্তর-জবন স্ব স্ব মার্গ ও ফলানুসারে সমুৎপন্ন হয়।

১৪। স্মারক-গাথা :— অর্হতের চুয়াল্লিশ, শৈক্ষ্যের ছাপ্পান্ন ;
অবশিষ্ট পুদ্গলের বীথি যে চুয়ান্ন।

এ পর্য্যন্ত পুদ্গল-বিভাগ।

১৫। ভূমি-ভেদে বীথি-চিত্ত।

কামাবচর ভূমিতে পূর্ব্ব বর্ণিত সর্ব্ববিধ বীথি-চিত্ত যথোচিত (ভূমি ও পুদ্গলানুরূপে) উপলব্ধ হয়।

রূপাবচর ভূমিতেও তদ্রূপ ; শুধু প্রতিঘ-জবন-বীথি ও তদালম্বন বর্জ্জিত। অরূপাবচর ভূমিতেও তদ্রূপ ; তবে প্রথম মার্গ-জবন-বীথি, রূপাবচর চিত্ত-বীথি, হসন-চিত্ত-বীথি ও নিম্নের অরূপ-চিত্ত বর্জ্জিত।

* স্রোতাপন্ন মার্গস্থ হইতে অর্হৎ ফলস্থ পর্য্যন্ত অষ্ট আর্য্য-পুদ্গল

সর্ব্বলোকে, চক্ষু প্রভৃতি যেই যেই প্রসাদরূপের অভাব আছে, সেই সেই দ্বারিক বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয় না। অসংজ্ঞ-সত্ত্বগণের কোন অবস্থাতেই কোন চিত্তোৎপত্তি নাই।

১৬ স্মারক-গাথা :— বীথি-চিত্ত কামে আশী, চতুঃষষ্টি রূপে,
অরূপেতে বিয়াল্লিশ, জে'নো এইরূপে।

এ পর্য্যন্ত ভূমি-বিভাগ।

১৭। এই প্রকারে, ছয় দ্বারিক চিত্ত-বীথি, যথাসম্ভূত ভবাঙ্গ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া, আমরণ অবিচ্ছেদে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়।

এ পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে বীথি-সংগ্রহ নামক
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বীথি-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা।

প্রথম তিন পরিচ্ছেদে চিত্ত-চৈতসিকের সংগ্রহ, সম্প্রয়োগ, প্রভেদ ইত্যাদি বর্ণনার পর, এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে কামাবচরাদি ভূমি-ভেদে, দ্বিহেতুক-ত্রিহেতুক পুদ্গল-ভেদে, আবর্ত্তন-চিত্ত ও চক্ষু-বিজ্ঞান ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্ত ও পরবর্ত্তী চিত্তানুক্রমে চিত্ত-বীথি প্রদর্শিত হইতেছে।

এই "বীথি" কি? এবং "চিত্ত-বীথি" বলিতেই বা কি বুঝায়? "বীথি" অর্থ পথ। এবং "চিত্ত-বীথি" চিত্তের ভ্রমণ-পথ। চক্ষাদি দ্বার-পথে আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ অবস্থা হইতে চিত্ত জাগ্রত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানাদির * মধ্যদিয়া নির্দ্দিষ্ট কৃত্যাদি * সমাপনান্তে, পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয়। চিত্ত-পরম্পরার এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদনই চিত্তের বীথি-ভ্রমণ, ইহাই চিত্ত-বীথি। এবংবিধ বীথিতে উৎপন্ন চিত্ত-পরম্পরাই "বীথি-চিত্ত"। চিত্ত এইরূপে আলম্বনের স্পর্শে সেই ভবাঙ্গাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া ঐ ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে, ঐ ঐ নির্দ্দিষ্ট কৃত্য সমাপনান্তে পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয়। এইরূপে চিত্ত-পরম্পরা অশ্রান্ত ভাবে বীথি ও ভবাঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু চিত্ত-পরম্পরা ভবাঙ্গের মধ্য দিয়া এইরূপ দ্রুত গতিতে বীথির পর বীথি অতিক্রম করে যে, অলাত-চক্রের আলো-রেখার কিংবা চলচ্চিত্রের

(১) চিত্তের চৌদ্দ প্রকার কৃত্য ও দশ প্রকার স্থান, ৯৫ তম পৃষ্ঠায় কৃত্য-সংগ্রহে দ্রষ্টব্য।

পার্থক্যের ন্যায় এই চিত্ত-পরম্পরার পার্থক্য আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ধরা পড়ে না। সেইজন্য এই অসংখ্য চিত্ত-পরম্পরাকে একটি মাত্র চিত্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রতীতি জন্মে যে, চিত্তের একটি মাত্র অনুভূতি, যাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, "আমি আমটি "দেখিতেছি", তাহা একটি মাত্র চিত্তের ক্রিয়া।

চিত্তের ঈদৃশী একটি মাত্র অনুভূতিতে, চারি শ্রেণীর সহস্র সহস্র বীথির উৎপত্তি সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইতেছে। এই "বীথি-চিত্ত" ও "ভবাঙ্গ" উভয়ই স্ব স্ব আলম্বন, কৃত্য ও স্বভাব সম্বন্ধে বিপরীত ভাবাপন্ন। এই গ্রন্থের ১০৫ তম পৃষ্ঠায়, পাঠক, ভবাঙ্গ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা দেখিয়াছেন। তরঙ্গ-হীন নদী-স্রোতের ন্যায় ভবাঙ্গ শান্তভাবে প্রবহমান; কিন্তু বাত্যাঘাতে যেমন শান্ত নদী-প্রবাহে তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, তেমনি চক্ষাদি দ্বার-পথে আলম্বনের অভিঘাতে ভবাঙ্গ-প্রবাহে চিত্তোৎপত্তি হয়। নবীন আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তের সেই নবীন আলম্বন গ্রহণ (মনন) "চিত্ত-নিয়ম"। নদী-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস আছে, চূড়া আছে, পতন আছে। চিত্তেরও উৎপত্তি আছে, স্থিতি আছে, ভঙ্গ আছে। ভবঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করিয়া, নবীনালম্বন মননই চিত্তের "উৎপত্তি"; সেই লব্ধ আলম্বনে চিত্তের অনিবৃত্তিই "স্থিতি"; এবং নিবৃত্তি বা অন্তর্দ্ধানই "ভঙ্গ"। কোন কোন বৌদ্ধ-দার্শনিক (যথা স্থবির নন্দ) চিত্তের "স্থিতি-ক্ষণ" অস্বীকার করেন। কিন্তু স্থিতি বলিতে চিত্তের নিশ্চলাবস্থা নহে। যেমন বীথিতে, তেমন ভবঙ্গাবস্থায় চিত্ত চির-প্রবহমান। চিত্তের উৎপত্তি-ক্ষণের পর ভঙ্গাভিমুখী ক্ষণটিই "স্থিতি ক্ষণ"। চিত্তের "ক্ষণ" বলিতে এক নিমিষের, বা অঙ্গুলির এক তুড়ী (টুসকি) সময়ের বহু কোটি-শত-সহস্র ভাগের এক ভাগ সময়। এক তুড়ী সময়ের মধ্যে অনেক কোটি-শত-সহস্র "বেদনা" উৎপন্ন হয় বলিয়া অর্থকথায় উক্ত আছে।

এইরূপ এক উৎপত্তি-ক্ষণ, এক স্থিতি-ক্ষণ ও এক ভঙ্গ-ক্ষণ,—এই প্রকার তিন ক্ষণে এক "চিত্তক্ষণ" হয়। এই এক চিত্তক্ষণই এক চিত্তের আয়ু। চিত্তের দ্রুতশীলতার উপমা মিলে না বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। (অঙ্গুত্তর নিকায়, এক নিপাত)। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন:— "The vibration rate of consciousness is the shortest possible wave-length, and is at the extreme end of the spectrum, and is equivalent to the diameter of an electron, which is the cube-root of a millionth of a meter".

The Nature of Consciousness.

আচার্য্য বুদ্ধঘোষ, তাঁহার অত্থসালিনী নামক ধম্ম-সঙ্গণির অর্থকথায়, পঞ্চদ্বার-বীথি সম্বন্ধে, বহু উপমা প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাধিক জন-প্রিয় উপমাটি এখানে গৃহীত হইল। পঞ্চদ্বার-বীথির অনুবাদের সহিত এই উপমাটি শুধু মনোযোগ পূর্ব্বক মিলাইয়া অধ্যয়ন করিলে, চিত্ত-বীথি ও বীথি-চিত্ত সম্বন্ধে মোটামুটি এক পরিষ্কার ধারণা জন্মিবে।

১। এক আম্র-বৃক্ষের নীচে এক ব্যক্তি কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রা যাইতেছে।	১। চিত্তের ভবাঙ্গ অবস্থা।
২। এক দমকা বাতাস আম গাছের উপর দিয়া বহিয়া গেল।	২। অতীত ভবাঙ্গ-কাল। দ্বার-পথে আগত আলম্বন এক চিত্ত-ক্ষণের জন্য ভবাঙ্গ-স্রোতের সহিত প্রবাহিত হইল।

৩। তাহাতে শাখা দোলিয়া উঠিল।	৩। ভবাঙ্গ-চলন কাল। এক চিত্ত-ক্ষণের জন্য ভবাঙ্গে কম্পন উপস্থিত হইল।
৪। এবং একটি আম্র বৃন্ত-চ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল।	৪। ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ কাল। এই এক চিত্তক্ষণে ভবাঙ্গ স্বীয় আলম্বন পরিত্যাগ করিল।
৫। পতন-শব্দে লোকটি জাগিয়া উঠিল।	৫। "মনস্কারের" জাগরণ কাল:—নবীন আলম্বনের দিকে "মনস্কার" আবর্ত্তন করিল; ইহাই পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত। এইখানে বীথি-ভ্রমণ আরম্ভ হইল। ইহা বীথির প্রথম চিত্তক্ষণ।
৬। এবং মুখ-বস্ত্র অপসারিত করিয়া আম্রটি দর্শন করিল।	৬। চক্ষু-বিজ্ঞান কাল; ২য় চিত্তক্ষণ।
৭। তৎপর ফলটি কুড়াইয়া লইল।	৭। সম্প্রতীচ্ছ-কাল; ৩য় চিত্তক্ষণ।
৮। এবং মর্দ্দন বা পরীক্ষা করিল।	৮। সন্তীরণ-কাল; ৪র্থ চিত্তক্ষণ।
৯। উহা আস্বাদোপযোগী সুপক্ব আম্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল।	৯। ব্যবস্থাপন-কাল; ৫ম চিত্তক্ষণ।
১০। পরিভোগ করিল।	১০ জবন-কাল; ৬ষ্ঠ—১২শ চিত্তক্ষণ।
১১। "পরিভোগ করিয়াছি" এই স্মৃতি উপভোগ করিল।	১১। তদালম্বন-কাল; ১৩শ—১৪শ চিত্তক্ষণ।

১২। পুনঃ নিদ্রামগ্ন হইল।

১২। পুনঃ ভবাঙ্গ-কাল অর্থাৎ চিত্ত ভবাঙ্গ-স্থানে, ভবাঙ্গ-কৃত্যে ও ভবাঙ্গাবলম্বনে পুনঃ নিযুক্ত হইল। কাহার বলে? "জীবিতেন্দ্রিয়" চৈতসিকের বলে। ইহাও "চিত্ত-নিয়ম"।

এই উপমায় কি বুঝা গেল? বুঝা গেল যে, আলম্বনের কার্য্য প্রসাদ-রূপে স্পর্শ; আবর্ত্তন-চিত্তের (মনস্কারের) কার্য্য বিষয়াভিমুখী ভাব; চক্ষু-বিজ্ঞানের কার্য্য দর্শন; সম্প্রতীচ্ছের কার্য্য আলম্বন গ্রহণ; সন্তীরণের কার্য্য পরীক্ষা; ব্যবস্থাপনের কার্য্য পরীক্ষান্তে আলম্বনকে কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা নির্দ্ধারণ; জবনের কার্য্য আলম্বনের রসানুভব; তদালম্বনের কার্য্য জবনের কার্য্যের রসানুভব। আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ-চিত্ত জাগ্রত হইয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি সম্পাদন করার নাম চিত্তের "বীথি-পর্য্যটন" এই বীথির জবন-স্থানেই চিত্ত সক্রিয়, ইহাই "কর্ম্ম-ভব" (১)। পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন ও মনোদ্বারাবর্ত্তন অহেতুক-ক্রিয়া-চিত্ত (২)। দ্বি-পঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ ও তদালম্বন বিপাক প্রদানের স্থান; এইস্থান সমূহে এইসব চিত্ত জাগ্রত বটে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় ও হেতু-বিরহিত (৩); কিন্তু তন্মধ্যে যদি আলম্বন

(১) ১২ অকুশল, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ১ হসিতোৎপাদ, এই ২৯ প্রকার কামাবচর জবন-চিত্তই কামাবচর-কর্ম্ম।

(২) ৩য় পৃষ্ঠার (গ) দ্রষ্টব্য।

(৩) ৬২ তম পৃষ্ঠায় এই সকল চিত্তের চৈতসিক-সংগ্রহ দৃষ্টে ইহাদের নিষ্ক্রিয়তা ও অহেতুকতার কারণ বুঝা যাইবে।

"অতি-মহৎ" হয় তবে তদালম্বনে, সেই বীথির জবনেরই আশু বিপাক উৎপন্ন হয়; অতি-মহৎ না হইলে উৎপন্ন হয় না; এবং দ্বি-পঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ ও সন্তীরণ-স্থানে পূর্ব্বজন্ম-কৃত কুশলাকুশলের বিপাক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় (৪)।

উপরোক্ত আম্রোপমা "অতি-মহদালম্বন" সম্বন্ধে।

(ক) অতি-মহদালম্বন-বীথি। এক চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ চলন:—

তী ন দ প বি স ণ ম জ জ জ জ জ জ জ ত ত ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

(খ) মহদালম্বন-বীথি। দুই চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ চলন:—

তী তী ন দ প বি স ণ ম জ জ জ জ জ জ জ ভ ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

তিন চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ-চলন:—

তী তী তী ন দ প বি স ণ ম জ জ জ জ জ জ জ ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

(গ) পরিত্তালম্বন-বীথি। চারি চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ-চলন। এই বীথিতে চিত্ত মনোদ্বারাবর্ত্তনে তিন চিত্তক্ষণ প্রবর্ত্তনের পর ভবাঙ্গে পতিত হয়।

তী তী তী তী ন দ প বি স ণ ম ম ম ভ ভ ভ ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

(৪) ৩য় পৃষ্ঠার (ক), (খ) এবং ২৩শ—২৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সঙ্কেতার্থ:— তী = অতীত ভবাঙ্গ, ন = চলন, দ = উপচ্ছেদ, প = পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন, বি = পঞ্চ বিজ্ঞান, স = সম্প্রতীচ্ছ, ণ = সন্তীরণ, ম = মনোদ্বারাবর্ত্তন, জ = জবন, ত = তদালম্বন, ভ = ভবাঙ্গ। ||| উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গ-ক্ষণত্রয়।

এইরূপে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ বা ৯ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ-চলন আরম্ভ হইলে চিত্ত "মনোদ্বারাবর্ত্তন" হইতেই ভবাঙ্গে পতিত হয়। এইরূপে পরিত্তালম্বন-বীথি ছয় প্রকারে উৎপত্তির সম্ভাবনা আছে। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারই উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, এই বীথিতে চিত্ত জবনে পৌঁছে না; সুতরাং কুশলাকুশল কর্ম্মও এই বীথি-চিত্ত দ্বারা গঠিত হয় না। হাল্‌কা চিত্তে অমনোযোগিতার সহিত আলম্বন গ্রহণ, এই বীথিরই কারসাজি।

(ঘ) অতি-পরিত্তালম্বন-বীথি। ১০—১৫ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাঙ্গ-চলন। প্রথম-বীথি :—

তী তী তী তী তী তী তী তী তী তী ন ন ভ ভ ভ ভ ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

৬ষ্ঠ বীথি :—

তী তী তী তী তী তী তী তী তী তী তী তী তী তী তী ন ন ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

এই আলম্বন বীথি-উৎপাদনে অমোঘ (অব্যর্থ) নহে,—মোঘ।

পঞ্চদ্বারিক আলম্বন যুগপৎ দুই দ্বারেরই অধিকারে আগমন করে। রূপালম্বন যেই "ক্ষণে" চক্ষু-প্রসাদে স্পৃষ্ট হয়, সেই "ক্ষণে" মনোদ্বারেও স্পৃষ্ট হয় এবং ভবাঙ্গ-চলনের প্রত্যয় হয়। ইহা পঞ্চদ্বারিক বীথির মিশ্র-মনোদ্বার-বীথি। শব্দাদি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। দণ্ডাহত ঘণ্টা-ধ্বনির অনুরবের ন্যায় পঞ্চদ্বারিক বীথি, আলম্বনের বিগমেও, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হইতে থাকে। তাই বলা হইয়াছে—

"রূপং পঠম-চিত্তেন, 'তীতং দুতিয়-চেতসা,
নামং ততিয-চিত্তেন, অত্থং চতুত্থ-চেতসা"।

উক্ত গাথানুসারে প্রত্যেক চক্ষুদ্বার-বীথির অনন্তরে যথাযোগ্য "তদনুবর্ত্তক-মনোদ্বার-বীথি" ও "শুদ্ধ-মনোদ্বার-বীথি" উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সর্ব্বাদৌ এক চক্ষু বিজ্ঞান-বীথি, তদনন্তর অতীতকে (সদ্য বিগত আলম্বনকে) মনন করিয়া দ্বিতীয় তদনুবর্ত্তক মনোদ্বার-বীথি, তদনন্তর নাম-প্রজ্ঞপ্তিকে মনন করিয়া তৃতীয় "শুদ্ধ মনোদ্বার-বীথি," তদনন্তর অর্থ-প্রজ্ঞপ্তিকে মনন করিয়া (আলম্বনের গুণাবলী সম্বন্ধে ধারণাদি গঠন করিয়া) চতুর্থ "শুদ্ধ মনোদ্বার-বীথি" উৎপন্ন হয়। আলম্বনকে নিশ্চিতরূপে জানিবার জন্য, প্রত্যেক পঞ্চদ্বার-বীথির সহ-যোগী এই তিন মনোদ্বার-বীথি, একটির পর একটি, শত সহস্রবার উৎপন্ন হয়। তাহাতে ইহার জবন-স্থানে কর্ম্ম নবীভূত ও গঠিত হয়। তাই বলা হয়— "কম্মস্স কারকো নত্থি"। বীথিস্থ চিত্ত-পরম্পরা, যেমন প্রত্যেক বীথির পর, তেমন বীথির প্রত্যেক "স্থানে" প্রত্যেক চিত্তক্ষণের পর, ভবাঙ্গে পতিত হয় ও পুনরুৎপন্ন হয়। এইরূপ উঠা-নামা দ্বারা চলচ্চিত্রের অভিনয় করিয়া বীথি-পরম্পরার প্রত্যেক বীথি, তদালম্বন-স্থানে সমাপ্ত হয় ও ভবাঙ্গপাত হয়। পুনঃ উঠিয়া পড়িয়া বীথি-ভ্রমণ, পুনঃ ভবাঙ্গে পতন। পুনঃ ভ্রমণ, পুনঃ পতন। এই ভাবেই চিত্ত চলিয়াছে, এই ভাবেই কাজ করে। চিত্ত, তাহা হইলে, কত চঞ্চল! কত অনিত্য! এই প্রকারেও "অনিত্যতা" ও "অনাত্মতা" সম্বন্ধে বিদর্শন-ভাবনা করিতে হয়। ইহা সত্য বটে "ফন্দনং, চপলং চিত্তং দুরক্‌খং দুন্নিবারযং"; ইহাও সমপরিমাণে সত্য যে, ঈদৃশ চিত্তকে "উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং"।

কামাবচর মনোদ্বার-বীথি।

পঞ্চদ্বারে যোজনা-অনুবন্ধন ব্যতীত, ছয় প্রকার মনোদ্বারিক কামাবচর আলম্বনের মধ্যে যে কোন একটির সাহায্যে উৎপন্ন চিত্ত-বীথিই "কামাবচর মনোদ্বার-বীথি"। দ্বাদশ অকুশল চিত্ত,

৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ৮ সহেতুক মহাবিপাক, ৩ সন্তীরণ, ১ মনোদ্বারাবর্ত্তন, ১ হসিতোৎপাদ চিত্ত,—সর্ব্বশুদ্ধ এই একচল্লিশ চিত্তই কামাবচর মনোদ্বার-বীথিতে উৎপত্তিশীল চিত্ত। এখানে মনোদ্বার বলিতে "শুদ্ধ মনোদ্বার" বুঝিতে হইবে; পঞ্চ-বিজ্ঞানের "অনুবর্ত্তক-মনোদ্বার" নহে।

পঞ্চদ্বারের পূর্ব্বগৃহীত আলম্বন, কিংবা তৎসম্বন্ধীভূত আলম্বন, পরবর্ত্তী সময়ে কারণ-লাভে, শুদ্ধ-মনোদ্বারে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বদৃষ্ট "বোধি-দ্রুম" যদি আজ স্মৃতিতে উপস্থিত হয়, কিংবা সেই বোধি-দ্রুম সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিষয়, অনুমান বা সৃজন-ক্ষমা কল্পনা সৃজন করে, তবে বলিতে হইবে.—এই সমস্ত বিষয় "শুদ্ধ-মনোদ্বারিক"। মনোদ্বারিক বীথি-চিত্তের ত্রিবিধ কৃত্য, (১) মনোদ্বারাবর্ত্তন, (২) জবন এবং (৩) তদালম্বন। আলম্বন অবিভূত হইলে তদালম্বন-কৃত্য সাধিত হয় না, শুধু প্রথম দুই কৃত্যই সাধিত হয়।

শুদ্ধমনোদ্বারিক বীথির রেখাঙ্কন।

১। বিভূতালম্বন-বীথি।

ভ ন দ ম জ জ জ জ জ জ জ ত ত • ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

২। অবিভূতালম্বন-বীথি।

ভ ন দ ম জ জ জ জ জ জ জ ভ
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

এই শুদ্ধ-মনোদ্বারিক বীথিতে মনোদ্বারাবর্ত্তন চিত্তই "ব্যবস্থাপন-কৃত্য" সাধন করে। অর্থাৎ পঞ্চদ্বার-বীথিতে যাহা "ব্যবস্থাপন-চিত্ত" ও "ব্যবস্থাপন-কৃত্য", তাহাই শুদ্ধ মনোদ্বার-বীথিতে "মনোদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত" ও "মনোদ্বারাবর্ত্তন-কৃত্য"। "পরমত্থ-দীপনী" মনোদ্বারালম্বনকে

চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথা :— (১) অতি-বিভূত, (২) বিভূত, (৩) অবিভূত, (৪) অতি-অবিভূত। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর আলম্বন জবনে পৌঁছে, শেষের দুই শ্রেণীর জবনে পৌঁছে না। অন্যান্য টীকাকারগণ মনোদ্বার-বীথির জবনানুগ আলম্বনকে পরিহার করিয়াছেন।

অর্পণা-জবন :—মহদ্গত বা লোকোত্তর-ধ্যান-চিত্তের জবনই অর্পণা-জবন-চিত্ত। "একগ্গং চিত্তং আরম্মণে অপ্পেতী'তি অপ্পনা। চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে আলম্বনে নিমজ্জন পূর্ব্বক অর্পিত হইয়া থাকে, তখন চিত্তের অর্পণার অবস্থা। "বিতর্ক" চৈতসিক সাধারণতঃ চিত্তকে আলম্বনে নিক্ষেপ করে; কিন্তু ইহা ধ্যানাঙ্গ-রূপে চিত্তকে আলম্বনে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। একাগ্র চিত্তের ঈদৃশ আলম্বন-ময়তাই অর্পণা বা পূর্ণসমাধি (১)। আলম্বন (প্রতিভাগ-নিমিত্ত) সুস্পষ্টভাবে চিত্তে মুদ্রিত না হইলে অর্পণা উৎপন্ন হয় না। এইজন্য অর্পণা-চিত্তের আলম্বন সর্ব্বদা "বিভূত"। অর্পণা-চিত্ত অতীব শান্ত স্বভাব, বিনীবরণ; তদ্ধেতু ইহা তদালম্বনে-আবদ্ধ হইতে পারে না। জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত দ্বিহেতুক জবন অপেক্ষাকৃত অস্থির স্বভাব বলিয়া, শান্ত-স্বভাব অর্পণা-জবনের উপনিশ্রয় (কারণ) হইতে পারে না; সেইজন্য জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ত্রিহেতুক কামাবচর-জবনই অর্পণার উপনিশ্রয়। "পরিকর্ম্ম" নামক জবন-চিত্তক্ষণে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা—প্রত্যেকটি সমতা প্রাপ্ত হয়। "উপচার" নামধেয় জবন-চিত্তক্ষণে, চিত্ত অর্পণার সমীপচারী। "অনুলোম-ক্ষণে" অর্পণা-উৎপত্তির যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা বিদূরিত হইয়া, চিত্ত বিশুদ্ধ, অনুকূল, উপযোগী ও অর্পণা-বহ হয়। চতুর্থ জবন

(১) ৩৫ শ — ৩৬ শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

"গোত্রভূ-ক্ষণে" চিত্ত কামাবচর-গোত্র বা পৃথগ্জন-গোত্র অভিভূত করিয়া, রূপারূপ বা লোকোত্তর-গোত্রে আবির্ভূত হইবার জন্য, তদুপযোগী আলম্বন গ্রহণ করে। ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী জবন-ক্ষণেই অর্পণা-ধ্যান উৎপন্ন হয়। ইহাই অর্পণা-জবন। আদি-কর্ম্মীর চিত্ত এই পঞ্চম জবনের পরই ভবাঙ্গে পতিত হয়। ক্ষিপ্র বা মন্দ-প্রাজ্ঞ পুদ্গলানুসারে অর্পণা-জবন চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তক্ষণে নিরুদ্ধ হয়।

বিভিন্ন বেদনা-সহগত জবন-চিত্তের মধ্যে পরস্পর আসেবন (পৌনঃপুনিক অভ্যাস) হইতে পারে না, এইজন্য সৌমনস্য-জবনের উপনিশ্রয়ে সৌমনস্য-অর্পণা উৎপন্ন হয় এবং উপেক্ষা-জবনের উপনিশ্রয়ে উপেক্ষা-অর্পণাই উৎপন্ন হয়।

শৈক্ষ্য ও পৃথগ্জনের নিকট ৩২ প্রকার সৌমনস্য-সহগত অর্পণা উৎপন্ন হয়; এবং ১২ প্রকার উপেক্ষা-সহগত কুশল-পঞ্চম-ধ্যানের অর্পণা উৎপন্ন হয়।

কিন্তু বীতরাগ অর্হতের ১৪ প্রকার অর্পণা-জবন-চিত্তের মধ্যে, ৮টি সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া-জবনের উপনিশ্রয়ে এবং ৬টি উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া-জবনের উপনিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। (১২৩ শ — ১২৪ শ পৃষ্ঠার পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য)।

উপচার বা লোকীয় ধ্যান-বীথির নক্সা।

ভ	ন	দ	ম	ক	চা	নু	গো	ভ	ভ

অর্পণা জবন-বীথির নক্সা

ভ	ন	দ	ম	ক	চা	নু	গো	ধ্যা	ভ	ভ

সঙ্কেতার্থ :— ভ = ভবাঙ্গ, ন = ভবাঙ্গ-চলন, দ = ভবাঙ্গোপচ্ছেদ,
ম = মনোদ্বারাবর্জ্জন, ক = পরিকর্ম্ম, চা = উপচার,
নু = অনুলোম, গো = গোত্রভূ, ধ্যা = অর্পণা-ধ্যান।

তদালম্বন-কথা ঃ— কোন আলম্বন কুশলও নহে, অকুশলও নহে। তবে আলম্বন যে মনোরম বা অমনোরম বোধ হয়, তাহা আলম্বনের প্রতি চিত্তের পূর্ব্বার্জ্জিত ধারণা অনুসারে। এই পূর্ব্ব-লব্ধ ধারণা, উপস্থিত আলম্বনের স্পর্শে, বিপাক-আকারে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ-বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ ও তদালম্বন-স্থানের সহিতই এই বিপাক সম্বন্ধীভূত। তবে জবন-স্থানে ইহা নবীভূত হয়। যেই আলম্বন কুশল-বিপাক উৎপন্ন করে, তাহাই ইষ্ট বা মনোরম; ইচ্ছিতব্য অর্থে ইষ্ট ; বাঞ্ছনীয়। অনিচ্ছিতব্য অর্থে অনিষ্ট, অবাঞ্ছনীয়. অমনোরম। বাঞ্ছিত হউক, বা অবাঞ্ছিত হউক বিপাক স্বতঃই উৎপন্ন হয় ; ইষ্ট বা অনিষ্ট আলম্বন বিপাক-চিত্তকে বঞ্চনা করিতে পারে না। দর্পণস্থ মুখচ্ছবির উপর যেমন কাহারও কোন কর্তৃত্ব নাই, ইহা কর্ম্মজ মুখ-মণ্ডলেরই প্রতীক, তেমন এই তদালম্বন-চিত্তের উপরও কাহারও কোন আধিপত্য নাই,— ইহা সেই বীথিস্থ জবনেরই আশু প্রতিক্রিয়া,— ভবাঙ্গে যেন উপচিত হইতে যাইতেছে। এবং অবকাশ পাইলে পঞ্চ-বিজ্ঞানাদিতে বা প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানাকারে পুনঃ ফলদান করিবে।

৫ সৌমনস্য-সহগত চিত্তের সহিত, সৌমনস্য বা উপেক্ষা-সহগত বিপাকেরই "অনন্তর-প্রত্যয়", দৌর্ম্মনস্য-সহগত বিপাকের সহিত এই সম্বন্ধ হয় না। অর্থাৎ সৌমনস্য-চিত্তের অবিচ্ছেদে দৌর্ম্মনস্য-বিপাক উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সৌমনস্য প্রতিসন্ধিকের (যাহার প্রতিসন্ধি-চিত্ত, সুতরাং ভবাঙ্গ সৌমনস্য-সহগত) কোন এক চিত্ত-বীথিতে যদি দৌর্ম্মনস্য জবন উৎপন্ন হয়, তবে সেই দৌর্ম্মনস্য-জবনের অবসানে, তদালম্বনোৎপত্তির অনবকাশে, তৎস্থলে এক চিত্তক্ষণের জন্য "উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ-চিত্ত" উৎপন্ন হয় ; তৎপর ভবাঙ্গ-পাত হয়। ঈদৃশ উপেক্ষা-সন্তীরণকে "আগন্তুক-ভবাঙ্গ" বলা হয়।

তদালম্বন-স্থান দুই চিত্তক্ষণিক। দুই চিত্তক্ষণের অবকাশ না হইলে, তদালম্বন-চিত্তোৎপত্তি ব্যতীত, জবন-স্থান হইতেই ভবাঙ্গ-পাত হয়।

কামাবচর চিত্তের অতিমহদালম্বনের প্রত্যয়েই কামাবচর-চিত্ত-বীথিতে তদালম্বনোৎপত্তি সম্ভব। অর্পণা-চিত্ত-বীথি বিনীবরণ বলিয়া, মহদগত ও লোকোত্তরের আলম্বন "অতি-মহৎ" বা "বিভূত" হইলেও তথায় তদালম্বন-বিপাক-চিত্ত উৎপন্ন হয় না।

জবন-কথা ঃ— এই গ্রন্থের ৩৬ শ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় এবং ১০৫ তম পৃষ্ঠায় জবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। "জবন" শব্দের ধাত্বার্থ দ্বারা "বেগ," "গমন" বুঝাইলেও দার্শনিক অর্থে ইহা চিত্তের বেগ, চিত্তের গমনই বুঝায়। আলম্বনে চিত্তের গমন অর্থ সক্রিয় ভাবে চিত্তের আলম্বন উপলব্ধি। "যে গত্যর্থা তে বুদ্ধ্যর্থা"। সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে আলম্বন গ্রহণ করে,— ইহা স্বাধীনতা-হীন, স্রোত-বাহিত কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায়; ইহা ভাগ্য, অদৃষ্ট। কিন্তু জবন-চিত্ত আলম্বনকে সক্রিয়ভাবে (অশনি বেগে) গ্রহণ করে, জানে ও ব্যবহার করে। ইহা স্বাধীন, ইহা পুরুষকার; এবং কুম্ভীরের ন্যায় অনুকূল-প্রতিকূল স্রোতে চলন-ক্ষম। এই জবন-স্থানে চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ৭ চিত্তক্ষণ আলম্বন উপলব্ধি করে। প্রথম জবন আসেবনের (অভ্যাসের) অভাবে দুর্ব্বল; দ্বিতীয় জবন নিজ শক্তি ও প্রথম জবন হইতে প্রাপ্ত-শক্তি-সংযোগে, প্রথম জবন হইতে বলবত্তর। সেইরূপ তৃতীয় জবন দ্বিতীয় হইতে, এবং চতুর্থ, তৃতীয় হইতে বলবত্তর। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম জবন পতনোন্মুখ বলিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বলতর। প্রথম জবনের বিপাক সেই জন্মেই ফলে; ফলিবার অবকাশ না পাইলে উহা ক্ষীণ-বীজ হইয়া যায়। সপ্তম জবন পতনোন্মুখ হইলেও প্রথম জবন হইতে বলবত্তর। এইজন্য ইহার বিপাক পরবর্ত্তী জন্মে ফলে;

সেই জন্মে ফলিবার অনবকাশে ক্ষীণ-বীজ হইয়া যায়। মধ্যের পাঁচ জবনের ফলনোপযোগী শক্তি বহু শত সহস্র জীবন,— নির্ব্বাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, সঞ্জীবিত থাকে। তবে ইতিমধ্যে বিপরীত বা অনুকূল কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত বিপাককে পরিবর্ত্তন অর্থাৎ হ্রাসবর্দ্ধন করা যায়। অন্য আকারে বলিতে গেলে এক স্বভাবের জবন (কর্ম্ম) যতই সুগঠিত হইতে থাকে, বিপরীত স্বভাবের বিপাক-শক্তি ততই হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা না হইলে জীবের উন্নতি ও মুক্তি অসম্ভব হইত। জবনে জবনে যে শক্তি-সঞ্চারণ, তাহা "আসেবন-প্রত্যয়"। আসেবন-প্রত্যয় কর্ম্মে কর্ম্মে প্রত্যয় এবং শুধু জবন-স্থানে সম্পাদিত হয়। কুশল-শক্তি কুশল-জবনই গ্রহণ করিতে পারে, অকুশল জবন তাহা পারে না। এইজন্য সৌমনস্য-জবন সৌমনস্য-অর্পণার, উপেক্ষা-জবন উপেক্ষা-অর্পণার উৎপত্তির সহায়। "জবন" সম্বন্ধে অন্যান্য কথা অনুবাদে বিশদ।

পুদ্গল-ভেদে বীথি-কথাঃ— দ্বিহেতুক ও ত্রিহেতুক-চিত্ত সম্বন্ধে ৩১ শ পৃষ্ঠা, এবং অহেতুক-প্রতিসন্ধি সম্বন্ধে ২৬ শ — ২৭ শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অর্থকারেরা বলেন দ্বিহেতুক ও অহেতুক প্রতিসন্ধি-চিত্তের স্বভাব "বিপাকাবরণ"। অমোহ বা প্রজ্ঞাহেতুর অভাবেই ইহা ঘটে। এইজন্য যাহাদের প্রতিসন্ধি-চিত্ত দ্বিহেতুক বা অহেতুক, তাহারা অর্পণা-জবন বা মহদ্গত-বীথি উৎপাদন করিতে পারে না, লোকোত্তর ত দূরের কথা। ক্রিয়া-জবন শুধু অর্হতের চিত্ত। ৩০ শ—৩০শ, ৪৪ শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শুধু ইহা নহে; ঈদৃশ প্রতিসন্ধিক, যদি কাম-সুগতিতে জন্ম-গ্রহণ করে, তবে জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কুশল কর্ম্মের বিপাক এবং দুর্গতিতে জন্মিলে জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত মহাবিপাকও ভোগ করিতে পারে না। ইহা ঠিক যেন উদরাময়গ্রস্ত ধনীর লব্ধ-সুভোজ্য উপভোগে অক্ষমতা। ধনীর আরোগ্য-চেষ্টা কর্ত্তব্য; কুশলার্থীর কুশল-কর্ম্মকে উৎকৃষ্ট ত্রিহেতুক করিবার-চেষ্টা ততোধিক কর্ত্তব্য।

অর্হতের ৪৪ বীথি-চিত্তঃ— ২৩ কামাবচর বিপাক, ২০ ক্রিয়া-চিত্ত, ১ অরহত্ব ফল-চিত্ত।

সপ্ত শৈক্ষ্যের ৫৬ বীথি-চিত্তঃ— ৪ দৃষ্টি-সম্প্রযুক্ত ও ১ বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত-চিত্ত বর্জ্জিত ৭ অকুশল-চিত্ত, ২১ কুশল-চিত্ত, ২৩ বিপাক. ৩ ফল-চিত্ত, ২ আবর্ত্তন-চিত্ত। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী প্রত্যেকের ৫১ এবং অনাগামীর ৪৯ বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়। প্রাগুক্ত ৫৬ প্রকার বীথি-চিত্ত হইতে ৩ মার্গের কুশল ও ২ ফল-চিত্ত বাদ যাইয়া স্রোতাপন্নের ৫১ বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়। এবং ২ প্রতিঘ, ২ মার্গ-কুশল ও ১ অনাগামী ফল-চিত্ত বাদ যাইয়া সকৃদাগামীর ৫১ বীথি উৎপন্ন হয়। ৬ অকুশল (উদ্ধত-চিত্ত ব্যতীত) ও ১ অরহত্ব-কুশল বাদ যাইয়া অনাগামীর ৪৯ বীথি উৎপন্ন হয়।

অবশিষ্ট পৃথগ্-জনের ১৭ লোকীয় কুশল, ১২ অকুশল, ২৩ কাম বিপাক, ২ আবর্ত্তন, সর্ব্বশুদ্ধ ৫৪ বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়।

ভূমি-ভেদে বীথি-কথাঃ— ১১ প্রকার কামভূমির সত্বগণের নিকট চক্ষু-শ্রোত্রাদি ছয় দ্বার বিদ্যমান। সেইজন্য তাহাদের নিকট ছয়-দ্বারিক বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়। শুধু ৯ প্রকার মহদ্গত বিপাক উৎপন্ন হয় না। এইজন্য কাম-ভূমিতে বীথি-চিত্তের সংখ্যা আশী।

১৬ প্রকার রূপ-ভূমির মধ্যে "অসংজ্ঞ-সত্ব-ভূমি" বাদ যাইয়া, বাকী ১৫ প্রকার রূপভূমিতে ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়দ্বারিক বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয় না। অধিকন্তু প্রতিঘ-জবন ও তদালম্বনও উৎপন্ন হয় না। এই ভূমিতে ৬৪ প্রকার বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়ঃ— ৮ লোভ-চিত্ত, ২ মোহ-চিত্ত, ২ চক্ষু-বিজ্ঞান, ২ শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ২ সম্প্রতীচ্ছ, ৩ সন্তীরণ, ৩ অহেতুক-ক্রিয়া, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ৯ মহদ্গত কুশল, ৯ মহদ্গতক্রিয়া এবং ৮ লোকোত্তর।

অরূপ ভূমিতে পঞ্চ-প্রসাদরূপ নাই; তজ্জন্য দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান, মনোধাতুত্রিক, সন্তীরণত্রয় এই ষোল পঞ্চদ্বারিক বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। কাম-ভূমিতেও জন্মান্ধের চক্ষু-বিজ্ঞান, বধিরের শ্রোত্র-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। উক্ত ১৬ বীথি-চিত্ত ব্যতীত ২ প্রতিঘ-জবন, ৮ মহাবিপাক, ১ স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত, ১৫ রূপাবচর চিত্ত, ১ হসন চিত্ত, ৪ অরূপ বিপাকও উৎপন্ন হয় না। সর্ব্বমোট ৪৭ চিত্ত উৎপন্ন হয় না,—৪২ বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়:—৮ লোভ-মূলক, ২ মোহ-মূলক, ১ মনোদ্বারাবর্ত্তন, ৮ মহাকুশল, ৮ মহাক্রিয়া, ৪ অরূপ-কুশল, ৪ অরূপ-ক্রিয়া. স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত বর্জ্জিত ৭ লোকোত্তর। আকাশানন্তায়তন ভূমিতেই এই ৪২ বীথি-চিত্ত সমস্তই উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিজ্ঞানানন্তায়তন ভূমিতে এই ৪২ বীথি-চিত্ত হইতে আকাশানন্তায়তনের ১ কুশল ও ১ ক্রিয়া-চিত্ত বাদ যাইয়া বাকী ৪০ বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আয়তনের কুশল ও ক্রিয়া-চিত্ত বাদ যাইয়া আকিঞ্চনায়তন-ভূমিতে ৩৮ এবং নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ভূমিতে ৩৬ বীথি-চিত্ত উৎপন্ন হয়।

কোন এক ভবে প্রতিসন্ধির পরই সেই প্রতিসন্ধি-চিত্ত ১৫ বা ১৬ চিত্ত-ক্ষণ ভবাঙ্গাবস্থায় থাকে। তদনন্তর "ভব-নিকন্তি" নামক লোভ-জবন-চিত্ত মনোদ্বার-বীথিতে উৎপন্ন হইয়া, এই নবীন জন্মকে অভিনন্দন করে ও পুনঃ ভবাঙ্গে পতিত হয়। ইহাই এই নবীন ভবের প্রথম বীথি। [নিকন্তি অর্থ "নন্দি-রাগ-সহগতা" তৃষ্ণা। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ "নিকান্তি"]। এই প্রথম বীথি হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়দ্বারিক চিত্ত-বীথি, ভূমি, পুদ্গল, দ্বার ও আলম্বন অনুসারে উৎপত্তির অনুরূপে, আমরণ, শুধু ভবাঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ খণ্ডিত হইয়া, নিরন্তর প্রবর্তিত হয়। বীথির সহিত ভবাঙ্গের এবং ভবাঙ্গের সহিত বীথির "অনন্তর প্রত্যয়"।

এবং বীথিস্থ চিত্ত-পরম্পরার মধ্যেও পরস্পর "অনন্তর-প্রত্যয়" সম্বন্ধ। সুতরাং সেই অবিদিত আদি হইতে সত্ত্ব বিশেষের যে চিত্ত-বীথি ও ভবাঙ্গ, ভবাঙ্গ ও চিত্ত-বীথি অবিচ্ছেদে উঠিয়া পড়িয়া নবীভূত সুতরাং পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা শুধু অর্হতের চ্যুতি-চিত্তেই চিরতরে নিরোধ প্রাপ্ত হয়,—এই উঠা-নামার নির্ব্বাণ হয়। এই তত্ত্ব সর্ব্বশঃ জ্ঞান-গোচর করিবার সৌভাগ্য হইলে, "শাশ্বত-উচ্ছেদ-আত্মবাদ-সৎকায়" প্রভৃতি যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীণ হইয়া যায়। দৃষ্টি-বিচিকিৎসার শ্মশানই লোকোত্তরের সিংহ-দ্বার।

বীথি-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা সমাপ্ত।

বীথি-সংগ্রহের অনুশীলনী।

১। বীথি-চিত্ত ও ভবাঙ্গে পার্থক্য কি? পঞ্চদ্বার-বীথির খাস স্থান ও কৃত্য কি কি? বীথির সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্থান ও কৃত্য প্রদর্শন কর।

২। "জবন" বলিতে কি বুঝিয়াছ? "জবন" সম্বন্ধে যাহা যাহা জান সব বল। দ্বিহেতুক প্রতিসন্ধিকের অর্পণা-জবন উৎপন্ন হয় না কেন? লোকোত্তর ও মহদ্গত বীথির জবন সম্বন্ধে কি জান, সবিস্তার বর্ণন কর।

৩। পঞ্চ-দ্বারিক ও মনোদ্বারিক আলম্বনের শ্রেণীভাগ বর্ণন কর। প্রত্যেক প্রকার আলম্বনের সহিত তৎসম্পর্কিত বীথি বুঝাইয়া বল।

৪। আগন্তুক ভবাঙ্গ ও মূল-ভবাঙ্গ সম্বন্ধে কি জান? সৌমনস্য প্রতিসন্ধিকের দৌর্ম্মনস্য-জবনাবসানে তদালম্বন উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, চিত্ত সোজাসুজি মূল-ভবাঙ্গে পতিত হইতে পারে কি? উত্তরের কারণ বল।

৫। পুদ্গল ও ভূমিভেদে বীথি-চিত্ত নির্ণয় কর বীথি-চিত্তের নিরোধ কিরূপে ও কখন হয়? বীথি-চিত্ত চতুরার্য্য সত্যের কোন্ সত্যের অন্তর্গত?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বীথি-মুক্ত চিত্ত-সংগ্রহ।

১। সূচনা-গাথা :— প্রবর্ত্তন উদীরিত বীথি-চিত্তাকারে ;
এবে কহি যত সব সন্ধির ব্যাপারে।

২। বীথি-মুক্ত চিত্ত-সংগ্রহের আলোচ্য বিষয় চতুর্ব্বিধ। তাহাদের প্রত্যেকের আবার চারিটি করিয়া উপশ্রেণী আছে :—

(১) চতুর্ব্বিধ ভূমি ; (২) চতুর্ব্বিধ প্রতিসন্ধি ; (৩) চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ; (৪) চতুর্ব্বিধ মরণোৎপত্তি।

চতুর্ব্বিধ ভূমি।

(ক) অপায়-ভূমি ; (খ) কাম-সুগতি ভূমি ; (গ) রূপাবচর ভূমি ; (ঘ) অরূপাবচর ভূমি।

(ক) অপায়-ভূমি * পুনরপি চতুর্দ্ধা :— (১) নিরয়-লোক ; (২) তির্য্যক্-যোনি ; (৩) প্রেত-বিষয় ; (৪) অসুর-কায়।

---

* পুণ্য জনিত "অয়" বা সুখ অপগতার্থে "অপায় ;" নির্গতার্থে "নিরয়"। পাপবান সত্ত্বের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া ইহারা "অপায়-ভূমি"। যাহাদের মেরুদণ্ড সোজা উর্দ্ধমুখী নহে, তির্য্যক্ ভাবে পৃথিবীর সহিত সমান্তরাল, তাহারই "তির্য্যক্-জাতি,"— পশু-পক্ষী ও জলচরাদি। অনুক্ষণ ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত তৃতীয় প্রকার আপায়িক সত্ত্ব "প্রেত"। সুর-গুণ-বিরহিত আপায়িক সত্ত্বই অসুর ; ইহারা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। অর্থকারেরাও বলেন যে, নিরয়-লোকের ভৌগলিক অবস্থান আছে ; ষোল শ্রেণীর নিরয়-বাসী অষ্ট মহানিরয়ে বাস করে। কিন্তু শেষোক্ত আপায়িক সত্ত্বত্রয়ের নির্দ্দিষ্ট কোন ভূমি বা লোক নাই। এইজন্য "যোনি", "বিষয়", "কায়" শব্দ যোগে, জাতি, উৎপত্তিস্থান ও সমূহ বা শ্রেণীভেদে তাহারা উক্ত হইয়াছে

(খ) কাম-সুগতি ভূমির সপ্ত স্তর * :— (১) মনুষ্য-লোক; (২) চাতুর্ম্মহারাজিক দেবলোক; (৩) ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক; (৪) যাম দেবলোক; (৫) তুষিত দেবলোক; (৬) নির্ম্মাণ-রতি দেবলোক; (৭) পর-নির্ম্মিত-বশবর্ত্তী দেবলোক। পূর্ব্বোক্ত চারি অপায়-ভূমি সহ একুণে এই একাদশ কামাবচর-ভূমি পরিগণিত।

---

* (১) চক্রবালস্থ সর্ব্ববিধ সত্ত্ব হইতে সর্ব্বাধিক মনন-শক্তি সম্পন্ন ও যুক্তিবাদী সত্ত্বই মনুষ্য। মানব-চিন্তা ব্যতীত অন্য সত্ত্বের চিন্তা "চতুরার্য্য-সত্য" মনন করিতে পারে না। কারণ অপায়বাসীরা মহাদুঃখে নিমগ্ন, তাই দুঃখ নিরোধোপায় চিন্তা করিবার শক্তি ও অবসর তাহাদের নাই। তাহারা দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু উহার কারণাদি বুঝে না। রূপারূপ সত্ত্বগণের জীবনে সুখের ভাগ অত্যন্ত বেশী। এজন্য তাঁহারা দুঃখ-মুক্তির আবশ্যকতা বুঝেন না। পক্ষান্তরে, মনুষ্যে সুখ-দুঃখ উভয়ের সম-অনুভূতি, তজ্জন্য দুঃখ-মুক্তির পথ মননশীলই আবিষ্কার করে। মনুষ্য যেমন রূপারূপ ও লোকোত্তর-চিত্ত নিজ চিত্তে উৎপন্ন করিতে পারে, তেমন চতুর্ব্বিধ আপায়িক সত্ত্বের হীন অবস্থা প্রদর্শনেও অপটু নহে। অন্যান্য ভূমি সুকর্ম্ম-দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগের স্থান। মনুষ্য-লোক কর্ম্ম-সম্পাদনেরও স্থান। এইজন্য মনুষ্য-জন্ম দেব-জন্ম হইতেও দুর্লভ।

(২) চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে :—

"পুরত্থিমেন ধতরট্ঠো, দকখিণেন বিরূল্হকো,
পচ্ছিমেন বিরূপক্খো, কুবেরো উত্তরং দিসং।
চত্তারো তে মহারাজা লোক-পালা যসস্সিনো"।

(৩) শক্র, প্রজাপতি, বরুণ, ঈশান প্রভৃতি ৩৩ জন সহ পুণ্যকারী দেবতার বাসভূমিই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক। (৫) তুষিতের দেবগণ বিপুল পরিমাণে নিজ নিজ শ্রী-সম্পত্তিদ্বারা নিত্য হৃষ্ট তুষ্ট চিত্তে বাস করেন। (৪) মহৈশ্বর্য্যশালী দেবকুলের নামই যাম। মৃত্যুরাজ যম হইতে ইহারা পৃথক দেবতা। (৬) নিজ নিজ ভোগ-সম্পত্তি নির্ম্মাণে রতি আছে বলিয়া ইহারা নির্ম্মাণ-রতি। (৭) পরনির্ম্মিত-ভোগ-সম্পত্তি আত্ম-বশবর্ত্তী করিতে পারেন বলিয়া ইহাদের নাম পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী।

(গ) রূপাবচর ভূমির ১৬ প্রকার স্তর * :—

প্রথম ধ্যান-ভূমি,— (১) ব্রহ্ম-পারিষদ, (২) ব্রহ্ম-পুরোহিত, (৩) মহাব্রহ্মা। দ্বিতীয় ধ্যান-ভূমি,— (৪) পরিত্তাভ, (৫) অপ্রমাণাভ, (৬) আভস্বর। তৃতীয় ধ্যান-ভূমি,— (৭) পরিত্ত-শুভ, (৮) অপ্রমাণ-শুভ, (৯) শুভাকীর্ণ। চতুর্থ ধ্যান-ভূমি,— (১০) বৃহৎ-ফল, (১১) অসংজ্ঞ-সত্ব; এবং শুদ্ধাবাস ভূমির (১২) অবৃহাঃ, (১৩) অতপ্ত, (১৪) সুদর্শন, (১৫) সুদর্শী ও (১৬) অকনিষ্ঠ।

(ঘ) অরূপাবচর ভূমির চারি স্তর :—

(১) আকাশানন্তায়তন; (২) বিজ্ঞানানন্তায়তন; (৩) আকিঞ্চ-ন্যায়তন; (৪) নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন।

* ধ্যানাদি উত্তম গুণাবলী যাঁহাতে বৃহৎ অর্থাৎ মহদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, বৃদ্ধি বৈপুল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মা। মহাব্রহ্মার সভাসদ— ব্রহ্ম-পারিষদ; "মহা" শব্দটি উহ্য। মহাব্রহ্মার পুরোভাগে স্থিত বলিয়া ব্রহ্ম-পুরোহিত। মহাব্রহ্মা—বহু সহস্র একচারী ব্রহ্মা। "মহা" এখানে সংখ্যাবাচক; বহু। দেহাভা সসীম বলিয়া পরিত্তাভ; অসীম বিধায় অপ্রমাণাভ; এবং বিচ্ছুরিত হয় বলিয়াই আভস্বর। শুভ—ঘনীভূত ও অচল রশ্মিপুঞ্জ। তদ্দ্বারা আকীর্ণ শুভাকীর্ণ; পাঠান্তরে শুভ-কৃৎস্ন। উপেক্ষা-ধ্যান-বলে উৎপত্তি হেতু তাঁহারা অভিবর্দ্ধিত বিপুল পুণ্য-ফলের অধিকারী, তাই তাঁহারা "বৃহৎ-ফল"। সংজ্ঞা-বিরাগ-ভাবনা হেতু উৎপন্ন রূপ-সত্বই অসংজ্ঞ-সত্ব। কামরাগ ও প্রতিঘানুশয়ের অপনোদনে শুদ্ধমনা অনাগামী ও অর্হতের বাসভূমিই "শুদ্ধাবাস-ভূমি"। এই শুদ্ধাবাসের প্রথম তলবাসীরা অল্পকালের মধ্যে স্বস্থান পরিত্যাগ করেন না বলিয়া অবৃহাঃ। দ্বিতীয় তলবাসীরা কোন চিত্ত-পরিদাহ দ্বারা তপ্ত হন না বলিয়া অতপ্ত। পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা-চক্ষুসম্পন্ন হেতু সুষ্ঠুরূপে দর্শন করেন বলিয়া তৃতীয় তলবাসীরা সুদর্শন। এবং সুষ্ঠুতররূপে দর্শন হেতু তৎপরবর্ত্তী তলবাসীরা সুদর্শী। অন্য কোন ভূমির কনিষ্ঠ নহেন বলিয়া পঞ্চম তলবাসীরা অকনিষ্ঠ। ইঁহারাও অনিত্য-ধর্ম্মাধীন।

৩। স্মারক-গাথা :—বঞ্চিত পৃথগ্‌জন শুদ্ধাবাস-ভূমি,
সেইরূপ স্রোতাপন্ন, সকৃৎ-আগামী।
অসংজ্ঞ, অপায়-ভমি, আর্য্য-অবিষয়;
বাকী ভূমি আর্য্যানার্য্য সর্ব্ব-লব্ধ হয়।

এ পর্য্যন্ত ভূমি চতুষ্টয়।

৪। চতুর্ব্বিধ প্রতিসন্ধি।

চতুর্ব্বিধ প্রতিসন্ধি :— (১) অপায়-প্রতিসন্ধি; (২) কাম-সুগতি-প্রতিসন্ধি; (৩) রূপাবচর প্রতিসন্ধি; (৪) অরূপাবচর-প্রতিসন্ধি।

তন্মধ্যে কাম-লোক-প্রতিসন্ধি :— "উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ" * নামক অতীতের অকুশল বিপাক অপায়-ভূমিতে, প্রতিসন্ধি-ক্ষণে, প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে; তৎপর ভবাঙ্গ; এবং পর্য্যবসানে চ্যুতি-চিত্ত হইয়া ছিন্ন হয়। ইহাই এক প্রকার অপায়-প্রতিসন্ধি।

কিন্তু "উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ' † নামক অতীতের কুশল-বিপাক, কাম-সুগতিতে, জন্মান্ধাদি মনুষ্যগণের ও ভূম্যাশ্রিত নিম্ন শ্রেণীর অসুরাদির প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবর্ত্তিত হয়।

অষ্টবিধ মহাবিপাক" ‡ সর্ব্বাবস্থায়, কাম-সুগতিতে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবর্ত্তিত হয়। এই নয় প্রকার কাম-সুগতি প্রতিসন্ধি, উক্ত অপায়-প্রতিসন্ধি সহ দশবিধ কামাবচর-প্রতিসন্ধি বলিয়া পরিগণিত।

* ৩য় পৃষ্ঠার ৭ম চিত্ত; † ঐ ১৫ শ চিত্ত; ‡ ৪র্থ পৃষ্ঠার ৯ম—১৬শ চিত্ত।

কামাবচর সত্ত্বের আয়ুকাল :—

চারি অপায়স্থ সত্ত্বের, এবং মনুষ্যের ও বি-নিপাতিক অসুরের আয়ুকালের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই *।

চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের আয়ুর পরিমাণ দিব্য-লোকের গণন-রীতি অনুসারে ৫০০ বৎসর; কিন্তু মানুষের বর্ষ-গণনায় ৯০,০০,০০০ নব্বই লক্ষ বৎসর †। উহার চতুর্গুণ ত্রয়স্ত্রিংশের; তাহার চতুর্গুণ যামের; তাহার চতুর্গুণ তুষিতের; তাহার চতুর্গুণ নির্ম্মাণ-রতির; তাহার চতুর্গুণ পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তীর আয়ুকাল।

৫। স্মারক-গাথা :— নয়শ'একুশ কোটি ছ'নিযুত বর্ষ,
এই পরবশবর্ত্তী-দেব-আয়ু-শীর্ষ।

৬। রূপারূপ-প্রতিসন্ধি।

রূপাবচর প্রতিসন্ধি :— প্রথম ধ্যানের বিপাক, প্রথম ধ্যান-ভূমিতে, প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবর্ত্তিত হয়। তদ্রূপ দ্বিতীয় ধ্যানের বিপাক এবং তৃতীয় ধ্যানের বিপাক দ্বিতীয়-

* অপায়স্থ সত্ত্বগণের আয়ু কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। যেই কর্ম্ম বলে জন্ম হয়, যাবৎ সেই কর্ম্মবল ক্ষয় না হয়, তাবৎ তথায় দুর্গতি ভোগ করে। অসুর সম্বন্ধেও তদ্রূপ; কেহ সপ্তাহ কাল, কেহ কল্প পর্য্যন্ত তথায় বাস করে। মনুষ্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কিন্তু মানুষের মধ্যে যিনি দীর্ঘ-জীবি তিনি শতবর্ষ বা ততোধিক কাল বাঁচিতে পারেন, কিছুতেই দুই শত বর্ষ বাঁচিতে দেখা যায় না। † মনুষ্য লোকের পঞ্চাশ বৎসরে চাতুর্ম্মহারাজিক দেব লোকের একদিন।

ধ্যান-ভূমিতে,—চতুর্থ ধ্যানের বিপাক তৃতীয় ধ্যান-ভূমিতে,—পঞ্চম ধ্যানের বিপাক চতুর্থ ধ্যান-ভূমিতে—প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবর্ত্তিত হয়।

কিন্তু অসংজ্ঞ সত্ত্বগণের শুধু রূপের (শরীরের) প্রতিসন্ধি হয়। তদ্রূপ তারপরেও অর্থাৎ প্রবর্ত্তনকালে এবং চ্যুতির সময়ও শুধু রূপই প্রবর্ত্তিত ও নিরুদ্ধ হয়।

ইহাই রূপাবচরের ছয় প্রকার প্রতিসন্ধি।

রূপ-সত্ত্বের আয়ুষ্কাল।

এই ব্রহ্ম-পারিষদের আয়ুষ্কাল এক কল্পের * তৃতীয়াংশ। ব্রহ্ম-পুরোহিতের অর্দ্ধ-কল্প; মহাব্রহ্মার এক কল্প। পরিত্তাভের দুই কল্প; অপ্রমাণাভের চারি কল্প; আভস্বরের অষ্ট কল্প; পরিত্ত-শুভের ষোল কল্প; অপ্রমাণ-শুভের বত্রিশ কল্প; শুভাকীর্ণের চৌষট্টি কল্প; বৃহৎ-ফলের এবং অসংজ্ঞ-সত্ত্বগণের পাঁচ শত কল্প।

অবৃহার আয়ুষ্কাল এক সহস্র কল্প; অতপ্তের দুই সহস্র কল্প; সুদর্শনের চারি সহস্র কল্প; সুদর্শীর আট সহস্র কল্প; এবং অকনিষ্ঠের ষোল সহস্র কল্প।

---

* রূপ-লোকে কোন সূর্য্য নাই বলিয়া দিবা রাত্র ভেদও নাই। তত্রস্থ দেবগণের আয়ু কল্প দ্বারা পরিমিত হয়; কল্প আবার শরীরের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ব্রহ্ম-পারিষদ দেবগণের শরীর-পরিমাণ অর্দ্ধ যোজন; আয়ুষ্কালও অর্দ্ধ কল্প। অকনিষ্ঠের শরীর-প্রমাণ সহস্র যোজন, আয়ুষ্কালও সহস্র কল্প।

অরূপ-লোকের প্রতিসন্ধি।

অরূপ-লোকের প্রথম-ধ্যানের বিপাক প্রথম অরূপ ভূমিতে এবং তৎপরবর্ত্তী বিপাক সমূহ, যথাক্রমে, তৎপরবর্ত্তী ভূমি সমূহে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতির আকারে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই চতুর্ব্বিধ অরূপাবচর-প্রতিসন্ধি।

অরূপ সত্ত্বের আয়ুষ্কাল।

ইহাদের মধ্যে আকাশানন্তায়তন-প্রাপ্ত দেবগণে কুড়ি হাজার কল্প আয়ু-প্রমাণ; বিজ্ঞানানন্তায়তন-প্রাপ্ত দেবগণের চল্লিশ হাজার কল্প; আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত দেবগণের ষাট হাজার কল্প এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-প্রাপ্ত দেবগণের আয়ু-প্রমাণ চুরাশী-হাজার কল্প।

৭। স্মারক-গাথা :— প্রতিসন্ধি, ভব-অঙ্গ, চ্যুতি-চিত্ত আর,
ভূমি, জাতি, সম্প্রযুক্ত-ধর্ম্ম, সংস্কার,
আলম্বনে, এক ভবে সদা একাকার।

এ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ প্রতিসন্ধি।

৮। চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম।

ক। কৃত্যানুসারে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ :—

(১) জনক; (২) উপস্তম্ভক; (৩) উপপীড়ক; (৪) উপঘাতক।

খ। প্রতিসন্ধি-ক্ষণে ফল-প্রদানের পর্য্যায়-অনুসারে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ :—

(১) গুরু কর্ম্ম; (২) মরণাসন্ন কর্ম্ম; (৩) আচরিত কর্ম্ম; (৪) কৃতত্ব কর্ম্ম।

গ। প্রবর্ত্তনে ফল-প্রদানের কাল অনুসারে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ :—

(১) ইহজীবনে ফল অনুভবনীয়,—"দৃষ্ট-ধর্ম্ম-বেদনীয়"।

(২) ঠিক্ পরবর্ত্তী জীবনে ফল অনুভবনীয়,—"উপপদ্য বেদনীয়"।

(৩) পরবর্ত্তী দ্বিতীয় জন্ম হইতে যে কোন জন্মে ফল অনুভবনীয়,— "অপর পর্য্যায় বেদনীয়"।

(৪) "ভূতপূর্ব্ব কর্ম্ম",— যাহার ফল-প্রদান-শক্তি এক সময় "ছিল",— এখন "ক্ষীণ-বীজ"।

ঘ। ফল-প্রদানের স্থান অনুসারে:—(১) অকুশল; (২) কামাবচরে ফলদ কুশল; (৩) রূপাবচরে ফলদ কুশল এবং (৪) অরূপাবচরে ফলদ কুশল।

উপরোক্ত অকুশল কর্ম্ম-দ্বারানুসারে ত্রিবিধ :— কায়-কর্ম্ম, বাক্-কর্ম্ম, মনঃ-কর্ম্ম। তাহা কিরূপে প্রভেদীকৃত?

প্রাণাতিপাত, অদত্ত-গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার * বহুল পরিমাণে কায়-দ্বারে সম্পাদিত হয় বলিয়া, কায়ার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি পায়; এইজন্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মের সাধারণ নাম "কায়-কর্ম্ম"।

মিথ্যাবাক্য, পিশুন-বাক্য, পরুষ-বাক্য এবং সম্প্রলাপ-বাক্য, বাক্-দ্বারে বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হয় বলিয়া, বাক্যের মধ্য দিয়া তাহারা প্রকাশিত হয়; এইজন্য ইহারা "বাক্‌কর্ম্ম"।

* দশ অকুশল কর্ম্মে "সুরাপান" গৃহীত হয় নাই কেন? মূল টীকায় উক্ত আছে,— "সুরাপানং পি এত্থেব সঙ্গয্হতী'তি। রস সখাতেসু কামেসু মিচ্ছাচার ভাবতো'তি বুত্তং"।

অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি * অন্যত্র (কায় ও বাক্‌দ্বারে) বিজ্ঞপ্তির আকারে † প্রকাশিত হইলেও ‡ মনেই (জবন-চিত্তে) বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়; এইজন্য এই তিনটি "মনঃ-কর্ম্ম"।

[১] ইহাদের মধ্যে প্রাণাতিপাত, পরুষ-বাক্য ও ব্যাপাদ দ্বেষ-মূলক; মিথ্যাকামাচার, অভিধ্যা এবং মিথ্যা-দৃষ্টি লোভ-মূলক। অবশিষ্ট চারিটিও দুই মূল হইতেও ¶ উৎপন্ন হয়। (১৮ শ — ১৯ শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

চিত্তের উৎপত্তি-অনুসারে শ্রেণীভাগ করিলে এই দশবিধ অকুশল-কর্ম্ম দ্বাদশ প্রকার * হয়।

[২] কামাবচর কুশলও কর্ম্ম-দ্বারানুসারে ত্রিবিধ :— কায়-দ্বারে উৎপন্ন হইলে কায়-কর্ম্ম; বাক্‌দ্বারে উৎপন্ন হইলে বাক্‌কর্ম্ম এবং মনোদ্বারে উৎপন্ন হইলে মনঃ-কর্ম্ম। দান-শীল-ভাবনার আকারেও তদ্রূপ ত্রিবিধ। কিন্তু চিত্তের উৎপত্তি-অনুসারে যদি শ্রেণী বিভাগ করা হয়, তবে অষ্টবিধ †। অথবা পুনরায়,

* ১৪—১৫ পৃষ্ঠায় অভিধ্যা, ১৭ পৃষ্ঠায় ব্যাপাদ, ১৫—১৬ পৃষ্ঠায় মিথ্যাদৃষ্টির অর্থ দ্রষ্টব্য।

† বিজ্ঞপ্তির আকারে,— অর্থাৎ কায়দ্বারে ইঙ্গিত-ইসারায়, বাক্‌দ্বারে বাক্যাকারে। বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

‡ "হইলেও" শব্দ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, মনঃ-কর্ম্ম—শুদ্ধ মনে আবদ্ধ থাকে না, কায়ায় ও বাক্যে অভিব্যক্ত হয়।

¶ "হইতেও" শব্দের "ও" দ্বারা দশ অকুশলের তৃতীয় মূল "মোহকে" উদ্দেশ করিতেছে।

* ২য় পৃষ্ঠায় ১—১২ অকুশল চিত্ত। † ৪র্থ পৃষ্ঠায় ১—৮ মহাকুশল চিত্ত।

কর্ম্মের আকারে দশ প্রকার :— (১) দান, (২) শীল, (৩) ভাবনা, (৪) অপচায়ন, (৫) বৈয়াবৃত্য, (৬) পুণ্যদান, (৭) পুণ্যানুমোদন, (৮) ধর্ম্ম-শ্রবণ, (৯) ধর্ম্মোপদেশ, (১০) দৃষ্টি-ঋজু কর্ম্ম ✽।

এই দ্বাদশ অকুশল * এবং অষ্ট মহাকুশল + একুনে বিশ চিত্ত কামাবচরের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

রূপাবচর-কুশল শুধু মনঃকর্ম্ম। তাহা ভাবনাময় (চিত্তের উৎকর্ষ-সাধন) এবং অর্পণা-জবন-সংযুক্ত। ধ্যানাঙ্গানুসারে ইহা পঞ্চবিধ *।

সেইরূপ অরূপাবচর-কুশলও মনঃকর্ম্ম। তাহাও ভাবনাময় (চিত্তের উৎকর্ষ-সাধন) এবং (পঞ্চমধ্যানের) অর্পণা-জবন-সংযুক্ত। আলম্বন-ভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ +।

ঔদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত ✽ অকুশলটি ব্যতীত অবশিষ্ট (একাদশ) অকুশল অপায় ভূমিতে প্রতিসন্ধি জন্মায়। এবং প্রবর্ত্তনকালে দ্বাদশ

✽ অপচায়ন—গুণ-শ্রেষ্ঠ ও বয়ো জ্যেষ্ঠকে সম্মান, পূজা। ভাবনা—শমথ ও বিদর্শন। বৈয়াবৃত্য—সেবা, পরিচর্য্যা, নিজের কাজের ন্যায় দেশের ও দশের কাজ করা। অর্জ্জিত পুণ্য জন-সাধারণকে বিলাইয়া দেওয়া পুণ্য-দান; ইহা মাৎসর্য্যের প্রতিপক্ষ। আনন্দ চিত্তে অন্যের সম্পাদিত পুণ্যকর্ম্মের প্রশংসাই, পুণ্যানুমোদন। হিতকর উপদেশ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ ও স্মৃতিতে সংরক্ষণই ধর্ম্ম-শ্রবণ। অনভিমান চিত্তে ধর্ম্মোপদেশ দান, নিরবদ্য কর্ম্ম-শিল্প-বিদ্যা-বিষয়ক আলোচনা ধর্ম্ম-দেশনা। সম্যক্ দৃষ্টি-অর্জ্জনই দৃষ্টি-ঋজু কর্ম্ম। উক্ত ২, ৪, ৫, শীলের অন্তর্গত। ৩, ৮, ৯, ১০ ভাবনার অন্তর্গত এবং ১, ৬, ৭ দানের পর্য্যায়ভুক্ত।

* ২য় পৃষ্ঠায় (১—১২) দ্রষ্টব্য। + ৪র্থ পৃষ্ঠায় (১—৮) দ্রষ্টব্য।

* ৩৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। + ৪৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ✽ ২য় পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মোহমূলক "উপেক্ষা সহগত ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত" অকুশল চিত্তটি।

প্রকার অকুশল সমস্তই, সপ্তবিধ অকুশল-বিপাকের আকারে *, কামলোকের (সুগতি-দুর্গতি) সর্ব্বত্র এবং রূপ-লোকে যথোচিত ভাবে (বাস্তু-দ্বারানুসারে) উৎপন্ন হয়।

কামাবচর কুশলও কাম-সুগতিতেই প্রতিসন্ধি জন্মায়। এবং প্রবর্ত্তন-কালেও তদ্রূপ মহাবিপাক রাশি উৎপন্ন করে। কিন্তু অহেতুক বিপাক আটটিই কামলোকের সর্ব্বত্র ও রূপলোকে যথোচিত ভাবে উৎপন্ন হয়। সেই কামাবচর কুশলের মধ্যে ত্রিহেতুক উৎকৃষ্ট কুশল † ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি (প্রথম) ঘটায়; এবং সেই প্রবর্ত্তন-কালেই ষোল প্রকার বিপাক (৮ সহেতুক + ৮ অহেতুক) উৎপন্ন করে। ত্রিহেতুক নিকৃষ্ট ও দ্বিহেতুক উৎকৃষ্ট কুশল দ্বিহেতুক প্রতিসন্ধি ঘটায়; এবং সেই প্রবর্ত্তন-কালে ত্রিহেতুক বিরহিত দ্বাদশ বিপাক (৮ অহেতুক + ৪ দ্বিহেতুক) উৎপন্ন করে। দ্বিহেতুক নিকৃষ্ট কুশল অহেতুক প্রতিসন্ধি ঘটায় এবং সেই প্রবর্ত্তন-কালে (৮ প্রকার) অহেতুক বিপাকই উৎপন্ন করে।

কোন কোন আচার্য্যের অভিমত এই যে, অসাংস্কারিক কুশল সসাংস্কারিক বিপাকরাশি উৎপন্ন করে না; এবং সসাংস্কারিক কুশল অসাংস্কারিক বিপাকরাশি উৎপন্ন করে না। সেই মত গ্রহণ করিলে উপরোক্ত প্রণালী অনুসারে বিপাক সংখ্যা [১৬, ১২, ৮ স্থলে] যথাক্রমে ১২, ১০, ৮ হয়।

* ৩য় পৃষ্ঠার ১—৭ অকুশল-বিপাক চিত্ত।

† কুশল কর্ম্ম সম্পাদন কালে যেমন একদিকে চিত্তকে আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা হইতে রক্ষা করা আবশ্যক, তেমন অন্যদিকে সেই কুশলের সুফল-উৎপত্তি সম্বন্ধে বলবতী শ্রদ্ধারও প্রয়োজন। ঈদৃশভাবে, পুনঃ পুনঃ সম্পাদনে, কুশল কর্ম্ম উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, বিরুদ্ধ-শক্তি দ্বারা ইহার বিপাক-উৎপত্তি

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

১০। রূপাবচর কুশল প্রথম-ধ্যান অল্প পরিমাণে ভাবনা করিলে ভাবনাকারী ব্রহ্ম-পারিষদে উৎপন্ন হন। উহার মধ্যম পরিমাণে ভাবনায় ব্রহ্ম-পুরোহিতে এবং উত্তমরূপে ভাবনায় মহাব্রহ্ম-লোকে উৎপন্ন হন *।

সেইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্যানের অল্প পরিমিত ভাবনায় পরিত্তাভে; মধ্যম ভাবনায় অপ্রমাণাভে; এবং উৎকৃষ্ট ভাবনায় আভস্বর দেবলোকে উৎপন্ন হন।

চতুর্থ ধ্যানের অল্প ভাবনায় পরিত্ত-শুভে, মধ্যম ভাবনায় অপ্রমাণ-শুভে এবং উৎকৃষ্ট ভাবনায় শুভাকীর্ণ দেবলোকে উৎপন্ন হন।

পঞ্চম ধ্যান ভাবনা দ্বারা "বৃহৎ-ফল" দেবলোকে এবং সংজ্ঞার প্রতি বিরাগ উৎপাদন উদ্দেশ্যে এই ধ্যান ভাবনা দ্বারা অসংজ্ঞ-সত্ত্বে উৎপন্ন হন। কিন্তু "শুদ্ধাবাসে" শুধু অনাগামীরা উৎপন্ন হন †।

যিনি অরূপাবচর কুশল যথাক্রমে ভাবনা করেন, তিনি (তদনুক্রমে চতুর্ব্বিধ) অরূপ-ভূমিতে উৎপন্ন হন।

১১। স্মারক-গাথা:— মহদ্গত পুণ্য কৃত হয় যেই ভূমে,
তাদৃশ বিপাক ফলে সন্ধি-প্রবর্ত্তনে।

এই পর্য্যন্ত কর্ম্মচতুষ্টয়।

ব্যাহত হয় না। যেই কুশল সম্পাদনের সময়, চিত্ত অকুশল-ভাব-পরিবেষ্টিত থাকে, চিত্তে বিরক্তি, অনুশোচনা উৎপন্ন হয়, বা গতানুগতিক ভাবই বিদ্যমান থাকে, শ্রদ্ধাও দুর্ব্বল থাকে, সেই কুশল "অবম" বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। নিকৃষ্ট কুশলের বিপাক দুর্ব্বল; প্রতিপক্ষ দ্বারা ইহার উৎপত্তি রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

* ধ্যান-লাভের পর পুনঃ পুনঃ অভ্যাস (আসেবন) না করিলে পরিত্ত বা অল্প; অপরিপূর্ণ অভ্যাসে মধ্যম; এবং সর্ব্বশঃ পরিপূর্ণ অভ্যাস দ্বারা ধ্যান উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

† অনাগামীর মধ্যে পঞ্চম ধ্যানিকেরাই শুদ্ধাবাসে এবং তন্নিম্ন ধ্যানিকেরা তন্নিম্ন ভূমিতে উৎপন্ন হন।

১২। মরণোৎপত্তি।

"আয়ুক্ষয়, কর্ম্মক্ষয় আয়ু-কর্ম্ম উভয়ের যুগপৎ ক্ষয় এবং উপচ্ছেদক কর্ম্ম,— এই চারি কারণে মৃত্যু সংঘটিত হয়।

এই প্রকারে যাহারা মরণোন্মুখ, তাহাদের মরণ-কালে, কর্ম্ম-বলে, ছয়দ্বারের কোন একটিতে, অবস্থানুসারে :—

(১) পরবর্ত্তী ভবের অভিমুখীভূত প্রতিসন্ধিজনক "কর্ম্ম" উপস্থিত হয় *। অথবা—

(২) সেই কর্ম্ম-সম্পাদনকালীন যাদৃশ রূপ, শব্দ, গন্ধাদি অনুভূত হইয়াছিল, বা সম্পাদনের উপকরণ হইয়াছিল, সেই "কর্ম্ম-নিমিত্ত" উপস্থিত হয়। অথবা—

(৩) যেই অনন্তর ভবে জন্ম-গ্রহণ করিতে যাইতেছে, সেই উৎপদ্যমান ভবে উপলভনীয় (দুর্গতি) নিমিত্ত বা উপভোগ্য (সুগতি) নিমিত্ত উপস্থিত হয়।

তৎপর, আসন্ন চিত্তস্থিত সেই আলম্বনকে নির্ভর করিয়া অবিচ্ছিন্ন চিত্ত-সন্ততি,—উহা পরিশুদ্ধ হউক বা উপক্লেশযুক্ত হউক,—ফলনোন্মুখ কর্ম্মের আকারে এবং গন্তব্য ভবের অনুরূপে, সেই ভবাভিমুখে প্রবর্ত্তিত হয়। শুধু পুনর্জন্ম-উৎপাদনক্ষম কর্ম্মই, নিজকে আবার উৎপন্ন করিবার জন্য, (নিমিত্তাকারে) কোন এক দ্বারে উপস্থিত হয়।

এইরূপে মরণোন্মুখ সত্ত্বের নিকট মরণাসন্ন-বীথি-চিত্তাবসানে, অথবা ভবাঙ্গ-ক্ষয়ে, চ্যুতি-চিত্ত,—বর্ত্তমান ভবের শেষ চিত্তাবস্থা— উৎপন্ন হয় ও নিরুদ্ধ হয়। এই চ্যুতি-চিত্তের নিরোধাবসানে

* "কর্ম্ম" উপস্থিত হয়—তিনি মনে করেন যেন তিনি নিজে সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। ২৮ শ পৃষ্ঠা ও ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এবং নিরোধের অনন্তরে, সেই মরণাসন্ন-চিত্ত-গৃহীত আলম্বনকে নির্ভর করিয়া, ভবে ভবে সংযোগকারী "প্রতিসন্ধি-চিত্ত" উৎপন্ন হইয়াই যথাযোগ্য * পরবর্ত্তী ভবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিসন্ধি-চিত্তের, কামলোকে বা রূপলোকে, বাস্তু থাকে; অরূপলোকে বাস্তু থাকে না। এই প্রতিসন্ধি-চিত্ত সেই সব সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন হয়, যাহারা অবিদ্যানুশয়ে আবৃত, যাহারা ভব-তৃষ্ণানুশয় মূলক, যাহারা (স্পর্শ, বেদনাদি) সম্প্রযুক্ত চৈতসিক দ্বারা পরিপোষিত এবং যাহারা সহজাত নামরূপের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া অধিনায়ক স্বরূপ।

১৩। প্রতিসন্ধি।

মরণাসন্ন বীথিতে জবন-চিত্ত (চিত্ত ও বাস্তুর দুর্ব্বলতা হেতু) দুর্ব্বলভাবে উৎপন্ন হয়; এবং পাঁচ চিত্তক্ষণ মাত্র আশা করা যাইতে পারে। সেইজন্য মরণের সময় চিত্ত-বীথিতে যখন আলম্বন প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত হয়, তখন প্রতিসন্ধি-চিত্তের এবং ভবাঙ্গের কয়েকক্ষণ ঐ উপস্থিত আলম্বন গ্রহণের যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে কামলোকে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সময় ছয় দ্বারের যে কোন এক দ্বারের সাহায্যে বর্ত্তমান বা অতীত আলম্বনাকারে

* যথারহং—যথোচিত অর্থাৎ সুগতি বা দুর্গতি-গামী সংস্কার উপযোগী; অরূপের চ্যুতিতে ঊর্দ্ধতন অরূপে, বা ত্রিহেতুক কাম-সুগতিতে জন্ম হয়, নিম্নতর অরূপে জন্ম হয় না। রূপলোক হইতে চ্যুত হইলে অহেতুক প্রতিসন্ধি হয় না; দ্বি বা ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি হয়। কামলোকের ত্রিহেতুকের চ্যুতিতে তিন ভবেই জন্ম হইতে পারে; কিন্তু দ্বি বা ত্রিহেতুকের চ্যুতিতে কামলোকেই প্রতিসন্ধি হয়।

"কর্ম্ম-নিমিত্ত" বা "গতি-নিমিত্ত" উপলব্ধ হয়। কিন্তু "কর্ম্ম" শুধু অতীত আলম্বনাকারে একমাত্র মনোদ্বারেই গৃহীত হয়। উপরোক্ত সমস্তই কামাবচরের আলম্বন।

রূপাবচরের প্রতিসন্ধির সময় প্রজ্ঞপ্তির আকারে "কর্ম্ম-নিমিত্ত" আলম্বন হয়। সেইরূপ অরূপাবচরের প্রতিসন্ধির সময় মহদ্গতের আকারে বা প্রজ্ঞপ্তির আকারে "কর্ম্ম-নিমিত্ত" যথাযোগ্য (প্রতিসন্ধি-চিত্তানুরূপ) আলম্বন গ্রহণ করে।

শুধু জীবিত-নবকই * প্রতিসন্ধির আকারে অসংজ্ঞ সত্ত্বগণের মধ্যে আবির্ভূত (প্রতিষ্ঠিত) হয়। সেজন্য তাহাদিগকে "রূপ-সন্ধিক" বলা হয়।

অরূপলোকে যাহাদের প্রতিসন্ধি হয় তাহারা অরূপ প্রতিসন্ধিক। অবশিষ্টেরা রূপারূপ প্রতিসন্ধিক।

১৪। স্মারক-গাথা :— অরূপ হইতে কেহ চ্যুত হয় যবে,
নিম্নের অরূপ ত্যজি' ঊর্দ্ধারূপ লভে †;
কিংবা ত্রিহেতুক কামে প্রতিসন্ধি হবে।
রূপে চ্যুতি লভে সন্ধি অহেতু বর্জ্জিত;
(তাই দ্বি বা ত্রিহেতুক জানিও নিয়ত)।
কামে ত্রিহেতুক-চ্যুতি জন্মে সর্ব্ব ভবে;
অপর হেতুর ফলে শুধু কাম-লভে।

এই পর্য্যন্ত চ্যুতি ও প্রতিসন্ধির ক্রম।

* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের রূপ-কলাপ দ্রষ্টব্য। জীবিতেন্দ্রিয় এবং শুদ্ধাষ্টকরূপই জীবিত নবক। † ঊর্দ্ধতর অরূপ-ধ্যান-চিত্তে তন্নিম্নস্থ অরূপ-বিপাক ক্ষীণ-বীজ হইয়া যায়।

১৫। ভবাঙ্গ-স্রোত।

এইরূপে যাহারা প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছে (নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয় নাই), তাহাদের সেই প্রতিসন্ধি-চিত্ত, সেই সময়ের গৃহীত আলম্বন রক্ষা করিয়া, প্রতিসন্ধির পরবর্ত্তী ক্ষণ হইতে অবিচ্ছিন্ন মানসাকারে, বীথি-চিত্তোৎপত্তির অনুপস্থিতিতে, নদী-স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে। এবংবিধ চিত্ত-প্রবাহই "ভবাঙ্গ-সন্ততি", কারণ ইহাই ভবের অঙ্গ বা কারণ। পরিশেষে চ্যবন (মরণ) প্রভাবে চ্যুতি-চিত্ত হইয়া (আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া) নিরুদ্ধ হয়। তৎপর প্রতিসন্ধি প্রভৃতি রথ-চক্রের ন্যায় যথাক্রমে আবর্ত্তিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

১৬। স্মারক-গাথা :— এই ভাবে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, বীথি ও চ্যুতি ,
ভবান্তরে পুনঃ সন্ধি, ভবাঙ্গাদি, গ্রহি'রীতি
এ চিত্ত-সন্ততি বহে আবর্ত্তিয়া অনুক্ষণ ;
এরূপে "অধ্রুব" ! বুঝে বিদর্শনে + বুধগণ।
সেই হেতু চিরতরে সুব্রত হয়েন তাঁরা,
তা'তেই সন্ধান লভে কেমন অচ্যুত-ধারা !
সে সন্ধান-জ্ঞান-বলে স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ি',
পরিণামে হন সম-নির্ব্বাণের * অধিকারী।

এই পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহের বীথি-মুক্ত-সংগ্রহ নামক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

+ পটিসুখায—পুনঃ পুনঃ অনিত্য ভাবনা দ্বারা।

* সম-নির্ব্বাণ—নিরুপাধিশেষ নির্ব্বাণ।

বীথি-মুক্ত চিত্তের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা।

জীবনের দুই অংশ,—"প্রবর্ত্তন" ও "প্রতিসন্ধি"। কোন এক প্রতিসন্ধি-ক্ষণের পরবর্ত্তীক্ষণ হইতে সেই ভবের চ্যুতি-ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তন-কাল। এবং চ্যুতি-ক্ষণের পরবর্ত্তী প্রতিসন্ধি-ক্ষণই প্রতিসন্ধি কাল। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বীথি-চিত্তের আকারে এই প্রবর্ত্তন-কালের চিত্ত-ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে বীথি-মুক্ত চিত্তের আকারে, প্রতিসন্ধি-ক্ষণের চিত্ত-ব্যাপার বর্ণিত হইতেছে। প্রতিসন্ধি-চিত্ত বীথি-মুক্ত। এই প্রতিসন্ধি-কাল সর্ব্বশঃ পূর্ণাঙ্গ ভাবে বর্ণনা করিতে হইলে,—(ক) কোথায় প্রতিসন্ধি হয়, (খ) কত প্রকার প্রতিসন্ধি হয়, (গ) কাহার দ্বারা কাহার প্রতিসন্ধি হয় এবং (ঘ) কি প্রণালীতে প্রতিসন্ধি হয়,—এই চারি বিষয়ের যথোচিত আলোচনা আবশ্যক। তদনুসারেই এই বীথি-মুক্ত চিত্ত-সংগ্রহের আলোচ্য বিষয়,—(ক) চতুর্ব্বিধ ভূমি, (খ) চতুর্ব্বিধ প্রতিসন্ধি, (গ) চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম এবং (ঘ) চতুর্ব্বিধ মরণোৎপত্তি,—এই চতুর্ব্বিধ হইয়াছে।

প্রতিসন্ধি চতুর্ব্বিধ ভূমিতেই সংসাধিত হয়। এইজন্য চতুর্ব্বিধ ভূমিস্থ প্রতিসন্ধিক সত্ত্বের স্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এবং তাহাদের আয়ুষ্কালও উল্লেখ করা হইয়াছে। চারি ভূমির সত্ত্বগণের বিভাগ প্রদর্শক একটি নক্সা প্রদত্ত হইল :—

একত্রিশ লোক-ভূমি।

৪ অরূপ ভূমি

নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন

আকিঞ্চনায়তন

বিজ্ঞানানন্তায়তন

আকাশানন্তায়তন

১৬ রূপ ভূমি

অকনিষ্ঠ

সুদর্শী

(৫ শুদ্ধাবাস ভূমি)

সুদর্শন

অতপ্ত

অবৃহাঃ

চতুর্থ	বৃহৎ ফল		অসংজ্ঞ-সত্ত্ব	ধ্যান-ভূমি
তৃতীয়	পরিত্ত-শুভ	অপ্রমাণ-শুভ	শুভাকীর্ণ	ধ্যান-ভূমি
দ্বিতীয়	পরিত্তাভ	অপ্রমাণাভ	আভস্বর	ধ্যান-ভূমি
প্রথম	ব্রহ্ম-পারিষদ	ব্রহ্ম-পুরোহিত	মহাব্রহ্মা	ধ্যান-ভূমি

৭ কাম-সুগতি ভূমি

পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী

নির্ম্মাণ-রতি

তুষিত

যাম

ত্রয়স্ত্রিংশ

চাতুর্ম্মহারাজিক

মনুষ্য-লোক-ভূমি

৪ অপায়	নিরয়	তির্য্যক	প্রেত	অসুর	ভূমি

তৎপর এই চারি ভূমিতে কাহাদ্বারা প্রতিসন্ধি হয়,—এই বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের কথা বলিতে হইয়াছে। এবং কি প্রণালীতে প্রতিসন্ধি হয়, তাহা চ্যুতি-প্রতিসন্ধিতে প্রদর্শিত। প্রতিসন্ধি ও প্রবর্ত্তনের সময় বিপাক-স্কন্ধ ও কর্ম্মজরূপ-উৎপাদক কুশলাকুশল-চেতনাই জনক-কর্ম্ম। প্রতিসন্ধিই বিপাক উৎপাদনের মুখ্য স্থান। প্রবর্ত্তনকালে তদালম্বন, ভবাঙ্গ, পঞ্চ বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ ও সন্তীরণ বিপাক প্রদানের স্থান। প্রবর্ত্তনের সময় অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা পরিপোষিত বা বাধা প্রাপ্ত হইলে জনক-কর্ম্ম তদনুসারে বিপাক উৎপাদনে সক্ষম বা অক্ষম হয়। জনক-কর্ম্ম সর্ব্বদা অতীত কর্ম্মের বিপাক। উনিশ প্রকার প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের মধ্যে অবস্থানুসারে একটি মাত্র বিজ্ঞান প্রতিসন্ধির সময় প্রতিসন্ধি-কৃত্য সম্পাদন করে। কৃত্য-সংগ্রহের ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উপস্তম্ভক কর্ম্মের কৃত্য জনক-কর্ম্মকে সাহায্য করা, পরিপোষণ করা, যেন উহা ফল-প্রদান করিতে পারে। উপস্তম্ভক, উৎপীড়ক ও উপঘাতক কর্ম্ম বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মভব। ইহারা জবন-স্থানেই সম্পাদিত হয়। উৎপীড়ক কর্ম্মের কৃত্য জনক-কর্ম্মের বিপাককে দুর্ব্বল করা বা বাধা দেওয়া। কিরূপে? উপস্তম্ভক-কর্ম্মকে যখন তখন, যেখানে সেখানে বাধা প্রদানে। কুশল জাতীয় উৎপীড়ক-কর্ম্ম, অকুশল জাতীয় উপস্তম্ভক-কর্ম্মকে, এবং অকুশল জাতীয় উৎপীড়ক-কর্ম্ম কুশল উপস্তম্ভককে বাধা দেয়, দুর্ব্বল করে। উপঘাতক-কর্ম্ম, উৎপীড়ক কর্ম্মের ন্যায় ইহার বিপরীত জাতীয় কর্ম্মকে বাধা প্রদান করে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শুধু বাধা প্রদানেই বা দুর্ব্বল করণেই উপঘাতকের কার্য্য পর্য্যবসিত নহে। জনক-কর্ম্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া উপঘাতক নিজের ফল উৎপাদন করে। স্থবির অঙ্গুলিমালের জীবনে উপঘাতক কর্ম্মের সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলে।

কোন ব্যক্তি যদি উর্দ্ধাভিমুখে এক খণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তবে উহা কিছু দূরে উঠিয়া পুনঃ ভূপতিত হয়। ঐ লোষ্ট্র-খণ্ডে ঐ ব্যক্তির শক্তি-সঞ্চার জনক-কর্ম্মের সহিত তুলনীয়। উহার জড়ত্ব পরিপোষক-কর্ম্ম। উহার উর্দ্ধ-গতিতে বায়ুর বাধা প্রদান উৎপীড়ক-কর্ম্ম। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের বাধা ও অবশেষে বিপরীত পথে অর্থাৎ নিম্নাভিমুখে পরিচালনা ও সর্ব্বশেষে ভূতলে আনয়ন উপঘাতক-কর্ম্ম স্বরূপ। উপঘাতককে উপচ্ছেদকও বলা হয়। রুশিয়ার সম্রাটের জনক-কর্ম্ম তাঁহাকে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে জন্ম গ্রহণ করাইয়াছিল। উপস্তম্ভক-কর্ম্ম সম্রাট-ভোগ্য সুখ-সম্পদ দিতেছিল; উৎপীড়ক-কর্ম্ম দ্বারা তিনি গত মহাসমরের সময় বহু শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন। অবশেষে উপঘাতক-কর্ম্ম তাঁহাকে প্রাণে নাশ করিয়াছিল।

যদি কেহ বর্ত্তমান জীবনে নিষ্কাম দান কর্ম্ম সম্পাদন করে, তবে উহা তাহার অতীত দান-কর্ম্মের পরিপোষক বা উপস্তম্ভক। কিন্তু লোভের উৎপীড়ক কর্ম্ম। এই দান-সংস্কার প্রবল হইয়া লোভকে ধ্বংস করিলে, তবে ঐ দান-কর্ম্ম লোভের উপঘাতক কর্ম্ম হইবে। যদি কেহ কোন প্রাণীকে দুঃখ দেয়, তবে উহা তাহার দ্বেষ-চিত্তের উপস্তম্ভক। করুণার উৎপীড়ক এবং বধ করিলে করুণার উপঘাতক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপস্তম্ভক, উৎপীড়ক ও উপঘাতক কর্ম্মই আমাদের জীবনের সক্রিয় অংশ, ইহা জবন-স্থানেই সম্পাদিত হয়। এই সক্রিয়-অংশ অতীতের উৎপত্তি-ভাবের (সংস্কারের) প্রভাবে যেমন বলবান, দুর্ব্বল বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তেমনি বর্ত্তমান কর্ম্মভবের প্রভাবেও বলবান, দুর্ব্বল বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কেহ "কর্ম্ম-স্থান" ভাবনা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ইহা তাহার এই ভাবের সক্রিয় অংশ। এবং এই সক্রিয় অংশকে তাহার অতীত জীবনের অনুকূল

সংস্কার সাহায্য করিয়া বলবান করিবে। কিন্তু প্রতিকূল সংস্কার শক্তি অনুসারে বাধা দিবে বা ধ্বংস করিবে। এবং বর্ত্তমান জীবনেও সুশিক্ষা, কল্যাণ-মিত্রতা, ঐ সম্বন্ধকে সাহায্য করিবে, কিন্তু কুশিক্ষা ও পাপ-মিত্রতা শক্তি অনুসারে বাধা দিবে বা ধ্বংস করিবে। এই প্রকারে উপস্তম্ভক, উৎপীড়ক ও উপঘাতক কর্ম্ম,—গুরু, আসন্ন, আচরিত (অভ্যস্ত) ও কৃত বা উপচিত-কর্ম্মরূপে জীবনের সক্রিয় অংশকে সাহায্য করিয়া বিপাক-প্রদানের সময়ের ও স্থানের তারতম্য সংঘটন করে।

তন্মধ্যে প্রতিসন্ধির সময় ফল-প্রদানের পর্য্যায়ানুসারে গুরু-কর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে ফল-প্রদান করে। ইহা কুশল ও অকুশল দ্বিবিধ। ইহার কার্য্য জনন, উপস্তম্ভন, উৎপীড়ন ও উপঘাতন হইতে পারে। কুশল গুরু-কর্ম্ম রূপাবচরের পঞ্চবিধ অর্পণা ধ্যান-চিত্ত এবং অরূপাবচরের চতুর্ব্বিধ অর্পণা ধ্যান-চিত্ত। ইহাদের সম্পাদন ও অনুশীলন কাম-লোকেও সম্ভব ; এবং তাহাদের সাধারণ নাম "মহদগত কর্ম্ম"। সুতরাং কুশল গুরু-কর্ম্ম শুধু মনঃ-কর্ম্ম। অকুশল গুরু শুধু কামলোকেই সম্ভব। ইহা পঞ্চবিধ,—পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, অর্হত-হত্যা, বুদ্ধের শরীর হইতে রক্ত-পাত এবং সঙ্ঘ-ভেদ। বদ্ধ-মূল মিথ্যদৃষ্টিও গুরু কর্ম্ম ; কিন্তু ইহা মরণের পূর্ব্বক্ষণেও সংশোধিত হইতে পারে বলিয়া এই শ্রেণীতে ভুক্ত করা হয় নাই। এই গুরু-কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের অগ্রে বিপাক দান করে বলিয়া, অর্থাৎ এই কর্ম্ম-সম্পাদনের ভব এবং বিপাক-দানের ভবের মধ্যে কোন অন্তর (ফাঁক) নাই বলিয়া ইহার অপর নাম আনন্তরীয় বা আনন্তার্য্য-কর্ম্ম।

c

গুরু কর্ম্মের পরই শক্তি ও পর্য্যায়ানুসারে মরণাসন্ন-কর্ম্মের স্থান। মরণোন্মুখ সত্ত্বের সর্ব্বশেষ জবন-চিত্তই মরণাসন্ন-কর্ম্ম,—সংক্ষেপতঃ আসন্ন-কর্ম্ম। এই চিত্তই তাহার পরবর্ত্তী জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। কিন্তু মরণোন্মুখ ব্যক্তি

দ্বারা কোন গুরু-কর্ম্ম যদি সেই জীবনে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তবে সেই গুরু-কর্ম্মই তাহার জনক-কর্ম্ম হয়। তদভাবে এই আসন্ন-কর্ম্ম জনক-কর্ম্ম নির্ব্বাচন করে। আসন্ন-কর্ম্ম দুর্ব্বল বলিয়া ইহার উৎপাদন-শক্তি নাই। মরণোন্মুখ সত্ত্বের নিকট অকুশল নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, কল্যাণকামী মিত্রগণ, তাহাকে তাঁহার কৃত কুশল কর্ম্মাদি স্মরণ করাইয়া, বা তৎকালে কুশল-কর্ম্মাদি সম্পাদন করাইয়া ঐ নিমিত্তকে দূরীভূত করিতে পারেন। এরূপ ভাবে দূরীকরণ উপঘাতক কর্ম্ম। মৃত্যু-শয্যা-রচনা করিয়া মরণোন্মুখের আসন্ন কর্ম্মকে সুপরিচালিত করা প্রত্যেক কল্যাণাকাঙ্ক্ষীর পবিত্র কর্ত্তব্য।

মরণোন্মুখের নিকট যাহাতে অকুশল নিমিত্ত আসিতে অবকাশ না পায় এরূপ ভাবে তিনি নিজেও সর্ব্বদা কুশল স্মৃতি আনয়ন করিবেন; মৈত্রী-চিত্ত উৎপন্ন করিবেন। কিন্তু সারা জীবন ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, ব্যাপাদ চিত্তের অভ্যাস করিলে, মৈত্রী-চিত্ত উৎপাদন সম্ভব হয় না; বিহ্বলতা উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা অকুশল নিমিত্তই আগমন করে। সুতরাং কিরূপে মরিতে হয়, তাহাও শিক্ষা করা আবশ্যক।

গুরু বা আসন্ন কর্ম্মের অভাবে আচরিত বা অভ্যস্ত-কর্ম্মই মরণাসন্ন-বীথিতে উপস্থিত হয়। এইজন্য কুশল-কর্ম্ম একবার মাত্র সম্পাদন করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে উহা স্বভাবে পরিণত করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই ভগবান উপদেশ দিয়াছেন :—

"পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কযিরা কযিরাথেনং পুনপ্পুনং,
তম্হি ছন্দং কযিরাথ সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চযো"। ধম্মপদ, ১১৮

পক্ষান্তরে প্রমাদ বশতঃ কোন অকুশল কর্ম্ম সম্পাদিত হইলেও উহা কখনও পুনঃ সম্পাদন করিবে না, এমন কি স্মৃতিতেও আনয়ন করিবে না। কারণ একটি বিষয় পরিত্যাগের আকারে হউক বা গ্রহণের আকারেই হউক, যতই স্মরণ করা যায়, তাহা

তত গভীর ভাবে চিত্তে মুদ্রিত হয় এবং "আচরিত" কর্ম্মে পরিণত হয়। এইজন্য ভগবান সতর্কবাণী তুলিয়া বলিয়াছেন:—

"পাপঞ্চে পুরিসো কযিরা, ন তং কযিরা পুনপ্পুনং,
ন তম্হি ছন্দং কযিরাথ দুক্খো পাপস্স উচ্চযো"। ধর্ম্মপদ, ১১৭

"গুরু-কর্ম্ম", মরণাসন্নকালে অনুস্মরিত "আসন্ন-কর্ম্ম" এবং প্রাত্যাহিক জীবনে নিয়মিত ভাবে সম্পাদিত "আচরিত কর্ম্ম" ইহ জীবনের কর্ম্ম। এই তিন শ্রেণীর কর্ম্ম ব্যতীত যে কুশলাকুশল কর্ম্ম ইহজীবনে এবং অতীত জীবন-পরম্পরায় সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা "কৃতত্ব কর্ম্ম" বা "উপচিত কর্ম্ম"। গুরু-আসন্ন-আচরিত কর্ম্মের বিপাক উপপদ্য বেদনীয়। কিন্তু উপচিত কর্ম্মের বিপাক অপরপর্য্যায় বেদনীয় এবং উপপদ্য বেদনীয়। উপচিত কর্ম্ম, গুরু-আসন্ন-আচরিত কর্ম্মত্রয় হইতে অল্প শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু ইহার সংখ্যাধিক্য হেতু ইহা সর্ব্বাধিক ফলবান কর্ম্ম গঠন করে।

এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের মধ্যে "গুরু-কর্ম্ম" বিদ্যমান থাকিলে তাহাই অনন্তর ভবে প্রতিসন্ধি ঘটায়। তদভাবে "আসন্নকর্ম্ম"। আসন্নের অভাবে "আচরিত কর্ম্ম"; আচরিত কর্ম্মের অভাবে "উপচিত কর্ম্ম" প্রতিসন্ধি-কৃত্য সম্পাদন করে।

কর্ম্মের ফল-প্রদানের কাল উহার জবন-স্থানের চিত্তক্ষণের উপর নির্ভর করে। ১৪১ পৃষ্ঠার "জবন-কথা" দ্রষ্টব্য। প্রথম জবনের কর্ম্ম সেই জীবনেই ফল প্রদান করে; সুতরাং সেই জীবনেই অনুভবনীয়। ইহার পারিভাষিক নাম "দৃষ্ট-ধর্ম্ম-বেদনীয়"; অর্থাৎ বর্ত্তমান জীবনেই অনুভবনীয়। যদি সেই জীবনে ফল প্রদানের অবকাশ না পায়, অথবা বিরুদ্ধ শক্তিশালী কর্ম্মদ্বারা প্রতিহত হয়, তবে উহা পরবর্ত্তী কোন কালে ফল দান করিতে পারে না। তখন উহা ক্ষীণ-বীজ হইয়া যায়। এমতাবস্থায়,

ইহার "অহোসি" নাম দেওয়া হইয়াছে। "অহোসি" ক্রিয়াপদ, ইহার অর্থ "ছিল", অর্থাৎ যাহা অতীতে ছিল, এখন ক্ষীণ-বীজ হইয়াছে। আমরা "অহোসি" কর্ম্মকে "ভূতপূর্ব্ব-কর্ম্ম" বলিয়াই অনুবাদ করিয়াছি। গুরুকর্ম্মও দৃষ্টধর্ম্ম-বেদনীয়; দেবদত্তের পরিণাম ইহার দৃষ্টান্ত।

সর্ব্বশেষ সপ্তম জবনের (বাস্তুর দুর্ব্বলাবস্থায় পঞ্চম জবনের) কর্ম্ম পরবর্ত্তী দ্বিতীয় জন্মেই ফলবান হয়; এজন্য ইহার নাম "উপপদ্য বেদনীয় কর্ম্ম"। যদি সেই পরবর্ত্তী জন্মে বিপাক-প্রদানের অবকাশ না পায়, কিংবা বিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে উহাও "ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মে" পরিণত হয়। কিন্তু যদি অবকাশ পায় তবে জনক-কর্ম্মরূপে বিপাক দান করে। যদি তাহা না পারে তবে পরবর্ত্তী প্রবর্ত্তন কালেও উপস্তম্ভন, উৎপীড়ন বা উপঘাত করিতে পারে না।

মধ্যের পাঁচ বা তিন জবন-চিত্ত-ক্ষণের কর্ম্ম তৃতীয় জন্ম হইতে নির্ব্বাণ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, যে কোন জন্মে ফলবান হইতে পারে। এজন্য ইহার নাম "অপর পর্য্যায়-বেদনীয় কর্ম্ম"। এই কর্ম্ম প্রতিসন্ধির সময় এবং অবসর পাইলে প্রবর্ত্তনের সময়ই বিপাক দান করে। অর্হৎ মহা মৌদগল্যায়নের দণ্ডাঘাত-মৃত্যু ইহার দৃষ্টান্ত।

যেই সকল কর্ম্ম স্বীয় দুর্ব্বলতা হেতু বিপাক দিতে পারে না, অথবা বিপাক-প্রদান-ক্ষম হইয়াও বিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত হওয়ায় বিপাক প্রদানের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, সেই সমস্ত কর্ম্মই "অহোসি" কর্ম্ম বা "ভূতপূর্ব্ব কর্ম্ম"। ইহা কুশল বা অকুশল যে কোন জাতীয় হইতে পারে।

আমরা যেই শারীরিক কার্য্য সম্পাদন করি, যেই বাক্য উচ্চারণ করি, যেই চিন্তা প্রবাহিত করি তাহাকেই সাধারণতঃ

"কর্ম্ম" নামে অভিহিত করি। মূলতঃ মন একাকীই চিন্তা করে এবং সেই চিন্তা বাক্যে ও শারীরিক কার্য্যে বিকশিত হয়। কিন্তু বুদ্ধ বলেন "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি। ভিক্ষুগণ, আমি চেতনাকেই কর্ম্ম বলিয়া থাকি। "চেতনা" সর্ব্বচিত্ত-সাধারণ চৈতসিক। ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু লোভ-দ্বেষাদি অকুশল-হেতু বা অলোভ অদ্বেষাদি কুশল-হেতু-সংযোগে চেতনা "কর্ম্মে" পরিণত হয় এবং সংস্কাররূপে চিত্ত-সন্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে ও সুযোগ পাইলে বাক্যে বা কার্য্যে প্রকাশ পায়। চেতনার অভাবে চক্ষুপাল স্থবিরের পদঘাতে সংঘটিত কীট-ধ্বংস ব্যাপারটি কর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল না। বধ-চেতনা লইয়া সর্প-ভ্রমে রজ্জুকে আঘাত করিলেও অকুশল কর্ম্ম করা হয়। পক্ষান্তরে বধ-চেতনা বিরহিত চিত্তে রজ্জু-ভ্রমে সর্পকে হত করিলেও কর্ম্ম গঠিত হয় না। সুতরাং চেতনা-হীন শারীরিক, বাচনিক বা মানসিক ব্যাপার কর্ম্ম গঠন করিতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড়-শক্তি, হেতু-সংযুক্ত চেতনাও তেমন মানস-শক্তি। জগতের যাবতীয় শক্তির ন্যায় কর্ম্মও একটি শক্তি। যেই মাধ্যাকর্ষণ পদার্থকে ভূপাতিত করে, মাধ্যাকর্ষণের রহস্য উদ্ভেদ করিয়া, সেই মাধ্যাকর্ষণ বলেই মানুষ ভূপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে। যেই কর্ম্ম-শক্তি জীবকে বাঁধিয়া রাখে কর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত হইলে, মানুষ সেই কর্ম্ম দ্বারাই মুক্তি আনয়ন করিতে পারে। "অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো সিয়া"?

কর্ম্মের কারণ কি? কর্ম্মের আদি অনির্ণেয়, কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয় করা যায়। এই যে "নাম-রূপ", যাহা তথা কথিত "আমি" সৃজন করিয়া আছে, তাহা কর্ম্ম করিবার জন্য বাধ্য। ইহা ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অনবরত বহির্জগত ও অন্তর্জগত হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। সেই আঘাত বা স্পর্শ হইতে বেদনা উৎপন্ন হয়। সেই বেদনা হইতে, অবিদ্যাভিভূত হইয়া তৃষ্ণা

উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু বেদনার যথাযথ প্রকৃতি সম্বন্ধে স্মৃতিমান থাকিলে তৃষ্ণোৎপত্তি হয় না। এই অবিদ্যাজ তৃষ্ণাই সুতরাং কর্ম্মের কারণ। "বিশুদ্ধি-মার্গে" উক্ত আছে :—

"কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি ; এবেতং সম্ম দস্সনং"।

অর্থাৎ কর্ম্মের কারক নাই, বিপাকেরও ভোক্তা নাই, কেবল চিত্ত-চৈতসিক-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত (উঠিয়া পড়িয়া প্রবাহিত) হইতেছে। ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান। পারমার্থিক সত্যানুসারে কোন অজড়, অব্যয়, অবিনশ্বর "আত্মা" দেবতার আকারে বা মনুষ্যের আকারে বা অন্য কোন সত্ত্বের আকারে বিদ্যমান নাই। এই সমস্ত জীব শুধু কর্ম্ম-শক্তির স্বল্পকালস্থায়ী বিকাশ,—ব্যবহারিক ভাবে সত্ত্ব বা প্রাণী নামে অভিহিত হয়। যাহাকে সত্ত্ব বা প্রাণী বলা হয়, তাহা কেবল জড়াজড়ের (নামরূপের) সংযোগ মাত্র। জড় শুধু কতকগুলি শক্তি ও গুণের বিকাশ মাত্র। তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইতেছে। চিত্তও উৎপত্তি-বিলয়-শীল চৈতসিকের সংমিশ্রণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাহা এই পাঁচ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। যদি কর্ম্মের কারক নির্ণয় করিতে হয়, তবে বলিতে হয়, হেতু সংযুক্ত "চেতনাই" কর্ম্মের কারক, এবং বেদনাই কর্ম্মের ফল-ভোক্তা। "চেতনা" ও "বেদনা" অনিত্য ধর্ম্মী চৈতসিক মাত্র। মিলিন্দ-রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভন্তে নাগসেন, কর্ম্ম কোথায় থাকে"? স্থবির উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এই বিলয়শীল চিত্তের কোথাও কর্ম্ম জমাট হইয়া থাকে না, কিংবা অন্য কোন স্কন্ধেও জমা থাকে না। আম্র বৃক্ষের দেহে যেমন কোথাও আম্র জমা রহিয়াছে বলিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, অথচ অবকাশ পাইলে আম্র মুকুল উদগত হয়, তেমনি পঞ্চ স্কন্ধে বা কোন এক স্কন্ধে

কর্ম্ম জমা হইয়া থাকে না, অথচ অবকাশ পাইলেই ফল ফলে। নৈসর্গিক শক্তি ও নীতির ন্যায় কর্ম্মও মানসিক শক্তি ও নীতি। এজন্য বুদ্ধ কর্ম্মকে চতুর্ব্বিধ অচিন্ত্যেয়ের মধ্যে অন্যতর অচিন্ত্যেয় রূপে গণ্য করিয়াছেন। "অঙ্গোত্তর নিকায়ে" বুদ্ধ বলিতেছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ, যদি কেহ বলে যে, তাহাকে তাহার কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতেই হইবে, তবে ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা হইত না এবং দুঃখ-মুক্তির কোন অবকাশও পাওয়া যাইত না। কিন্তু যদি কেহ বলে যে, মানুষ যাহা বপন করে তাহারই ফল-ভোগ করে, তবে ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা আছে এবং সম্পূর্ণরূপে দুঃখ-মুক্তিরও অবকাশ রহিয়াছে"।

চিত্তোৎপত্তি হিসাবে দ্বাদশ অকুশল-চিত্তই অকুশল কর্ম্ম এবং অষ্ট মহাকুশল ও নয় প্রকার মহদগত কুশলই কুশল কর্ম্ম। জীব-দেহ স্ব স্ব কর্ম্মের দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি। এই সর্ব্বব্যাপী কর্ম্ম-শক্তি আমাদের স্বভাবকে,—প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তিকে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং লোকীয় পৃথগজনকে কেহ তাহার অতীত বা বর্ত্তমান দ্বারা নিশ্চিতরূপে বিচার করিতে পারে না। কোন এক বিশেষ ক্ষণে কোন্ ব্যক্তি কিরূপ আমরা শুধু তাহাই বিচার করিয়া বলিতে পারি। তাহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত হইতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু শুধু ক্ষণস্থায়ী ঘটনার ক্ষণস্থায়ী পরিণাম। মৃত্যু দেহকে অসার করিয়া ফেলে এবং অন্য এক দেহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই পরবর্ত্তী দেহ পূর্ব্ববর্ত্তী দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে; কারণ কোন এক মরণ-মুহূর্ত্তে যেই কর্ম্ম প্রবাহিত হয়, তাহা দ্বারাই পরবর্ত্তী দেহ উৎপন্ন হয় এবং সেই জীবন-প্রবাহ-পরিচালক কর্ম্ম-শক্তি তখনও সঞ্জীবিত থাকে। জনক-জননী এই জড়-উপকরণ উৎপাদনে সাহায্য-কারী মাত্র।

জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় ঘটনা যখন এক সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বিধান দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, কোন লীলাময়ের লীলায় বা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাধীনে হইতেছে না, তখন ইহা বুঝা অত্যন্ত সহজ যে মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের অবকাশ ও সুযোগ সেই বিধান বলেই উৎপন্ন হয়।

দশ অকুশল-কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লোকীয় সম্যক্-দৃষ্টি। এবং অকুশলের মূল যে লোভ, দ্বেষ, মোহ—এই জ্ঞানও লোকীয় সম্যক্-দৃষ্টি। মূল অনুসারে অকুশল-কর্ম্ম বিচার করিলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হইয়া যায়। দশ কুশল-কর্ম্ম সম্বন্ধে এবং তাহাদের মূল অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ সম্বন্ধে জ্ঞানও লোকীয় সম্যক্-দৃষ্টি। মূলানুসারে কুশল-কর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলে, এ সম্বন্ধে বহু কূট প্রশ্নের স্বতঃই মীমাংসা হইয়া যায়।

লোভ পরিত্যাগই "দান"। দান সর্ব্ব কুশলের আদি ও সর্ব্ব কুশলকর্ম্ম-সাধারণ। দান-চেতনা লোভের উৎপীড়ক ও উপ-ঘাতক। লোভ বা তৃষ্ণাই সর্ব্ববিধ দুঃখের হেতু; "দান" এই হেতুর মূলে কুঠারাঘাত। সামিষ দান লোকী কুশল-কর্ম্ম। নিরামিষ দান লোকোত্তর কুশল। সামিষ অর্থ এখানে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যের জন্য তৃষ্ণাযুক্ত। নিরামিষ অর্থ নিষ্কাম বা ঐ প্রকার তৃষ্ণা-হীন।

"শীল" সম্বন্ধে ৮৬—৮৭ পৃষ্ঠায় বিরতি চৈতসিকের সংক্ষেপার্থ বর্ণন দ্রষ্টব্য। শীলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে,—বারিত্ত-শীল ও চারিত্র-শীল। পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল প্রভৃতি মুখ্যতঃ কায়-বাক্-দুশ্চারিত্রে বিরতি,— ইহারা বারিত্ত-শীল। ইহা মূলতঃ সর্ব্বজীবে মৈত্রী ও করুণার উপরই নির্ভর করে,— ইহাই অহিংসা। সমগ্র সূত্র-পিটককে বহুল পরিমাণে বারিত্ত-শীলের শিক্ষা-ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। যাহাকে সাধারণতঃ শিষ্টাচার বলা হয় তাহাই চারিত্র-শীল। ইহা মূলতঃ চিত্ত-মৃদুতা, সেবা এবং কৃতির

উপর নির্ভর করে। শীলই সভ্যতা, শীলই আভিজাত্য। শীলই ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তি। পূজনীয়কে পূজা, সম্মানিতকে সম্মান, সেবা, পরিচর্য্যা, সদ্ব্যবহার, সদাচরণ প্রভৃতি চারিত্র-শীলের অন্তর্গত। সমগ্র "বিনয়-পিটক" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বিষয়েরই উপদেশ দিতেছে।

"ভাবনা" দুইটি বিষয় নির্দ্দেশ করে,— উৎপাদন ও বর্দ্ধন। যেই কুশল-চিত্ত অনুৎপন্ন, তাহার উৎপাদন এবং যেই কুশল-চিত্ত উৎপন্ন, তাহার বর্দ্ধন করার নাম "ভাবনা"। তদুদ্দেশ্যে চিত্তকে সমাহিত ও সুশক্তিশালী করার নাম "শমথ-ভাবনা" এবং মুখ্যতঃ পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-জ্ঞানোৎপাদন "বিদর্শন-ভাবনা"। নবম পরিচ্ছেদে ইহা আলোচিত। "কর্ম্ম-স্বকীয়তা-জ্ঞান," অর্থাৎ প্রত্যেক জীব তাহার নিজ কর্ম্মেরই দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি,— এই প্রকার জ্ঞানার্জ্জন-চেষ্টাই "দৃষ্টি-ঋজু-কর্ম্ম"।

প্রত্যেক কুশল-কর্ম্মকে জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলেই ইহা ত্রিহেতুক হয়। প্রত্যেক কুশল-কর্ম্মের উদ্দেশ্য চিত্ত-শুদ্ধি অর্থাৎ তৃষ্ণাক্ষয়। এই উদ্দেশ্যই কুশল-কর্ম্মকে জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অর্থাৎ ত্রিহেতুক করে। এই প্রকারে ত্রিহেতুক কর্ম্ম আনন্দ মনে পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করিলে উহা উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়।

১২। মৃত্যু চারি কারণে সংঘটিত হয়। স্বকীয় সত্ত্ব-নিকায়ের দীর্ঘতম আয়ুর সমপরিমিত আয়ু-ক্ষয়ে যখন কোন সত্ত্বের দেহান্তর হয়, তখন তাহাকে আয়ু-ক্ষয়ে মৃত্যু বলা হয়। কিন্তু যদি জনক-কর্ম্ম-প্রদত্ত শক্তির হ্রাস হইয়া দেহান্তর হয়, তবে উহা কর্ম্ম-ক্ষয়ে মৃত্যু। সত্ত্ব নিকায়ের দীর্ঘতম আয়ু ও জনক-কর্ম্ম-প্রদত্ত আয়ু, এই উভয় যদি সমপরিমিত হয় এবং তাহাদের এক সঙ্গে ক্ষয় হইয়া দেহান্তর হয়, তবে ইহা উভয়-ক্ষয়-মৃত্যু। কিন্তু আয়ু এবং কর্ম্ম উভয়ের শক্তি বিদ্যমান থাকিবার কালীন, যদি কোন বিরুদ্ধ

শক্তির প্রভাবে কাহারও দেহান্তর হয়, তবে উহা উপচ্ছেদক-কর্ম্ম হেতু মৃত্যু। ইহাকে অকাল-মৃত্যুও বলা হয়।

উপচ্ছেদ-মৃত্যু ইতর প্রাণীর মধ্যে অত্যধিক সংঘটিত হয়। উপচ্ছেদক-কর্ম্ম দ্বারা উপচ্ছেদ-মৃত্যু হইয়া থাকে এবং অন্য অনেক সহস্র কারণেও ইহা সংঘটিত হয়। মূলভেদে উহা আট ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। (১) বাত; (২) পিত্ত; (৩) শ্লেষ্মা জনিত ব্যাধি; (৪) তাহাদের সন্নিপাত জনিত ব্যাধি; (৫) বহিঃ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিপত্তি, (ভূকম্পন, বজ্র, ঝড়, বৃষ্টি, যান-ভঙ্গ ইত্যাদি); (৬) "বিসম পরিহারজা" অর্থাৎ বিপরীত ভাবে, অনুচিত ভাবে দ্রব্যাদির ব্যবহার; (৭) আকস্মিক আক্রমণ; (৮) কর্ম্ম-বিপাক অর্থাৎ উৎপীড়ক ও উপঘাতক কর্ম্ম-প্রভাবে উৎপন্ন ব্যাধি ইত্যাদি। জীবের দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ শুধু কর্ম্ম নহে; বিশ্বের গঠন-প্রণালীই ইহাকে মৃত্যুশীল এবং সুতরাং দুঃখ-ময় করিয়াছে। এখানেই লোকোত্তরের আবশ্যকতা।

চ্যুতি-প্রতিসন্ধি অধ্যয়নকালে নিম্নের কয়েকটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক :—

১। চ্যুতি-চিত্ত ও প্রতিসন্ধি-চিত্ত প্রত্যেকটি এক এক চিত্ত-ক্ষণিক। ভবাঙ্গের প্রতিসন্ধি কালীন গৃহীত আলম্বন-পরিত্যাগই চ্যুতি-চিত্ত বা মরণোৎপত্তি।

২। চ্যুতি, প্রতিসন্ধি ও ভবাঙ্গের বীথি নাই; সুতরাং তাহাদের জবনও নাই। বিপাক-চিত্তেরও জবন নাই।

৩। চ্যুতি-চিত্ত বীথি-মুক্ত। আসন্ন-চিত্তের বীথি শেষ হইয়া গেলে, এক চিত্ত-ক্ষণের জন্য চ্যুতি-চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং ভবাঙ্গালম্বন পরিত্যাগ করে। চ্যুতির পরই প্রতিসন্ধি-চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই উভয় চিত্তের মধ্যে ভবাঙ্গ-পাত ঘটে না।

৪। আগমনকারী ভবের পক্ষে যাহা প্রতিসন্ধি-চিত্ত, তাহাই সেই আগত ভবের ভবাঙ্গ-চিত্ত এবং তাহাই সেই ভবের বিসর্জ্জনের সময় চ্যুতি-চিত্ত। তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনন্তর, সমনন্তর, নাস্তি, বিগত। এবং তাহারা বীথি-মুক্ত বিপাক-চিত্ত। ১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। আসন্ন-কর্ম্ম, বাস্তুর দুর্ব্বলতা হেতু, দুর্ব্বল; এই কারণে ইহার জনক-শক্তি নাই। ইহার কৃত্য নূতন জন্ম নির্দ্ধারণ; এবং ইহা কর্ম্ম, কর্ম্ম-নিমিত্ত বা গতি-নিমিত্ত উৎপাদন দ্বারা ঐ নির্দ্ধারণ-কৃত্য সম্পাদন করে। এবং সেই নির্দ্ধারণ অনুসারে প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান প্রতিসন্ধি-কৃত্য সম্পাদন করে।

মন্তব্য ঃ— শিক্ষার্থীরা এখন নিজেরাই প্রশ্ন ও তদুত্তর নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

বীথি-মুক্ত পরিচ্ছেদের সংক্ষেপার্থ
বর্ণনা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রূপ-সংগ্রহ।

১। সূচনা-গাথা— চিত্ত-চৈতসিক-তত্ত্ব প্রভেদাদি যত,
এ পর্য্যন্ত পঞ্চাধ্যায়ে হয়েছে বর্ণিত।
উদ্দেশ, বিভাগ, মূল, কলাপ, উৎপত্তি,
এ পঞ্চ আকারে দিব রূপের বিবৃতি।

২। রূপ-সমুদ্দেশ বা প্রকার ভেদ।

রূপ বা জড়-শক্তি দ্বিবিধ :— চারি মহাভূত রূপ; এবং এই চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ। এই দ্বিবিধ রূপ একাদশ ভাগে বিভক্ত। কিরূপে একাদশ?

(১) মহাভূতরূপ :— পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু।

(২) প্রসাদরূপ :— চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়।

(৩) গোচর-রূপ :— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং আপ-ধাতু বর্জ্জিত ভূতত্রয় নামক স্প্রষ্টব্য।

(৪) ভাব-রূপ :— স্ত্রীভাব, পুংভাব।

(৫) হৃদয়-রূপ :— হৃদয়-বাস্তু।

(৬) জীবিত-রূপ :— জীবিতেন্দ্রিয়।

(৭) আহার-রূপ :— কবলীকৃত আহার।

এই আঠার প্রকার রূপ অন্য প্রকারেও প্রভেদ করা যাইতে পারে। (ক) স্ব স্ব স্বভাব অনুসারে; (খ) মুখ্য লক্ষণ

অনুসারে; (গ) কর্ম্মাদি বিভিন্ন প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পাদন অনুসারে; (ঘ) পরিবর্ত্তনশীলতা অনুসারে; (ঙ) বিদর্শন ভাবনার আলম্বন অনুসারে।

(৮) পরিচ্ছেদ-রূপ :— আকাশ-ধাতু।

(৯) বিজ্ঞপ্তি-রূপ :— কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি।

(১০) বিকার-রূপ :— লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মণ্যতা।

(১১) লক্ষণ-রূপ :— উপচয়, সন্ততি, জরতা, অনিত্যতা।

কিন্তু এখানে শুধু রূপের উৎপত্তি "উপচয়" ও (উপচয়ের) "সন্ততি" এই দুই নামে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে এগার প্রকার রূপ স্বকীয় গুণানুসারে বিচার করিতে গেলে আটাশ প্রকার হয়।

৬। স্মারক-গাথা :— ভূত, প্রসাদ, বিষয়, ভাব ও হৃদয়,
জীবিত, আহার সহ অষ্টাদশ হয়।
পরিচ্ছেদ ও বিজ্ঞপ্তি, বিকার, লক্ষণ,
অনিস্পন্ন দশ; মোট আটাশ গণন।

এই পর্য্যন্ত রূপ-সমুদ্দেশ।

৪। রূপ-বিভাগ।

এই সকল রূপ অহেতুক, সপ্রত্যয়, সাসব, সংস্কৃত, লোকীয়, কামাবচর, অনালম্বন, প্রহাতব্য, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিকাদি ভেদে বিভক্ত করিতে গেলে বহুধা করা যাইতে পারে। তাহা কি প্রকার?

(১) পঞ্চ প্রসাদ-রূপ আধ্যাত্মিক, বাকী সব বাহ্যিক।

(২) পঞ্চ প্রসাদ-রূপ ও হৃদয়-রূপ,— এই ছয়টি বাস্তু-রূপ; বাকী সব অবাস্তু-রূপ।

(৩) পঞ্চ প্রসাদ ও বিজ্ঞপ্তিদ্বয়— এই সাতটি দ্বার-রূপ; বাকী সব অদ্বার-রূপ।

(৪) পঞ্চ প্রসাদ, ভাবদ্বয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়—এই আটটি ইন্দ্রিয়-রূপ; অবশিষ্ট গুলি অনিন্দ্রিয়-রূপ।

(৫) পঞ্চ প্রসাদ ও সপ্ত বিষয়— এই দ্বাদশটি স্থূল-রূপ, সন্তিক-রূপ, সপ্রতিঘ-রূপ; বাকী সব সূক্ষ্মরূপ, দূররূপ, অপ্রতিঘ রূপ।

(৬) কর্ম্মজরূপ গৃহীত (উপাদিন্ন) রূপ; অবশিষ্ট গুলি অগৃহীত (অনুপাদিন্ন) রূপ।

(৭) বর্ণায়তন দৃশ্যমানরূপ; বাকী সব অদৃশ্যমান রূপ।

(৮) চক্ষু, শ্রোত্র অসম্পৃক্ত রূপ; ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় সম্পৃক্ত রূপ। এবং এই পাঁচটিই গোচর-গ্রাহী রূপ। বাকী গুলি গোচর অগ্রাহী রূপ।

(৯) বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ এবং চারি মহাভূত-রূপ,— এই আটটি অবিনিভাজ্য-রূপ; অবশিষ্ট সব বিনিভাজ্য-রূপ।

৫। স্মারক-গাথা :— এ প্রকারে জড়-গুণ আটাশ প্রকারে,
জ্ঞানীরা বিভাগ করে শরীরে, বাহিরে।

এই পর্য্যন্ত রূপ-বিভাগ।

৬। রূপ-সমুত্থান।

কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার,—এই চারি বিষয় দ্বারা রূপের সমুত্থান (অবস্থান্তর) হয়।

(১) কর্ম্ম-সমুত্থান রূপ :—প্রতিসন্ধি-ক্ষণ হইতে ক্ষণে ক্ষণে কামলোকের ও রূপলোকের পঁচিশ প্রকার কুশলাকুশল কর্ম্ম কর্ম্মজ রূপ উৎপন্ন করে।

(২) চিত্ত-সমুত্থান রূপ :— অরূপ বিপাক ও দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান বর্জ্জিত ৭৫ প্রকার চিত্ত প্রথম ভবাঙ্গের প্রথম ক্ষণ হইতে, উৎপত্তির ক্ষণে ক্ষণে চিত্তজ রূপ উৎপাদন করে। এখানে অর্পণা-জবন ঈর্য্যা-পথকেও দৃঢ় করে। ব্যবস্থাপন চিত্ত এবং কামাবচর জবন বিজ্ঞপ্তিও উৎপাদন করে; তের প্রকার সৌমনস্য জবন হসন-চিত্তও উৎপাদন করে।

(৩) ঋতু-সমুত্থান রূপ :— শীতোষ্ণ নামধেয় তেজ-ধাতু যখন স্থিতিক্ষণ প্রাপ্ত হয়, তখন অবস্থানুসারে দেহস্থ বা বাহ্যিক ঋতু-সমুত্থান রূপ উৎপাদন করে।

(৪) আহার-সমুত্থান রূপ :— আহার—যাহার অন্য নাম ওজঃ,— যখন পরিপাক হইয়া দেহের অঙ্গীভূত হইতে থাকে এবং যখন স্থিতিপ্রাপ্ত হয়, তখনই আহার সমুত্থান রূপ উৎপাদন করিতে থাকে।

তন্মধ্যে "হৃদয়-রূপ" এবং "ইন্দ্রিয়-রূপ" কর্ম্মজ। "বিজ্ঞপ্তিদ্বয়" চিত্তজ। "শব্দ" চিত্তজ ও ঋতুজ। "লঘুতাদিত্রয়" ঋতু-চিত্ত-আহার সম্ভূত "অবিনিভাজ্য রূপ" এবং "আকাশ-ধাতু" চারি কারণেই উৎপন্ন হয়। "লক্ষণ-রূপ-চতুষ্টয়" এই কারণ চতুষ্টয়ের কোনটি দ্বারা উৎপন্ন হয় না।

৭। স্মারক-গাথা :— কর্ম্মে অষ্টাদশ রূপ, চিত্তেতে পঞ্চাশ,
ঋতুৎপন্ন ত্রয়োদশ, আহারে দ্বাদশ।
রূপোৎপত্তি আদি শুধু স্বভাবে বিকাশ;
লক্ষণ রূপেরে কেহ করেনা প্রকাশ।

এই পর্য্যন্ত রূপ-সমুত্থান-নীতি।

৮। রূপ-কলাপ।

যে সকল রূপ একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, একসঙ্গে নিরোধ প্রাপ্ত হয়, এক নিশ্রয় গ্রহণ করে এবং একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে, তাহাদের সমবায় এক কলাপ বা গুচ্ছ। এই গুণানুসারে শ্রেণীভাগ করিলে একুশ প্রকার রূপ-কলাপ হয়।

নয় প্রকার কর্ম্ম সমুত্থান কলাপ:—

(১) জীবিতেন্দ্রিয়, অবিনিভাজ্যরূপ, চক্ষু সহ চক্ষু-দশক।
(২) " " শ্রোত্র সহ শ্রোত্র-দশক।
(৩) " " ঘ্রাণ সহ ঘ্রাণ-দশক।
(৪) " " জিহ্বা সহ জিহ্বা-দশক।
(৫) " " কায় সহ কায়-দশক।
(৬) " " স্ত্রীভাব সহ স্ত্রীভাব-দশক।
(৭) " " পুংভাব সহ পুংভাব-দশক।
(৮) " " হৃদয়-বাস্তু সহ বাস্তু-দশক।
(৯) " " ... জীবিত নবক।

ছয় প্রকার চিত্ত-সমুত্থান কলাপ:—

(১) অষ্টবিধ অবিনিভাজ্যরূপের অন্য নাম "শুদ্ধাষ্টক"।
(২) এই শুদ্ধাষ্টক কায়-বিজ্ঞপ্তি সহ—"কায়-বিজ্ঞপ্তি নবক"।
(৩) শুদ্ধাষ্টক, শব্দ, বাক্-বিজ্ঞপ্তি সহ—"বাক্-বিজ্ঞপ্তি-দশক"।
(৪) শুদ্ধাষ্টক, লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মণ্যতা সহ—"লঘুতাদি একাদশক"।
(৫) কায়-বিজ্ঞপ্তি, "লঘুতাদি একাদশক" সহ "কায়-বিজ্ঞপ্তি-লঘুতাদি দ্বাদশক"।
(৬) বাক্-বিজ্ঞপ্তি, শব্দ, "লঘুতাদি একাদশক" সহ "ত্রয়োদশক"।

চারি প্রকার ঋতু-সমুত্থান কলাপ :—

(১) শুদ্ধাষ্টক।

(২) শুদ্ধাষ্টক, শব্দ সহ,—"শব্দ নবক"।

(৩) শুদ্ধাষ্টক সহ লঘুতাদি একাদশক,—"লঘুতাদি একাদশক"।

(৪) শুদ্ধাষ্টক, শব্দ সহ লঘুতাদি দ্বাদশক,—
"শব্দ-লঘুতাদি দ্বাদশক"।

দুই প্রকার আহার-সমুত্থান কলাপ :—

(১) শুদ্ধাষ্টক।

(২) শুদ্ধাষ্টক সহ লঘুতাদি একাদশক।

উপরোক্ত "শুদ্ধাষ্টক" ও "শব্দ-নবক" দ্বিবিধ ঋতু-সমুত্থান কলাপ বাহিরেও উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট সমস্ত কলাপ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শুধু জীব-দেহেই উৎপন্ন হয়।

৯। স্মারক-গাথা :— কর্ম্মে নয়, চিত্তে ছয়, ঋতু চারি গণে,
আহারে কলাপ দুই,—একুশ একুনে।
আকাশ, লক্ষণ চারি কলাপাঙ্গ নহে,
একোৎপন্ন নহে তা'রা পণ্ডিতেরা কহে।

এই পর্য্যন্ত কলাপযোজনা।

১০। রূপোৎপত্তির ক্রম।

কামলোকে :—

কামলোকের সত্ত্বগণ এই সমস্ত রূপ যথোচিত ভাবে প্রবর্ত্তনের সময় পরিপূর্ণাকারে প্রাপ্ত হয়।

স্বেদজ ও ঔপপাদিক সত্ত্বের প্রতিসন্ধির সময় চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, ভাব, বাস্তু এই সপ্ত দশক অধিক পক্ষে, এবং ন্যূন পক্ষে তিন দশক উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কখনও কখনও চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ ও ভাব,—এই চারি দশক উৎপন্ন হয় না। সেই হেতু তাহাদের কলাপ-হানি হয়।

পক্ষান্তরে গর্ব্ভাশয় সত্ত্বগণের কায়, ভাব, বাস্তু,— এই তিন দশক উৎপন্ন হয়। কখনও বা ভাব-দশক উৎপন্ন হয় না। প্রবর্ত্তন-কালে ক্রমে চক্ষু-দশকাদি উৎপন্ন হয়।

এই প্রকারে প্রতিসন্ধির সময় হইতে কর্ম্ম-সমুত্থিত রূপ-কলাপ-সন্ততি, দ্বিতীয় চিত্ত-ক্ষণ হইতে চিত্ত-সমুত্থিত, স্থিতিক্ষণ হইতে ঋতু-সমুত্থিত এবং পরিপাকের সময় হইতে আহার-সমুত্থিত রূপ-কলাপ-সন্ততি, কামলোকে, দীপ-শিখার ন্যায়, নদী-স্রোতের ন্যায় যাবদায়ু অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে।

মরণ-কালে রূপের ক্রিয়া :—

মরণ-কালে, চ্যুতি-চিত্তের সপ্তদশ চিত্তক্ষণ পূর্ব্বে,—স্থিতিক্ষণ হইতে আর কর্ম্মজ রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বোৎপন্ন কর্ম্মজ রূপ-কলাপ চ্যুতি-চিত্তক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া নিরুদ্ধ হয়। তৎপর চিত্তজ ও আহারজ রূপ-কলাপ বিচ্ছিন্ন হয়। সর্ব্বশেষে ঋতু-সমুত্থিত রূপ-কলাপ-পরম্পরা মৃত কলেবর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়।

১১। স্মারক-গাথা :— আমরণ জড়-শক্তি এ নীতি আচরে ;
প্রতিসন্ধি হ'তে পুনঃ এ নীতিই ধরে।

১২। রূপলোকে :-

কিন্তু রূপলোকে ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও ভাব দশক এবং আহারজ রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয় না। সেজন্য তথায় প্রতিসন্ধি কালে চক্ষু-শ্রোত্র-বাস্তু দশকত্রয় ও জীবিত-নবক,—এই চারি প্রকার কর্ম্মসমুত্থিত রূপ-কলাপ এবং প্রবর্ত্তনকালে চিত্ত ও ঋতু সমুত্থিত রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয়।

অসংজ্ঞ-সত্ত্বগণের এমন কি চক্ষু, শ্রোত্র, বা শব্দ-কলাপও উৎপন্ন হয় না। তদ্রূপ তাহারা চিত্ত-সমুত্থিত রূপ-কলাপেও বঞ্চিত। সেইজন্য তাহাদের প্রতিসন্ধির সময় তাহারা জীবিত-নবক মাত্র এবং প্রবর্ত্তনের সময় ততোধিক শব্দ-বর্জ্জিত ঋতু-সমুত্থিত রূপ-কলাপও প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকারে কাম, রূপ ও অসংজ্ঞ,— এই তিন লোকে প্রতিসন্ধি ও প্রবর্ত্তনকালানুসারে দ্বিবিধ রূপোৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

১৩। স্মারক-গাথা :— কামেতে আটাশ রূপ ; রূপে তেইশ পাই ;
সতের অসংজ্ঞ-লোকে ; অরূপেতে নাই।
বিকার, জরতা, শব্দ, চ্যুতি-সন্ধিকালে
অনুভূত নহে ; কিন্তু প্রবর্ত্তনে মিলে।

এই পর্য্যন্ত রূপোৎপত্তি ক্রম।

১৪। নির্ব্বাণ-কাণ্ড।

নিব্বান—যাহা লোকোত্তর বলিয়া পরিগণিত তাহা,—চারি মার্গ-জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। ইহা চারি মার্গের ও চারি ফলের আলম্বন এবং "বান" (বন্ধন) নামক তৃষ্ণা হইতে বহির্গমন। ইহা স্বভাবানুসারে একবিধ। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত অভিব্যক্তির উপায় অনুসারে দ্বিবিধ,—সউপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু এবং অনুপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু। সেইরূপ আকার ভেদে ত্রিবিধ:—শূন্য, অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত।

১৫। স্মারক-গাথা

"অচ্যুত-অনন্তপদ, অকৃত ও লোকাতীত,"
তৃষ্ণা-মুক্ত মহর্ষিরা করিয়াছে প্রচারিত
নিব্বানেরে। সেইরূপ তথাগতগণ
পরমার্থে করিয়াছে চতুর্দ্ধা বর্ণন:—
চিত্ত, চৈতসিক, রূপ, নিব্বান পরম।

এই পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে রূপ-সংগ্রহ নামক
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রূপ-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা।

এ যাবৎ ১—৩ পরিচ্ছেদে চিত্ত-চৈতসিকের বিভাগ এবং ৪—৫ পরিচ্ছেদে প্রবর্ত্তনকালীন ও প্রতিসন্ধি কালীন চিত্ত-চৈতসিকের কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এখন এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রূপ-স্কন্ধের গুণ ভেদে ২৮ প্রকার নামকরণ, তাহাদের আধ্যাত্মিক-বাহ্যিকাদি ভেদে বিভাগ, অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কারণ, কলাপ ও উৎপত্তি-ক্রম, এই পঞ্চাকারে বর্ণন করা যাইতেছে।

বৌদ্ধ-দর্শন জড়-জগতকে ইহার গুণ ও শক্তিতে পরিণত করিয়াই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং বুঝিয়াছে যে, ইহাও মনোজগতের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তনের প্রবাহ। যাহা শীতে সঙ্কুচিত ও উত্তাপে প্রসারিত হয় তাহাই 'রূপ"। "রূপ" সাধারণ অর্থে জড়-পদার্থ; লৌকিক অর্থে বর্ণ ও আকার; এবং বিশেষার্থে জড়-পদার্থের গুণাবলীকে বুঝায়। অভিধর্ম্মে এই বিশেষার্থেই ইহা আলোচিত হইয়াছে।

১। জড়-পদার্থ মাত্রই স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং "স্থানাবরোধকতা" বা "বিস্তৃতি" জড়ের একটি মৌলিক গুণ। ইহার অন্তর্গত গুণ কঠিনতা-কোমলতা। কঠিনতা ও কোমলতা তুলনা মূলক; যেমন কার্পাস জলের তুলনায় কঠিন বটে, মাটির তুলনায় কিন্তু কোমল। সুতরাং কার্পাসকে কঠিন বা কোমল বলা অন্য বস্তুর সহিত ইহার তুলনার উপর নির্ভর করে। জড়ের এই বিস্তৃতি ও কঠিনতা-কোমলতা গুণের পরিভাষা "পৃথিবী-ধাতু"।

"পত্থরতী'তি পত্থবী"। পালি "পত্থরতি" অর্থ বিস্তৃত হওয়া। পৃথিবী শব্দ দ্বারা কেহ যেন এই আমাদের বাসভূমি পৃথিবীকে না বুঝেন। অবশ্য পৃথিবীটাও জড় পদার্থ এবং ইহারও অন্যান্য গুণের সহিত "পৃথিবী-ধাতু" গুণও বিদ্যমান আছে। জড়ের এই "বিস্তৃতি" গুণকে "ধাতু" বলা হইয়াছে, কারণ সর্ব্বাবস্থায় জড় তাহার এই বিশিষ্ট বিস্তৃতি গুণ বা স্বভাব ধারণ করে।

জড়ের আর একটি মৌলিক গুণ "সংসক্তি"। এই গুণ-বলে জড় পিণ্ডীভূত হইতে পারে। তরল পদার্থ,—যেমন জল,—দ্বিধা বিভক্ত হইলেও স্বতঃ পুনঃ জড়ীভূত হয় এই "সংসক্তির" কারণে এবং জলেই এই সংসক্তি-গুণ প্রকট। এইজন্য এই সংসক্তির পরিভাষা "আপ-ধাতু"। আপ্ অর্থ বন্ধন। এই আপ-ধাতু বা সংসক্তি যেমন জলে, তেমন লৌহদণ্ডে, সুবর্ণখণ্ডেও বিদ্যমান।

জড়ের তৃতীয় মৌলিক গুণ "তাপ"। তাপহীন পদার্থ নাই। উষ্ণ-শীতল তাপের তুলনা মূলক অবস্থা মাত্র। ইহার পরিভাষা "তেজ-ধাতু"। দগ্ধ, উত্তপ্ত, আলোকিত, পরিপাক করিবার শক্তিই এই তেজধাতু।

জড়ের চতুর্থ মৌলিক গুণ "গতিশীলতা"। এবং ইহার পরিভাষা "বায়ু-ধাতু"। যাহা প্রবাহিত হয় অর্থাৎ গতিশীল তাহাই বায়ু। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইহাদের বায়ু-ধাতু-গুণেই স্ব স্ব কক্ষে ঘুরিতে পারিতেছে। এই আমাদের দেহ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হস্ত, পদাদিকে মন গতিশীলতা বা বায়ু-ধাতুর বিদ্যমানতার কারণে ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে পারে। জড়ের যদি এই গুণ না থাকিত তবে গতি, বেগ, ভারিত্ব, ধারণ, বাধাদান, চলন-শীলতা, বায়ু-প্রবাহ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি গতি-ক্রিয়া সম্ভব হইত না। এই বায়ু-ধাতু তেজ-ধাতুর সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এবং

উত্তাপের উৎপাদক। জড়-জগতে যেমন বায়ু-ধাতু এবং তেজ-ধাতু, মনোজগতে তেমনি চিত্ত এবং কর্ম্ম। জড়ের এই গুণ চতুষ্টয় পরস্পর আশ্রিত, সহজাত ও সম্বন্ধীভূত এবং বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজের সহিত সংযুক্ত। এই সংযোগের মাত্রাধিক্যানুসারে জড়ের বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন আকার। পৃথিবী-ধাতুতে কঠিনতা, আপে সংসক্তি, তেজে তাপ এবং বায়ুতে বেগের আধিক্য বিদ্যমান। জড়ের এই শক্তি চতুষ্টয়ের সাধারণ নাম "মহাভূত-রূপ"। "মহাভূত" অর্থ মহদাকারে বা প্রকটাকারে গঠিত। সুতরাং ইহার অর্থ এই যে, জড়ের যেই যেই গুণ মহদাকারে গঠিত হইয়া, উৎপন্ন হইয়া আছে, সেই গুণই "মহাভূত-রূপ"। জড়ের মৌলিক গুণ চতুষ্টয় হইতেই বাকী ২৪ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়, এবং সেই উৎপন্ন রূপ প্রত্যেকটিতেই এই চারি গুণ প্রকট ভাবে বিদ্যমান আছে। ভূতরূপ ব্যতীত এই ২৪ প্রকার রূপের সাধারণ নাম "উপাদারূপ" বা উৎপন্ন রূপ।

(২) প্রসাদ-রূপ :— প্রসাদ অর্থ স্বচ্ছতা; এই স্বচ্ছতা-গুণ-বিশিষ্ট জড়-পদার্থগুলিই প্রসাদ-রূপ। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি এই প্রসাদরূপের অন্তর্গত চক্ষে বর্ণের, শ্রোত্রে শব্দের, ঘ্রাণে (নাসিকায়) গন্ধের, জিহ্বায় রসের এবং কায়ায় স্প্রষ্টব্যের (ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়-গুণের), যেন প্রতিবিম্ব পতন দ্বারা স্পর্শোৎপত্তি হয়। এইজন্য ইহাদের সাধারণ নাম "প্রসাদ-রূপ"। এই প্রসাদ-রূপকে বাস্তু-রূপও বলা হয়। "হৃদয়-বাস্তু" সহিত বাস্তুরূপ ছয়টি। ১০১ পৃষ্ঠায় চিত্তের বাস্তু-সংগ্রহ এবং ১১২ পৃষ্ঠায় উহার সংক্ষেপার্থ দ্রষ্টব্য। চক্ষু দ্বারা দর্শন-কৃত্য সম্পাদিত হয়; এই গুণ চক্ষুরই আছে, অন্য জড়ের নাই। সুতরাং ইহা চক্ষুর বিশেষ গুণ। কিন্তু চক্ষুর বিস্তৃতি বা আয়তন-বিশালকতা, সংসক্তি, তাপ ও গতিশীলতা অন্যান্য জড়ের

সহিত সাধারণ গুণ। এই জন্য বলা হয় চক্ষুতে পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু ধাতু বিদ্যমান। যেমন চক্ষু সম্বন্ধে তেমন অন্য চারি প্রসাদ-রূপ সম্বন্ধে। শ্রোত্রের শ্রবণ-কৃত্য, ঘ্রাণের আঘ্রাণ-কৃত্য, জিহ্বার রসানুভব-কৃত্য এবং কায়ার স্প্রষ্টব্য-কৃত্য বিশেষ গুণ; সাধারণ গুণ নহে। তাহাদের সাধারণ গুণ পৃথিবী-ধাতু বা বিস্তৃতি, আপ-ধাতু বা সংসক্তি, তেজ-ধাতু বা তাপ. বায়ু ধাতু বা গতিশীলতা।

(৩) গোচর-রূপ :— গোচর অর্থে গো-চরণ ভূমি। চক্ষাদি পঞ্চেন্দ্রিয় রূপাদি আলম্বনে বিচরণ করে বলিয়া রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যকে "গোচর-রূপ" বলা হয়। রূপ পদার্থের নানা বর্ণ ও আকার; ইহা চক্ষু-গ্রাহ্য। শব্দ, গন্ধ, রস বুঝা সহজ। কায়া বা ত্বগিন্দ্রিয়ের আলম্বন আপ-ধাতু বর্জ্জিত ভূতত্রয়, অর্থাৎ পৃথিবী-ধাতু, তেজ-ধাতু ও বায়ু-ধাতু। আপ-ধাতু বা সংসক্তি ত্বগিন্দ্রিয় বা কায়ার গ্রাহ্য নহে, সুতরাং কায়ার আলম্বনও নহে। আপের কোমলতা পৃথিবী-ধাতু; শীতলতা তেজ-ধাতু; বেগ বায়ু-ধাতু; এই সব কায়া-গ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সংসক্তি কায়া-গ্রাহ্য নহে। এই অর্থে কায়ার আলম্বন স্প্রষ্টব্য অর্থাৎ আপ-ধাতু বর্জ্জিত ভূতত্রয়।

(৪) ভাব-রূপ :—"ভূ" ধাতু নিষ্পন্ন "ভাব" শব্দ দ্বারা জড়ের উৎপত্তি বা উৎপাদনকারী গুণ বুঝায়। স্ত্রী-ভাবরূপ- অর্থ স্ত্রী-জাতি-সুলভ আকার, ব্যবহার, চলন, ভাষণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাব-ভাব-ভঙ্গী ইত্যাদির উৎপাদক গুণ। "পুং-ভাব-রূপ" অর্থ পুরুষোচিত আকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চলন, ভাষণ, হাব-ভাব-ভঙ্গী ইত্যাদির উৎপাদক গুণ। এবংবিধ গুণাবলী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। এই গুণাবলী উৎপাদনে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলিয়া ইহাকে স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুং-ইন্দ্রিয় বলা হয়।

(৫) হৃদয়-রূপ :— ১১২ পৃষ্ঠায় বাস্তু-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

(৬) জীবিত-রূপ :— রূপের জীবনী-শক্তি। কর্ম্ম বলে রূপ-স্কন্ধের উৎপত্তি হইলেও ইহার জীবনী-শক্তি এই রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়ের বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ বা প্রস্তরাদিতে এই গুণ বিদ্যমান নাই। এই গুণও জীবের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান। উদ্ভিদের জীবন ওজঃ ও তেজধাতুর উপর নির্ভর করে। তেজ ধাতু বা শীতোষ্ণতাই বাষ্প, বৃষ্টি, মেঘ, ঋতু-বৈষম্যের এবং উদ্ভিদাদির উৎপত্তি-বৃদ্ধির কারণ।

(৭) আহার-রূপ :—রূপের পোষণ ও পুষ্টির জন্য আহার প্রয়োজন। জীবিতেন্দ্রিয়ও এই আহারে নির্ভরশীল। কবলীকৃত বা গলাধঃকরণ দ্বারা যাহা আহার করা যায়, তাহাই কবলীকৃতাহার। কবলীকৃতাহারের এই পোষণ ও বর্দ্ধন গুণ আছে বলিয়াই, এই আহারের জন্য মানুষ এবং ইতর প্রাণী নানাবিধ পরিশ্রম ও কার্য্যে রত থাকে।

পৃথিবী-ধাতু হইতে কবলীকৃত-আহার পর্য্যন্ত ১৮ প্রকার রূপকে "নিষ্পন্ন-রূপ" বলা হয়, কারণ তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান সম্প্রযুক্ত কর্ম্ম দ্বারা এই ১৮ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়। নীচের দশ প্রকার রূপ কর্ম্ম-নিষ্পন্ন নহে, এজন্য তাহারা "অনিষ্পন্ন-রূপ"।

(৮) পরিচ্ছেদ-রূপ :—পরিচ্ছেদ-রূপের সীমা-ব্যঞ্জক গুণ। ইহা সান্তরতারই অন্য নাম; এই সান্তরতা বা সচ্ছিদ্রতাই আকাশ-ধাতু। পদার্থ যতই অণু-পরমাণু বিশিষ্ট হউক না কেন, যতই নিরেট হউক না কেন, উহা সান্তরতা বা আকাশ-ধাতু বর্জ্জিত হইতে পারে না। এই গুণ আছে বলিয়া পদার্থকে ভঙ্গ করা যায়। বালুকাস্তূপের মধ্যে যেমন আকাশ বিদ্যমান, প্রত্যেক বালুকা কণায়ও তেমন আকাশ বিদ্যমান। বালুকা-স্তূপ অপসারিত করিলে তদুৎপন্ন আকাশও অপসৃত হয়।

(৯) বিজ্ঞপ্তি-রূপ :—জড়-পদার্থের যেই গুণের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করা যায় বা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহাই বিজ্ঞপ্তি-রূপ। অর্থ-পূর্ণ বাক্য দ্বারা একের মনোভাব অন্যের বোধগম্য করা বাক্-বিজ্ঞপ্তি, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে, ইসারা-ইঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত করার নাম কায়-বিজ্ঞপ্তি। শব্দ চিত্তজ হইলে অর্থাৎ অভিপ্রায় প্রকাশক হইলে বাক্-বিজ্ঞপ্তি। একজন পড়া কণ্ঠস্থ করিতেছে, ইহা তাহার শব্দ উচ্চারণ হইতে জানা যায়। একজন মাথা চুলকাইতেছে,—ইহা তাহার এই কায়-ক্রিয়া হইতে জানা যায়। জড়-পদার্থের এই গুণ আছে বলিয়াই জীবের মনোভাব অভিব্যক্তি পায় এবং তজ্জনিত সুবিধা-কুবিধা তাহারা ভোগ করে। কিন্তু বজ্রধ্বনি, মেঘের ডাক, সমুদ্র-কল্লোল, বাতাসের হুহুঙ্কার, উদরের কল কল, বিজৃম্ভণ, মরুৎ-ক্রিয়া, বৃক্ষ-শাখার সঞ্চালন, ইত্যাদি বিজ্ঞপ্তি-রূপ নহে; কারণ এই সব ঋতু-সমুত্থান; চিত্ত-সমুত্থান নহে। অর্থাৎ কাহারও ইচ্ছায় হয় না; তাপের বৈষম্য হেতুই ঘটিয়াই থাকে। বিজ্ঞপ্তি-রূপও বিকার-রূপের অন্তর্গত। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিদ্বয় শুধু চিত্তজ। বিকার-ত্রয় চিত্ত-ঋতু-আহারজ। এইজন্য পঞ্চবিকার-রূপ দুই ভাগে প্রদর্শিত।

(১০) বিকার-রূপ :— যে সকল রূপ উৎপন্ন অবস্থায় আছে, তাহাদের অর্থাৎ জাত-রূপের বিশেষ অবস্থার নাম "বিকার"। ইহা ত্রিবিধ—লঘুতা, মৃদুতা এবং কর্ম্মণ্যতা। রূপের প্লবনশীলতা, হাল্কা ভাবই "লঘুতা"। কায়-ক্রিয়ার বিরোধিতা না করিয়া ইচ্ছানুরূপ সঞ্চালনশীলতাই "মৃদুতা"। শারীরিক ক্রিয়ার অনুকূল অবস্থাপন্নতা, কর্ম্মোপযোগিতাই "কর্ম্মণ্যতা"। যখন দেহের কোন অংশে চারি মহাভূতরূপের তারতম্য ঘটে, তখন উহা কার্য্য-সম্পাদন-কালে ভারী বোধ হয়। যেমন বাত বা অন্য ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আরষ্ট জিহ্বা ইত্যাদি। তখন উহা শুধু লঘুতাহীন হয় না,

কঠিন হয় এবং সুতরাং অকর্ম্মণ্য হয়। কিন্তু যখন চারি মহাভূত-রূপ যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, এবং দেহও সুস্থ থাকে, তখনই আমরা বলিতে পারি রূপের লঘুতা, মৃদুতা ও কর্ম্মণ্যতা গুণাবলী ঠিক্ আছে।

(১১) লক্ষণ-রূপ :— যে সকল প্রধান লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, সমস্ত জড়-পদার্থ এবং তাহাদের গুণাবলী অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনশীলতার অধীন, সেই সকল চিহ্নই "লক্ষণ-রূপ"। "উপচয়" বলিতে উপচয় এবং উপচয়ের সন্ততি এই দুই অবস্থা বুঝায়। এই দুই অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থার নাম "আচয়"। যথা :— প্রতিসন্ধি। দ্বিতীয় অবস্থা "উপচয়"। যথা :—প্রতিসন্ধির পরক্ষণ হইতে চক্ষু-দশকাদির উৎপত্তি পর্য্যন্ত ক্রমিক গঠন। উপচিতের অর্থাৎ পূর্ণ গঠিতাবস্থার প্রবাহ "সন্ততি"। অবশ্য এই সন্ততির সময় ক্ষণিক "জড়তা", ক্ষণিক "অনিত্যতা" (উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গ) নিয়মিত ভাবে ঘটিতে থাকে। আচয় হইতে সন্ততির শেষ পর্য্যন্ত রূপের উৎপত্তি-কাল ; "জাতিরূপ"। "জরতা" পতনাবস্থা এবং "অনিত্যতা" মৃতাবস্থা। এই সব লক্ষণ যেমন বৃক্ষে, শাখা-প্রশাখায়, পত্র-পুষ্প-ফলে দৃষ্ট হয়, তেমন প্রত্যেক দৈহিক ক্রিয়ায়, গমনাগমনে, দণ্ডায়মানে, শয়নোপবেশনে, ভাবণে এমন কি চক্ষুর উন্মীলনে ও নিমীলনে বিদ্যমান। এই লক্ষণ-রূপ সম্বন্ধে "ভাবনা" বিদর্শনের অন্তর্গত।

৪। রূপ-বিভাগ :— লোভ-দ্বেষাদি ছয় হেতু চৈতসিক, রূপের গুণ নহে। এই অর্থে রূপ "অহেতুক"। কিন্তু রূপালম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন এবং স্প্রষ্টব্যালম্বনাকারে জড় লোভাদি হেতু-উৎপত্তির আলম্বন-প্রত্যয় বা আলম্বনোপনিশ্রয় প্রত্যয় হয় ; এইজন্য রূপ "সপ্রত্যয়"। ইহাতে এই বুঝা গেল যে, রূপের প্রভাবে যে তৃষ্ণা বা দ্বেষ জন্মে, তাহার হেতু সেই ব্যক্তি

বা সেই বস্তু নহে; তাহার হেতু নিজ চিত্তে; এবং ঐ বস্তু বা ব্যক্তি তৃষ্ণা বা দ্বেষ উৎপত্তির উপনিশ্রয় বা উপলক্ষ মাত্র। অকুশল চিত্তোৎপত্তির আলম্বন বলিয়া রূপ কামাসবাদির সহযোগী, এইজন্য ইহা "সাসব"। রূপ প্রত্যয়-সমবায়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া "সংস্কৃত",—সমবায়ে কৃত। পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ নামক লোকের (অনিত্য বিষয়ের) অন্তর্গত বলিয়া রূপ "লোকীয়" এবং কাম-তৃষ্ণার (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্যের জন্য তৃষ্ণার) বিচরণ-ভূমি স্বরূপ বলিয়া "কামাবচর"। রূপ চিত্তের আলম্বনাকারেই ব্যবহৃত হয়, নিজে কোন প্রকার আলম্বন গ্রহণ করিতে পারে না; এইজন্য ইহা "অনালম্বন"। তদঙ্গ-প্রহাণাদি দ্বারা পঞ্চ-নীবরণকে যেই প্রকার পরিত্যাগ করা যায়, রূপকে সেই উপায়ে পরিত্যাগ করা যায় না; এইজন্য রূপ "অপ্রহাতব্য"। "হা" ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ। অ+প্র+হা+তব্য=অপ্রহাতব্য। দেহস্থ রূপ আধ্যাত্মিক, অবশিষ্টগুলি বাহ্যিক।

(১) পঞ্চ প্রসাদরূপ আধ্যাত্মিক, কারণ তাহারা পঞ্চ স্কন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই উৎপন্ন হয় ও কাজ করে; কিন্তু অন্যান্য রূপ তদ্রূপ নির্ভরশীল নহে, পঞ্চ স্কন্ধের বাহিরেও বিদ্যমান, এইজন্য বাহ্যিক। (২) হৃদয়রূপ বাস্তু বটে, কিন্তু দ্বার নহে। বিজ্ঞপ্তিদ্বয় দ্বার বটে, কিন্তু বাস্তু নহে। প্রসাদ-রূপ কিন্তু বাস্তু, দ্বার উভয়। বাকী রূপ বাস্তুও নহে দ্বারও নহে। (৩) সপ্তবিধ দ্বার-রূপ বীথি-চিত্তের এবং প্রাণি-বধাদি কর্ম্মের উৎপত্তি-মুখ-স্বরূপ। তন্মধ্যে পঞ্চ-প্রসাদ-রূপ। উৎপত্তি-দ্বার এবং বিজ্ঞপ্তিদ্বয় কর্ম্মদ্বার। যেমন বুদ্ধ-রূপ চক্ষু-প্রসাদ-দ্বারে প্রতিবিম্বিত হইলে শ্রদ্ধা জন্মে। তৎপর অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে, "নমোতস্স" বাক্যে কর্ম্ম করা হয়। এই প্রকারে বিজ্ঞপ্তিদ্বয় কর্ম্মের দ্বার স্বরূপ এবং পঞ্চপ্রসাদ-রূপ বীথি-

চিত্তের দ্বার স্বরূপ। (৪) চক্ষু দর্শন-কৃত্য সম্পাদনে চক্ষু-বিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে। অর্থাৎ চক্ষু দুর্ব্বল হইলে তদুৎপন্ন বিজ্ঞানও দুর্ব্বল হয়, চক্ষু তীক্ষ্ণ হইলে বিজ্ঞানও তীক্ষ্ণ হয়। তদ্রূপ শ্রোত্রাদি সম্বন্ধে। ভাবদ্বয়কে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, কারণ তাহা স্ত্রী-জনোচিত ও পুরুষোচিত আকারাদির গঠনে ও বিশেষত্ব সম্পাদনে আধিপত্য করে। রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় রূপ-কায়ের জীবনী-শক্তিরূপে ইহার সন্ততির জন্য অন্যান্য রূপের উপর আধিপত্য করে। এইজন্য— এই আটটি "ইন্দ্রিয়-রূপ"। বাকী বিশটি "অনিন্দ্রিয়"।

(৫) পঞ্চ প্রসাদ ও সপ্ত বিষয় "স্থূল-রূপ"। কারণ চক্ষু ইহার দর্শন-কার্য্য বর্ণের সহিত সংঘর্ষণাকারেই সম্পাদন করে। সেইরূপ অন্যান্যগুলি। অবশিষ্ট ষোল প্রকার "সূক্ষ্ম-রূপ"; কারণ ইহাদের তদ্বিপরীত স্বভাব। স্থূল রূপ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করা যায়। এইজন্য ইহাদের অপর নাম "সন্তিক-রূপ"; এবং সংঘর্ষণ-স্বভাব-বিশিষ্ট বলিয়া "সপ্রতিঘ-রূপ"। কিন্তু "সূক্ষ্ম-রূপ" সহজ-গ্রাহ্য নহে বলিয়া "দূর-রূপ" এবং সংঘর্ষণ-কারী নহে বলিয়া "অপ্রতিঘ-রূপ"।

(৬) চারি মহাভূত, আট ইন্দ্রিয়, চারি বিষয়, হৃদয় ও আকাশ,— এই আঠারটি কর্ম্মজ রূপ। ইহারা তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান দ্বারা দৃঢ় ভাবে গৃহীত হয় বলিয়া "উপাদিন্ন-রূপ" বা গৃহীত-রূপ। কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পাদিত হয় বলিয়া ইহাদের অন্য নাম "নিষ্পন্ন-রূপ"। বাকী গুলি "অনুপাদিন্ন" বা "অগৃহীত" বা "অনিষ্পন্ন-রূপ"।

(৭) বর্ণ চক্ষু-গ্রাহ্য, এজন্য ইহা দৃশ্যমান-রূপ। বাকী সব "অদৃশ্যমান"।

(৮) ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায়ার সহিত গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যের যে স্পর্শ হয় তাহা সংঘর্ষিত হইয়াই ঘটে; এজন্য ইহারা "সম্পৃক্ত-রূপ"। কিন্তু চক্ষুর সহিত বর্ণের এবং শ্রোত্রের সহিত শব্দের স্পর্শ সংঘর্ষিত হইয়া ঘটে না, সংঘর্ষণাকারে—নিমিত্তাকারে—ঘটে। এজন্য ইহারা অসম্পৃক্ত-রূপ। ৬৪ পৃষ্ঠা স্পর্শ চৈতসিক দ্রষ্টব্য।

রূপায়তনকে "দৃষ্ট" বলা হয়, কারণ ইহা দর্শনের বিষয়। শব্দায়তন শ্রবণের বিষয় বলিয়া "শ্রুত"। কিন্তু গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যায়তনকে "অনুমিত" (মুত) বলা হয়; কারণ ইহারা সম্পৃক্ত-রূপ। অবশিষ্ট রূপগুলি "বিজ্ঞাত," কারণ তাহারা বিজ্ঞান বা চিত্তের বিষয়।

(৯) প্রত্যেক জড়-পদার্থে চারি মহাভূত বা বিস্তৃতি, সংসক্তি, তাপ, ভারিত্ব এবং বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ এই অষ্টবিধ গুণ অবিনিভাজ্যাকারে বিদ্যমান। এইজন্য এই অষ্টগুণের সাধারণ নাম "অবিনিভাজ্য-রূপ"। বাকী বিশ প্রকারকে পৃথক করা যায় বলিয়া তাহারা "বিনিভাজ্য-রূপ"।

৬। রূপ-সমুত্থান :— এখানে রূপের সমুত্থান বলিতে "কিছু না" হইতে রূপের উৎপত্তি নহে; এই প্রকার উৎপত্তি রহস্যাবৃত। দুগ্ধ হইতে যেমন দধির উৎপত্তি, তেমন রূপের এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার উৎপত্তিই রূপ-সমুত্থান। রূপের ঈদৃশ সমুত্থানের কারণ :—কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার। তন্মধ্যে কর্ম্ম, চিত্ত এবং আহার শুধু জীব-দেহেই রূপের অবস্থান্তর ঘটায়। ঋতু কিন্তু জীব-দেহে এবং দেহ ব্যতীত অন্যান্য বাহ্যিক রূপেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে।

(১) কর্ম্ম-সমুত্থান-রূপ :— পঞ্চ প্রসাদ,—ভাবদ্বয়, হৃদয় ও জীবিত এই নয় প্রকার রূপই বিশুদ্ধ কর্ম্মজ-রূপ। ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত অবিনিভাজ্য-রূপ ও আকাশ নিত্য সংযুক্ত। ১২ অকুশল, ৮ মহাকুশল এবং ৫ রূপাবচর কুশল-কর্ম্ম, প্রতিসন্ধির ক্ষণ হইতে, প্রত্যেক চিত্তক্ষণের উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গক্ষণে, অর্থাৎ নিরন্তর এই কর্ম্মজ রূপের অবস্থান্তর ঘটায়।

(২) চিত্ত-সমুত্থান-রূপ :—কায়-বিজ্ঞপ্তি ও বাক্-বিজ্ঞপ্তি শুদ্ধ চিত্তজ রূপ। তদ্ভিন্ন অবিনিভাজ্য রূপ, শব্দ, লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মণ্যতা এবং আকাশ যেমন অন্যান্য কারণে উৎপন্ন হয়, তেমন চিত্ত দ্বারাও উৎপন্ন হয়। চিত্তজ রূপ এই পনর প্রকার। কর্ম্মজ রূপ অতীত কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন রূপ। কিন্তু চিত্তজ-রূপ বর্ত্তমান জীবনে চিত্ত দ্বারা সমুত্থিত রূপ। "অরূপ-বিপাক-চিত্ত" রূপ-বিরাগ-স্বভাব বলিয়া রূপ-সমুত্থান করিতে পারে না। "দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান" ধ্যানাঙ্গ-চৈতসিক-বিপ্রযুক্ত ; এজন্য দুর্ব্বল,—রূপ-সমুত্থানে অক্ষম। অবশিষ্ট ৭৫ চিত্তই রূপ-সমুত্থান করিতে পারে। তবে বিশেষত্ব এই যে, ২৬ প্রকার অর্পণা-জবন-চিত্ত যেমন অন্যান্য চিত্তজ-রূপ উৎপন্ন করে তেমন দণ্ডায়মান, উপবেশন, শয়ন এই তিন ঈর্য্যা-পথকেও দৃঢ় করে, অর্থাৎ তাহাদের উপস্তম্ভন করতঃ পতন-নিবারণ করে। ঈর্য্যা-পথ বলিতে গমন, দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শয়ন এই চতুর্ব্বিধ কায়-ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন রূপ-ধর্ম্মকে বুঝায়। "ব্যবস্থাপন-চিত্ত" এবং ২৯ প্রকার "কামাবচর জবন-চিত্ত" যেমন অন্যান্য চিত্তজ রূপ উৎপন্ন করে, তেমন বিজ্ঞপ্তি-রূপও উৎপাদন করে। সৌমনস্য সহগত ৪ লোভ চিত্ত, ৪ মহাকুশল-চিত্ত, ৪ মহাক্রিয়া চিত্ত ও হসিত চিত্ত—একুনে এই তের প্রকার সৌমনস্য জবন-চিত্ত যেমন অন্যান্য চিত্তজ রূপ উৎপাদন করে, তেমন মুখে হাসি ফুটাইয়া, ধ্বনিত করিয়া বিজ্ঞপ্তি-রূপ উৎপাদন করে।

(৩) ঋতু-সমুত্থান-রূপ :— তাপ-বৈষম্যে রূপের বিভিন্ন অবস্থার উদ্ভবই ঋতু-সমুত্থান। ঋতু যেমন জীব-দেহে, তেমন দেহেতর রূপেও অবস্থান্তর ঘটায়। শুদ্ধাষ্টক, শব্দ, আকাশ, লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মণ্যতা এই তের প্রকার ঋতু-সমুত্থান-রূপ। আকাশের নীলিমা, ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর সর্ব্বস্ব, নদীর গান, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস "অম্বর-চুম্বিত হিমাচল", দূর্ব্বাদলের শ্যামলতা, কমলার রস ইত্যাদি সমস্তই ঋতু-সমুত্থান-রূপ।

(৪) আহার-সমুত্থান-রূপ :— দেহের রক্ষা ও পুষ্টি-সাধনার্থ যাহা ভক্ষণ করা হয়, তাহাই কবলীকৃত-আহার। ওজঃ বা শক্তি ইহার লক্ষণ। আহার্য্য যখন পরিপাক হইতে আরম্ভ হয় এবং দেহ উহার রসাদি গ্রহণ করিতে থাকে, তখন আহারজ রূপোৎপত্তি হইতে থাকে। শুদ্ধাষ্টক, আকাশ, লঘুতা, মৃদুতা, কর্ম্মণ্যতা,— এই বার প্রকার আহার-সমুত্থান-রূপ।

৮। কলাপ-যোজনা :— কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার দ্বারা রূপোৎপত্তি হইলেও, তাহারা একক উৎপন্ন হয় না; কতকগুলি কতকগুলি পিণ্ডীভূত হইয়া উৎপন্ন হয়। এক কারণে এক সঙ্গে উপচিত হয়, প্রবাহিত হয়, জরতা ও অনিত্যতা প্রাপ্ত হয়। ঈদৃশ পিণ্ডকে "রূপ-কলাপ" বলা হয়। ২৮ প্রকার রূপের মধ্যে চারি লক্ষণ ও এক আকাশ, এই পাঁচ প্রকার রূপ কলাপাবদ্ধ নহে। অবশিষ্ট ২৩ প্রকার রূপের ২১ প্রকার কলাপ। অবিনিভাজ্য-রূপ সর্ব্ব কলাপ-সাধারণ। আকাশ-ধাতু কলাপের পরিচ্ছেদ বা সীমা মাত্র, অঙ্গীভূত নহে। লক্ষণ-রূপও কলাপের উৎপত্তি, স্থিতি ভঙ্গ লক্ষণ মাত্র; কলাপ বিশেষের প্রজ্ঞাপনের কারণ নহে। এইজন্য ইহারা কলাপাঙ্গ নহে।

দশের সমাহার (মিলন) দশক। চক্ষুকে উপলক্ষ বা প্রধান করিয়া যে (চক্ষু সহ) দশ প্রকার রূপ এক সঙ্গে উৎপন্ন, স্থিত ও ভঙ্গ হয়, তাহাদের কলাপ বা গুচ্ছ "চক্ষু-দশক"। দর্শন-কার্য্য চক্ষুরই একমাত্র বিশিষ্ট গুণ। তদ্ভিন্ন শুদ্ধাষ্টক ও জীবিত-রূপ ইহার সাধারণ গুণ। এই প্রকারে অন্যান্য কলাপ বুঝিতে হইবে।

১০। রূপের উৎপত্তি-ক্রম:— কাম, রূপ ও অসংজ্ঞ সত্ত্ব-লোকে যে সকল সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রতিসন্ধি ও প্রবর্ত্তন কালীন রূপোৎপত্তিই রূপের উৎপত্তি-ক্রম। মজ্ঝিম-নিকায়ের মহা সীংহনাদ-সুত্তে উক্ত আছে, "চতস্সো খো ইমা সারিপুত্ত যোনিযো। কতমা চতস্স? অণ্ডজা যোনি, জলাবুজা যোনি, সংসেদজা যোনি, ওপপাতিকা যোনী'তি"। পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতি অণ্ডজ; মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জলাবুজ। মাতৃ জঠরস্থ গর্ভ্ত পরিস্রবের (ফুলের) মধ্য দিয়া যাহারা জন্ম গ্রহণ করে তাহারাই জলাবুজ বা গর্ভ্তাশয় সত্ত্ব। "জলং বুচ্চতি কললং; তং আবুনাতি পটিচ্ছা-দেতী'তি জলাবু"। গর্ভ্তপরিবেষ্টনাশয়। আমাদের গ্রন্থকার তাঁহার এই সংগ্রহে অণ্ডজ ও জলাবুজকে গর্ভ্তাশয়জের অন্তর্গত করিয়াছেন। পচা শবদেহে, পচা জলে, বৃক্ষ-ত্বকে, পুষ্প-ফলাদিতে যে কীট উৎপন্ন হয় তাহা সংস্বেদজ। স্বেদ অর্থ ঘর্ম্ম; অর্থাৎ দুর্গন্ধ জলীয় পদার্থ। উৎপত্তিক্ষণে পরিপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সহ পূর্ণাবয়বে উৎপন্ন সত্ত্বের নাম "ওপপাতিক"। তাহাদের অতঃপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বর্দ্ধনের আবশ্যক হয় না। বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থে এই শব্দটির প্রতিশব্দ "ঔপপাদিক" করা হইয়াছে। বঙ্গানুবাদটিও তদনুগ। সুগতি-লাভী দেব ঔপপাদিকেরা পরিপূর্ণ অঙ্গই প্রাপ্ত

হন। কিন্তু দুর্গতি-গামী প্রেত-ঔপপাদিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও চক্ষু, শ্রোত্র বা ভাব বৈকল্য ঘটে, কিন্তু ঘ্রাণ বৈকল্য ঘটে না। অর্থ-কথায় ঈদৃশ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নিব্বান-কাণ্ড

"নিব্বান" লোকোত্তরের বিষয়। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে তাহা লোকীয়। লোকোত্তর সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের বাণী— "কতমে ধম্মা লোকুত্তরা? চত্তারো চ অরিয-মগ্‌গা, চত্তারি চ সামঞ্ঞ-ফলানি, অসঙ্খতা চ ধাতু, ইমে ধম্মা লোকুত্তরা'তি"। চারি আর্য্য-মার্গ, চারি শ্রামণ্য-ফল অর্থাৎ মার্গফল এবং অসংস্কৃত ধাতু,— এই সব ধর্ম্মই লোকোত্তর। ইহাতে নিব্বানের লোকীয় প্রজ্ঞপ্তি-ভাব অস্বীকার পূর্ব্বক লোকোত্তর প্রজ্ঞপ্তি-ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে। চর্ম্মচক্ষুর সাহায্যে যেমন চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রত্যক্ষীভূত হয়, তেমনি আর্য্য-পুদ্গলের নিকট আর্য্য-মার্গ-জ্ঞানের সাহায্যে নিব্বান প্রত্যক্ষীভূত হয়। নিব্বানকে প্রত্যক্ষকরণীয় (সচ্ছিকাতব্ব) উল্লেখ করিয়া পারমার্থিক ভাবে ইহার বিদ্যমানতা প্রদর্শিত হইয়াছে,—ইহা শুধু অভাবাত্মক নহে। নিব্বান পারমার্থিক ভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়াই, ইহা লোকোত্তর মার্গ-চিত্তের ও ফল-চিত্তের আলম্বন। নিব্বানালম্বন ব্যতীত মার্গ-চিত্ত এবং ফল-চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার বিদ্যমানতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন "অত্থি ভিক্‌খবে অজাতং, অকতং, অসঙ্খতং। নোচেতং ভিক্‌খবে, অভবিস্‌স অজাতং, অভূতং, অকতং, অসঙ্খতং নযিমস্‌স জাতস্‌স,

ভূতস্স, কতস্স, সঙ্খতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্খবে, অত্থি অজাতং, অভূতং, অকতং অসঙ্খতং, তস্মা জাতস্স, ভূতস্স, কতস্স, সঙ্খতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়তী'তি"। পারমার্থিক ভাবে যাহা বিদ্যমান তাহা মার্গ-চিত্তের প্রত্যক্ষ আলম্বন। কিন্তু জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাকুশল চিত্তেরও অনুমান-সিদ্ধ অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান-সম্ভূত আলম্বন। ১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"নিব্বান" শব্দ দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করে? বান বা বন্ধন হইতে মুক্তি=নিব্বান। ইহা তৃষ্ণার বন্ধন। এই তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে কোথায় বন্ধন করিয়া রাখে? "বিভাবনী" বলে:— "খন্ধাদি ভেদে তেভূমক ধম্মে হেট্ঠুপরিয বসেন বিননতো সংসিব্বনতো বান সঙ্খাতায তণ্হায নিক্খন্তত্তা বিসযাতিক্কম বসেন অতীতত্তা"। তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে কাম, রূপ, অরূপ লোকে বন্ধন করিয়া, নানাবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করাইতেছে এবং তাহার ফলে তাহারা এই ত্রিভূমির উপরে নীচে, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, বিঘূর্ণিত হইতেছে। ঈদৃশ বন্ধন অতিক্রম করাই "নিব্বান"।

নিব্বান শান্তি-স্বভাব। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এই ত্রিচক্র হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই দুঃখের নিরোধই "শান্তি"। এই শান্তি:— পরম সুখ; বেদয়িত সুখ নহে;— তৃষ্ণাক্ষয়জ সুখ, তৃষ্ণার চরিতার্থতা জনিত সুখ নহে। অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতে সম্যক্ সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, অর্হত্তাদি সকলের অধিগত নিব্বান এই একবিধ শান্তি-স্বভাবসম্পন্ন। তবে এই শান্ত স্বভাব নিব্বানের প্রজ্ঞাপনের উপায় স্বরূপ ইহাকে "সউপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু" এবং "অনুপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু" এই দুই প্রকারে ব্যক্ত করা হয়।

কামোপাদানাদি দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া পঞ্চস্কন্ধের অন্য নাম "উপাদি"। এই "উপাদি" মাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু সমগ্র ক্লেশ শেষ বা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এই অর্থে সউপাদিশেষ। উপাদির অভাবই অনুপাদি। "সউপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু" বুদ্ধের ও অর্হতের চ্যুতির পূর্ব্বের অবস্থা। এবং "অনুপাদিশেষ নিব্বান-ধাতু" চ্যুতির পরের অবস্থা। প্রথম অবস্থা ক্লেশের নির্ব্বাণ, শেষের অবস্থা স্কন্ধেরও নির্ব্বাণ।

নিব্বানকে "শূন্য" বলা হয়, কারণ ইহা রাগ-দ্বেষ-মোহ শূন্য; সর্ব্ববিধ সংস্কার শূন্য। ইহাকে "অনিমিত্ত" বলা হয়; কারণ ইহা রাগাদি নিমিত্ত-রহিত। প্রণিধি বা তৃষ্ণা বিরহিত বলিয়া নিব্বানের অন্য নাম "অপ্রণিহিত"। নিব্বান চ্যবন-রহিত বলিয়া "অচ্যুত"; অন্ত বা পর্য্যবসান রহিত বলিয়া "অনন্ত"; প্রত্যয়াদি দ্বারা কৃত নহে বলিয়া "অসংস্কৃত"; ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বা উৎকৃষ্টতর আর কিছু নাই বলিয়া নিব্বান "অনুত্তর"। তৃষ্ণাকে দীপ-শিখার সহিত তুলনা করিয়া, তৃষ্ণার নির্ব্বাণকে "নির্ব্বাণ" বলা হয়।

এ পর্য্যন্ত রূপ-সংগ্রহ ও নিব্বান-কাণ্ডের
সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমুচ্চয়-সংগ্রহ

১। সূচনা-গাথা :— স্বভাব, লক্ষণ সহ বর্ণিতব্য যত,
দ্বিসপ্ততি বিধিমত হয়েছে বর্ণিত।
যথাযোগ্য ভাবে সেই সব এইক্ষণ,
সমুচ্চয়-পরিচ্ছেদে করিব বর্ণন।

২। সমুচ্চয়-সংগ্রহ চারি আকারে বুঝিতে হইবে। যথা :— (১) অকুশল সংগ্রহ, (২) মিশ্র সংগ্রহ, (৩) বোধি-পক্ষীয় সংগ্রহ এবং (৪) সর্ব্ব সংগ্রহ।

৩। অকুশল-সংগ্রহ

(১) অকুশল সংগ্রহ কিরূপে সংগৃহীত? অকুশল সংগ্রহে :—

(ক) চারি আসব :— কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

(খ) চারি ওঘ :— কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

(গ) চারি যোগ :— কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

(ঘ) চারি গ্রন্থি :— অভিধ্যা-কায়-গ্রন্থি, ব্যাপাদ-কায়-গ্রন্থি, শীলব্রত-পরামর্শ-কায়-গ্রন্থি, এবং ইহা সত্যাভিনিবেশ-কায়-গ্রন্থি।

(ঙ) চারি উপাদান :— কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত, আত্মবাদ।

(চ) ছয় নীবরণ :— কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, অবিদ্যা।

(ছ) সপ্ত অনুশয় :— কাম-রাগানুশয়, ভব-রাগানুশয়, প্রতিঘা-
নুশয়, মানানুশয়, দৃষ্ট্যানুশয়, বিচিকিৎসানুশয়,
অবিদ্যানুশয়।

(জ) দশ সংযোজন :— কাম-রাগ, রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ,
প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ,
বিচিকিৎসা, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা-
সংযোজন। (সূত্রানুসারে)

দশ সংযোজন :— কাম-রাগ, ভব-রাগ, প্রতিঘ, মান,
দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎসা,
ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য এবং অবিদ্যা-সংযোজন।
(অভিধর্ম্মানুসারে)

(ঝ) দশ ক্লেশ :— লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা,
স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, অহ্রী, অনপত্রপ।

আসবাদিগুচ্ছে "কাম" ও "ভব" আলম্বন-ভেদে লোভ চৈতসিকের দ্বিবিধ বিকাশ। সেই প্রকার আলম্বন-ভেদে "দৃষ্টি" চৈতসিকের বিভিন্ন অবস্থা "শীলব্রত-পরামর্শ", "ইহা সত্যাভিনিবেশ" এবং "আত্ম-বাদ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। স্মারক-গাথা :— আসব ও ওঘ, যোগ, গ্রন্থির মাঝারে,
তিন তিন চৈতসিক স্বভাবানুসারে।
লোভ-দৃষ্টি দু'টি মাত্র চারি উপাদানে ;
অষ্ট চৈতসিক আছে ছয় নীবরণে।
অনুশয়ে ছয় ; দশ সংযোজনে নয় ;
ক্লেশে দশ ; নব পাপ সংগ্রহেতে কয়।

৫। মিশ্র-সংগ্রহ

(ক) ছয় হেতু :— লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ।

(খ) সপ্ত ধ্যানাঙ্গ :— বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, একাগ্রতা, সৌমনস্য দৌর্ম্মনস্য, উপেক্ষা।

(গ) দ্বাদশ মার্গাঙ্গ :— সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সঙ্কল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম্ম, সম্যক-আজীব, সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি, সম্যক্-সমাধি, মিথ্যা-দৃষ্টি, মিথ্যা-সঙ্কল্প, মিথ্যা-ব্যায়াম, মিথ্যা-সমাধি।

(ঘ) দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় :— (১) চক্ষু, (২) শ্রোত্র, (৩) ঘ্রাণ, (৪) জিহ্বা, (৫) কায়, (৬) স্ত্রী (৭) পুরুষ, (৮) জীবিত, (৯) মন, (১০) সুখ, (১১) দুঃখ, (১২) সৌমনস্য (১৩) দৌর্ম্মনস্য, (১৪) উপেক্ষা, (১৫) শ্রদ্ধা, (১৬) বীর্য্য, (১৭) স্মৃতি, (১৮) সমাধি; (১৯) প্রজ্ঞা, (২০) "অজ্ঞাতকে জানিব" এই চিন্তা, (২১) লোকোত্তর-জ্ঞান, (২২) লোকোত্তর-জ্ঞানী।

(ঙ) নব বল :— শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, হ্রী, অপত্রপ, অহ্রী, অনপত্রপ।

(চ) চারি অধিপতি :— ছন্দ, বীর্য্য, চিত্ত, মীমাংসা।

(ছ) চারি আহার :— কবলীকৃত, স্পর্শ, চেতনা, বিজ্ঞান।

দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে (২০) "অজ্ঞাতকে জানিব" ইহা স্রোতাপত্তি মার্গ-জ্ঞান। (২২) "লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়„ অরহত্ব ফল-জ্ঞান। (২১) "লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়" মধ্যের (স্রোতাপত্তি-ফল-জ্ঞান হইতে অরহত্ব মার্গ-জ্ঞান পর্য্যন্ত) ছয় জ্ঞান। (৮) জীবিতেন্দ্রিয় দ্বিবিধ, রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় এবং অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয়।

পঞ্চ-বিজ্ঞানে ধ্যানাঙ্গ-সমূহ, বীর্য্য-চৈতসিক-বিরহিত চিত্তে বল-সমূহ, অহেতুক চিত্তে মার্গাঙ্গ-সমূহ উৎপন্ন হয় না। বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত চিত্তে একাগ্রতা মার্গেন্দ্রিয় (সমাধীন্দ্রিয়) ও সমাধি-বল প্রাপ্ত হয় না। অবস্থানুসারে একটিই এক সময় অধিপতি হয়; তাহাও দ্বিহেতুক বা ত্রিহেতুক জবনে।

৬। স্মারক-গাথা :— স্বভাবানুসারে যদি বিচারিত হয়,
ছ'হেতু; ধ্যানাঙ্গ পঞ্চ; মার্গ-অঙ্গ নয়;
ষোড়শ ইন্দ্রিয় বটে; বল নব ধরি;
চারি অধিপতি; চারি আহার বিচারি।
এইরূপে সাত ভাগে করিয়া বিভক্ত,
কুশলাদি সমাকীর্ণ এ সংগ্রহ উক্ত।

৭। বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্ম

বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্ম-সংগ্রহে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সংগৃহীত :—

(ক) চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থান:—(১) কায়ানুদর্শন-, (২) বেদনানুদর্শন-, (৩) চিত্তানুদর্শন-, (৪) ধর্ম্মানুদর্শন-স্মৃত্যুপস্থান।

(খ) চতুর্ব্বিধ সম্যক্-প্রধান :—
(১) উৎপন্ন পাপ-চিত্তের পরিবর্জ্জনার্থ ব্যায়াম।
(২) অনুৎপন্ন পাপ-চিত্তের অনুৎপত্তির জন্য ব্যায়াম।
(৩) অনুৎপন্ন কুশল-চিত্তের উৎপত্তির জন্য ব্যায়াম।
(৪) উৎপন্ন কুশল-চিত্তের বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম।

(গ) চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধি-পাদ (ঋদ্ধি-লাভের উপায়) :—
(১) ছন্দ-; (২) বীর্য্য-; (৩) চিত্ত-; (৪) মীমাংসা-ঋদ্ধি-পাদ।

(ঘ) পঞ্চ ইন্দ্রিয় :—
(১) শ্রদ্ধা-; (২) বীর্য্য-; (৩) স্মৃতি-; (৪) সমাধি-; (৫) প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

(ঙ) পঞ্চ বল :—

(১) শ্রদ্ধা-; (২) বীর্য্য-; (৩) স্মৃতি-; (৪) সমাধি-; (৫) প্রজ্ঞা-বল।

(চ) সপ্ত বোধ্যঙ্গ :— (১) স্মৃতি-; (২) ধর্ম্ম-বিচার-; (৩) বীর্য্য-; (৪) প্রীতি-; (৫) প্রশান্তি-; (৬) সমাধি-; (৭) উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ।

(ছ) অষ্ট মার্গাঙ্গ :— (১) সম্যক্-দৃষ্টি ; (২) সম্যক্-সঙ্কল্প ; (৩) সম্যক্-বাক্য ; (৪) সম্যক্-কর্ম্ম ; (৫) সম্যক্-আজীব ; (৬) সম্যক্-ব্যায়াম ; (৭) সম্যক্-স্মৃতি ; (৮) সম্যক্-সমাধি।

এখানে চারি স্মৃত্যুপস্থানকেই একমাত্র "সম্যক্-স্মৃতি" এবং চারি সম্যক্ প্রধানকেই "সম্যক্-ব্যায়াম" বলা হইয়াছে।

৮। স্মারক-গাথা :—

(সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্মে ১৪টি চৈতসিক)

ছন্দ, চিত্ত ও উপেক্ষা, শ্রদ্ধা ও প্রশ্রব্ধি, প্রীতি,
শুদ্ধ-দৃষ্টি ও সঙ্কল্প, ব্যায়াম ও ত্রিবিরতি,
শুদ্ধ-স্মৃতি ও সমাধি—এ চৌদ্দ স্বভাবে যথা,
সপ্তত্রিংশ ভিন্ন ভিন্ন—সপ্তধা সংগ্রহ তথা।

(উক্ত চৌদ্দ চৈতসিক সাঁয়ত্রিশ হইল কি প্রকার ?)

"সঙ্কল্প" "প্রশ্রব্ধি" সহ "উপেক্ষা" ও "প্রীতি",
"ছন্দ" ও "চেতনা" আর তিনটি "বিরতি",
এই নব চৈতসিক একৈক করিয়া,
"বীর্য্য" কিন্তু নয় বার—নিয়াছে ধরিয়া।
"স্মৃতি" আটবার আর "সমাধিটি" চার,
"প্রজ্ঞা" পঞ্চবার ধৃত, "শ্রদ্ধা" দুইবার।
সপ্তত্রিংশ বোধি-ধর্ম্মে এরূপ বিভাগ,
করেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ মহাভাগ।

(বিদর্শনের মধ্য দিয়াই লোকীয়-চিত্ত লোকোত্তরে উন্নীত হয়)

লোকোত্তর চিত্তে এইসব বিদ্যমান,
"সঙ্কল্প" ও "প্রীতি" শুধু করে অন্তর্দ্ধান।
যখন লোকীয় চিত্ত ছ'বিশুদ্ধি লভে,
তখন এ সব যুক্ত হয় যথাভাবে।

৯। সর্ব্ব-সংগ্রহ

সর্ব্ব-সংগ্রহে এই সমস্ত সংগৃহীত :—

(ক) পঞ্চ স্কন্ধ :— (১) রূপ-; (২) বেদনা-; (৩) সংজ্ঞা-, (৪) সংস্কার-; (৫) বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

(খ) পঞ্চোপাদান স্কন্ধ :— (১) রূপ-; (২) বেদনা-; (৩) সংজ্ঞা-; (৪) সংস্কার-; (৫) বিজ্ঞানোপাদান-স্কন্ধ।

(গ) দ্বাদশ আয়তন :— (১) চক্ষু-; (২) শ্রোত্র-; (৩) ঘ্রাণ-; (৪) জিহ্বা-; (৫) কায়া-; (৬) মনঃ। (৭) রূপ-; (৮) শব্দ-; (৯) গন্ধ-; (১০) রস-; (১১) স্প্রষ্টব্য-; (১২) ধর্ম্মায়তন।

(ঘ) অষ্টাদশ ধাতু :— (১) চক্ষু-; (২) শ্রোত্র-; (৩) ঘ্রাণ-; (৪) জিহ্বা-; (৫) কায়-; (৬) মনঃ। (৭) রূপ-; (৮) শব্দ-; (৯) গন্ধ-; (১০) রস-; (১১) স্প্রষ্টব্য-; (১২) ধর্ম্ম-। (১৩) চক্ষু-বিজ্ঞান-. (১৪) শ্রোত্র-বিজ্ঞান-; (১৫) ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-; (১৬) জিহ্বা-বিজ্ঞান-; (১৭) কায়-বিজ্ঞান-;
(১৮) মনোবিজ্ঞান-ধাতু।

(ঙ) চতুরার্য্য-সত্য :— (১) দুঃখ সম্বন্ধে আর্য্য-সত্য ; (২) দুঃখের উদ্ভব সম্বন্ধে আর্য্য-সত্য ; (৩) দুঃখের নিরোধ সম্বন্ধে আর্য্য-সত্য ; (৪) দুঃখ-নিরোধের উপায় সম্বন্ধে আর্য্য-সত্য।

এখানে চৈতসিক, সূক্ষ্ম-রূপ ও নিব্বান সহ ৬৯ প্রকার ধর্ম্ম "ধর্ম্মায়তন" ও "ধর্ম্ম-ধাতু" নামে পরিগণিত। মনায়তনকে সপ্তবিধ বিজ্ঞান-ধাতুতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১০। স্মারক-গাথা :— রূপ ও বেদনা, সজ্ঞা আর চৈতসিক যত,
বিজ্ঞান স্কন্ধেরে নিয়ে "পঞ্চ-স্কন্ধ" অভিহিত।
"পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ" জে'নো তা'রা ত্রিভূমিতে;
"নিব্বান" অভেদ কিন্তু তাই মুক্ত তৃষ্ণা হ'তে।
"দ্বার", "আলম্বন"-ভেদে হয় "আয়তন" যত;
তদুৎপন্ন ফল নিয়ে "ধাতু" সংখ্যা নির্দ্ধারিত।
ত্রিভৌম-আবর্ত্ত "দুঃখ"; তৃষ্ণা তার "সমুদয়";
নিব্বান "নিরোধ" তার; "মার্গ" লোকোত্তর হয়।
মার্গ-যুক্ত ফল সহ চারি সত্য-বিনির্মুক্ত,
এ সর্ব্ব সংগ্রহ পঞ্চ বিভাগেতে পরিব্যক্ত॥

এই পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহে সমুচ্চয়-সংগ্রহ নামক
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমুচ্চয়-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণনা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে, অভিধর্ম্মের আলোচ্য বিষয় চতুষ্টয়ের অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ব্বাণের লক্ষণাদি বায়ান্তর প্রকারে বর্ণন করা হইয়াছে। সর্ব্ববিধ চিত্তের একটি মাত্র লক্ষণ,—আলম্বন-বিজানন; ৫২টি চৈতসিকের ৫২ প্রকার লক্ষণ; ১৮টি মাত্র কর্ম্ম-নিষ্পন্ন রূপের কর্কশতাদি ১৮ লক্ষণ; নির্ব্বাণের ১টি মাত্র শান্তি-লক্ষণ। এখন এই সপ্তম পরিচ্ছেদে তাহাদের সাধারণ বাস্তু ও স্বভাব অনুসারে শ্রেণী ভাগ বর্ণন করা যাইতেছে। এতদুদ্দেশ্যে এই পরিচ্ছেদ চতুর্ব্বিধ সংগ্রহে বিভাগ করা হইয়াছে। যথা :—

১। "অকুশল-সংগ্রহে" চৌদ্দটি অকুশল চৈতসিককে তাহাদের স্বভাবের সাদৃশ্যানুসারে নয়টি গুচ্ছে বিভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। "মিশ্র-সংগ্রহে" কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত-সমাকীর্ণ সপ্তবিধ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

৩। "বোধি-পক্ষীয়-সংগ্রহে" বোধিজ্ঞানের (চারি লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞানের) পক্ষে উপযোগী ও অপরিহার্য্য চৌদ্দটি শোভন চৈতসিককে সপ্ত গুচ্ছে বিভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। "সর্ব্ব-সংগ্রহে" সমস্ত পরমার্থ-ধর্ম্মকে পঞ্চ গুচ্ছে বিভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

অকুশল-সংগ্রহ

অকুশল সংগ্রহে চৌদ্দটি অকুশল চৈতসিককে স্বভাবানুসারে এই নয়টি গুচ্ছে সমাবেশ করা হইয়াছে:—

আসব ও ওঘ, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান,
নীবরণ, অনুশয়, ক্লেশ, সংযোজন।

ক। আসব গুচ্ছের মধ্যে "কামাসব" ও "ভবাসব" উভয়ই লোভ চৈতসিক। "দৃষ্ট্যাসব" দৃষ্টি চৈতসিক এবং "অবিদ্যাসব" মোহ চৈতসিক। এখন প্রশ্ন হইতেছে লোভ, দৃষ্টি ও মোহ চৈতসিক তিনটিকে আসব বলা হইল কেন? "আ" উপসর্গের অর্থ অবধি, পর্য্যন্ত যে চৈতসিক ভবাগ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় তাহা আসব। অনাগামীর কামাসব ধ্বংস হইলেও ভবাসব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। এজন্য অনাগামীরা অর্হত না হওয়া পর্য্যন্ত "শুদ্ধাবাসে" থাকেন। আসবের আর এক অর্থ সুরাদি মাদক-দ্রব্য। যে যে চৈতসিক মত্ততা সাধক, তাহারা আসব সদৃশ। কামাসবের আলম্বন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য। ভবাসবের আলম্বন নিজের সত্তা বা অস্তিত্ব। দৃষ্ট্যাসবের আলম্বন অবিনশ্বর আত্মা। অবিদ্যাসব এই সমস্তের সহিত জড়িত। তন্মধ্যে ভবাসব অরহত্ব মার্গ পর্য্যন্ত, দৃষ্ট্যাসব অরূপ-ভব পর্য্যন্ত এবং কামাসব অনাগামী মার্গ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই চৈতসিকত্রয়ের এই 'আসব-গুণ ব্যতীত অবশ্য অন্য গুণও আছে। যথা:—

খ। ওঘ বা বন্যা-স্রোতে পতিত কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ইহারা সত্ত্বগণকে দুস্তর সংসার-স্রোতে জন্ম-মৃত্যুর আকারে ভাসাইয়া-ডুবাইয়া, ভাসাইয়া-ডুবাইয়া প্রবাহিত করাইয়া লইয়া যায়। পুনরপি ইহারা যেন—

গ। যোগ; অর্থাৎ এক জন্মের সহিত অন্য জন্মের যোগ করিয়া দেয়।

ঘ। গ্রন্থি,— গিরা; অভিধ্যা লোভ চৈতসিক। ইহা নাম-কায়ের সহিত রূপ-কায়ের সংযোগ সম্পাদনে গ্রন্থি-স্বরূপ। শুধু ইহা নহে, অতীত কায়ের সহিত বর্ত্তমান-কায়ের এবং বর্ত্তমান-কায়ের সহিত ভাবী-কায়ের গ্রন্থি স্বরূপ। রূপ-রাগ, অরূপ-রাগও এখানে. অভিপ্রেত। "ব্যাপাদ" এখানে সর্ব্ববিধ দ্বেষ। দ্বেষ পাপের সঙ্গে চিত্তকে বন্ধন করে। "শীলব্রত-পরামর্শ" ও "সত্যাভিনিবেশ" দৃষ্টি চৈতসিকেরই আলম্বন ভেদে দ্বিবিধ বিকাশ। যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি-বিশ্বাসে ইহারা চিত্তকে আবদ্ধ রাখিতে গ্রন্থি-স্বরূপ।

ঙ। উপাদান ঃ— উপ+আদান, দৃঢ় গ্রহণ। তৃষ্ণা তৃষ্ণার বিষয়কে, সর্পের ভেক অনুসন্ধানেব অনুরূপে, অনুসন্ধান করে। চিত্ত যখন ঐ বিষয়কে, সর্পের ভেককে ধরিয়া রাখার অনুরূপে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়া ধরিয়া রাখে ও রক্ষা করিতে থাকে, তখন চিত্তের উপাদানের অবস্থা। লোভের বস্তু ও মিথ্যা-অভিমতকে চিত্ত যখন রক্ষা করে, তখন যথাক্রমে কাম-উপাদান ও দৃষ্টি-উপাদান। পঞ্চস্কন্ধকে বা কোন এক স্কন্ধকে অজড়, অব্যয়, অক্ষয়, "আত্মা" বলিয়া বিশ্বাসই আত্মবাদোপাদান। ইহা মিথ্যা-দৃষ্টির পরিণাম; পঞ্চ-স্কন্ধের প্রতি লোভ হেতু এবংবিধ মিথ্যা ধারণা উৎপন্ন হয়। লোভ বিদ্যমান দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করে না, অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। পঞ্চ-স্কন্ধকে "আমি" মনে করা তৃষ্ণা-জনিত অভিনিবেশ বা আনন্দময় বিশ্বাস। ইহা "সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত-সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্ত"।

চ। নীবরণ ঃ— যে সকল চৈতসিকের কারণে অনুৎপন্ন কুশল-চিত্ত বা কুশল-ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং

উৎপন্ন কুশলাদি বৃদ্ধি পাইতে পারে না, তাহাদের সাধারণ নাম নীবরণ বা নিবারণ। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্প্রষ্টব্য,— এই পঞ্চ কামগুণে যে তৃষ্ণা তাহাই "কাম-ছন্দ"। ইহা লোভ-চৈতসিক, এবং একাগ্রতার প্রতিপক্ষ। কাম-ছন্দের আলম্বন-সংখ্যা বহু। কিন্তু একাগ্রতার আলম্বন একটিমাত্র। ৩৭, ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এইজন্য কামছন্দ একাগ্রতাকে ধ্যানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হইতে বাধা দেয়। সুধী পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ধ্যানানুশীলনার্থীর পক্ষে কাম-ছন্দের প্রভাব — অন্ততঃ সাময়িক ভাবে — বিদূরণ কিরূপ আবশ্যক। করণীয়-মৈত্রী-সূত্রে, মৈত্রী-ভাবনার পূর্ব্ব-কৃত্য-স্বরূপ "অপ্পকিচ্চো". "সল্লহুক-বুত্তি", "সন্তিন্দ্রিযো", "কুলেসু অননুগিদ্ধো" হইবার জন্য যে, ভগবান বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, তাহার দার্শনিক আবশ্যকতা কত বেশী, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। "ব্যাপাদ" অর্থ পরের অহিত চিন্তা; ইহা দ্বেষ চৈতসিক এবং দৌর্ম্মনস্য স্বভাব; এজন্য ইহা "প্রীতিকে" ধ্যানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হইতে বাধা দেয়। "স্ত্যান-মিদ্ধ" বিতর্ক ও বীর্য্যের প্রতিপক্ষ। স্ত্যান ও মিদ্ধের কৃত্য, আহার (পরিপোষক) ও প্রতিপক্ষ একই প্রকার বলিয়া এই উভয় চৈতসিক যুগ্মভাবে গৃহীত হইয়াছে। উভয়ের কৃত্য লীনভাব উৎপাদন; আহার,— তন্দ্রা ও বিজৃম্ভতা। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের কৃত্য চিত্তের অশান্ত ভাব উৎপাদন; জ্ঞাতি-ব্যসনাদির ব্যতিক্রম ইহাদের আহার বা পরিপোষক এবং শমথ ও সৌমনস্য প্রতিপক্ষ। এজন্য ইহারাও যুগলরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহা "সুখ" ধ্যানাঙ্গের উৎপত্তি নিবারণ করে। "অবিদ্যা" এইসব নীবরণের প্রত্যেকটির সহিত বিজড়িত।

ছ। অনুশয়ঃ— কতকগুলি চৈতসিক এমন বিশিষ্ট স্বভাব-সম্পন্ন যে, তাহারা চিত্ত-সন্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে, সুপ্ত থাকে; কিন্তু আলম্বনাদি অনুরূপ কারণ পাইলেই জাগিয়া উঠে। ইহারা অতীব শক্তিশালী এবং ইহাদিগকে অনাগত-চিত্ত-ক্লেশ বলা যাইতে

পারে। কালভেদে চৈতসিকের স্বভাবের তারতম্য হয় না। এই সপ্ত-অনুশয় ছয়টি অকুশল চৈতসিক মাত্র। কামরাগানুশয় ও ভব-রাগানুশয় উভয়ই লোভ চৈতসিক। শুধু আলম্বনের পার্থক্য হেতু দ্বিবিধ হইয়াছে।

"কাম-রাগানুশয়" সুখ-সৌমনস্য বেদনায় ও উপেক্ষা বেদনায় এবং "প্রতিঘানুশয়" দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য বেদনায় প্রচ্ছন্ন থাকে। "মানানুশয়" কাম, রূপ ও অরূপ-লোকের সুখ-সৌমনস্য-উপেক্ষা বেদনায়ও সুপ্ত থাকে। "দৃষ্টি-অনুশয়" সৎকায়-দৃষ্টিযুক্ত যাবতীয় চিত্তে এবং "বিচিকিৎসা-অনুশয়" অধিমোক্ষ বিরহিত চিত্তে প্রচ্ছন্ন থাকে। "ভব-রাগানুশয়" রূপ-অরূপ চিত্তেও সুপ্ত থাকে। "অবিদ্যানুশয়" অরহত্তের ফল-চিত্ত ব্যতীত সর্ব্বচিত্তে প্রচ্ছন্ন থাকে। স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামীর নিকট দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা-অনুশয় দু'টি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচ অনুশয় বিদ্যমান। অনাগামীর নিকট মান, ভবরাগ ও অবিদ্যা অনুশয়াকারে বিদ্যমান। শুধু অর্হতের চিত্তই নিরনুশয়।

যাহার নিকট কামরাগানুশয় বিদ্যমান, তাহার নিকট প্রতিঘানুশয়ও বিদ্যমান। এবং প্রতিঘানুশয়ের বিদ্যমানতা কামরাগানুশয়ের বিদ্যমানতা-জ্ঞাপক। কামরাগানুশয়ের বিদ্যমানতা মানানুশয়ের বিদ্যমানতা-জ্ঞাপক হইলেও মানানুশয়ের বিদ্যমানতা কামরাগানুশয়ের বিদ্যমানতাজ্ঞাপক নহে। অনাগামীর নিকট মানানুশয় বিদ্যমান থাকিলেও, কামরাগানুশয় বিদ্যমান থাকে না। পৃথগ্জন, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামীর নিকট কামরাগ ও মান উভয় অনুশয় বিদ্যমান। কামরাগানুশয় বিদ্যমান থাকিলেও, দৃষ্টি-অনুশয় বিদ্যমান না থাকিতেও পারে। পৃথগ্জনের নিকট এই উভয় অনুশয় বিদ্যমান থাকিলেও স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামীর নিকট দৃষ্টি-অনুশয় অবিদ্যমান, কাম-রাগানুশয় সম্পূর্ণ অবিদ্যমান নহে।

(জ) সংযোজন:— যেই সকল চৈতসিক তাহাদের অন্যান্য গুণ ব্যতীত, সংসারে সত্বগণকে বন্ধন করিয়া রাখিবার গুণও ধারণ করে সেই সকল চৈতসিক এই "সংযোজন-গুচ্ছে" সংগৃহীত। তন্মধ্যে সৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ,— এই পঞ্চ সংযোজন অধোভাগীয়, অর্থাৎ সত্বগণকে নীচ জন্মে, দুর্গতিতে বন্ধন করে। এবং রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা— এই পাঁচটি ঊর্দ্ধভাগীয়; অর্থাৎ ইহারা লোকীয় সুগতিতে বন্ধন করিয়া রাখে। শুধু লোকোত্তর-মার্গ ইহা ছিন্ন করিতে পারে।

সৎকায়-দৃষ্টি = ব্যক্তিগত শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস; আত্মবাদ। বিচিকিৎসা = অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত কালে নিজের সত্তা সম্বন্ধে সংশয়। শীলব্রত-পরামর্শ = শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা কিংবা ব্রত-মানসাদির দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধিতে ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস। কাম-রাগ = কাম-লোকের সুখ-সম্পদ, রূপ, শব্দ, গন্ধাদির জন্য তৃষ্ণা। রূপ-ভবের জন্য তৃষ্ণা রূপ-রাগ এবং অরূপ-ভবের জন্য তৃষ্ণা অরূপ-রাগ। চৈতসিকের ব্যাখ্যায় বাকীগুলির অর্থ দ্রষ্টব্য। তন্মধ্যে অবিদ্যা মোহ-চৈতসিক।

**সূত্র-পিটকে ও অভিধর্ম্মে উল্লেখিত সংযোজনের মধ্যে চৈতসিক হিসাবে পার্থক্য নাই। সূত্রের রূপ-রাগ ও অরূপ-রাগ সংযোজনদ্বয় অভিধর্ম্মের ভবরাগ-সংযোজন। এবং অভিধর্ম্মের ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য সংযোজনদ্বয়, সূত্রে প্রতিঘ-সংযোজন দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে।

(ঝ) ক্লেশ:— যদ্বারা চিত্ত কলুষিত, পরিতপ্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মলিন ও নীচ হয়, তাহাই চিত্তের ক্লেশ বা ক্লেদ। চৈতসিক পরিচ্ছেদে ইহাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের মধ্যে কোন্ কোন্ অকুশল চৈতসিক কয়টি অকুশল গুচ্ছে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পয়ারে বলা যাইতেছে:—

"অহ্রী ও অনপত্রপা -ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য,
কৌকৃত্য ও মিদ্ধ এক এক গুচ্ছে গ্রাহ্য।
স্ত্যান দুই; মানৌদ্ধত্য তিন, কঙ্খা চার;
দ্বেষ পাঁচ; মোহ সাত; দৃষ্টি আট বার।
লোভ নয়বার গণ্য নয় অকুশলে,
সাবধানে রাখ মনে শিক্ষার্থী সকলে।

চৌদ্দটি অকুশল চৈতসিকের মধ্যে প্রত্যেকটি কোন্ কোন্ অকুশল গুচ্ছে সংগৃহীত হইয়াছে?

"অহ্রী" ও "অনপত্রপা" শুধ্ ক্লেশ মাঝে,
"ঈর্ষ্যা" ও "মাৎসর্য্য" শুধ্ সংযোজনে রাজে।
"কৌকৃত্য" ও 'মিদ্ধ" একা নীবরণে পাবে
ক্লেশ আর নীবরণে "স্ত্যান" দেখা দিবে।
অনুশয়, সংযোজন, ক্লেশের মাঝারে,
"মান" চৈতসিক থাকে সদা ঊর্দ্ধ শিরে।
নীবরণে, অনুশয়ে, ক্লেশে, সংযোজনে,
"বিচিকিৎসা" বিস্ফন্দিত বহু আলম্বনে।
নীবরণ, অনুশয়, গ্রন্থি, সংযোজন,
ক্লেশসহ পঞ্চ গুচ্ছে "দ্বেষ" বিচরণ।
গ্রন্থি, উপাদান ছাড়ি সপ্ত অকুশলে,
"অবিদ্যার" বিদ্যমান নেহারে সকলে।
অষ্ট অকুশলে "দৃষ্টি" ছাড়ি নীবরণ;
নব অকুশলে "লোভ" দেখে বিচক্ষণ।

"আসবাদি" নব গুচ্ছের অকুশল-চৈতসিক স্মারক-গাথা ও পয়ারানুসারে নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত

	ক্লেশ—১০	সংযোজন—১০	অনুশয়—৭	নীবরণ—৫	উপাদান—৩	গ্রন্থি—৪	যোগ—৪	ওঘ—৪	আসব—৪	
৭	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	মোহ
১	✓									অহ্রী
১	✓									অনপত্রপা
৩	✓	✓		✓						ঔদ্ধত্য
৯	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	লোভ
৮	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	দৃষ্টি
৩	✓	✓	✓							মান
৫	✓	✓	✓	✓		✓				দ্বেষ
১		✓								ঈর্ষা
১		✓								মাৎসর্য্য
১				✓						কৌকৃত্য
২	✓			✓						স্ত্যান
১				✓						মিদ্ধ
৪	✓	✓	✓	✓						বিচিকিৎসা
৪৭	১০	৯	৬	৮	২	৩	৩	৩	৩	

মিশ্র-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ

(ক) ছয় হেতু সম্বন্ধে প্রকীর্ণ-পরিচ্ছেদের ১০৩ পৃষ্ঠায় হেতু-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

(খ) যে সকল চৈতসিক ধ্যান-চিত্ত উৎপাদনে প্রধান সহায় সেই সকল চৈতসিকই ধ্যানাঙ্গ। দৌর্ম্মনস্য শুধু অকুশল ধ্যানাঙ্গ। অপর ছয়টি কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত সকল জাতীয় ধ্যানের অঙ্গ। ৩৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(গ) মার্গ অর্থ পথ, উপায়। এবং অঙ্গ অর্থ কারণ, উপকরণ। কিসের পথ? সুগতির বা দুর্গতির পথ। প্রথম অষ্ট অঙ্গ সুগতির অর্থাৎ নির্ব্বাণের পথ; শেষের চারি অঙ্গ দুর্গতির পথ।

১। সম্যক্-দৃষ্টি "প্রজ্ঞেন্দ্রিয়" চৈতসিক। জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ৪৭ প্রকার চিত্তের "প্রজ্ঞাই" সম্যক্-দৃষ্টি নামক মার্গাঙ্গ।

২। সঙ্কল্প "বিতর্ক" চৈতসিক। বিতর্ক সম্প্রযুক্ত ৫৯ প্রকার শোভন চিত্তের বিতর্ক-চৈতসিকই সম্যক্-সঙ্কল্প নামক মার্গাঙ্গ।

৩। ৮ প্রকার কামাবচর কুশল, ৮ প্রকার লোকোত্তর কুশল, এই ষোল প্রকার চিত্তের "সম্যক্-বাক্য" নামক চৈতসিকই সম্যক্-বাক্য নামক মার্গাঙ্গ।

৪। ৮ কামাবচর কুশল, ৮ লোকোত্তর কুশল, এই ১৬ কুশল চিত্তের সম্যক্-কর্ম্ম চৈতসিকই "সম্যক্-কর্ম্ম" নামক ধ্যানাঙ্গ।

৫। উক্ত ১৬ প্রকার কুশল চিত্তের "সম্যক্-আজীব" চৈতসিকই সম্যক্-আজীব নামক মার্গাঙ্গ।

৬। বীর্য্য চৈতসিক সম্প্রযুক্ত ৫৯ প্রকার কুশল চিত্তের বীর্য্য চৈতসিকই "সম্যক্-ব্যায়াম" নামক মার্গাঙ্গ।

৭। স্মৃতি চৈতসিক সম্প্রযুক্ত ৫৯ প্রকার কুশল চিত্তের স্মৃতি-চৈতসিকই "সম্যক্-স্মৃতি" নামক মার্গাঙ্গ।

৮। ৫৯ প্রকার কুশল চিত্তের একাগ্রতা-চৈতসিকই "সম্যক্-সমাধি" নামক মার্গাঙ্গ।

অকুশল মার্গাঙ্গ :—

৯। চারি লোভ-মূলক চিত্তের দৃষ্টি-চৈতসিকই "মিথ্যা-দৃষ্টি" নামক মার্গাঙ্গ।

১০। দ্বাদশ অকুশল চিত্তের বিতর্ক-চৈতসিকই "মিথ্যা-সঙ্কল্প" নামক মার্গাঙ্গ।

১১। দ্বাদশ অকুশল চিত্তের বীর্য্য-চৈতসিকই "মিথ্যা-ব্যায়াম" নামক মার্গাঙ্গ।

১২। বিচিকিৎসা-বর্জ্জিত একাদশ অকুশল চিত্তের একাগ্রতা-চৈতসিকই "মিথ্যা-সমাধি" নামক মার্গাঙ্গ।

(ঘ) **ইন্দ্রিয়** ঃ— ১—৮ পর্য্যন্ত কেন ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে তাহা রূপ-বিভাগের ব্যাখ্যা ১৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। মন সহজাত চৈতসিকের উপর আধিপত্য করে বলিয়া ইহা মনেন্দ্রিয়। সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য দৌর্ম্মনস্য বেদনা-চৈতসিককে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, কারণ ইহারা নিজ নিজ সহজাত ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া, স্ব স্ব স্থূলভাব অনুভব করায়। উপেক্ষা-বেদনাকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, কারণ ইহা সহজাত চিত্ত-চৈতসিককে শান্ত, প্রণীত (উত্তম), নিরপেক্ষ-ভাব প্রাপ্ত করায়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় অশ্রদ্ধাকে পরাভূত করিয়া সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিকের প্রসন্নতা আনয়ন করে। "বীর্য্য" কৌসীদ্য-পরাভবে, "স্মৃতি" আলম্বনকে নিত্য উপস্থিত রাখিতে, "একাগ্রতা" আলম্বনে চিত্তের নিশ্চল অবস্থানে ইন্দ্রত্ব করে। "প্রজ্ঞা" মোহ-ধ্বংসে সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিকের উপর আধিপত্য করে। "অজ্ঞাতকে (চারি আর্য্য-

সত্যকে) জানিব" বলিয়া উৎপন্ন অমোহ-চিত্ত ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে সংযোজনত্রয় (সৎকায়-দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ, বিচিকিৎসা) ছিন্ন করিতে পারে এবং সহজাত চৈতসিকগুলিকে এই ছেদন-কার্য্যাভিমুখী করিয়া তাহাদের উপর ইন্দ্রত্ব করে। ইহা স্রোতাপত্তি-মার্গস্থ "অমোহ" চৈতসিক। লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় (অঞ্ঞিন্দ্রিয) কামরাগ, ব্যাপাদ প্রভৃতি সংযোজনকে দুর্বল করে এবং সহজাত ধর্ম্মকে নিজের বশবর্ত্তী করে। ইহা উপরের তিন মার্গস্থ এবং নীচের তিন ফলস্থ "অমোহ" চৈতসিক।

লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় (অঞ্ঞাতাবিন্দ্রিয) সর্ব্ব কার্য্যে ঔৎসুক্য ধ্বংস করিয়া সহজাত ধর্ম্মকে অমৃতাভিমুখী করে। ইহা অরহত্ত-ফলস্থ "অমোহ" চৈতসিক।

দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের ক্রমঃ— দেহীকে আর্য্য-ভূমি লাভ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম দেহস্থ ইন্দ্রিয় সমূহ বুঝিতে হয়। এজন্য চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখিত হইয়াছে দেহী পুনরপি স্ত্রী বা পুরুষ। এজন্য এই দুই ইন্দ্রিয় তৎপরই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু উক্ত সপ্ত ইন্দ্রিয় জীবিতেন্দ্রিয়-প্রতিবদ্ধ। যতকাল জীবিতেন্দ্রিয় প্রবহমান থাকে, ততকাল সুখ-দুঃখাদি বেদনাও বিদ্যমান থাকে। এই বেদনা কিরূপে ইন্দ্রত্ব করে, তাহা বুঝা আবশ্যক। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্ববিধ বেদনাই দুঃখ। "সুখ-বেদনা ঠিতা সুখা, বিপরিণাম দুক্খা"। এই দুঃখ অতিক্রম করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার শুধু প্রয়োজন নহে, অনুশীলনে তাহাদিগকে ইন্দ্রত্বে পরিপুষ্ট করা অপরিহার্য্য। ইহাদের ইন্দ্রত্ব লাভে উচ্চাশা নির্দ্ধারণের শক্তি লাভ হয়,— অজ্ঞাতকে জানিবার সঙ্কল্প জাগে। এই সঙ্কল্পের ইন্দ্রত্ব অবস্থাই লোকোত্তরের

প্রথম মার্গে,— স্রোতাপত্তি-মার্গে উপনীত করে। এই মার্গ যেই পরিপক্ক জ্ঞান প্রদান করে, সেই "অঞ্ঞিন্দ্রিয়" ইহার পরেই স্থান পাইয়াছে। এই "অঞ্ঞিন্দ্রিয়" অনুশীলনে "অঞ্ঞাতাবিন্দ্রিয়ে," পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই অর্হতের অবস্থা। এইখানেই করণীয় কৃত হয়।

৮ম জীবিতেন্দ্রিয় দ্বিবিধ :— রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় ও অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয়। ১৪শ উপেক্ষেন্দ্রিয় বেদনা চৈতসিক; "তত্রমধ্যস্থতা" নামক শোভন চৈতসিক নহে। বিংশ "অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়" উচ্চতর জীবন অর্থাৎ স্রোতাপত্তি-মার্গ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন।

১ম হইতে ১১শ ইন্দ্রিয় কর্ম্মানুসারে অব্যাকৃত। ১৩শ ইন্দ্রিয় কর্ম্মানুসারে অকুশল। দশম হইতে দ্বাবিংশ ইন্দ্রিয় চৈতসিক। প্রথম হইতে সপ্তম এবং নবম ইন্দ্রিয় চৈতসিক নহে। প্রথম সাত ইন্দ্রিয় রূপ এবং দশমটি (মনেন্দ্রিয়) বিজ্ঞান। অষ্টম জীবিতেন্দ্রিয় রূপ এবং চৈতসিক। স্ত্রী-ইন্দ্রিয় এবং পুরুষ-ইন্দ্রিয় শুধু কাম-লোকে লভ্য, রূপারূপ লোকে লভ্য নহে। রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় অরূপ-লোকে লভ্য নহে। পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট সত্ত্বে রূপারূপ উভয় জীবিতেন্দ্রিয় লভ্য। (আরও বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে "যমকের" "ইন্দ্রিয়-যমক" দ্রষ্টব্য)

(ঙ) বল:— "ইন্দ্রিয়" প্রতিপক্ষ ধর্ম্মকে পরাভূত করে; কিন্তু "বল" প্রতিপক্ষ ধর্ম্মের আক্রমণে অটল থাকে। শ্রদ্ধা যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার সঙ্গে যেন ইহাকে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা যখন বল-প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার আক্রমণে অকম্পিত থাকে; অশ্রদ্ধা আত্ম-পরাজিত হয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় হইতে শ্রদ্ধা-বল অধিক শক্তিশালী।

অশ্রদ্ধায় কম্পিত	হয়	না বলিয়া	শ্রদ্ধা-বল।
কৌসীদ্যে	”	”	বীর্য্য-বল।
প্রমাদে	”	”	স্মৃতি-বল।
ঔদ্ধত্যে	”	”	সমাধি-বল।
অবিদ্যায়	”	”	প্রজ্ঞা-বল।
অহ্রী দ্বারা	”	”	হ্রী-বল।
অনপত্রপায়	”	”	অপত্রপা-বল।
হ্রী দ্বারা	”	”	অহ্রী-বল।
অপত্রপায়	”	”	অনপত্রপা-বল।

ইহাদের ব্যাখ্যা চৈতসিক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(চ) **অধিপতি**— ছন্দাদি চারি চৈতসিক স্ব স্ব সহজাত চৈতসিককে আত্ম-বলে আত্ম-গতি প্রাপ্ত করায়। সহজাত চিত্ত-চৈতসিকও সেই গতি-অনুযায়ী চলিতে থাকে। এই প্রকার আধিপত্যের কারণে ইহাদিগকে "অধিপতি" বলা হয়।

এই চারি অধিপতির মধ্যে বীর্য্য, চিত্ত এবং মীমাংসা বা প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়রূপেও গৃহীত হইয়াছে। ইহারা স্ব স্ব ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ না করিয়াই আধিপত্য করিয়া থাকে। "চিত্ত" এখানে জবন-চিত্তোৎপত্তি। অন্য তিন অধিপতিও জবনস্থানে আধিপত্য করে। যখন কেহ কোন কাজ করে, তখন হয় "উদ্দেশ্য", নতুবা "ইচ্ছা-শক্তি" অথবা "উদ্যম" কিংবা "জ্ঞান" মুখ্য হইয়া তাহাকে পরিচালিত করে। ইন্দ্রিয় ও অধিপতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের সমকক্ষ আছে, অধিপতির সমকক্ষ নাই। এইজন্য এক সময় একটি মাত্র অধিপতি হয় এবং অন্য তিনটি সেই অধিপতির অনুসরণ করে।

(ছ) আহার ঃ— আহার অর্থে কি বুঝায়? যাহা "নাম-রূপকে" উৎপন্ন করে, পরিপোষণ করে তাহাই নামরূপের আহার। আহারের উৎপাদিকা শক্তি থাকিলেও, উপস্তম্ভন বা পরিপোষণ-শক্তিই ইহাতে প্রবল। কবলীকৃত-আহার ভক্ষণীয় দ্রব্যাদি; ইহা রূপাহার। অরূপ-আহার কিন্তু ত্রিবিধ :— স্পর্শ, চেতনা ও বিজ্ঞান। (১) কবলীকৃত আহার রূপ-কায়ের সন্ততির কারণ। কর্ম্ম-ফলে রূপ-কায়ের উৎপত্তি হইলেও উহার পোষণ ও সন্ততির জন্য জড় আহারের প্রয়োজন, যেন ইহা পূর্ণ আয়ুষ্কাল অবিচ্ছেদে যাপন করিতে পারে। রূপ-কায় রূপাহারই খোঁজে। (২) "স্পর্শ" বেদনার আহার; বেদনা স্পর্শই খোঁজে। স্পর্শ সুখ-বেদনা জন্মাইয়া, সেই বেদনা উপভোগের জন্য সত্বগণের তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম্মোৎপত্তির কারণ হয়। (৩) চেতনাহার ২৯ প্রকার কুশলাকুশল লোকীয় চিত্ত। ইহার অপর নাম কর্ম্ম বা সংস্কার বা কর্ম্ম-ভব। এবং ইহা বিজ্ঞান বা বিপাক-চিত্তের আহার। "বিপাকো কম্ম-সম্ভবো"। (৪) বিজ্ঞানাহার উনিশ প্রকার প্রতিসন্ধি-চিত্ত। ইহা নাম-রূপ, ষড়ায়তন ও স্পর্শের আহার।

স্পর্শ, চেতনা ও বিজ্ঞান এই তিন নামাহারের বলে জীবন-চক্র অবিচ্ছিন্ন আবর্ত্তিত হইতেছে। স্পর্শাহার চেতনাহারকে, চেতনাহার বিজ্ঞানাহারকে, পুনরপি বিজ্ঞানাহার স্পর্শাহারকে পোষণ করিতেছে। রূপাহার রূপ-কায়কে সঞ্জীবিত রাখিয়া চলিয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ আহারের বলে পঞ্চস্কন্ধ অবিচ্ছিন্ন চ্যুতি-প্রতিসন্ধির মধ্য দিয়া সংসরিত হইতেছে। এই আহারের নিরোধে পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ বা দুঃখ নিরুদ্ধ হয়। পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ এবং দুঃখ অভিন্ন। "সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদান-খন্ধাপি দুক্খা"।

বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্মের সংক্ষেপার্থ

যে সকল চিত্ত-চৈতসিকের উৎকর্ষ-সাধন বোধি-জ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহারাই বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্ম। চৈতসিক হিসাবে তাহাদের সংখ্যা চৌদ্দ। কিন্তু এই চৌদ্দটির মধ্যে বীর্য্য, স্মৃতি, একাগ্রতা, শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা যথাক্রমে ৯, ৮, ৪, ২, ৫ বার গ্রহণ করাতে উহারা সাঁয়ত্রিশ সংখ্যক হইয়াছে। এই সাঁয়ত্রিশ সংখ্যক চৈতসিককে স্মৃতি-প্রস্থানাদি সাত শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) স্মৃতি-প্রস্থানঃ— আলম্বনের যথার্থ স্বভাব নির্দ্ধারণের জন্য চিত্তের তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করা এবং সেই নির্দ্ধারিত যথা-স্বভাবে স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অভ্রান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতি-প্রস্থান। এখানে "প্রস্থান" অর্থ গমন নহে, বরং তদ্বিপরীত, "সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা"। সুতরাং স্মৃতি-প্রস্থান পঞ্চস্কন্ধের যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জ্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা। একটি মাত্র "স্মৃতি"-চৈতসিক কায়া, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম্ম (সংজ্ঞা ও সংস্কার) এই চারি আলম্বন-ভেদে চতুর্দ্ধা হইয়াছে। কায়া অশুচি, বেদনা দুঃখ, চিত্ত অনিত্য, ধর্ম্ম অনাত্ম। "এই চতুর্ব্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান আর্য্য-শ্রাবকের চিত্ত-বন্ধন-স্তম্ভ; ইহা যেমন একদিকে তাহার লৌকিক স্বভাব, লৌকিক স্মৃতি-সঙ্কল্প, লৌকিক জীবনের ব্যথা-গ্লানি-পরিদাহ পরিত্যাগের জন্য, তেমনি অন্যদিকে জ্ঞান-মার্গ অধিকার ও নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত"। মধ্যম-নিকায়—১২৫। ইহা "সম্যক্-সমাধির" পরিপূরক এবং আষ্টাঙ্গিক মার্গের সপ্তম অঙ্গ। কায়া অশুচি,—জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় অশুচি। ইহা প্রত্যয়োৎপন্ন, সুতরাং বিলয়শীল। ইহা

"আমার নহে", "'আমি' নহে," "আমার আত্মা নহে"। কায়ার ঈদৃশ স্বভাবে অনাসক্ত স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন জাগরণশীলতাই "কায়ানুদর্শন স্মৃতি-প্রস্থান"।

সুখ-বেদনা, দুঃখ বেদনা, সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্য, উপেক্ষা-বেদনা, উহারা তৃষ্ণাযুক্ত হউক বা তৃষ্ণা-বিমুক্ত হউক, সর্ব্ব প্রকার বেদনাই পরিণাম-দুঃখকর। "সুখ-বেদনা ঠিতা সুখা, বিপরিণাম দুক্খা"। "সুখ-বেদনা লক্খণে দুক্খায বেদনায অভাবতো 'সুখং বেদনং বেদযমানো সুখং বেদনং বেদযামীতি পজানাতি'": সুখ-বেদনা দুঃখ নহে, কিন্তু দুঃখ-সত্য; অর্থাৎ ভাবী দুঃখ। দুঃখ-বেদনা দুঃখ এবং দুঃখ-সত্য। সুতরাং সর্ব্ববিধ বেদনাই দুঃখ। ইহা প্রত্যয়োৎপন্ন সুতরাং বিলয়-ধর্ম্মী। কোন বেদনাই "আমার নহে" "'আমি' নহে", "আমার আত্মা নহে"। বেদনার ঈদৃশ স্বভাবে অনাসক্ত স্মৃতির অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাই "বেদনানুদর্শন স্মৃতি-প্রস্থান"। যে কোন ভূমিতে কুশলাকুশলাদি যে কোন চিত্ত উৎপন্ন হউক না কেন, সেই চিত্তের উৎপত্তি-বিলয় সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিয়া বুঝিতে হইবে যে, চিত্ত প্রত্যয়োৎপন্ন সুতরাং নিরোধশীল। কোন চিত্তই "আমার নহে", "'আমি' নহে," "আমার আত্মা নহে"। চিত্তের ঈদৃশ স্বভাবে অনাসক্ত চিত্তের অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাই "চিত্তানুদর্শন-স্মৃতি-প্রস্থান"।

সংজ্ঞা-সংস্কারাদিকে তাহাদের স্ব স্ব লক্ষণানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, তাহারা হেতুভূত এবং হেতুর নিরোধে নিরুদ্ধ হয়। তাহাদের কোনটিই "আমার নহে", "'আমি' নহে" "আমার আত্মা নহে"। সংজ্ঞা-সংস্কারের ঈদৃশ স্বভাবে অনাসক্ত স্মৃতির অপ্রমত্ত জাগরণশীলতাই "ধর্ম্মানুদর্শন স্মৃতি-প্রস্থান"।

(খ) চতুর্ব্বিধ সম্যক্-প্রধান ঃ— এখানে "সম্যক্" শব্দ দ্বারা চেষ্টার অসাধারণতা বুঝাইতেছে। ৭০ তম পৃষ্ঠায় "বীর্য্য" চৈতসিক দ্রষ্টব্য। এখানেও একটি "বীর্য্য" চৈতসিক চারি প্রকার কৃত্য-ভেদে চতুর্ব্বিধ হইয়াছে। সেই কৃত্য (১) সংবর-প্রধান, অর্থাৎ অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদনার্থ ইন্দ্রিয়-সংযম। (২) প্রহাণ-প্রধান, অর্থাৎ উৎপন্ন পাপ-চিন্তা বর্জ্জন। (৩) ভাবনা-প্রধান,—অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদন ও সংগঠনের জন্য প্রবল উদ্যম। (৪) অনুরক্ষণ-প্রধান, অর্থাৎ উৎপন্ন কুশল-চিত্তের সংরক্ষণ, বৃদ্ধি-বৈপুল্যের জন্য, পরিপূর্ণ গঠনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা। "উপোসথ-সহচর" ৪১শ—৪৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(গ) ঋদ্ধি-পাদ ঃ—ঋদ্ধি অর্থ অসাধারণ শক্তি; পাদ অর্থ লাভের উপায়। সুতরাং ঋদ্ধি-পাদ অসাধারণ শক্তি লাভের উপায়। এই উপায় চেতনা-জাত, বিদর্শন-জাত নহে। এবং ইহা চতুর্ব্বিধ:—ছন্দ, চিত্ত, বীর্য্য, মীমাংসা বা প্রজ্ঞা। ইহারা প্রত্যেকে অধিপতি স্বভাব-বিশিষ্ট, এই চৈতসিক চতুষ্টয় যখন চতুর্থ ধ্যান-বলে পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন চিত্ত অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। (১) নানাবিধ ঋদ্ধি, (২) দিব্য-শ্রোত্র, (৩) পরচিত্ত-জ্ঞান, (৪) অতীত জন্ম পরম্পরার স্মৃতি, (৫) সত্ত্বগণের চ্যুতি ও প্রতিসন্ধি সম্বন্ধে জ্ঞান,— এই পঞ্চবিধ শক্তি বা অভিজ্ঞা লৌকীয়। লোকোত্তর অভিজ্ঞা "আসব-ক্ষয় জ্ঞান"। প্রথম পাঁচটি মহদ্গত চিত্তের অবস্থা। শেষেরটি অনুত্তর চিত্তের অবস্থা। এই ঋদ্ধি কামলোকীয় ছন্দ, বীর্য্য, চিত্ত বা প্রজ্ঞায় লাভ হয় না। নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমের জন্য ইহাদিগকে অধিপতির অবস্থায় গঠন করিতে হয়। এই গঠন-কার্য্য চতুর্থ-ধ্যানে দক্ষতা লাভেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(ঘ—ঙ) ঃ— পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বলের ব্যাখ্যা মিশ্র-সংগ্রহের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে শুধু ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্রোতাপত্তি-মার্গে

শ্ৰদ্ধেন্দ্ৰিয়ের, চারি সম্যক্-প্রধানে বীর্য্যেন্দ্রিয়ের, চারি স্মৃতি-প্রস্থানে স্মৃতীন্দ্রিয়ের, চারি ধ্যানে সমাধীন্দ্রিয়ের এবং চতুরার্য্য-সত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের প্রকটতা দৃষ্ট হয়।

(চ) সপ্ত বোধ্যঙ্গ ঃ— চারি মার্গ-জ্ঞানই সম্বোধি। যাহারা এই সম্বোধি উৎপত্তির সহকারী ও বলবান প্রত্যয় (কারণ) তাহারাই ইহার অঙ্গ বা নিদান : ইহাদের সংখ্যা সাত। যথা :—

১। স্মৃতি * :— কায়া, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্ম্ম — এই চতুর্ব্বিধ আলম্বনের যথার্থ স্বভাবে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রমাদ ধ্বংস ও অপ্রমাদ সুগঠন করিয়া, স্মৃতি চতুর্মার্গ-জ্ঞান উৎপাদনের পধান অঙ্গ হয়।

২। ধর্ম্ম-বিচার বা প্রজ্ঞা :— ইহা বিদর্শনের উৎপত্তি-স্থল, কারণ প্রজ্ঞা অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগত বিবিধাকারে পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাহার গোচরীভূত বিষয় সম্বন্ধে এইরূপে সম্মোহ বিধ্বংস পূর্ব্বক অসম্মোহ পরিপূর্ণাকারে গঠন করে। এবং স্বয়ং চতুর্মার্গ-জ্ঞানরূপে "সম্বোধি" নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

৩। বীর্য্য :— "সম্যক-প্রধানের" বীর্য্যই বীর্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ। বীর্য্য কুশল-চিত্তের লীন-ভাব বিদূরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সম্পাদন-ক্ষমতা ও উৎসাহ-উদ্যম জাগ্রত করিয়া সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

৪। প্রীতি :— ইহা সম্যক্-স্মৃতির আলম্বনে ও সংবর্দ্ধমান কুশলে চিত্তের সর্ব্ববিধ অরতি ও উৎকণ্ঠা বিদূরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরতি, ধর্ম্মনন্দি ও ধর্ম্মারাম পূর্ণ করিয়া সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

৫। প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) :— ঐ ঐ আলম্বনে ও সংবর্দ্ধমান কুশলে চিত্তের ক্রোধ-উৎকণ্ঠা বিদূরণ পূর্ব্বক শান্তি আনয়ন করিয়া সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

* উপোসথ-সহচরে "সম্যক-স্মৃতি" দ্রষ্টব্য

৬। সমাধি :— সম্বোধি উৎপাদনে সমাধির কার্য্য অতীব প্রকট। একাগ্রচিত্তের আলম্বনময়তাই সমাধি।

৭। উপেক্ষা (তত্রমধ্যস্থতা) :— চিত্তের লীন ও উত্তেজনার (চঞ্চলতার) সমতা রক্ষা করিয়া সম্বোধি উৎপাদনের অঙ্গ হয়।

(ছ) **আষ্টাঙ্গিক মার্গ :—** আষ্টাঙ্গিক মার্গ তিন স্কন্ধের অন্তর্গত। সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম্ম ও সম্যক্-আজীব শীল-স্কন্ধে সংগৃহীত। সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, ও সম্যক্-সমাধি সমাধি-স্কন্ধে সংগৃহীত। সম্যক্-দৃষ্টি ও সম্যক্-সঙ্কল্প প্রজ্ঞা-স্কন্ধে সংগৃহীত।

সম্যক্ বাক্যাদি অঙ্গত্রয় শীল। সুতরাং সমজাতীয় বলিয়া শীল-স্কন্ধে সংগৃহীত। সম্যক্-ব্যায়ামাদি অঙ্গত্রয়ের মধ্যে সম্যক-সমাধির শুধু নিজ একাগ্রতা গুণে আলম্বনে সমাহিত হইয়া থাকিবার শক্তি নাই। সম্যক্-ব্যায়াম ও সম্যক্-স্মৃতি হইতে প্রগ্রহ ও নিমজ্জন কার্য্য সম্পাদনের সাহায্য পাইলেই সমাহিত হইবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্যক-সমাধি স্বভাব-গুণে এবং অন্য দুইটি তাহাদের কার্য্য-গুণে সমাধি-স্কন্ধে ভুক্ত হইয়াছে। সম্যক-দৃষ্টি প্রজ্ঞা। কিন্তু সম্যক্-সঙ্কল্প ব্যতীত প্রজ্ঞা পঙ্গু। এই সম্যক্ সঙ্কল্প প্রজ্ঞার অবিপরীত কার্য্য-গুণেই প্রজ্ঞা-স্কন্ধে স্থান পাইয়াছে। "উপাসক-সহচর" দ্রষ্টব্য।

"শীল-পরিপুষ্ট সমাধি মহৎ ফল, মহামঙ্গল প্রদান করে। সমাধি-পরিপুষ্টা প্রজ্ঞা মহৎ ফল, মহামঙ্গল প্রদান করে। প্রজ্ঞা-পরিপুষ্ট চিত্ত আসব হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হয়"। এইরূপে আষ্টাঙ্গিক মার্গ বোধি-পক্ষীয়। এই অষ্ট অঙ্গের দেশনায় পারম্পর্য্য থাকিলেও অনুশীলনে পারম্পর্য্য নাই। যে কোন অঙ্গের অনুশীলনে বাকী সাতটিও অল্পাধিক পরিমাণে অনুশীলিত হয়।

এই সাঁয়ত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্ম সমস্ত লোকোত্তর চিত্তে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সঙ্কল্প বা "বিতর্ক" চৈতসিক দ্বিতীয় ও তদূর্দ্ধ ধ্যান-চিত্তে এবং "প্রীতি" চৈতসিক চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান-চিত্তে বিদ্যমান থাকে না। লোকীয় চিত্তেও যখন ছয় প্রকার বিশুদ্ধি (শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, কঙ্খা-উত্তরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি) উৎপন্ন হয়, তখন সপ্তত্রিংশৎ ধর্ম্মও যথোপযুক্ত ভাবে উৎপন্ন হয়।

চৌদ্দটি শোভন-চৈতসিক কিরূপে ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম হইল ?

	সঙ্কল্প ১	প্রশ্রব্ধি ২	প্রীতি ৩	উপেক্ষা ৪	ছন্দ ৫	চিত্ত ৬	সম্যক-বাক্য ৭	সম্যক-কর্ম্ম ৮	সম্যক-আজীব ৯	বীর্য্য ১০	স্মৃতি ১১	একাগ্রতা ১২	শ্রদ্ধা ১৩	প্রজ্ঞা ১৪	
৪ স্মৃতি-প্রস্থান											৪				৪
৪ সম্যক-প্রধান										৪					৪
৪ ঋদ্ধিপাদ					১	১				১				১	৪
৫ বল										১	১	১	১	১	৫
৫ ইন্দ্রিয়										১	১	১	১	১	৫
৭ বোধ্যঙ্গ		১	১	১						১	১	১		১	৭
৮ মার্গাঙ্গ	১						১	১	১	১	১	১		১	৮
৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম	১	১	১	১	১	১	১	১	১	[illegible]	৮	৪	২	৫	৩৭

পাঠক পাঠিকাগণ স্মারক-গাথার সহিত মিলাইয়া উপরের তালিকাটি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাহা হইলে বিষয়টি বিশদতর হইবে।

সর্ব্ব-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ

পঞ্চ-স্কন্ধঃ— ১। কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু আহারসমুত্থিত রূপ,— অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান যে কোন কালের হউক না কেন, দেহস্থ হউক বা বাহিরের হউক, সূক্ষ্ম হউক বা স্থূল হউক, হীন হউক বা উত্তম হউক, দূরস্থ হউক বা সমীপস্থ হউক সমগ্র রূপরাশির সমষ্টিগত নাম "রূপ-স্কন্ধ"।

২। ৮৯ প্রকার চিত্তের সহজাত সুখ, দুঃখ, উপেক্ষাদি শারীরিক ও মানসিক বেদনারাশি, অতীতানাগত বর্ত্তমান, নিজ দেহস্থ বা বাহিরস্থ, সূক্ষ্ম বা স্থূল, হীন বা উত্তম, দূরস্থ বা সমীপস্থ, সমগ্র বেদনারাশির সমষ্টিগত নাম "বেদনা-স্কন্ধ"।

৩। চক্ষু-সংস্পর্শজা সংজ্ঞা, শ্রোত্র —, ঘ্রাণ— , জিহ্বা— , কায়— , মন-সংস্পর্শজা সংজ্ঞা, অতীতাদি একাদশ অবকাশে উৎপন্ন ৮৯ চিত্তের সহজাত সংজ্ঞারাশির সমষ্টিগত নাম "সংজ্ঞা-স্কন্ধ"।

৪। চক্ষু-সংস্পর্শজা চেতনা, ... মন-সংস্পর্শজা চেতনা অতীতাদি একাদশ বিভাগে বিভক্ত চারি ভূমির চেতনা রাশির সমষ্টিগত নাম "সংস্কার স্কন্ধ"।

৫। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান, মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান-ধাতু চারিভূমির এই চিত্ত-সমূহের সমষ্টিগত নাম "বিজ্ঞান-স্কন্ধ"।

পঞ্চ-স্কন্ধকে দুই ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথগ্জনেরা ইহাকে শুভ, সুখ, নিত্য ও আত্মা মনে করিয়া ইহাতে আসক্ত হয়। তখন এই পঞ্চস্কন্ধই তাহাদের তৃষ্ণার গোচর-ভূমি হইয়া থাকে। এম ভাবস্থায় পঞ্চস্কন্ধই তাহাদের "পঞ্চোপাদান স্কন্ধ" হয়। ২৮ প্রকার রূপ রূপোপাদান স্কন্ধ; বেদনা-চৈতসিক বেদনোপাদান স্কন্ধ;

সংজ্ঞা-চৈতসিক সংজ্ঞোপাদান স্কন্ধ; বাকী ৫০ প্রকার চৈতসিক সংস্কারোপাদান স্কন্ধ। ৮১ প্রকার লোকীয় চিত্ত বিজ্ঞানোপাদান স্কন্ধ।

বায়ান্ন প্রকার সংস্কার (চৈতসিক) হইতে বেদনা ও সংজ্ঞাকে পৃথক করিয়া, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, ৫০ প্রকার সংস্কার ও বিজ্ঞান সহ পঞ্চস্কন্ধ গণনা করা হইয়াছে। বেদনা ও সংজ্ঞাকে পৃথক ভাবে প্রদর্শনের কারণ কি? কাম, রূপ ও অরূপ ভূমিতে বেদনা আস্বাদ অনুভব করিয়া উৎপন্ন হয়। এবং সংজ্ঞা অশুভে শুভ সংজ্ঞার, অনিত্যে নিত্য-সংজ্ঞার, অনাত্মায় আত্ম-সংজ্ঞার আকারে আস্বাদের উপকরণ হয়। এইরূপে বেদনা ও সংজ্ঞা, সংসার-চক্রে পরিভ্রমণের প্রধান-প্রত্যয়। এই বিশিষ্ট স্বভাব হেতু এই সংস্কার-দ্বয়কে পৃথক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

> "বট্ট ধম্মেসু অস্সাদং তদস্সাদুপসেবনং,
> বিনিভুঞ্জ নিদস্সেতুং খন্ধদ্বযমুদাহটং"।

দ্বাদশায়তনঃ— "আয়তন" অর্থ উৎপত্তি-স্থান, নিবাস-স্থান। চক্ষু ও বর্ণ, দ্বার ও আলম্বনের আকারে, চক্ষু-বিজ্ঞানের আয়তন বা উৎপত্তি-স্থান। এই প্রকারে শ্রোত্র ও শব্দ শ্রোত্র-বিজ্ঞানের, ঘ্রাণ ও গন্ধ ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের, জিহ্বা ও রস জিহ্বা-বিজ্ঞানের, কায়া ও স্প্রষ্টব্য কায়-বিজ্ঞানের এবং মনঃ ও ধর্ম্ম মনোবিজ্ঞানের আয়তন। ইহাদের মধ্যে চক্ষাদি ছয়টি আধ্যাত্মিক বা দ্বার-ভূত দেহস্থ আয়তন। এবং রূপাদি ছয়টি আলম্বন-ভূত বহিরায়তন। ৫২ প্রকার চৈতসিক, ১৬ প্রকার সূক্ষ্ম রূপ এবং নির্ব্বাণ,—এই ৬৯ ধর্ম্মই ধর্ম্মায়তন।

অষ্টাদশ ধাতুঃ— "অত্তনো সভাবং ধারেন্তী'তি ধাতুযো"। যাহারা নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে, অর্থাৎ আত্মার, স্বভাব

ধারণ করেনা, তাহারা ধাতু। দর্শন-কার্য্যে সাহায্য করিবার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে; এইজন্য চক্ষু "ধাতু"। তদ্রূপ শ্রোত্রাদি সম্বন্ধে। চক্ষু-প্রসাদই চক্ষু-ধাতু; শ্রোত্র-প্রসাদ শ্রোত্র-ধাতু; ঘ্রাণ-প্রসাদ ঘ্রাণ-ধাতু; জিহ্বা-প্রসাদ জিহ্বা-ধাতু; কায়-প্রসাদ কায়-ধাতু। পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত এবং সম্প্রতীচ্ছ চিত্তদ্বয় মনোধাতু। এই ছয়টি "আধ্যাত্মিক ধাতু"।

রূপাবলম্বন রূপ-ধাতু, শব্দালম্বন শব্দ-ধাতু, গন্ধালম্বন গন্ধ-ধাতু, রসালম্বন রস-ধাতু, স্প্রষ্টব্যালম্বন স্প্রষ্টব্য-ধাতু, ধর্ম্মায়তনই ধর্ম্ম-ধাতু।

কুশলাকুশল দ্বিবিধ চক্ষু-বিজ্ঞানই চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু। সেইরূপ শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু, কায়-বিজ্ঞান-ধাতু। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান ও মনোধাতুত্রিক বাদ অবশিষ্ট ৭৬ প্রকার মনোবিজ্ঞানই মনোবিজ্ঞান-ধাতু। এই ছয়টি "বিজ্ঞান-ধাতু"। পিটকে উল্লিখিত অন্যান্য বহু ধাতু এই অষ্টাদশ ধাতুরই অন্তর্গত।

তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, নাতি-তীক্ষ্ণেন্দ্রিয় এবং মৃদু-ইন্দ্রিয় হিসাবে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। বিদর্শন-ভাবনার উদ্দেশ্যে, তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়ের জন্য পঞ্চস্কন্ধ, নাতি-তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়ের জন্য দ্বাদশ-আয়তন এবং মৃদু-ইন্দ্রিয়ের জন্য অষ্টাদশ ধাতু, বিভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং নাম-সংমূঢ়ের জন্য নাম-স্কন্ধ চারি ভাগে বিভক্ত। রূপ-সংমূঢ়ের জন্য রূপ দ্বাদশ-আয়তনে বিভক্ত। নাম এবং রূপ উভয় সংমূঢ়ের জন্য নাম-রূপ অষ্টাদশ ধাতুতে বিভক্ত।

(৬) চতুরার্য্য-সত্য :— আর্য্য অর্থ শ্রেষ্ঠ, পবিত্র। সুতরাং আর্য্য-সত্য অর্থ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র সত্য। অর্থাৎ আর্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও আর্য্য-ভূমিতে পরিচালনাকারী সত্য।

৮১ প্রকার লোকীয় চিত্ত, লোভ চৈতসিক ব্যতীত অবশিষ্ট ৫১ প্রকার চৈতসিক ও ৮ প্রকার ইন্দ্রিয়-রূপ ইহারাই "দুঃখ-সত্য"। "লোভ" চৈতসিক "দুঃখ-সমুদয়-সত্য"। সমুদয়=উদ্ভব, যদ্দ্বারা দুঃখের উদ্ভব হয় তাহাই দুঃখের কারণ। পৌনঃপুনিক জন্ম-জনিত দুঃখের নিরোধই "নিরোধ সত্য"। ইহার অন্য নাম "নিব্বান"। আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ-নিরোধের অর্থাৎ নিব্বান লাভের উপায় স্বরূপ "মার্গ-সত্য"।

৮৯ প্রকার চিত্তের অন্য এক নাম "মনায়তন"। ইহা কিরূপ "সপ্ত বিজ্ঞান-ধাতুতে" বিভক্ত তাহা ১১২—১১৩ পৃষ্ঠায় ব্যখ্যাত হইয়াছে।

নিব্বানকে "অভেদ" বলা হইয়াছে এই অর্থে যে, অতীতানাগতাদি কালানুসারে এবং আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক, সূক্ষ্ম-স্থূল, হীন-উত্তম, দূরস্থ-সমীপস্থ ইত্যাদি অবস্থা অনুসারে স্কন্ধকে যেমন বিভাগ করা যায়, তেমন নিব্বানকে বিভাগ করা যায় না। এইজন্য নিব্বান "অভেদ" এবং "স্কন্ধ-মুক্ত" *।

এই পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে সমুচ্চয় সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত

* ২০৮ পৃষ্ঠায় স্মারক-গাথার ৮র্থ পংক্তিতে "তৃষ্ণা" শব্দটির স্থলে "স্কন্ধ" হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যয়-সংগ্রহ

১। সূচনা-গাথা :— প্রত্যয় ও তদুৎপন্ন বিভাগ করিয়া
যথাযুক্ত ভাবে যাই এবে বিবরিয়া।

১। প্রত্যয়-সংগ্রহে দুইটি বিষয় আলোচিত :—

(ক) প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি;
(খ) প্রস্থান-নীতি।

এই দুই নীতির মধ্যে পূর্ব্বোক্তটি "সেই সেই প্রত্যয়-ধর্ম্মের বিদ্যমানে এই এই উৎপদ্যমান উৎপন্ন হয়"। প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

ঘটনা বিশেষের প্রত্যয় বিচারই প্রস্থান-নীতি। আচার্য্যগণ কিন্তু এই উভয়-নীতি সংমিশ্রিত করিয়া বর্ণন করেন।

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি

১—২ অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার;
২—৩ সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান;
৩—৪ বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম-রূপ;
৪—৫ নাম-রূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন;
৫—৬ ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ;
৬—৭ স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা;

৭—৮ বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা ;

৮—৯ তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান ;

৯—১০ উপাদানের প্রত্যয়ে ভব ;

১০—১১ ভবের প্রত্যয়ে জন্ম ;

১১—১২ জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি।

৩। এই নীতিতে তিন কাল, দ্বাদশ অঙ্গ, বিংশতি আকার, ত্রি-সন্ধি, চারি সংক্ষেপ (গুচ্ছ), ত্রি-বৃত্ত এবং (কার্য্যের) দুই মূল বুঝিতে হইবে।

তাহা কি প্রকারে ?

তিন কাল :— অবিদ্যা ও সংস্কার অতীত কাল ; জন্ম-জরা-মরণ অনাগত কাল ; মধ্যের অষ্ট অঙ্গ বর্ত্তমান কাল।

দ্বাদশ অঙ্গ :— (১) অবিদ্যা ; (২) সংস্কার ; (৩) বিজ্ঞান ; (৪) নাম-রূপ ; (৫) ষড়ায়তন ; (৬) স্পর্শ ; (৭) বেদনা ; (৮) তৃষ্ণা ; (৯) উপাদান ; (১০) ভব ; (১১) জন্ম ;— (১২) জরা-মরণ। শোক প্রভৃতি জন্মের শুধু প্রাবঙ্গিক (সংসৃষ্ট) ফলরূপে উল্লেখিত। পুনরপি এখানে যখন "অবিদ্যা" ও "সংস্কার" গ্রহণ করা হয়, তখন তাহাদের সঙ্গে "তৃষ্ণা", "উপাদান", "ভব" (উহ্যাকারে) গৃহীত। সেইরূপ যখন "তৃষ্ণা" "উপাদান" "ভব" গ্রহণ করা হয়, তখন "অবিদ্যা" ও "সংস্কার" (উহ্যাকারে) গৃহীত। এবং যখন "জন্ম-জরা-মরণ" গ্রহণ করা হয়, তখন "বিজ্ঞানাদি" পঞ্চ ফলও (উহ্যাকারে) গৃহীত। এই প্রকারে হেতু-ফল :—

"অতীতেতে পঞ্চ হেতু ; বর্ত্তমানে পঞ্চ ফল ;
বর্ত্তমানে পঞ্চ হেতু ; ভাবী কালে পঞ্চ ফল"।

এইরূপে বিংশতি আকার, ত্রি-সন্ধি ও চারি সংক্ষেপ।

ত্রি-বৃত্ত :—

(১) ক্লেশ-বৃত্ত,— অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান।

(২) কর্ম্ম-বৃত্ত,— ভবের "কর্ম্মভব" নামক একাংশ ও সংস্কার।

(৩) বিপাক-বৃত্ত,— ভবের "উৎপত্তি-ভব" নামক অপরাংশ ও অবশিষ্ট অঙ্গ সমূহ।

দ্বি-মূল :— "অবিদ্যা" ও "তৃষ্ণা" এই দুই মূল।

৬। স্মারক-গাথা :— ছিন্ন হয়ে যায় যবে সেই মূলদ্বয়,
তার সঙ্গে রুদ্ধ হয় তার বৃত্তত্রয়।
কিন্তু সদা জরা-মৃত্যু-মূর্চ্ছায় পীড়িত
সত্ত্বদের আসবাদি হ'লে উৎপাদিত,
পুনরায় অবিদ্যাও হয় প্রবর্ত্তিত।
এইরূপে অবিচ্ছিন্ন আদি বিরহিত
ত্রি-ভৌম ত্রি-বৃত্ত-ভূত "কার্য্য ও কারণ"
মহামুনি করেছেন বিশদ বর্ণন॥

৭। প্রস্থান-নীতি

প্রস্থান-নীতিতে নিম্নোক্ত প্রত্যয় সমূহ সংশ্লিষ্ট :—

(১) হেতু; (২) আলম্বন; (৩) অধিপতি; (৪) অনন্তর; (৫) সমনন্তর; (৬) সহজাত; (৭) অন্যোন্য; (৮) নিশ্রয়; (৯) উপনিশ্রয়; (১০) পূর্ব্বজাত; (১১) পশ্চাজ্জাত; (১২) আসেবন; (১৩) কর্ম্ম; (১৪) বিপাক; (১৫) আহার; (১৬) ইন্দ্রিয়; (১৭) ধ্যান; (১৮) মার্গ; (১৯) সম্প্রযুক্ত; (২০) বিপ্রযুক্ত; (২১) অস্তি; (২২) নাস্তি; (২৩) বিগত; (২৪) অবিগত।

৮। উক্ত ২৪ প্রকার প্রত্যয়ের ছয় প্রকার বিভাগ :—

[১] নাম যে নামের সঙ্গে ছয়টি প্রত্যয় ;
[২] নামরূপ সঙ্গে কিন্তু পঞ্চবিধ হয়।
[৩] রূপের সহিত এক।
[৪] রূপ যে নামের এক।
[৫] প্রজ্ঞপ্তি ও নামরূপ নামের দ্বিবিধ।
[৬] দ্বয়ে দ্বয়ে নববিধ। বিভাগ ছ'বিধ।

[১] প্রথমতঃ,— নামের সহিত নামের ছয় প্রকার প্রত্যয়। যথা :— এইমাত্র নিরুদ্ধ চিত্ত-চৈতসিক তদনন্তরে উৎপন্ন বিদ্যমান চিত্ত-চৈতসিকের (১) অনন্তর, (২) সমনন্তর, (৩) নাস্তি (৪) বিগত-প্রত্যয়। পুনরায় পূর্ব্ববর্ত্তী জবন পরবর্ত্তী জবনের (৫) আসেবন-প্রত্যয়। এবং সহজাত চিত্ত চৈতসিক পরস্পর (৬) সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয়। নামের সহিত নামের এই ছয় প্রকার প্রত্যয়।

[২] তৎপর নামের সহিত নাম-রূপের পাঁচ প্রকার প্রত্যয়। যথা :— হেতু, ধ্যানাঙ্গ ও মার্গাঙ্গ তাহাদের সহজাত নাম-রূপের সহিত যথাক্রমে (১) হেতু-প্রত্যয় ; (২) ধ্যান-প্রত্যয় ও (৩) মার্গ-প্রত্যয়। সহজাত-চেতনা সহজাত নাম-রূপের সহিত (৪) কর্ম্ম-প্রত্যয়। সেইরূপ নানা ক্ষণিকা-চেতনা কর্ম্মোৎপন্ন নাম-রূপের কর্ম্ম-প্রত্যয়। পুনঃ বিপাক-স্কন্ধ পরস্পর (৫) বিপাক-প্রত্যয় ; সহজাত-রূপেরও বিপাক-প্রত্যয়।

[৩] তৃতীয়তঃ,— নামের সহিত রূপের এক প্রকার প্রত্যয়। যথা :— পশ্চাজ্জাত চিত্ত-চৈতসিক পূর্ব্বজাত এই কায়ার পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়।

[৪] চতুর্থতঃ,— রূপের সহিত নামের এক প্রকার প্রত্যয়। যথা :— প্রবর্ত্তন কালে ছয় বাস্তু সপ্ত-বিজ্ঞান-ধাতুর পূর্ব্বজাত-প্রত্যয়। সেইরূপ পঞ্চালম্বন পঞ্চ-বিজ্ঞান-বীথির "পূর্ব্বজাত-প্রত্যয়"।

পঞ্চমতঃ,— প্রজ্ঞপ্তি-নাম-রূপের সহিত নামের দ্বিবিধ প্রত্যয়। যথা :— আলম্বন ও উপনিশ্রয়। আলম্বন রূপাদি ছয় প্রকার। উপনিশ্রয় কিন্তু ত্রিবিধ। (ক) আলম্বনোপনিশ্রয়; (খ) অনন্তরোপ নিশ্রয় ও (গ) প্রকৃতি-উপনিশ্রয়। ইহাদের মধ্যে আলম্বনের গুরুত্ব বুঝিয়া যখন ইহা গৃহীত হয়, তখন আলম্বনোপনিশ্রয়। এইমাত্র নিরুদ্ধ চিত্ত-চৈতসিকই অনন্তরোপনিশ্রয়। প্রকৃতি-উপনিশ্রয় বহুবিধ,— রাগাদি, শ্রদ্ধাদি, সুখ, দুঃখ, পুদ্গল, আহার, ঋতু, শয্যাসন, ইত্যাদি যথাযোগ্য আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক সমস্তই কুশলাদি ধর্ম্মের প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়। কর্ম্মও ইহার বিপাকের প্রকৃতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয়। এইরূপে প্রকৃতি-উপনিশ্রয় বহুধা।

১০। ষষ্ঠতঃ,— নাম-রূপ নাম-রূপের সহিত নয় প্রকার প্রত্যয়ে সম্পর্কিত। যথা :— (১) অধিপতি; (২) সহজাত; (৩) অন্যোন্য; (৪) নিশ্রয়; (৫) আহার; (৬) ইন্দ্রিয়; (৭) বিপ্রযুক্ত; (৮) অস্তি; (৯) অবিগত।

১। অধিপতি-প্রত্যয় দ্বিবিধ :— (ক) আলম্বনে গুরুত্ব আরোপ করিয়া যখন উহা গৃহীত হয়, তখন সেই আলম্বন চিত্তের আলম্বনাধিপতি। (খ) চতুর্ব্বিধ সহজাতাধিপতি (ছন্দ, চিত্ত, বীর্য্য, মীমাংসা) সহজাত নাম-রূপের সহজাতাধিপতি।

২। সহজাত-প্রত্যয় ত্রিবিধ :—

(ক) চিত্ত-চৈতসিক পরস্পর সহজাত-প্রত্যয়। এবং সহজাত-রূপেরও সহজাত-প্রত্যয়।

(খ) মহাভূত পরস্পর সহজাত-প্রত্যয়। এবং তদুৎপন্ন রূপেরও সহজাত-প্রত্যয়।

(গ) হৃদয় বাস্তু এবং বিপাক-চিত্ত প্রতিসন্ধি-ক্ষণে সহজাত প্রত্যয়।

৩। অন্যোন্য-প্রত্যয় ত্রিবিধ :—

(ক) চিত্ত-চৈতসিক পরস্পর, (খ) মহাভূত পরস্পর, (গ) প্রতি-সন্ধি-ক্ষণে হৃদয়-বাস্তু ও বিপাক-চিত্ত পরস্পর অন্যোন্য-প্রত্যয়।

৪। নিশ্রয়-প্রত্যয় ত্রিবিধ :—

(ক) চিত্ত-চৈতসিক পরস্পর নিশ্রয়-প্রত্যয় ; এবং সহজাত-রূপেরও নিশ্রয়-প্রত্যয়।

(খ) মহাভূত পরস্পর নিশ্রয় ; এবং তদুৎপন্ন রূপেরও নিশ্রয়।

(গ) ছয় বাস্তু সপ্ত-বিজ্ঞান-ধাতুর নিশ্রয়।

৫। আহার-প্রত্যয় দ্বিবিধ :—

(ক) কবলীকৃত-আহার এই রূপ-কায়ের আহার-প্রত্যয়।

(খ) নামাহার সহজাত নাম-রূপের আহার-প্রত্যয়।

৬। ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় ত্রিবিধ :—

(ক) পঞ্চ প্রসাদ-রূপ পঞ্চ-বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

(খ) রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় ভূতোৎপন্ন-রূপের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

(গ) অরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ সহজাত নাম-রূপের ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

৭। বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় ত্রিবিধ :—

(ক) প্রতিসন্ধি-ক্ষণে হৃদয়-বাস্তু বিপাক-চিত্তের সহজাত হইয়া এবং চিত্ত-চৈতসিক সহজাত-রূপের সহজাত হইয়া বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়।

(খ) পশ্চাজ্জাত চিত্ত-চৈতসিক পূর্ব্বজাত এই কায়ার পশ্চাজ্জাত হইয়া বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়।

(গ) প্রবর্ত্তনের সময় ছয় বাস্তুরূপ সপ্ত-বিজ্ঞান-ধাতুর পূর্ব্বজাত হইয়া বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়।

(৮—৯) অস্তি ও অবিগত-প্রত্যয় পঞ্চবিধ :—

সহজাত, পূর্ব্বজাত, পশ্চাজ্জাত, কবলীকৃতাহার ও রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়

"সহজাত, পূর্ব্বজাত, পশ্চাজ্জাত আর
রূপ-জীবি'ন্দ্রিয় সহ কবলী-আহার ;
"অস্তি-অবিগত" হয় এই পঞ্চাকার"।

এই চব্বিশ প্রকার প্রত্যয় নিম্নোক্ত চারি প্রকার প্রত্যয়ে পরিণত করা যায় :— (১) আলম্বন ; (২) উপনিশ্রয় ; (৩) কর্ম্ম ; (৪) অস্তি।

এই প্রত্যয়-বর্ণনার সর্ব্বত্র "সহজাত-রূপ" বলিতে সর্ব্বদা দ্বিবিধ সহজাত-রূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রবর্ত্তনের সময় "চিত্ত-সমুত্থান-রূপ" এবং প্রতিসন্ধির সময় "কৃতত্ব-রূপ" (পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন রূপ)।

স্মারক-গাথা— ত্রিকাল-সম্ভূত ধর্ম্ম, কিংবা কাল-মুক্ত ;
দেহস্থ বা বাহিরস্থ, কৃত বা অকৃত,
আছে স্থিত যত ধর্ম্ম লোকে, লোকোত্তরে,
প্রজ্ঞপ্তি বা নাম, রূপ এ তিন আকারে
সেই সমুদয় ধর্ম্ম পট্ঠান-মাঝারে
প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত চব্বিশ প্রকারে।

প্রজ্ঞপ্তি

ত্রিবিধ প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে "রূপ" (দেহ) রূপ-স্কন্ধ মাত্র। এবং "নাম" চিত্ত-চৈতসিক সংখ্যাত চারি অরূপ-স্কন্ধ ও নির্ব্বাণ। কিন্তু নাম ব্যতীত অবশিষ্ট প্রজ্ঞপ্তি দ্বিবিধ— বচনীয় ও বাচক।

উহা কি প্রকারে?

"পর্ব্বত", "ভূমি" ইত্যাদি প্রজ্ঞপ্তি মাত্র; তাহারা মহাভূতের পরিবর্ত্তিত আকার অনুসারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ গৃহ, রথ, শকট প্রভৃতিও প্রজ্ঞপ্তি,— দ্রব্য-সম্ভারের বিশেষাকারে সন্নিবেশ হইতে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষ, পুদ্গল ইত্যাদিও প্রজ্ঞপ্তি; পঞ্চ-স্কন্ধেরই (কর্ম্মানুসারে) বিভিন্ন অভিব্যক্তি।

দিক্, কাল ইত্যাদিও প্রজ্ঞপ্তি। চন্দ্র-সূর্য্যের আবর্ত্তনাদিতে নির্ভর করিয়াই নামকরণ হইয়াছে।

কূপ, গুহা ইত্যাদিও প্রজ্ঞপ্তি; রূপ-কলাপের অস্পৃষ্টতা মাত্র।

কৃৎস্ন, নিমিত্তাদিও প্রজ্ঞপ্তি; সেই সেই ভূত নিমিত্ত (অশুভাদি) ভাবনা-বিশেষ হইতে নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পারমার্থিক ভাবে ঈদৃশ প্রভেদাদি বিদ্যমান না থাকিলেও, ইহারা (মহাভূতাদি) পরমার্থ সমূহের (সমূহ-সংস্থানাদি) ছায়াকারে (প্রতিভাগাকারে) চিত্তোৎপত্তির আলম্বন হয়; পরমার্থ ধর্ম্মের সেই সেই ছায়া-বিশেষ গৃহীত হয়, আলম্বিত হয়, নির্দ্ধারিত হয় এবং অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত হয়। কারণ ইহা পরিকল্পিত, পরিগণিত, নাম সমন্বিত, ব্যবহারে পরিব্যক্ত। পরমার্থ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণার নাম "অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি"। কারণ ইহা (বাক্য, শব্দ বা চিহ্ন দ্বারা) প্রজ্ঞাপিত।

বাচক বা শব্দ-প্রজ্ঞপ্তি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:— নাম, নাম-নির্দ্ধারণ ইত্যাদি। এবংবিধ নামের যে কোন শ্রেণী ছয় ভাগে বিভক্ত:—

[১] বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি;

[২] অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি;

[৩] বিদ্যমানের সহিত অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি;

[৪] অবিদ্যমানের সহিত বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি;

[৫] বিদ্যমানের সহিত বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি ;
[৬] অবিদ্যমানের সহিত অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি।

অর্থাৎ যদি পারমার্থিক ভাবে বিদ্যমান "রূপ", "বেদনা" ইত্যাদি আখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে এই "আখ্যা" বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি। কিন্তু যদি পারমার্থিক ভাবে অবিদ্যমান "ভূমি", "পর্ব্বত" ইত্যাদি আখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে এইসব "আখ্যা" অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি। এতদুভয় মিশ্রিত করিয়া [৩] ষড়ভিজ্ঞ, [৪] স্ত্রী-শব্দ, [৫] "চক্ষু-বিজ্ঞান", [৬] "রাজ-পুত্র" যথাক্রমে বুঝিতে হইবে।

স্মারক-গাথা ঃ— শ্রোত্র-দ্বারে বাক্-শব্দ হইলে আগত,
শ্রোত্রস্থ বিজ্ঞান-বীথি হয় উৎপাদিত।
তা'র অনন্তরে যবে সেই আলম্বন
মনোদ্বার-পথোপরি করে আগমন,
সুবিদিত হয় অর্থ তাহার তখন।
কিন্তু সেই আলম্বন যদিও প্রজ্ঞপ্তি,
লোক ব্যবহার-সিদ্ধ ; তাই এই খ্যাতি।

এই পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে প্রত্যয় সংগ্রহ বিভাগ নামক অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যয়-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ

উপরোক্ত সাত পরিচ্ছেদে "নাম-রূপের" পার্থক্য-জ্ঞানের বিধান প্রদর্শনের পর, এখন এই অষ্টম পরিচ্ছেদে সেই "নাম রূপ" সম্বন্ধে প্রত্যয়-জ্ঞান লাভের উপায় আলোচিত। নাম-রূপ যৌগিক; নামও যৌগিক, রূপও যৌগিক। যৌগিক-ধর্ম্ম (সঙ্খতধম্ম) মাত্রেরই উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এক নির্দ্দিষ্ট বিধানে, নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জড়াজড়ের ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন ঘটনাই বিনা কারণে সংঘটিত হয় না। "ইমস্মিং সতি ইদং হোতি; ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি; ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতী'তি"। অর্থাৎ ইহা হইলে উহা হয়; ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি। ইহা না হইলে, উহা হয় না; ইহার নিরোধে উহা নিরুদ্ধ হয়"। ইহা যাবতীয় "সঙ্খত-ধম্ম" সম্বন্ধে,—জড়াজড় সম্বন্ধে "কার্য্য-কারণ-নীতি"। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ তাঁহার প্রচারিত এই "প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতিতে" দুঃখের কারণই নির্ণয় করিয়াছেন। এবং আদিতেই বলিয়াছেন "অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয়"। "প্রত্যয়" অর্থ এখানে কারণ, নিদান, হেতু। যাহার সাহায্যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হয়, ঘটনা ঘটে, ফলোৎপন্ন হয়, তাহাই ঐ কার্য্যের, ঐ ঘটনার, ঐ ফলের প্রত্যয়। সুতরাং বলিতে গেলে প্রত্যয় সাহায্যকারক বা উপকারক। "সংস্কারের" উৎপত্তিতে অবিদ্যা সাহায্যকারক। অবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত সংস্কার উৎপন্ন হয় না। দধির উৎপত্তিতে দুগ্ধ সাহায্যকারক। দুগ্ধের প্রত্যয়

ব্যতীত দধি উৎপন্ন হইতে পারে না। এই প্রত্যয় নানা আকারে হইয়া থাকে। "আমি একটি পাখী দেখেছি"; ইহা অত্যন্ত সচরাচর ঘটনা। এই ঘটনা সম্পাদিত হইতে মনস্কার, চক্ষু, আলোক, পাখী প্রত্যেকেই সাহায্য করিয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকেই "প্রত্যয়"। কিন্তু প্রত্যেকের সাহায্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। চক্ষু বাস্তুর আকারে, পাখী আলম্বন হইয়া, আলোক উপনিশ্রয় হইয়া সাহায্য করিয়াছে। "পট্‌ঠানে" জড়াজড়ে যাবতীয় ঘটনাকে ২৪ প্রকার প্রত্যযের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ঠিক যেমন অসংখ্য সংখ্যা-শাস্ত্র মাত্র দশটি সংখ্যার অন্তর্গত। যাহা প্রত্যয়োৎপন্ন তাহা নশ্বর, সুতরাং অসার।

এখন আমাদের উপস্থিত আলোচ্য "অবিদ্যা" কি? অবিদ্যা মনোবৃত্তি হিসাবে "মোহ" চৈতসিক। অবিদ্যা চারি-আর্য্য-সত্য সম্বন্ধে "অজ্ঞানতা"। এই অবিদ্যা আমাদের চিত্তে— লোভ, দ্বেষ, মোহের আকারে উৎপন্ন হইয়া চিন্তা করায়, বাক্য বলায় এবং কার্য্য করায়। তখন আমাদের অকুশল-চিত্ত উৎপন্ন হয়; ইহা অকুশল সংস্কার। সংস্কার-উৎপত্তির জন্য অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয়।

অবিদ্যা বা লোভ-দ্বেষ-মোহের অনিষ্টকারিতা ও দুঃখ-স্বভাব বুঝিতে পারিয়া সুখের আশায় আমরা কামাবচর কুশল-কর্ম্ম সম্পাদন করি। রূপাবচর ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন করি। ইহাতে আমাদের পুণ্য-চিত্ত বা পুণ্য-সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই পুণ্য-সংস্কার আমরা উৎপন্ন করিতাম না, যদি আমরা দুঃখ-বিরোধী ও সুখাভিলাষী না হইতাম। এই পুণ্য-সংস্কার উৎপাদনের জন্য অবিদ্যা দুঃখকে সুখের মুখোস পরাইয়া পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে। সেইরূপে অরূপাবচর ধ্যান-চিত্তও উৎপন্ন করা হয়। সুতরাং অবিদ্যার প্রভাবে ১২ অকুশল সংস্কার, ১৩ কুশল সংস্কার এবং ৪ প্রকার অরূপ সংস্কার বা আনেঞ্জা (নিশ্চল) সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই পুণ্য-সংস্কার, অপুণ্য-সংস্কার ও আনেঞ্জা-সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি ও প্রবর্ত্তন উভয় কালে,— বিপাক-চিত্ত উৎপন্ন হয়। তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অপুণ্য-সংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধির সময় অকুশল-বিপাক "উপেক্ষা সন্তীরণ বিজ্ঞান" উৎপন্ন হয়। প্রবর্ত্তনের সময় সপ্তবিধ অহেতুক-বিপাক উৎপন্ন হয় (৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কামাবচর পুণ্য-সংস্কারের (মহাকুশল-চিত্তের) প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধির সময় কুশল-বিপাক "উপেক্ষা সন্তীরণ" এবং ৮ মহাবিপাক, এই নয় প্রকার বিপাক-বিজ্ঞান যথোচিত ভাবে উৎপন্ন হয়। প্রবর্ত্তনের সময় ৮ মহাবিপাক ও ৮ অহেতুক কুশল-বিপাক,— এই ১৬ বিপাক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

রূপাবচর পুণ্যাভিসংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি-প্রবর্ত্তন উভয় কালে ৫ প্রকার রূপাবচর বিপাক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

অরূপাবচর আনেঞ্জাভিসংস্কারের প্রত্যয়ে প্রতিসন্ধি-প্রবর্ত্তন উভয় কালে ৪ প্রকার অরূপ-বিপাক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সংস্কার "প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়" ও "নানাক্ষণিক কর্ম্ম-প্রত্যয়" দ্বারা বিজ্ঞানোৎপত্তির সাহায্য করে।

বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপের উৎপত্তি :— বিজ্ঞান যেমন প্রতিসন্ধি ও প্রবর্ত্তন ভেদে দ্বিবিধ, নাম-রূপও তেমনি প্রতিসন্ধি ও প্রবর্ত্তন ভেদে দ্বিবিধ। পূর্ব্বোক্ত ৩২ প্রকার বিপাক-বিজ্ঞানের মধ্যে শুধু ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানই (৯৫ পৃষ্ঠা, কৃত্য-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ দুই উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত, ৮ মহাবিপাক চিত্ত ও ৯ মহদ্গত বিপাক-চিত্তই প্রতিসন্ধি-কৃত্য সম্পাদন করে; এবং নাম-রূপ উৎপত্তির প্রত্যয় হয়। এখানে "নাম" বলিতে বেদনা-সংজ্ঞা সংস্কার এই তিন নাম-স্কন্ধ, ও "রূপ" বলিতে কর্ম্মজ-রূপ বুঝিতে হইবে। ১৮১ পৃষ্ঠায় কর্ম্মজ রূপ-কলাপ দ্রষ্টব্য। নাম-রূপের প্রত্যয়ে, ষড়ায়তন উৎপন্ন হয়।

এখানেও "নাম" বলিতে বেদনাদি স্কন্ধত্রয় এবং "রূপ" বলিতে ৪ ভূতরূপ, ৬ বাস্তুরূপ, জীবিতেন্দ্রিয়-রূপ এবং আহার-রূপ বুঝিতে হইবে। চক্ষাদি "ষড়ায়তনের" প্রত্যয়ে চক্ষু-সংস্পর্শাদি ছয় প্রকার "স্পর্শ" উৎপন্ন হয়। স্পর্শের নিশ্রয়ে ও সহজাত হইয়া সুখ, দুঃখ, বা উপেক্ষা-বেদনা উৎপন্ন হয়। স্পর্শ ও বেদনা সর্ব্বচিত্ত-সাধারণ চৈতসিক এবং উভয় সহজাত, অন্যোন্য, সম্প্রযুক্ত, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়। "বেদনার" উপনিশ্রয়ে কাম-তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা বিভব-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। এই "তৃষ্ণা" যখন চিত্তে দুর্মোচ্য ভাবে গৃহীত হয়, তখন উহা "উপাদানে" পরিণত হয়। এবং এই উপাদান,—কামোপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-পরামর্শ-উপাদান ও আত্মবাদোপাদান,—এই চারি আকারে (২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) চিত্তকে পরিচালনা করিয়া কর্ম্ম করায় ও তাহার ফলোৎপত্তির প্রত্যয় হয়। উপাদানের প্রত্যয়ে যে ভবোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই ভব দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কর্ম্ম-ভব ও উৎপত্তি-ভব। প্রথমটি কর্ম্ম, সংস্কার, চেতনা বা ২৯ প্রকার লোকীয় কুশলাকুশল কর্ম্ম· দ্বিতীয়টি ৩২ প্রকার লোকীয় বিপাক-চিত্ত, তৎসম্প্রযুক্ত ৩৫ চৈতসিক, এবং [illegible] প্রকার কর্ম্মজ রূপ। উপাদানের প্রত্যয়ে কুশলাকুশল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহার ফলে কাম, রূপ, অরূপ, সংজ্ঞা, অসংজ্ঞা ভবাদিতে *

* এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মহদ্গত চিত্তেও এই উপাদানের আকারে কেমন তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে তাহা আড়ার-কালাম, বা রাম-পুত্র রূদ্রক বা অন্য কোন ধর্ম্মবেত্তা ধরিতে পারিয়াছিলেন না; শাক্যমুনি কিন্তু ইহা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সেইজন্য "তং ধম্মং অনলঙ্করিত্বা, তম্হা ধম্মা নিব্বিজ্জা" উরুবেলার বোধি-দ্রুমমূলে গিয়াছিলেন এবং "পটিচ্চ সমুপ্পাদ" আবিষ্কার করিয়া তৃষ্ণামুক্ত হইয়াছিলেন।

জন্ম হয়। কর্ম্ম-ভবই পুনর্জন্মের কারণ,—অন্য কারণ নাই।' এই কর্ম্ম প্রকৃতি-উপনিশ্রয় ও নানা ক্ষণিক-কর্ম্ম-প্রত্যয়াকারে পুনর্জন্মের কারণ হয়। জন্ম হইলেই জরা-মরণ ভোগ করিতে হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক শোক, বিলাপ, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, নৈরাশ্য ইত্যাদি দুঃখ-রাশি উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা দ্বারা এইরূপে সমগ্র দুঃখ-রাশি উৎপন্ন হয়। অবিদ্যাকে বিদ্যোৎপত্তি দ্বারা সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সংস্কারাদি উৎপন্ন হয় না; সুতরাং পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-রাশিও নিরুদ্ধ হয়।

এই নীতিতে উল্লেখিত ত্রিকাল, দ্বাদশ অঙ্গ, বিংশতি আকার, ত্রিসন্ধি, চারি সংক্ষেপ, ত্রিবৃত্ত ও দুই মূল অনুবাদে বিশদ।

প্রস্থান-নীতি

বৌদ্ধ-দর্শন অভিধর্ম্ম-পিটকের সপ্তম খণ্ডের নাম "পট্‌ঠান"। ইহার অর্থ প্রধান-কারণ, প্রকৃত-কারণ। ইহার আলোচ্য বিষয় ২৪ প্রকার প্রত্যয়। প্রত্যয় অর্থও কারণ, হেতু, নিদান, উপকারক বা সাহায্যকারী। প্রত্যেক কারণের মুখ্য ও গৌণ,—দ্বিবিধ ফল। কোন ব্যক্তি যদি অর্থ লাভের জন্য কৃষি বা বাণিজ্য করেন এবং তদ্দ্বারা অর্থাগম হয় ও পরিবার প্রতিপালন ও দানাদি কুশল-কর্ম্ম করেন, তবে তিনি ইহার সুফল ভাবী কালে ভোগ করিবেন। তাঁহার অর্থ-লাভ, পরিবার-প্রতিপালন, পুণ্য-ফল ইত্যাদি গৌণ ফল। কিন্তু এইসব কার্য্যে তাঁহার চিত্তের ও দেহের যে অনুশীলন হয় সেই সমুদয় মুখ্য ফল। নাম-রূপ সম্পর্কিত মুখ্য-ফলের প্রত্যয়-বিচারই পট্‌ঠানের আলোচ্য বিষয়।

এই ষড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়াজড়ের যাবতীয় ঘটনা, যাবতীয় জড়াজড়, উহাদের উপকরণ, উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি এক নির্দ্দিষ্ট বিধানে সম্পাদিত হইতেছে। ঐ বিধান সমূহকে "প্রত্যয়" বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রত্যেক ঘটনা বা চিন্তার সহিত সম্বন্ধীভূত কিছুই খেয়ালের বশে বা বিনা সম্বন্ধে, বিনা কারণে সংঘটিত হয় না। এইরূপে যেই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সহায়ে পরবর্ত্তী অবস্থা উৎপন্ন হয় সেই পূর্ব্ববর্ত্তীটি "প্রত্যয়-ধর্ম্ম" এবং পরবর্ত্তীটি "প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম"। এবংবিধ প্রক্রিয়ার সংসাধক "প্রত্যয়-শক্তি"। এই প্রত্যয়-শক্তি ২৪ প্রকারে প্রতীয়মান হয়। অবিদ্যা প্রত্যয়-ধর্ম্ম; এবং সংস্কার প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম। অবিদ্যা হেতু-প্রত্যয়-স্বভাব-বিশিষ্ট হইলে অকুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। কিন্তু অবিদ্যাকে যদি হেতু হইতে না দিয়া, উপনিশ্রয়-প্রত্যয়াকারে ব্যবহার করা হয়, তবে কুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। দুগ্ধকে এক ভাবে ব্যবহার করিলে তাহা হইতে দধি জন্মে। অন্য ভাবে ব্যবহার করিলে মাখন উৎপন্ন হয়। অবশ্য অবিদ্যার সম্পর্কে সংস্কার প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম বটে; কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পর্কে সংস্কার প্রত্যয়-ধর্ম্ম, এবং বিজ্ঞান সংস্কারের প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম। এইরূপে যাহা একের সম্পর্কে প্রত্যয়-ধর্ম্ম, তাহা অন্য একটির সম্পর্কে প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম।

(১) হেতু-প্রত্যয় লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ অমোহ এই ছয় চৈতসিক। শিকড় যেমন বৃক্ষকে ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে ইহারাও তদ্রূপ চিত্তকে আলম্বনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে বলিয়া ইহারা হেতু। ঈদৃশ হেতুর আকারে, ইহারা প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্মোৎপত্তির ও স্থিতির উপকার করিতে পারে বলিয়া লোভাদি প্রত্যয়-ধর্ম্ম। সুতরাং ছয় হেতু প্রত্যয়-ধর্ম্ম; এবং ইহাদের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম ৭১ প্রকার সহেতুক চিত্ত, ৫২ প্রকার চৈতসিক, সহেতুক চিত্তজ রূপ, এবং প্রতিসন্ধি-কালীন কর্ম্মজ রূপ। হেতু সর্ব্বদা চৈতসিক, কিন্তু ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম সর্ব্বদা চিত্ত এবং রূপ উভয়।

(২) আলম্বন-প্রত্যয় :— আলম্বন সম্বন্ধে আলম্বন-সংগ্রহ ৯৯ পৃষ্ঠা এবং তাহার ব্যাখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ছয় প্রকার আলম্বনই আলম্বন-প্রত্যয় ধর্ম্ম এবং সমগ্র চিত্ত-চৈতসিকই আলম্বন-প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম। আলম্বন যখন অত্যন্ত প্রীতির, লোভের, বা গভীর শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয় তখন উহা আলম্বনাধিপতি বা আলম্বনোপনিশ্রয় প্রত্যয়-ধর্ম্মী হয়। তদুভয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম ৮ লোভ-সহগত চিত্ত, ৮ মহাকুশল, ৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাক্রিয়া, ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৪৭ চৈতসিক। আলম্বন-প্রত্যয় রূপ, নাম, প্রজ্ঞপ্তি ও নির্ব্বাণ; কিন্তু ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম সর্ব্বদা চিত্ত-চৈতসিক।

(৩) অধিপতি-প্রত্যয় :— অধিপতি-প্রত্যয় দ্বিবিধ:— আলম্বনাধিপতি, ও সহজাতাধিপতি। প্রথমটি সম্বন্ধে উপরে আলোচিত হইয়াছে। ছন্দ, বীর্য্য, চিত্ত, মীমাংসা বা প্রজ্ঞাই সহজাতাধিপতি। ইহারা প্রত্যয়-ধর্ম্মী; ইহাদের প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম দ্বিহেতুক জবন ১৮, ত্রিহেতুক জবন ৩৪, ইহাদের সম্প্রযুক্ত চৈতসিক এবং চিত্তজ-রূপ।

(৪) অনন্তর প্রত্যয় :— কোন এক চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া গেলে, তাহার অবিচ্ছেদে অন্য এক চিত্ত উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুদ্ধ চিত্তটি অনন্তর প্রত্যয়-ধর্ম্ম এবং পরবর্ত্তী উৎপন্ন চিত্তটি প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম। ভবাঙ্গ-চিত্তের সহিত আবর্ত্তন-চিত্তের অনন্তর প্রত্যয়। আবর্ত্তনের সহিত দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানের, দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানের সহিত সম্প্রতীচ্ছের, তৎপর সন্তীরণাদির, ক্রমে তদালম্বনের সহিত ভবাঙ্গের অনন্তর প্রত্যয়। পুনঃ ভবাঙ্গের সহিত তৎপরবর্ত্তী বীথিস্থ আবর্ত্তন-চিত্তের অনন্তর প্রত্যয়। যেমন বীথির সহিত ভবাঙ্গের এবং ভবাঙ্গের সহিত বীথির অনন্তর সম্বন্ধ, তেমনি প্রত্যেক বীথির চিত্ত-সমূহের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে অনন্তর সম্বন্ধ। অনন্তর প্রত্যয়-ধর্ম্ম ৮৯ চিত্ত ও ৫২ চৈতসিক, যখন ইহারা নিরুদ্ধ হইয়া অন্য চিত্ত-উৎপত্তির অবকাশ দেয়। এবং এই প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্মও

৮৯ চিত্ত এবং ৫২ চৈতসিক, যখন ইহারা অনন্তরে অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী-ক্ষণে উৎপন্ন হয়। আসন্ন-চিত্তের সহিত চ্যুতি-চিত্তের এবং চ্যুতি-চিত্তের সহিত প্রতিসন্ধি চিত্তের, প্রতিসন্ধি চিত্তের সহিত ভবাঙ্গের এবং ভবাঙ্গের সহিত ভব-নিকান্তি নামক লোভ-জবন-চিত্তের অনন্তর-প্রত্যয়। এইরূপে জীবের অনাদি কাল হইতে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত-পরম্পরা উৎপত্তি-বিলয়ের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। চিত্তের ক্রমোন্নতি যখন অর্হতের চিত্তে পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন চেতনা ও কর্ম্ম-ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া যায়; পুনরুৎপত্তির হেতু ধ্বংস হয়। অর্হতের চ্যুতির সঙ্গে চিত্ত-প্রবাহ রুদ্ধ হয়। অনন্তর-প্রত্যয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শাশ্বত-উচ্ছেদ দৃষ্টি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; অনাত্ম-জ্ঞানোদয় হয়, সম্যক্ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। দুঃখ-সত্য প্রকট হয়।

(৫) সমনন্তর-প্রত্যয়ও অনন্তর-প্রত্যয় সদৃশ। অর্থকারেরা বলেন শুধু দেশনা-বিলাসে ভগবান ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬) সহজাত-প্রত্যয়:— আলোক ও উত্তাপ সূর্য্যের সহজাত। যখন কোন প্রত্যয় ইহার প্রত্যয়োৎপন্নের সহিত এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তখন তাহারা সহজাত। যেই ক্ষণে "বিজ্ঞান" উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারও উৎপন্ন হয়। এই অর্থে চারি অরূপ স্কন্ধ সহজাত-প্রত্যয়। প্রতিসন্ধির সময় "নাম-রূপ" সহজাত, কিন্তু প্রবর্ত্তনের সময় সহজাত নহে।

(৭) অন্যোন্য-প্রত্যয়:— ত্রিদণ্ড যেমন পরস্পরের সাহায্যে দণ্ডায়মান থাকে, কিন্তু একটির পতনে অন্য দুইটিও ভূপতিত হয়, তদ্রূপ অরূপ-স্কন্ধ ও রূপ-স্কন্ধের মধ্যে, চারি অরূপ-স্কন্ধ, চারি মহাভূত এবং প্রতিসন্ধি-ক্ষণে নাম-রূপ পরস্পর পরস্পরের

উৎপত্তির ও উপস্তম্ভনের (অপতনের) সাহায্য করে। একটির অভাবে অন্যগুলি উৎপন্ন হইতে পারে না। "অন্যোন্য-প্রত্যয়" মাত্রই সহজাত, কিন্তু সহজাত মাত্রই "অন্যোন্য-প্রত্যয়" নহে। চারি মহাভূত-রূপ ভূতোৎপন্ন-রূপের সহজাত, কিন্তু অন্যোন্য নহে, কারণ ভূতোৎপন্ন (উপাদা) রূপ ব্যতীত চারি মহাভূত-রূপ বিদ্যমান থাকিতে পারে। মহাভূত-রূপ পরস্পর "সহজাত" এবং "অন্যোন্য", উভয় প্রত্যয়।

(৮) নিশ্রয় প্রত্যয় :— নিশ্রয় ও আশ্রয় একার্থ বোধক শব্দ। ভূমি উদ্ভিদের নিশ্রয়। আরোহী যখন নৌকাকে নিশ্রয় বা আশ্রয় করিয়া নদী উত্তীর্ণ হয়, তখন নৌকা, আরোহীর নদী পার হইবার নিশ্রয়। চক্ষু-বাস্তু চক্ষু-বিজ্ঞানের নিশ্রয়; চক্ষু পূর্ব্বজাত; চক্ষু-বিজ্ঞান তৎপর উৎপন্ন হয়। এজন্য চক্ষু "পূর্ব্বজাত-নিশ্রয়"। কিন্তু চিত্ত-চৈতসিক সহজাত হইয়া পরস্পর পরস্পারের নিশ্রয় হয়, এইজন্য ইহারা "সহজাত-নিশ্রয়"। নিশ্রয়-প্রত্যয় ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্মকে উৎপত্তি-ক্ষণ হইতে সাহায্য করে।

(৯) উপনিশ্রয়-প্রত্যয় :— বলবান নিশ্রয়ই "উপনিশ্রয়"। "প্রধান উপায়", "বলবান কারণ" বুঝাইবার জন্য "উপ" উপসর্গের সংযোগ করা হইয়াছে। ত্রিবিধ উপনিশ্রয় প্রত্যয়ের মধ্যে আলম্বনোপনিশ্রয়ও আলম্বনাধিপতি সদৃশ; এবং অনন্তরোপনিশ্রয় অনন্তর-প্রত্যয় সদৃশ। দান, শীল, উপোসথ, ভাবনাদি সম্পাদনের পর শ্রদ্ধার সহিত ঐ সব কার্য্য প্রত্যবেক্ষণ করা হয়। এই প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম, ইহার প্রত্যয় সেই দান, শীল, ভাবনাদি আলম্বন। ইহারা প্রত্যবেক্ষণ-চিত্তের গৌরবময় আলম্বন। এই অর্থে ইহারা আলম্বনোপনিশ্রয়। প্রকৃতি-উপনিশ্রয় বহুবিধ। ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমানের, নিজেরও পরের ৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক,

২৮ প্রকার রূপ, নির্ব্বাণ, প্রজ্ঞপ্তি এই সমস্তই প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়-ধর্ম্ম। ইহারা পৃথক পৃথক ভাবে, অবস্থানুসারে বর্ত্তমান কালীয় সর্ব্ববিধ চিত্ত-চৈতসিকের প্রত্যয় হয়।

(১) কুশল কুশলের উপনিশ্রয়:— শ্রদ্ধাকে উপনিশ্রয় করিয়া দান, শীল, ভাবনা করা হয়। প্রজ্ঞাকে উপনিশ্রয় করিয়া, কুশল-কর্ম্ম করা হয়। পূর্ব্বকৃত দান-শীল ভাবনা, পরবর্ত্তী দান-শীল-ভাবনার উপনিশ্রয়।

(২) কুশল অকুশলের উপনিশ্রয়:— দান-শীল-ভাবনাদি সম্পাদন করিয়া তাহাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া মান কিংবা মিথ্যা-দৃষ্টি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা আলম্বনোপনিশ্রয়। কুশল কর্ম্মকে উপনিশ্রয় করিয়া রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, তৃষ্ণাও উৎপন্ন হইতে পারে; ইহা প্রকৃতি-উপনিশ্রয়। কিন্তু কুশলে অকুশলে অনন্তরোপনিশ্রয় হয় না।

(৩) কুশল অব্যাকৃতের উপনিশ্রয়:—. কুশল কর্ম্ম সর্ব্বদা বিপাকের উপনিশ্রয়। বিপাক কিন্তু সর্ব্বদা অব্যাকৃত।

(৪) অকুশল অকুশলের উপনিশ্রয়:— লোভের [illegible]নিশ্রয়ে প্রাণিবধ ও অন্যান্য শীল-ভঙ্গ করা হয়। রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি ও প্রার্থনা (তৃষ্ণা) রাগের, দ্বেষের, মোহের, মানের, দৃষ্টির ও প্রার্থনার উপনিশ্রয়। এক মিথ্যা ঢাকিবার জন্য শত মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হয়।

(৫) অকুশল কুশলের উপনিশ্রয়:— অকুশল কর্ম্মের বিপাক প্রতিহত করিবার জন্য দান, শীল, ভাবনাদি কুশল-কর্ম্ম করা হয়। রাগের উপলক্ষে দানাদি কুশল-কর্ম্ম করা হয়।

(৬) অকুশল অব্যাকৃতের উপনিশ্রয়:— রাগ, দ্বেষ, এবং মোহ কায়িক সুখ-দুঃখের উপনিশ্রয়। অকুশল-কর্ম্ম বিপাকের উপনিশ্রয়। সুখ, দুঃখ ও বিপাক অব্যাকৃত।

(৭) অব্যাকৃত-ধর্ম্ম অব্যাকৃত-ধর্ম্মের উপনিশ্রয় :— অর্হতেরা নির্ব্বাণকে আলম্বন করিয়া প্রত্যবেক্ষণ করেন। ভবাঙ্গের উপনিশ্রয়ে আবর্ত্তন-চিত্ত উৎপন্ন হয়। ঋতু, ভোজন, শয্যাসন ইত্যাদি কায়িক সুখ-দুঃখের উপনিশ্রয়।

(৮) অব্যাকৃত-ধর্ম্ম কুশল-ধর্ম্মের উপনিশ্রয় :— অর্জ্জিত অর্থ অব্যাকৃত, অর্থাৎ কুশলও নহে, অকুশলও নহে। এই অব্যাকৃত-স্বভাব-বিশিষ্ট অর্থের উপনিশ্রয়ে দান, বিহার-নির্ম্মাণ, তীর্থ-ভ্রমণ ইত্যাদি নানা কুশল-কর্ম্ম করা হয়। কায়িক সুখ-দুঃখ, ঋতু, ভোজন, শয্যা, আসন প্রভৃতির উপনিশ্রয়ে দান, শীল, ভাবনাদি করা হয়। পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার উপনিশ্রয়ে অজাতশত্রু ভগবান বুদ্ধের নিকট যাইয়া "শ্রামণ্য-ফলের" ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

(৯) অব্যাকৃত-ধর্ম্ম অকুশলের উপনিশ্রয় :— চক্ষাদি দ্বাদশ আয়তন অব্যাকৃত। ইহাদিগকে উপভোগ্য মনে করিয়া যখন অভিনন্দন করা হয়, আস্বাদন করা হয়, তখন তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। অন্ধকারের উপনিশ্রয়ে বহু পাপ কর্ম্ম করা হয়। বিহার-গৃহের উপনিশ্রয়ে মাৎসর্য্য উৎপন্ন হয়। কায়িক সুখ-দুঃখ, শয্যা, আসন, ভোজন প্রভৃতির উপনিশ্রয়ে প্রাণিবধাদি শীল-ভঙ্গ করা হয়। এইরূপে উপনিশ্রয়-প্রত্যয় অতীব বহুল।

"অনন্তরোপনিশ্রয়-প্রত্যয়ে" প্রত্যয়-ধর্ম্ম প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্মের অনন্তর-প্রত্যয়, জননী ও সন্তানের সম্বন্ধের ন্যায়। ইহা একই বীথিস্থ চিত্ত-সমূহের মধ্যে, অথবা বীথিতে-ভবাঙ্গে, কিংবা ভবাঙ্গে-বীথিতে, বা চ্যুতি-প্রতিসন্ধি-চিত্তে। কিন্তু "প্রাকৃতিক-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়ের" প্রভাব দূরবর্ত্তী চিত্ত-বীথিতেও উৎপন্ন হয়। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধ-গয়ার বোধি-দ্রুমের ছায়ায় যে দান-শীল-ভাবনাদি সম্পাদিত হইয়াছিল, আজ এই দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান কালে সেই স্মৃতি জাগিল এবং সেই কুশল-স্মৃতিকে উপনিশ্রয়

করিয়া এখন দান-শীল-ভাবনা করা হইল। এমতাবস্থায় উপনিশ্রয়-প্রত্যয়, অনন্তর-প্রত্যয় নহে। কারণ এই দুই পৃথক সময়ের কুশল-কর্ম্ম অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা পৃথকীকৃত, অথচ পূর্ব্বটির সহায়েই পরেরটি সম্পাদন করা হইয়াছে।

(১০) পূর্ব্বজাত-প্রত্যয়ঃ— পূর্ব্বক্ষণ হইতে উৎপন্ন অবস্থায় থাকিয়া বর্ত্তমান-ক্ষণে সাহায্যকারী রূপ-ধর্ম্ম "পূর্ব্বজাত-প্রত্যয়"। পূর্ব্বজাত-প্রত্যয় সর্ব্বদা "রূপ", এবং ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম সর্ব্বদা "নাম" বা চিত্ত-চৈতসিক। চক্ষু পূর্ব্বোৎপন্ন থাকিয়া চক্ষু-বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রত্যয় হয়। সেইরূপ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য পূর্ব্বোৎপন্ন থাকিয়া পঞ্চ-বিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকের পূর্ব্বজাত-প্রত্যয় হয়। চক্ষাদি "বাস্তু-পূর্ব্বজাত" এবং বর্ণাদি "আলম্বন-পূর্ব্বজাত"। হৃদয়-বাস্তু প্রতিসন্ধির সময় প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানের সহজাত, কিন্তু প্রবর্ত্তনের সময় মনোধাতুত্রিকের ও মনোবিজ্ঞান-ধাতুর পূর্ব্বজাত।

(১১) পশ্চাজ্জাত চিত্ত-চৈতসিক পূর্ব্বজাত রূপ-কায়ের পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়। বপিত বীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে যেমন পরবর্ত্তী বারি-রাশি সাহায্য করে, তেমনি প্রতিসন্ধি-চিত্তের সহ[illegible] এই কর্ম্মজ কায়াকে বর্দ্ধন ও পোষণার্থ পরবর্ত্তী চিত্ত-চৈতসিক শেষ চ্যুতি-চিত্ত-কাল পর্য্যন্ত (প্রতিসন্ধির পরে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) ক্ষণে ক্ষণে সাহায্য করে। এই পূর্ব্বোৎপন্ন কায়ার প্রতি পশ্চাদুৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিক এবংবিধ সাহায্য করিয়া "পশ্চাজ্জাত-প্রত্যয়" হয়। প্রতিসন্ধি-চিত্ত এবং অরূপ বিপাক-চিত্ত ব্যতীত কাম, রূপ, অরূপ ও লোকোত্তরের যাবতীয় চিত্তই এই কর্ম্ম-চিত্ত-ঋতু-আহার সমুত্থিত রূপ-কায়কে পশ্চাদুৎপন্ন হইয়া, পোষণার্থ সাহায্য করে। এইজন্য পট্ঠানে বলা হইয়াছে "পুরেজাতানং রূপ-ধম্মানং উপত্থম্ভকত্থেন উপকারকো অরূপধম্মো পচ্ছাজ্জাত-পচ্চয়ো"।

(১২) আসেবন-প্রত্যয় :— আসেবন শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ সেবন, খাওয়া, পরিচর্য্যা, অভ্যাস। কোন গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নে প্রত্যেক নূতন পঠনের সহিত উহা ক্রমে ক্রমে অধিকতর অধিগত হয়। এইরূপে চিত্তের প্রগুণতা বা ক্রমবর্দ্ধনশীল দক্ষতা সম্পাদনই আসেবনের বিশেষত্ব। চিত্ত-বীথির জবন-স্থানে প্রথম জবন দ্বিতীয় জবনকে স্বীয় শক্তি প্রদান করে। দ্বিতীয় জবন তৃতীয় জবনকে, প্রথম জবন হইতে প্রাপ্ত শক্তি ও নিজ শক্তি একত্রযোগে প্রদান করে। এই প্রকারে চিত্তে শক্তি-সঞ্চারক এই "আসেবন-প্রত্যয়"।

প্রথম জবন "আসেবন-প্রত্যয়-ধর্ম্ম"; দ্বিতীয় জবন তাহার "প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম"। পুনঃ দ্বিতীয় জবন "আসেবন-প্রত্যয়-ধর্ম্ম", তৃতীয় জবন "আসেবন-প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম"। এইরূপে অবশিষ্ট গুলি বুঝিতে হইবে। আসেবন-প্রত্যয় কুশলে কুশলে, অকুশলে অকুশলে, ক্রিয়া-অব্যাকৃতে ক্রিয়া-অব্যাকৃতে। শুধু কামাবচর কুশলাকুশল-ক্রিয়া-চিত্ত, মহদ্গত কুশল-ক্রিয়া-চিত্তে, অনুলোম-কুশল-চিত্তে এবং নির্ব্বাণালম্বনের গোত্রভূ চিত্তেই আসেবন-প্রত্যয় হয়। লোকোত্তরের চিত্তে জবন নাই, এজন্য ইহা আসেবন-বর্জ্জিত। লোকীয় ৪৭ জবন-চিত্তেই আসেবন-প্রত্যয় হয়।

অনন্তর ও সমনন্তর-প্রত্যয় চিত্ত-বীথির সর্ব্বস্থানে; কিন্তু আসেবন-প্রত্যয় শুধু জবন-স্থানে। অনন্তর-প্রত্যয়ে প্রগুণতা নাই; প্রগুণ-ভাবই আসেবন-প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান জীবনের জবন-স্থানেই আসেবন-প্রত্যয় দ্বারা অতীত জীবন-পরম্পরার সঞ্চিত কুশলা-কুশলের,— উপস্তম্ভন, উৎপীড়ন, উপঘাতন সম্পাদিত হয়।

আসেবন-প্রত্যয় কর্ম্মে কর্ম্মে প্রত্যয় এবং শুধু জবন-স্থানে। উপনিশ্রয়-প্রত্যয় কর্ম্মে কর্ম্মে, কর্ম্মে-বিপাকে, বিপাকে কর্ম্মে,

কালান্তরে বা ভবান্তরে। বিপাক-প্রত্যয় বিপাকে বিপাকে। আসেবন-প্রত্যয় নামের সহিত নামের প্রত্যয়।

ক্ষণ-ধর্ম্মী চিত্তে আসেবন-প্রত্যয় বিদ্যমান আছে বলিয়া পুরুষ-বলের, পুরুষ-বিক্রমের দীর্ঘকাল গঠন ও বর্দ্ধন করিয়া মহৎ ব্যাপার সম্পাদন সম্ভবপর হয়। এমন কি বুদ্ধত্বও এই আসেবন-প্রত্যয়-লব্ধ প্রগুণতা দ্বারাই লাভ হয়। "সতি-পট্ঠানং ভাবেতি", "সম্মপ্পধানং ভাবেতি", "সম্মাদিট্ঠিং ভাবেতি" ইত্যাদিতে "ভাবেতি" শব্দ দ্বারা জবন-স্থানে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আসেবন বা অভ্যাস করাই বুঝায়।

(১৩) কর্ম্ম-প্রত্যয়ঃ— চিত্ত-প্রয়োগ বা চেতনা দ্বারা সাহায্য করাই কর্ম্ম-প্রত্যয়। ৬৬ তম পৃষ্ঠায় "চেতনা" চৈতসিক দ্রষ্টব্য। কর্ম্ম-প্রত্যয় দ্বিবিধ,— সহজাত কর্ম্ম-প্রত্যয় এবং নানা-ক্ষণিক কর্ম্ম-প্রত্যয়। সহজাত কর্ম্ম-প্রত্যয়ের প্রত্যয়-ধর্ম্ম ৮৯ চিত্তের ৮৯ চেতনা; এবং প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম ৮৯ চিত্ত, চিত্তজরূপ ও প্রতিসন্ধিতে কর্ম্মজ-রূপ। নানা-ক্ষণিক কর্ম্ম-প্রত্যয়ের প্রত্যয়-ধর্ম্ম অতীত জন্ম পরম্পরার লোকীয় ১৯ এবং লোকোত্তর ৪, মোট ৩৩ কুশলাকুশল চেতনা; এবং ৩৬ বিপাক-চিত্ত ও কর্ম্মজ-রূপ ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম।

নানা-ক্ষণিক কর্ম্ম-প্রত্যয়ের এক বিশেষ শক্তি আছে। চেতনা থামিয়া গেলেও ইহার শক্তি চিত্ত-প্রবাহে (স্বভাব বা সংস্কারের আকারে) প্রচ্ছন্ন থাকে। যখন যেইটি সুযোগ পায়, তখন সেইটি চ্যুতি-চিত্তের পর "ব্যক্তি-বিশেষরূপে" পরবর্ত্তী ভবে জন্ম গ্রহণ করে। প্রত্যেক জীব "কম্মসকো"। যেইগুলি সুযোগ না পায়, সেইগুলি নির্ব্বাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত-সন্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে।

(১৪) বিপাক-প্রত্যয়ঃ— কর্ম্মের পরিণত অবস্থা অর্থাৎ ফল-প্রদানের অবস্থাই বিপাকাবস্থা। চেতনার চারি অবস্থা,—

[১] চিত্তে উৎপত্তির অবস্থা; [২] উৎপত্তির পর চিত্ত-বীথির জবন-স্থানে আসেবনের অবস্থা; [৩] নিমিত্তের অবস্থা বা মরণাসন্ন-বীথিতে সম্পাদিত-কর্ম্মের প্রতিচ্ছবির অবস্থা; [৪] বিপাকাবস্থা বা ফল-প্রদানের অবস্থা। ৩৬ বিপাক চিত্ত এবং তৎসম্প্রযুক্ত ৩৮ চৈতসিকই বিপাক-প্রত্যয়-ধর্ম্ম। বিপাক-প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম ও ৩৬ বিপাক-চিত্ত এবং ৩৮ চৈতসিক এবং প্রবর্ত্তন-কালে চিত্তজ রূপ ও প্রতিসন্ধিতে কর্ম্মজ রূপ। চিত্ত-নিয়মের অনুবলে (অব্যাপারনীতি দ্বারা) বিপাক স্বতঃ উৎপন্ন হয়, দ্বার-বলে নহে। উহার উৎপত্তি চেষ্টা-উৎসাহ নিরপেক্ষ। বিপাকের এই শান্ত-স্বভাব হেতু, শুধু ভবাঙ্গের অবস্থা নহে, সম্প্রতীচ্ছ, ও সন্তীরণ প্রভৃতিও দুর্জ্ঞেয়। জবনে ইহার প্রভাব জ্ঞাত হওয়া যায়।

(১৫) আহার-প্রত্যয়:— আহার সম্বন্ধে ১১২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। কবলীকৃতাহারের প্রত্যয়-ধর্ম্ম ভক্ষণীয় আহার্য্যের ওজঃ; এবং ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম আহারজ-রূপ; অরূপাহারের প্রত্যয়-ধর্ম্ম স্পর্শ, চেতনা, বিজ্ঞান। ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম চিত্ত চৈতসিক, চিত্তজ-রূপ ও প্রতিসন্ধিতে কর্ম্মজ রূপ।

(১৬) ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়:— দ্বাবিংশতি প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে "ভাবদ্বয়" ভিন্ন অবশিষ্ট বিংশতি প্রকার ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ধর্ম্মী। প্রত্যয়-ধর্ম্ম (গুণ, শক্তি) তিনটি:— উৎপাদন, ধারণ, পালন। জ্ঞানস্তর-প্রত্যয় উৎপাদন-গুণ-বিশিষ্ট; পশ্চাজ্জাত প্রত্যয়ে ধারণ-গুণ প্রকট। এবং জীবিতেন্দ্রিয়ে পালন-গুণ প্রধান। কিন্তু "ভাবদ্বয়ে" এই তিন গুণের কোনটি বিদ্যমান নাই। প্রত্যয়-গুণ না থাকিলেও ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা হয়; কারণ ইহারা স্ত্রী ও পুরুষের হাব-ভাব, আকার-প্রকারাদি লক্ষণ সম্বন্ধে কায়ার উপর আধিপত্য করে।

পঞ্চ প্রসাদ "ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়-ধর্ম্ম" এবং চক্ষু-বিজ্ঞানাদি পঞ্চ বিজ্ঞান "প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম"। ইহারা পূর্ব্বজাত-ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় "প্রত্যয়-ধর্ম্ম"; ইহার "প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম" কর্ম্মজ রূপ (রূপ জীবিতেন্দ্রিয় ব্যতীত)। রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় সহজাত রূপের স্থিতিক্ষণে ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়।

বাকী পঞ্চদশ ইন্দ্রিয় প্রত্যয়-ধর্ম্মী; ইহাদের প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম স্ব স্ব সম্প্রযুক্ত চিত্ত-চৈতসিক ও তৎ তৎ সমুত্থান রূপ। ইহা অবশ্য চিত্ত-সমুত্থান রূপ; কিন্তু প্রতিসন্ধির ক্ষণে কর্ম্মজ রূপ। এতৎসঙ্গে ১১৮ পৃষ্ঠার "ইন্দ্রিয়" পঠিতব্য।

(১৭) ধ্যান-প্রত্যয়ঃ— ধ্যান-প্রত্যয়ে সপ্ত-ধ্যানাঙ্গই ধ্যান-প্রত্যয়-ধর্ম্ম। মিশ্র-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান ব্যতীত ৭৯ প্রকার চিত্ত ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিক এবং সপ্ত ধ্যানাঙ্গ-সহজাত-রূপ এ স্থলে প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম। দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান ধ্যান-প্রত্যয়ের অন্তর্গত নহে। কারণ একাগ্রতা, উপেক্ষা-সুখ-দুঃখাদি বেদনা এইসব চিত্তে ধ্যানাকারে বিদ্যমান থাকে না। ধ্যান-প্রত্যয়োৎপন্ন চিত্ত কুশল, অকুশল, ক্রিয়া, বিপাক, এই চারি জাতীয়।

কামাবচর ও রূপাবচর ধ্যানাঙ্গের সঙ্গে, প্রবর্ত্তনের কালে চিত্ত-সমুত্থান রূপের প্রত্যয় এবং প্রতিসন্ধির সময় কর্ম্মজ রূপের প্রত্যয়।

যোগী এই সপ্ত ধ্যানাঙ্গের অনুবলে চিত্তকে স্থির ও একাগ্র করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে পরিচালিত করে ও আবদ্ধ রাখে এবং ঈদৃশ আলম্বনাবদ্ধ চিত্তে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক কার্য্যাদি সম্পাদন করে। কুশল ধ্যানাঙ্গের উৎপাদন ব্যতীত দান, শীল, ভাবনাদি কুশল কর্ম্ম এবং অকুশল ধ্যানাঙ্গের উৎপাদন ব্যতীত শীল ভঙ্গাদি অকুশল কর্ম্ম কেহ সম্পাদন করিতে পারে না। একাগ্রতার তারতম্যানুসারে শক্তির তারতম্য হয় মাত্র।

ধ্যানাঙ্গের মধ্যে "বিতর্ক" সহজাত-ধর্ম্মকে আলম্বনে সংযোগ করে, "বিচার" সেই আলম্বনকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া চিত্তকে সেই আলম্বনে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত করিয়া রাখে। "প্রীতি" সেই আলম্বনে রুচি উৎপাদন করিয়া চিত্তকে তথায় আকৃষ্ট করে, প্রফুল্ল করে। "বেদনা" আলম্বন-রস অনুভব করাইয়া তাহাকে চিত্তের অপরিহার্য্য করে। "একাগ্রতা" চিত্তকে আলম্বনময় করে। অবশ্য ধ্যানাঙ্গ সমূহ ধ্যান-চিত্তের সহিত যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং যুগপৎ স্ব স্ব কৃত্য সম্পাদিত হয়।

(১৮) মার্গ-প্রত্যয়ঃ— মার্গ-প্রত্যয়ে দ্বাদশ মার্গাঙ্গই * "মার্গ-প্রত্যয়-ধর্ম্ম"। এবং ৭১ সহেতুক চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, সহেতুক চিত্তজ রূপ, প্রতিসন্ধির কালে কর্ম্মজরূপই "মার্গ-প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম"।

ধ্যানের কার্য্য চিত্তকে আলম্বনে সরল, দৃঢ় ও অর্পণাময় (নিমজ্জিত) করিয়া রাখা। মার্গের কাজ,— সংসার-চক্রে বন্ধনকারী কর্ম্ম-প্রসূ চেতনাকে এবং সংসার-চক্র হইতে মুক্তকরী ভাবনা-প্রসূ চেতনাকে সরল এবং দৃঢ় করা; কার্য্যে, গঠনে, বর্দ্ধনে, উন্নতিতে পরিচালন করিয়া উচ্চতম অবস্থায়,— লোকোত্তরে— উন্নীত করা। দুই প্রত্যয়ের ইহাই পার্থক্য।

কর্ম্ম-প্রসূ চেতনা কুশলাকুশল কর্ম্মাদি সম্পাদন দ্বারা ত্রিলোকে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে। এজন্য ইহার নাম "কর্ম্মপথ-প্রাপ্ত চেতনা"।

ভাবনা-প্রসূ চেতনা ভাবনানুক্রমে, সুশৃঙ্খলার সহিত অনুশীলনে কামলোক হইতে স্তরে স্তরে উঠিতে উঠিতে ক্রমে লোকোত্তরে উন্নীত হয়; এমন কি এক আসনেই। এজন্য ইহার নাম "ভূম্যন্তর-প্রাপ্ত চেতনা"।

* মিশ্র-সংগ্রহে দ্রষ্টব্য

(১৯) সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয় :— সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয় ও বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় এক যুগল। সেইরূপ অস্তি ও নাস্তি এক যুগল। এবং বিগত ও অবিগত তৃতীয় যুগল। এই যুগলত্রয় কোন বিশেষ প্রত্যয় নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয়গুলির মধ্যে প্রত্যয়-ধর্ম্ম ও প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্মের সম্বন্ধ কতকগুলি সম্প্রযুক্ত-ভাবে, অন্যগুলি বিপ্রযুক্ত ভাবে, কতকগুলি অস্তি ভাবে, অন্যগুলি নাস্তি ভাবে, কতকগুলি বিগত ভাবে, অন্যগুলি অবিগত ভাবে সংঘটিত হয়। ইহারা ইহাই প্রদর্শন করে।

সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয়ে "প্রত্যয়-ধর্ম্ম" যাবতীয় চিত্ত-চৈতসিক। ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্মও যাবতীয় চিত্ত-চৈতসিক। এক বাস্তু, এক আলম্বন, এক উৎপত্তিক্ষণ, এক নিরোধ-ক্ষণ দ্বারা সম্প্রযুক্ত হইলেই সম্প্রযুক্ত-প্রত্যয়। প্রতিসন্ধির সময় "নাম-রূপ" সহজাত, কিন্তু সম্প্রযুক্ত নহে।

(২০) বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয় :— রূপ অরূপের সহিত এক বাস্তু ও এক আলম্বন গ্রহণ না করিয়াও অরূপের উৎপত্তির প্রত্যয় হয়। অরূপও তদ্রূপ রূপের উৎপত্তির প্রত্যয় হয়। রূপ ও অরূপের এবংবিধ প্রত্যয় "বিপ্রযুক্ত-প্রত্যয়"। ইহা ত্রিবিধ এবং অনুবাদে বিশদ।

(২১) অস্তি-প্রত্যয় :— "অস্তি-প্রত্যয়" দ্বারা এই বুঝায় যে, প্রত্যয়-ধর্ম্ম সহজাত হইয়া বিদ্যমান থাকুক বা পূর্ব্বজাত হইয়া বিদ্যমান থাকুক, তাহার অস্তি বা বিদ্যমানতার কারণেই প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গক্ষণে পরিপোষিত হয়। ইহা উপস্তম্ভন বা পরিপোষণ-গুণ বিশিষ্ট, জনক-গুণ-বিশিষ্ট নহে এবং নিশ্রয়াকারেও প্রত্যয় হয় না, অস্তি-ভাবেই প্রত্যয় হয়। সহজাত, পূর্ব্বজাত, পশ্চাজ্জাত, রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় ও কবলীকৃতাহার-প্রত্যয়াদির মধ্যে যে "অস্তি-ভাব" তাহাই "অস্তি-প্রত্যয়"। "অন্যোন্য" এবং "সন্ততি" এই দুই আকারেই অস্তি-প্রত্যয় হয়। মহাভূতের সহিত ভূতোৎপন্নের "অস্তি" সন্ততি-ভাবে; কিন্তু মহাভূতে মহাভূতে অন্যোন্য-ভাবে।

(১১—১৩) নাস্তি-প্রত্যয়, বিগত-প্রত্যয় সম্পূর্ণরূপে অনন্তর-প্রত্যয় সদৃশ। অবিদ্যমান থাকিয়াই ইহারা প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্মের উৎপত্তির অবকাশ প্রদান করে।

(১৪) অবিগত-প্রত্যয় সম্পূর্ণরূপে অস্তি-প্রত্যয় সদৃশ। তিনক্ষণে বিদ্যমান থাকিয়াই প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্মকে পোষণ করে।

"অস্তি" ও "নাস্তি" শব্দদ্বয় দ্বারা ক্রমে শাশ্বত-বাদ ও উচ্ছেদ-বাদ বুঝায়। ইহার প্রতিষেধনার্থ "অবিগত" ও "বিগত" শব্দদ্বয়ের ব্যবহার আবশ্যক হইয়াছে।

৪ প্রত্যয়ে ২৪ প্রত্যয়ের সমাধান

এমন কোন প্রত্যয় নাই যাহা চিত্ত-চৈতসিকের "আলম্বন" হয় না এবং স্ব স্ব প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্মের "উপনিশ্রয়" হয় না। নাম-রূপের (লোকের) উৎপত্তি কর্ম্ম-হেতুর উপর নির্ভর করে; "কর্ম্ম", অতিক্রম করিয়া লোকোৎপত্তি অসম্ভব। ইহারা যেমন লোক-স[illegible] অনুসারে, তেমন পরমার্থ-সত্যানুসারেও বিদ্যমান। ২৪ প্রকার প্রত্যয়কে তাহাদের স্বভাব অনুসারে বিচার করিয়া "আলম্বন" "উপনিশ্রয়," "কর্ম্ম" ও "অস্তি" প্রত্যয়ে সমষ্টিভূত করা যায়।

কালানুসারে বিচার করিতে গেলে,— অনন্তর, সমনন্তর, আসেবন, নাস্তি ও অবিগত প্রত্যয় অতীত কালীয় অর্থাৎ প্রত্যয়-ধর্ম্ম ভঙ্গক্ষণ প্রাপ্তির পর প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। আলম্বন, অধিপতি ও উপনিশ্রয়-প্রত্যয় ত্রৈকালিক ও কাল-বিমুক্ত আলম্বন গ্রহণ করে। নির্ব্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি কাল-বিমুক্ত। কর্ম্ম-প্রত্যয়ের মধ্যে নানাক্ষণিক কর্ম্ম-প্রত্যয় অতীত-কালিক ও সহজাত-কর্ম্ম বর্ত্তমান-কালিক। বাকী পনর প্রত্যয় বর্ত্তমান-কালিক।

আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক হিসাবে বিচার করিতে গেলে,— আলম্বন, অধিপতি, সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, উপনিশ্রয়, পূর্ব্বজাত, আহার, অস্তি, অবিগত এই দশ প্রত্যয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক। বাকী চৌদ্দ প্রত্যয় শুধু আধ্যাত্মিক। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, এবং লোভ-দ্বেষাদি, শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞাদির সহিত সম্পর্কিত প্রত্যয় আধ্যাত্মিক। এবং বহিরায়তন, পুদ্গল, ঋতু, আহার্য্যাদির সম্পর্কিত প্রত্যয় বাহ্যিক।

যাহা প্রত্যয়োৎপন্ন তাহাই সংস্কৃত বা সমবায়-কৃত, (সঙ্খত)। তদ্বিপরীত অসংস্কৃত বা অসঙ্খত ; যথা নির্ব্বাণ। আলম্বন, অধিপতি, উপনিশ্রয় প্রত্যয়ই অসংস্কৃত নির্ব্বাণকে আলম্বনাধিপতি বা আলম্বনোপনিশ্রয় করিয়া প্রত্যয়োৎপন্ন-ধর্ম্ম উৎপন্ন করে। বাকী ২১ প্রত্যয়ের ন্যায় ইহারা সংস্কৃতের সহিতও প্রত্যয়ীভূত।

চৈতসিকের প্রত্যয়-সংগ্রহ

"স্পর্শ" আহার-প্রত্যয়। "বেদনা" ইন্দ্রিয় ও ধ্যান প্রত্যয়। "চেতনা" কর্ম্ম ও আহার-প্রত্যয়। "একাগ্রতা" ইন্দ্রিয়, মার্গ ও ধ্যান প্রত্যয় এবং "জীবিতেন্দ্রিয়" ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়। "সংজ্ঞা" ও "মনস্কারের" কোন স্বতন্ত্র প্রত্যয় নাই।

"বিতর্কে" ধ্যান ও মার্গ, "বিচারে" শুধু ধ্যান, "বীর্য্যে" অধিপতি, ইন্দ্রিয় ও মার্গ, "প্রীতিতে" ধ্যান এবং "ছন্দে" অধিপতি-প্রত্যয়-ধর্ম্ম বিদ্যমান; "অধিমোক্ষে" কোন প্রত্যয়-বৈশিষ্ট্য নাই।

"লোভ-দ্বেষ-মোহ" প্রত্যেকটি হেতু-প্রত্যয় এবং "দৃষ্টি" মার্গ-প্রত্যয়। অবশিষ্ট দশ অকুশল চৈতসিকের প্রত্যয় সম্বন্ধে কোন বিশিষ্টতা নাই।

শোভন-চৈতসিকের মধ্যে "শ্রদ্ধা" ইন্দ্রিয়-প্রত্যয় ; "অলোভ" ও "অদ্বেষ" হেতু-প্রত্যয় ; "প্রজ্ঞেন্দ্রিয়" হেতু, অধিপতি, ইন্দ্রিয় ও মার্গ

প্রত্যয়। "স্মৃতি" ইন্দ্রিয় ও মার্গ প্রত্যয়, "বিরতিত্রয়" শুধু মার্গ-প্রত্যয়। বাকী ১৭ চৈতসিকের কোন বিশিষ্ট প্রত্যয়-শক্তি নাই।

কুশল-চিত্তের প্রত্যয়-সংগ্রহঃ— অষ্ট মহাকুশল চিত্ত দ্বিহেতুক হউক বা ত্রিহেতুক হউক সমস্তই হেতু-প্রত্যয়ধর্ম্মী। এবং তথায় চারি সহজাতাধিপতি নিজ নিজ পর্য্যায়ক্রমে অধিপতি-প্রত্যয় হয়। "চেতনা" কর্ম্ম-প্রত্যয়, তিন "অরূপাহার" আহার-প্রত্যয়। চিত্ত, বেদনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য্য ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, বেদনা ও একাগ্রতা ধ্যান-প্রত্যয়। আট কুশল মার্গাঙ্গ অর্থাৎ প্রজ্ঞা, বিতর্ক, বিরতিত্রয়, স্মৃতি, বীর্য্য ও একাগ্রতা মার্গ-প্রত্যয়। সুতরাং পশ্চাজ্জাত ও বিপাক-প্রত্যয় ব্যতীত অবশিষ্ট দ্বাবিংশতি প্রত্যয় এই কাম-কুশলাষ্টক চিত্তে দৃষ্ট হয়। কাম-কুশল-বিপাকে অধিপতি, পশ্চাজ্জাত ও আসেবন প্রত্যয়ত্রয় ব্যতীত এক বিংশতি প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। মহাক্রিয়া চিত্তের প্রত্যয় মহাকুশল-চিত্তের প্রত্যয়ের অনুরূপ, যদিও এই ক্রিয়া-চিত্তে বিরতিত্রয় অবিদ্যমান।

অরূপ ও লোকোত্তর চিত্তের প্রত্যয়গুলি, জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত কাম-কুশল-চিত্তের প্রত্যয়ের ন্যায়ই বুঝিতে হইবে। যদি তাই হয়, তবে এই মহদ্গত ও লোকোত্তর-চিত্ত কাম-কুশল-চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কেন? আসেবন-প্রত্যয়ের মাহাত্ম্যে ও তীক্ষ্ণতায় এই সব চিত্তে ইন্দ্রিয়, ধ্যান, মার্গ ও অন্যান্য প্রত্যয়-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। এবং চিত্তও ক্রমে ক্রমে লোকোত্তরে গঠিত হয়।

অকুশল চিত্তের প্রত্যয়

"বিচিকিৎসা" সহগত মোহ-চিত্তে ১৫ প্রকার চৈতসিক যুক্ত হয়। ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহারাও চিত্ত সহ ১৬ প্রকার মানসিক অবস্থা সৃজন করে। এই চিত্তে "মোহ" হেতু-প্রত্যয় এবং "বিতর্ক" ও "বীর্য্য" মার্গ-প্রত্যয়। "একাগ্রতার" কার্য্য

বিচিকিৎসার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়; এজন্য ইহা ইন্দ্রিয় ও মার্গ প্রত্যয়ের কার্য্য সমাধা করিতে পারে না। কিন্তু ধ্যান-প্রত্যয়ের কাজ করে। অতএব অধিপতি, পশ্চাজ্জাত ও বিপাক ব্যতীত বাকী একুশ প্রত্যয়ের কাজ এখানে দৃষ্ট হয়। ঔদ্ধত্য-সহগত চিত্তে অধিমোক্ষ বিচিকিৎসার স্থান গ্রহণ করিয়া ১৬ প্রকার মানসিক অবস্থা সৃজন করে। এই চিত্তে "একাগ্রতা" ইন্দ্রিয়, ধ্যান ও মার্গ প্রত্যয়ের কাজ করে। এখানেও ঐ একুশ প্রত্যয়ের কাজই দৃষ্ট হয়। লোভ-চিত্তে লোভ-মোহ হেতু-প্রত্যয়। ছন্দ, চিত্ত, বীর্য্য অধিপতি-প্রত্যয়। আলম্বনাধিপতিও এখানে দৃষ্ট হয়। চেতনা কর্ম্ম-প্রত্যয়। স্পর্শ, মনসঞ্চেতনা ও বিজ্ঞান আহার-প্রত্যয়। চিত্ত, বেদনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় এবং বীর্য্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, বেদনা ও একাগ্রতা ধ্যান-প্রত্যয়। বিতর্ক, একাগ্রতা, দৃষ্টি ও বীর্য্য মার্গ-প্রত্যয়। শুধু পশ্চাজ্জাত ও বিপাক ব্যতীত বাকী বাইশ প্রকার প্রত্যয় এই লোভ-মূলক চিত্তাষ্টকে লভ্য। চৈতসিকের প্রত্যয়-ধর্ম্ম জানা থাকিলে দ্বেষ-চিত্তের প্রত্যয় নির্ণয়েও কোন বাধা থাকে না।

প্রতীত্য-সমুৎপাদের প্রত্যয়-সংগ্রহ

(১—২) "অবিদ্যা" অকুশল-সংস্কারের হেতু, আলম্বন, অধিপতি, সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়। চিত্ত-বীথির প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী জবনের অবিদ্যা পরবর্ত্তী জবনের অকুশল-সংস্কারের অনন্তর, সমনন্তর, অনন্তরোপনিশ্রয়, আসেবন, নাস্তি ও বিগত প্রত্যয়। কিন্তু পুণ্য-সংস্কারের আলম্বন ও প্রকৃতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয় এবং আনেঞ্জাভি সংস্কারের শুধু প্রকৃতি- উপনিশ্রয়।

(২ — ৩) "সংস্কার" বিজ্ঞানের প্রকৃতি-উপনিশ্রয় এবং নানাক্ষণিক কর্ম্ম-প্রত্যয়।

(৩ — ৪) "প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান" নামের (বেদনাদি স্কন্ধত্রয়ের) সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, সম্প্রযুক্ত,

অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়। এই নয় প্রত্যয় হইতে "সম্প্রযুক্ত" বাদ দিয়া "বিপ্রযুক্ত" যোগ করিলে যে নয় প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাহারা রূপোৎপত্তির প্রত্যয়।

(৪ — ৫) "নাম-রূপ" ও ষড়ায়তনের মধ্যে "নাম" (বেদনাদি স্কন্ধত্রয়) সহজাত মনায়তনের সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, বিপাক, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়। "অলোভাদি" হেতু-প্রত্যয় এবং "চেতনা" ও "মনঃসংস্পর্শ" আহার-প্রত্যয়ও ঐ সাত প্রত্যয়ের সহিত যোগ করা যায়। "নাম" অবশিষ্ট চক্ষাদি পঞ্চায়তনের পশ্চাজ্জাত, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়। কিন্তু "রূপ" বা (হৃদয়-বাস্তু) মনায়তনের সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়; এবং বাকী পঞ্চায়তনের সহজাত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়।

(৫ — ৬) "ষড়ায়তনের" প্রত্যয়ে স্পর্শ উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে "চক্ষাদি-পঞ্চ-আয়তন" চক্ষু-সংস্পর্শাদি পঞ্চবিধ স্পর্শের নিশ্রয়, পূর্ব্বজাত, ইন্দ্রিয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই ছয় প্রত্যয়। কিন্তু "মনায়তন" মনঃসংস্পর্শের সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, [illegible]ন্দ্রিয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই নয় প্রত্যয়।

(৬ — ৭) স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা উৎপন্ন হয়। "স্পর্শ" বেদনাকে সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই আট প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা উৎপত্তির সাহায্য করে।

(৭ — ৮) "বেদনা" একমাত্র প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা তৃষ্ণা উৎপন্ন করে।

(৮ — ৯) "তৃষ্ণার প্রত্যয়ে" চতুর্ব্বিধ উপাদান উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বোৎপন্ন কাম-তৃষ্ণা পশ্চাদুৎপন্ন কামোপাদানের শুধু প্রকৃতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয়। তৃষ্ণা অন্য তিন উপাদানের সহজাত হইলে হেতু, সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই সাত প্রত্যয় হয়। কিন্তু সহজাত না হইলে শুধু উপনিশ্রয়-প্রত্যয়।

(৯ — ১০) উপাদানের প্রত্যয়ে ভব উৎপন্ন হয়। চারি "উপাদান" রূপ-ভব, অরূপ-ভব ও কাম-সুগতি-ভবের উপযোগী কুশল কর্ম্মাদির একমাত্র প্রকৃতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয়। কামোপাদান সহজাত কর্ম্ম-ভবের (অকুশল কর্ম্মের) হেতু, সহজাত, অন্যোন্য, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই সাত প্রত্যয়। বাকী তিন উপাদান সহজাত কর্ম্ম-ভবের উক্ত সাত প্রত্যয় হইতে "হেতু" বাদ দিয়া "মার্গ" যোগ করিলে যে সাত প্রত্যয় হয়, সেই সাত প্রত্যয়।

(১০ — ১১) "ভব" (কর্ম্মভব) জন্মের প্রকৃতি-উপনিশ্রয় ও নানাক্ষণিক কর্ম্ম-প্রত্যয়।

(১১ — ১২) "জন্ম" জরা-মরণ-শোকাদির প্রকৃতি-উপনিশ্রয় প্রত্যয়। ক্লেশ-বৃত্ত কর্ম্ম-বৃত্তের, কর্ম্ম-বৃত্ত বিপাক-বৃত্তের, পুনঃ বিপাক-বৃত্ত ক্লেশ-বৃত্তের উপনিশ্রয় প্রত্যয়।

প্রজ্ঞপ্তি ঃ— ১৪ প্রকার প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত রূপ, নাম ও প্রজ্ঞপ্তি, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে "রূপ" বলিতে রূপস্কন্ধ বুঝিতে হইবে। আলম্বনে নমিত হয় বলিয়া চিত্তকে "নাম" বলা হয়। এখানে "নাম" বলিতে চারি অরূপ-স্কন্ধ এবং নির্ব্বাণ বুঝিতে হইবে। নির্ব্বাণ অবশ্য চিত্ত কিংবা চৈতসিক নহে। তবে চিত্ত বা নাম দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া, নির্ব্বাণকে নাম-শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে। "প্রজ্ঞপ্তি" অর্থ মনের ধারণা, অনুমান, সর্ব্ব-বিদিত বিশ্বাস। "প্রজ্ঞপ্তি", "বিজ্ঞপ্তি" হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিজ্ঞপ্তি বিকার-রূপ এবং পরমার্থ-ধর্ম্ম; বাক্য বা কায়ার সঞ্চালন দ্বারা উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি। ১৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কিন্তু প্রজ্ঞপ্তি মনের ধারণা এবং এই ধারণা অভিব্যক্তি না পাইতেও পারে। যাহা যাহা পারমার্থিক-ভাবে বিদ্যমান, অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক, ২৮ প্রকার রূপ এবং নির্ব্বাণ, তাহারা "বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি"।

এবং যাহা লোক-সম্মতি মতে বিদ্যমান, যেমন ভূমি, নদী, গৃহ, সত্ত্ব ইত্যাদি, কিন্তু পারমার্থিক ভাবে অবিদ্যমান, তাহা "অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি"। কোন (বস্তুর) উৎপত্তি, আকার, বর্ণ, গুণাদি সম্বন্ধে ধারণাটা যেমন প্রজ্ঞপ্তি, সেই ধারণা-প্রকাশক শব্দ, চিহ্ন, আখ্যা বা নামটিও প্রজ্ঞপ্তি। পূর্ব্বেরটি "অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি", শেষেরটি "নাম-প্রজ্ঞপ্তি"। নাম-প্রজ্ঞপ্তি অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এবং অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি নাম-প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই অর্থে নাম-প্রজ্ঞপ্তি "বাচক" এবং অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি "বচনীয়"। নাম-প্রজ্ঞপ্তিকে শব্দ-প্রজ্ঞপ্তিও বলা হয়।

নাম-প্রজ্ঞপ্তির নামকরণ নানা ভাবে হইয়া থাকে। নাম দ্বারা, নাম-নির্দ্ধারণ দ্বারা, যুগযুগান্তর প্রচলিত আখ্যা দ্বারা, বা নিরুক্তি বশে, কিংবা অর্থ-ব্যঞ্জক রূপে, অথবা অর্থ-ঘোষক রূপে। কিন্তু যে ভাবেই হউক না কেন, এই নাম-প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যমান, অবিদ্যমান এবং এতদুভয়ের সংমিশ্রণে ছয় ভাগে বিভক্ত :—

১। নয়ন, অক্ষি, চক্ষু এই শব্দগুলি বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

২। দিবাকর, রবি, ভানু, সূর্য্য এই শব্দগুলি অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

৩। ছয় প্রকার অভিজ্ঞা বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি। পুরুষ অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি। ছয় অভিজ্ঞা আছে যার সে "ষড়ভিজ্ঞ" (বহুব্রীহি)। সুতরাং "ষড়ভিজ্ঞ" বিদ্যমানের সহিত অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

৪। "স্ত্রী" অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি; "শব্দ" বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি। সুতরাং "স্ত্রী-শব্দ" অবিদ্যমানের সহিত বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

৫। "চক্ষু" এবং "বিজ্ঞান" উভয় বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি। সুতরাং "চক্ষু-বিজ্ঞান" বিদ্যমানের সহিত বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

৬। "রাজা" ও "পুত্র" উভয় অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি বলিয়া "রাজ-পুত্র" অবিদ্যমানের সহিত অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে প্রত্যয়-সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত।

নবম পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম-স্থান-সংগ্রহ

১। . সূচনা-গাথা :— "শমথ ও বিদর্শন এ দুই ভাবনা,
কর্ম্ম-স্থানে যথাক্রমে করিব বর্ণনা"।

২। শমথ কর্ম্ম-স্থান

শমথ-ভাবনা-সংগ্রহের অন্তর্গত :—

ক। সপ্তবিধ শমথ কর্ম্ম-স্থান:— (১) দশ কৃৎস্ন; (২) দশ অশুভ; (৩) দশ অনুস্মৃতি; (৪) চারি অপ্রমেয়; (৫) এক সংজ্ঞা; (৬) এক ব্যবস্থান; (৭) চারি অরূপ-ধ্যান-স্তর।

খ। ছয় চরিত:— (১) রাগ-চরিত; (২) দ্বেষ-চরিত; (৩) মোহ-চরিত; (৪) শ্রদ্ধা-চরিত; (৫) [illegible]-চরিত; (৬) বিতর্ক-চরিত।

গ। ত্রিবিধ ভাবনা:— (১) পরিকর্ম্ম-ভাবনা; (২) উপচার-ভাবনা; (৩) অর্পণা-ভাবনা।

ঘ। ত্রিবিধ নিমিত্ত:— (১) পরিকর্ম্ম-নিমিত্ত; (২) উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত; (৩) প্রতিভাগ-নিমিত্ত।

উহারা বিস্তৃত-ভাবে কি প্রকার?

ক। (১) দশ কৃৎস্ন:— পৃথিবী-কৃৎস্ন, আপ-কৃৎস্ন, তেজ-কৃৎস্ন, বায়ু-কৃৎস্ন, নীল-কৃৎস্ন, পীত-কৃৎস্ন, লোহিত-কৃৎস্ন, অবদাত-কৃৎস্ন, আকাশ-কৃৎস্ন, আলোক-কৃৎস্ন।

(২) দশ অশুভ :— উর্দ্ধ-স্ফীত, বিনীলক, পূয-পূর্ণ, ছিদ্রী-কৃত, বিখাদিত, বিক্ষিপ্ত, কর্ত্তিত-বিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত, কীটপূর্ণ এবং অস্থি-মাত্র-অবশিষ্ট শব।

(৩) দশ অনুস্মৃতি :— বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, মরণানু-স্মৃতি, কায়গতা-স্মৃতি, আনাপান-স্মৃতি।

(৪) চারি অপ্রমেয় :— মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা *।

(৫) এক সংজ্ঞা :— ভক্ষ্য দ্রব্যের ঘৃণাকর পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞানই "এক-সংজ্ঞা"।

(৬) এক ব্যবস্থান :— দেহস্থ কঠিন, তরল, উষ্ণ ও বায়বীয় এই— চারি ধাতু সম্বন্ধে ব্যবস্থান (বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত) "এক ব্যবস্থান-ভাবনা"।

(৭) চারি অরূপ-ধ্যান :— আকাশানন্তায়তনাদি চারি অরূপ-ধ্যান। এইরূপে শমথ-ভাবনায় চল্লিশটি কর্ম্ম-স্থান।

৩। সাম্প্রেয় বিভাগ বা বিভিন্ন কর্ম্ম-স্থানের উপযোগিতা

পূর্ব্বোক্ত চল্লিশটি কর্ম্ম-স্থানের মধ্যে [১] দশ অশুভ ও কায়গতা-স্মৃতি নামক কোষ্ঠাংশ ভাবনা রাগ-চরিতের পক্ষে হিতাবহ ভাবনা। [২] দ্বেষ-চরিতের পক্ষে নীলাদি চারি বর্ণ-কৃৎস্ন এবং চারি অপ্রমেয়;

* "মৈত্রী" ৮৩ পৃষ্ঠায় "অদ্বেষ" চৈতসিক দ্রষ্টব্য। "করুণা" ৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। "মুদিতা" ৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উপেক্ষা ৮৪ পৃষ্ঠায় এবং "তত্রমধ্যস্থতা" চৈতসিক দ্রষ্টব্য।

[৩] মোহ-চরিত ও বিতর্ক-চরিতের পক্ষে আনাপান-স্মৃতি; [৪] শ্রদ্ধা-চরিতের পক্ষে বুদ্ধানুস্মৃতি ইত্যাদি ছয় অনুস্মৃতি; [৫] বুদ্ধি-চরিতের পক্ষে মরণ, উপশম, সংজ্ঞা, ব্যবস্থানাদি অনুকূল ভাবনা।

অবশিষ্ট কর্ম্মস্থান সকলের পক্ষে উপযোগী। এতদ্ভিন্ন কৃৎস্ন-মণ্ডলের নির্ব্বাচনে পৃথুল (স্থূল) মোহ-চরিতের পক্ষে এবং ক্ষুদ্রাকার বিতর্ক-চরিতের পক্ষে উপযোগী।

এ পর্য্যন্ত সাম্প্রেয়-বিভাগ।

৪। ভাবনা-বিভাগ

এই সমস্ত (৪০টি) ভাবনা দ্বারা "পরিকর্ম্ম-ভাবনা" লাভ করা যায়। বুদ্ধানুস্মৃতি হইতে মরণানুস্মৃতি পর্য্যন্ত অষ্ট অনুস্মৃতি ভাবনায়, আহারে অশুভ-সংজ্ঞা ও চারি ধাতু-ব্যবস্থান ভাবনায় শুধু উপচার ভাবনা পর্য্যন্ত চিত্ত একাগ্র হয়। ইহাদের দ্বারা অর্পণা লাভ হয় না *। অবশিষ্ট ত্রিংশৎ কর্ম্ম-স্থানে অর্পণা-ভাবনাও লাভ করা যায়।

পুনঃ দশ কৃৎস্ন ও আনাপান-স্মৃতি পঞ্চ ধ্যানিক। দশ অশুভ ও কায়গতা-স্মৃতি প্রথম ধ্যানিক †। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা [illegible]ধ্যানিক।

* বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, শীল, ত্যাগ, দেবতা, উপশমাদিতে গুণের গভীরতা হেতু এবং নানা প্রকার গুণ স্মরণ করিতে হয় বলিয়া চিত্ত অর্পণার-একাগ্রতা প্রাপ্ত হয় না। মরণানুস্মৃতি উদ্বেগ-স্বভাব হেতু এবং সংজ্ঞা ও ব্যবস্থান গভীর স্বভাব হেতু চিত্ত অর্পণার একাগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু নির্ব্বাণালম্বন অতি গভীর স্বভাব হইলেও, লোকোত্তর চিত্তে, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি হেতু, সংমর্শন-জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধি-ভাবনার অনুবলে অর্পণাকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয়।

† দশ-অশুচি ও কায়গতাস্মৃতি অতীতের অমনোরম আলম্বন বলিয়া রতি উৎপাদনে দুর্ব্বল; তাই বিতর্ক ব্যতীত চিত্ত ঐ সব আলম্বনে একাগ্র হইতে পারে না। এইজন্য ইহারা বিতর্ক সম্বন্বিত প্রথম-ধ্যানিক।

উপেক্ষা পঞ্চম ধ্যানিক ॐ। ছাব্বিশটি কর্ম্ম-স্থান রূপলোকের ধ্যান উৎপন্ন করে ¶। চারিটি অরূপ-কর্ম্ম-স্থান অরূপ-লোকের ধ্যান উৎপন্ন করে।

এ পর্য্যন্ত ভাবনা-বিভাগ

৫। নিমিত্ত-বিভাগ

ত্রিবিধ নিমিত্তের মধ্যে "পরিকর্ম্ম-নিমিত্ত" ও "উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত" আলম্বনের স্বভাবানুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম-স্থান ভাবনার সময় লাভ হয়। "প্রতিভাগ-নিমিত্ত" কিন্তু শুধু দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, কায়গতা-স্মৃতি ও আনাপান-স্মৃতি এই দ্বাবিংশতি ভাবনায় লাভ হয়। কারণ প্রতিভাগ-নিমিত্তকে আলম্বন করিয়াই উপচার-সমাধি ও অর্পণা সমাধি উৎপন্ন হয়। তাহা কিরূপে ?

কামাবচর ধ্যানের নিমিত্ত :—

[illegible]শ্মী যেই পৃথিবী-কৃৎস্ন মণ্ডলাদিতে দৃষ্টি ও চিত্ত আবদ্ধ রাখেন, সেই আলম্বন "পরিকর্ম্ম-নিমিত্ত" এবং সেই ভাবনা "পরিকর্ম্ম-ভাবনা"। যখন যেই নিমিত্ত চিত্ত দ্বারা সম্যক্ গৃহীত হয় এবং চক্ষু-দৃষ্টের ন্যায় মনোদ্বারে উপস্থিত হয়, তখন সেই আলম্বনকে

ॐ মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা যথাক্রমে ব্যাপাদ, বিহিংসা ও অরতি বিধ্বংস করিয়া কদাচ সৌমনস্য-রহিত হয় না। উপেক্ষা উদাসীন-স্বভাব বলিয়া উপেক্ষা-বিরহিত ধ্যান-চিত্তে উৎপন্ন হয় না। ¶ চারি অরূপ-ধ্যান ও দশ উপচার-ধ্যান ব্যতীত বাকী ছাব্বিশটি কর্ম্ম-স্থান রূপলোকের ধ্যানচিত্ত উৎপাদন করিতে পারে।

"উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত" বলা হয়; এবং সেই (পরিকর্ম্ম) ভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যিনি এইরূপে সমাহিত হইয়াছেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর — পরিকর্ম্ম-ভাবনা-লব্ধ একাগ্রতা দ্বারা উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত-ভাবনায় নিজকে নিযুক্ত রাখেন, তাঁহার সেই নিমিত্ত বস্তু-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া প্রতিভাগরূপে, প্রজ্ঞপ্তিরূপে, ভাবনাময় আলম্বনরূপে তাঁহার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্পিত (প্রবিষ্ট) হয়। এমভাবস্থায় তাঁহার "প্রতিভাগ-নিমিত্ত" সমুৎপন্ন হইয়াছে বলা যায়। সেই সময় হইতে (প্রতিভাগ-নিমিত্তের উৎপত্তির পর হইতে) নীবরণ-হীন কামাবচর-সমাধি নামক "উপচার-ভাবনা" নিষ্পাদিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রূপাবচর ধ্যানের নিমিত্ত ঃ—

তৎপর যিনি উপচার-সমাধি দ্বারা সেই "প্রতিভাগ-নিমিত্ত" পুনঃ পুনঃ ভাবনা (আসেবন) করেন, তাঁহার নিকট রূপ-লোকের প্রথম ধ্যান অর্পণার * সহিত উৎপন্ন হয়। তারপর তিনি প্রথম ধ্যানে (১) চিত্তকে পরিচালনা করিয়া, (২) তথায় নিবিষ্ট করাইয়া ও রক্ষা করিয়া, (৩) ধ্যানাধিষ্ঠান-কাল পূর্ব্ব-নির্দ্ধারণ করিয়া, (৪) ধ্যান হইতে নির্দ্ধারিত কালান্তে উত্থিত হইয়া, (৫) পুনঃ পুনঃ প্রত্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। এই পঞ্চ অভ্যাসে ধ্যানকে বশীভূত (আয়ত্ত) করিবার উদ্দেশ্য,— যেন বিতর্কাদি স্থূল অঙ্গ পরিত্যক্ত হয়; এবং যেন চেষ্টা দ্বারা বিচারাদি সূক্ষ্ম-অঙ্গ উৎপন্ন হইয়া যথাক্রমে ও যথাযোগ্য ভাবে দ্বিতীয় ধ্যানাদির অর্পণা-প্রাপ্তি ঘটে।

* অর্পণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ — অর্পণা। চিত্ত যখন নিজকে সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয় আলম্বনে অর্পণ করে, অর্থাৎ আলম্বনময় হয় এবং অন্য আলম্বন চিত্তে উদিত হয় না, তখন চিত্তের "অর্পণাবস্থা"।

এই প্রকারে পৃথিবী-কৃৎস্নাদি দ্বাবিংশতি কর্ম্ম-স্থানে "প্রতিভাগ-নিমিত্ত" লাভ করা যাইতে পারে। অবশিষ্ট অষ্টাদশ কর্ম্ম-স্থানের মধ্যে "অপ্রমেয়" সত্ত্ব-প্রজ্ঞপ্তিকে নির্ভর করিয়া উৎপন্ন হয়।

অরূপাবচর ধ্যানের নিমিত্তঃ—

যিনি আকাশ ব্যতীত অন্য যে কোন কৃৎস্ন হইতে চিত্তকে উদ্ধার করিয়া "আকাশ-অনন্ত", "আকাশ-অনন্ত" জপিতে জপিতে পরিকর্ম্ম-ভাবনা করেন, তাঁহার নিকট প্রথম অরূপ-ধ্যান অর্পণার সহিত উৎপন্ন হয়। যিনি "বিজ্ঞান-অনন্ত", "বিজ্ঞান-অনন্ত" জপিতে জপিতে সেই অরূপ-বিজ্ঞানকে আলম্বন করিয়া পরিকর্ম্ম-ভাবনা করেন, তাঁহার নিকট দ্বিতীয় অরূপ-ধ্যান উৎপন্ন হয়। "অরূপ-বিজ্ঞান বিদ্যমান নাই", "কিছুই বিদ্যমান নাই" জপিয়া জপিয়া যিনি ভাবনা করেন, তাঁহার নিকট তৃতীয় অরূপ-ধ্যান উৎপন্ন হয়। যিনি "ইহা শান্ত", "ইহা উত্তম" জপিতে জপিতে তৃতীয় অরূপ-ধ্যান-চিত্তকে আলম্বন করিয়া পরিকর্ম্ম-ভাবনা করেন, তাঁহার নিকট চতুর্থ অরূপ-ধ্যান উৎপন্ন হয়।

অবশিষ্ট দশ প্রকার * কর্ম্ম-স্থানের মধ্যে বুদ্ধ-গুণাদিকে আলম্বন করিয়া যখন পরিকর্ম্ম-ভাবনা করা হয় এবং সেই নিমিত্ত যখন সুগৃহীত হয়, তখনই পরিকর্ম্ম-ভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপচার-সমাধিও লাভ হয়।

৬। অভিজ্ঞা

রূপাবচর-ধ্যানই অভিজ্ঞার ভিত্তি। যদি কেহ সেই অভিজ্ঞা-উৎপাদক পঞ্চম-ধ্যান হইতে উত্থিত হন এবং অধিষ্ঠানাদির জন্য

---

* প্রথম অষ্ট অনুস্মৃতি, এক সংজ্ঞা, এক ধাতু-ব্যবস্থান।

পরিকর্ম্ম সম্পাদন করেন তবে অভিজ্ঞা-উৎপাদক পঞ্চম ধ্যান, রূপাদি আলম্বনে, যথোপযুক্ত ভাবে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞা দ্বারা এই বুঝায় যে,

"নানা ঋদ্ধি, দিব্য-শ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান,
পূর্ব্বের নিবাস-স্মৃতি, দিব্য চক্ষুষ্মান"।

এ পর্য্যন্ত গোচর-বিভাগ।

শমথ কর্ম্ম-স্থান-নীতি সমাপ্ত।

৭। বিদর্শন কর্ম্ম-স্থান

১। সপ্তবিধ বিশুদ্ধি-সংগ্রহঃ— (১) শীল-বিশুদ্ধি; (২) চিত্ত-বিশুদ্ধি, (৩) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি; (৪) কঙ্ক্ষা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি; (৫) মার্গামার্গ জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি; (৬) প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি; (৭) জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি।

২। ত্রি-লক্ষণঃ— (১) অনিত্য-লক্ষণ; (২) দুঃখ-লক্ষণ; (৩) অনাত্ম-লক্ষণ।

৩। ত্রিবিধ অনুদর্শনঃ—(১) অনিত্যানুদর্শন; (২) দুঃখানুদর্শন; (৩) অনাত্মানুদর্শন।

৪। দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞানঃ— (১) সংমর্শন-জ্ঞান; (২) উদয়-ব্যয়-জ্ঞান; (৩) ভঙ্গ-জ্ঞান; (৪) ভয়-জ্ঞান; (৫) আদীনব-জ্ঞান; (৬) নির্ব্বেদ-জ্ঞান; (৭) মুক্তীচ্ছা বা মুমুক্ষা-জ্ঞান; (৮) প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান; (৯) সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান; (১০) অনুলোম-জ্ঞান।

৫। ত্রিবিধ বিমোক্ষঃ— (১) শূন্যতা-বিমোক্ষ; (২) অনিমিত্ত-বিমোক্ষ; (৩) অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ।

৬। ত্রিবিধ বিমোক্ষ-মুখঃ— (১) শূন্যতানুদর্শন; (২) অনিমিত্তানুদর্শন; (৩) অপ্রণিহিতানুদর্শন।

ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা কিরূপ?

৮। বিশুদ্ধি-বিভাগ

১। প্রাতিমোক্ষ-সংবর-শীল; ইন্দ্রিয়-সংবর-শীল; আজীব-পরিশুদ্ধ-শীল; প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত-শীল। এই চতুর্বিবধ পরিশুদ্ধ-শীলই "শীল-বিশুদ্ধি"।

২। উপচার-সমাধি ও অর্পণা-সমাধি এই দ্বিবিধ সমাধিই "চিত্ত-বিশুদ্ধি"।

৩। লক্ষণ, রস, প্রত্যুপস্থান [ফল], পদ-স্থান [কারণ] অনুসারে "নাম-রূপ" সম্বন্ধে জ্ঞান সংগঠনই "দৃষ্টি বিশুদ্ধি"।

৪। "নাম-রূপ" সম্বন্ধে উক্ত প্রকারে জ্ঞান-সংগঠনের পর উভয়ের প্রত্যয় সম্বন্ধে জ্ঞানই "কঙ্ক্ষা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি"।

৫। কঙ্ক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পর ভাবনাকারী স্কন্ধাদির বিশ্লেষণ নিয়মানুযায়ী, কলাপ অনুসারে এবং অতীতাদি বিভাগ অনুসারে ত্রিভূমির সংস্কার সমূহকে [নাম-রূপকে] পূর্ব্ব-লব্ধ লক্ষণ ও প্রত্যয়-অনুসারে শ্রেণী-ভাগ করেন। এবং ক্ষয়শীল অর্থে "অনিত্য", ভয় অর্থে "দুঃখ" ও অসারার্থে "অনাত্ম" বুঝিয়া, কাল অনুসারে সংমর্শন-জ্ঞানের সহিত লক্ষণত্রয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা করেন। তৎপর তিনি প্রত্যয় অনুসারে, ক্ষণ অনুসারে উদয়-ব্যয় জ্ঞানের সহিত পুনঃ পুনঃ উদয়-ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। এইরূপ ভাবনাকারীর নিকট অবভাস [জ্যোতিঃ], প্রীতি, প্রশান্তি, অধিমোক্ষ [শ্রদ্ধা], প্রগ্রহ [বীর্য্য], সুখ, জ্ঞান, উপস্থান [স্মৃতি] উপেক্ষা এবং নিকান্তি [সূক্ষ্ম তৃষ্ণা] উৎপন্ন হয়। এই অবভাসাদিকে বিদর্শনের কলুষকারী বন্ধন বুঝিতে পারিয়া মার্গ ও অমার্গের লক্ষণ-বিচারের নাম "মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি"।

৬। এই উপক্লেশ-বন্ধন-বিমুক্ত যোগী "উদয়-ব্যয়" জ্ঞান হইতে "অনুলোম" জ্ঞান পর্য্যন্ত বিদর্শন পরম্পরার ত্রিলক্ষণ জ্ঞান-গোচর করেন। এই পরম্পরার নয় প্রকার বিদর্শন-জ্ঞানই "প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি"।

এইরূপে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন তাঁহার বিদর্শন পরিপক্ক হয়, তখন তিনি বুঝিতে পারেন "এখন অর্পণা উৎপন্ন হইবে"। তাহাতে ভবাঙ্গ-স্রোত ছিন্ন হয় এবং "মনোদ্বারাবর্ত্তন-চিত্ত" উৎপন্ন হয়। তদনন্তর অনিত্যাদি লক্ষণ আলম্বন করিয়া প্রথম জবন-চিত্ত "পরিকর্ম্মাকারে", দ্বিতীয় জবন-চিত্ত "উপচারাকারে" এবং তৃতীয় জবন-চিত্ত "অনুলোমাকারে" উৎপন্ন হয়। যখন "সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান" শিখা-প্রাপ্ত হয়, তখন উহা লোকোত্তর মার্গ লাভের উপযুক্ত হয় এবং "অনুলোম" নামে অভিহিত হয়; ইহাকে "উত্থানগামী-বিদর্শনও" বলা হয়। তৎপর চতুর্থ জবন-চিত্ত নির্ব্বাণ-আলম্বন গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় চিত্ত পৃথগ্জন-গোত্র অভিভবন করিয়া আর্য্য-গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায়। এজন্য এই চতুর্থ জবন "গোত্রভূ-চিত্ত"।

তাহার অবিচ্ছেদেই মার্গ-চিত্ত "দুঃখ-সত্য" পরিজ্ঞাত হইয়া, "সমুদয়-সত্য" পরিত্যাগ করিয়া, "নিরোধ-সত্য" প্রত্যক্ষ করিয়া, "মার্গ-সত্য" (চেতনা) উৎপাদন করিয়া অর্পণা-বীথিতে অবতরণ করে। তৎপর দুই বা তিন চিত্ত-ক্ষণ ব্যাপিয়া ফল-চিত্ত উৎপন্ন হয় ও ভবাঙ্গে পতিত হয়। পুনঃ ভবাঙ্গ ছিন্ন হয় ও প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত পরম্পরা উৎপন্ন হয়।

৯। স্মারক-গাথা :— মার্গ আর ফল সহ নির্ব্বাণ-রতন
পুনঃ পুনঃ করে থাকে পণ্ডিত ঈক্ষণ।
ত্যক্ত ক্লেশে, অবশিষ্টে কেহ নিরখয়;
কাহারও বা সেই ইচ্ছা নাহি উপজয়।
ক্রমে ক্রমে গঠিতব্য ছয়টি বিশুদ্ধি।
কহে চতুর্মার্গে "জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি"।

১০। বিমোক্ষ-বিভাগ

এই বিদর্শন ভাবনায় অনাত্মানুদর্শন (অনাত্ম-জ্ঞান) আত্মা-সম্বন্ধীয় বদ্ধমূল ধারণা বিদূরিত করিয়া 'শূন্যতা-বিমোক্ষের' (লোকোত্তর মার্গের ও ফলের) প্রবেশ-দ্বার হয়। অনিত্যানুদর্শন (অনিত্য-জ্ঞান) বিপর্য্যাসকে (সংজ্ঞা-চিত্ত-দৃষ্টি-জনিত-ভ্রান্তিকে) বিদূরিত করিয়া "অনিমিত্ত-বিমোক্ষের" প্রবেশ-দ্বার হয়। দুঃখানুদর্শন (দুঃখ-জ্ঞান) তৃষ্ণা নামক প্রণিধি বিদূরিত করিয়া "অপ্রণিহিত-বিমোক্ষের" প্রবেশ-দ্বার হয়। সুতরাং "উত্থানগামী-বিদর্শন" যখন সংস্কারকে অনাত্ম-ভাবে বিচার করে, তখন মার্গের "শূন্যতা-বিমোক্ষ"; যখন অনিত্য-ভাবে বিচার করে, তখন "অনিমিত্ত-বিমোক্ষ"; যখন দুঃখাকারে বিচার করে, তখন "অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ" নাম প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য বিদর্শন উৎপত্তির উপায় অনুসারে মার্গ ত্রিবিধ নামে অভিহিত হয়। তদ্রূপ ফলও, মার্গ-বীথির সঙ্গে, মার্গ-জ্ঞানোৎপত্তির উপায় অনুসারে ত্রিবিধ নাম প্রাপ্ত হয়।

ফল-সমাপত্তি-বীথিতে উপরোক্ত বিধান অনুসারে বিদর্শন ভাবনাকারীদের যথাযথ ভাবে স্ব স্ব ফলোৎপত্তি হইলে, বিদর্শন উৎপত্তির উপায়ানুসারে সেই ফলকে 'শূন্যতা-বিমোক্ষ' ইত্যাদি বলা হয়। তথাপি সকলের একই (নির্ব্বাণ) আলম্বন ও একই স্বভাবের জন্য, এই নামত্রয়, সর্ব্বত্র (মার্গ ও ফলে) ও সকলের (মার্গস্থ ফলস্থ পুদ্গলের) প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।

এ পর্য্যন্ত বিমোক্ষ-বিভাগ।

১১। পুদ্গল-বিভাগ

পূর্ব্ব বর্ণিত মার্গে ও ফলে যিনি স্রোতাপত্তি-মার্গ ভাবনা করিয়াছেন এবং মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ধ্বংস করিয়া অপায়ে জন্ম-গ্রহণ

রোধ করিয়াছেন তাঁহাকে "সপ্ত-কৃত-পরম-স্রোতাপন্ন" বলা হয়। যিনি সকৃদাগামি-মার্গ ভাবনা করিয়া লোভ-দ্বেষ-মোহকে স্বল্প পরিমিত করিয়াছেন, তাঁহাকে "সকৃদাগামী" বলা হয়। কারণ তিনি একবার মাত্র এই কাম-লোকে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি অনাগামি-মার্গ ভাবনা করিয়া কামরাগ ও ব্যাপাদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছেন, তাঁহাকে "অনাগামী" বলা হয়, কারণ তিনি এই লোকে আর আগমন করেন না। অর্হৎ-মার্গ ভাবনা করিয়া যিনি নিঃশেষিতরূপে ক্লেশ সমূহ ধ্বংস করিয়াছেন তিনি "অর্হৎ", ক্ষীণাসব এবং লোকে দানার্হগণের মধ্যে অগ্রগণ্য।

এ পর্য্যন্ত পুদ্গল-বিভাগ

১২। সমাপত্তি-বিভাগ

ফলস্থ আর্য্য-পুদ্গল চতুষ্টয়ের ফল-সমাপত্তি-বীথি স্ব স্ব লব্ধ ফলানুসারে একই প্রকার। কিন্তু নিরোধ-সমাপত্তিতে পূর্ণ প্রবেশাধিকার শুধু অনাগামী ও অর্হতেরাই লাভ করিতে পারেন। এই নিরোধ-সমাপত্তি বীথিতে অনাগামী বা অর্হৎ প্রথম ধ্যানাদি মহদ্গত-সমাপত্তি লাভ করেন। এবং প্রত্যেক ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া, সেই ধ্যানের সহিত জড়িত সংস্কার-ধর্ম্মকে (ত্রি-লক্ষণানুসারে) বিদর্শন করেন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ধ্যান-প্রণালী অবলম্বন করিয়া "আকিঞ্চন্যায়তন" পর্য্যন্ত ধ্যান করেন; তৎপর অধিষ্ঠানাদি পূর্ব্বকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক "নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন" প্রাপ্ত হন। এই ধ্যানে দুই অর্পণা-জবন উৎপন্ন হইবার পর চিত্ত-প্রবাহ রুদ্ধ হয়। তদ্ধেতু তাঁহাকে "নিরোধ-সমাপন্ন" বলা হয়।

ধ্যান হইতে উত্থিত হইবার সময় অনাগামী হইলে অনাগামি-ফল-চিত্ত একবার, অর্হৎ হইলে অর্হৎ-ফল-চিত্ত একবার উৎপন্ন হইয়া ভবাঙ্গে পতিত হয়। তৎপর স্ব স্ব ফল সম্বন্ধে প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এ পর্য্যন্ত সমাপত্তি-বিভাগ

বিদর্শন কর্ম্ম-স্থান-নীতি সমাপ্ত

১৩। স্মারক-গাথা :— এ শ্রেষ্ঠ ভাবনাদ্বয় ভাবিবে যতনে,
ধ্যান-লব্ধ রসাস্বাদ ইচ্ছিলে শাসনে।

এ পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে কর্ম্ম-স্থান-সংগ্রহ বিভাগ
নামক নবম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্ত

কর্ম্ম-স্থান সংগ্রহের সংক্ষেপার্থ

পূর্ব্বোক্ত আট পরিচ্ছেদে "নাম-রূপের" পার্থক্য, বিশ্লেষণ ও প্রত্যয়াদি প্রদর্শনের পর এই নবম পরিচ্ছেদে সেই নাম-রূপের প্রতি যে অনুশয়াদি সূক্ষ্ম-তৃষ্ণা বিদ্যমান, তাহার ছেদনার্থ শমথ ও বিদর্শন-ভাবনা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

চিত্তের নীবরণাদি স্থূল অকুশল-বৃত্তির শান্ত অবস্থার নাম "শমথ"। ইহা চিত্তের একাগ্রতা-প্রসূত; এই অবস্থার উৎপাদন ও বর্দ্ধনের নাম "শমথ-ভাবনা" বা সমাধি ভাবনা। নাম-রূপকে,— সমগ্র সংস্কার-ধর্ম্মকে,— বিবিধাকারে অর্থাৎ অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মাকারে দর্শনই বিদর্শন। ইহা "নাম-রূপ" সম্বন্ধে সমাহিত চিত্তের নৈর্ব্যক্তিক ভাবে যুক্তি-সঙ্গত বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞান। এই জ্ঞানের উৎপাদন ও বর্দ্ধনের নাম "বিদর্শন-ভাবনা"।

"যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো,
অথস্স সব্বে সংযোগা অত্থং গচ্ছন্তি জানতো"। ধঃ পঃ ৩৮৪

"যখন ব্রাহ্মণ চিত্ত-সংযম বা শমথ এবং বিদর্শন-ভাবনা, এই দুই বিষয়ে দক্ষতা-লাভ করেন, তখন ঐ জ্ঞানীর সমস্ত "সংযোজন" ছিন্ন হইয়া যায়"। বুদ্ধের অনুমোদিত এই ভাবনা, সমাধি, ধ্যান কোন প্রকার গুপ্ত-বিদ্যা (Occult-Practice) নহে; এবং কৃচ্ছ্র-সাধনও নহে। ইহা মধ্যপথ; আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টম অঙ্গ। "সংযুক্ত-নিকায়ে" বুদ্ধ বলিতেছেন,— "ভিক্ষুগণ, সমাধি অভ্যাস কর। সমাহিতেরা যথার্থ স্বভাব ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারেন। কি বুঝিতে পারেন? রূপের উৎপত্তি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন,

বিনাশ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন। সেই প্রকার বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান,— প্রত্যেকের উৎপত্তি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন, প্রত্যেকটির বিনাশও সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন"। "মধ্যম-নিকায়ের ১৪৯-তম সূত্রে বলিতেছেন" পঞ্চোপাদান স্কন্ধ (দুঃখ-সত্য) অভিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে : অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা (সমুদয়-সত্য) অভিজ্ঞা-দ্বারা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শমথ ও বিদর্শন (মার্গ-সত্য) অভিজ্ঞা-দ্বারা গঠন করিতে হইবে এবং নির্ব্বাণ (নিরোধ-সত্য) অভিজ্ঞা-দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে"।

শমথ ঃ— শমথ-ভাবনার জন্য চল্লিশটি কর্ম্ম-স্থানের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত আলম্বনকে ৩৫—৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত নিয়মে ভাবনা করিতে হয়। আচার্য্য বুদ্ধ-ঘোষের "বিশুদ্ধি-মার্গে" এই কর্ম্ম-স্থানের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

পৃথিবী-কৃৎস্ন-ভাবনার আলম্বন কর্ষিত ভূমি-খণ্ড বা তদুদ্দেশ্যে প্রস্তুত গোলাকার মৃত্তিকা-খণ্ড। উহাকে কিছু দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, "পৃথিবী" "পৃথিবী" জপিয়া ভাবনা করিতে হয়। **আপ-কৃৎস্ন** পুষ্করিণী, হ্রদ, সমুদ্রের বা পাত্র-স্থিত জল। ঐ জলে দৃষ্টি ও চিত্ত আবদ্ধ করিয়া "আপ" বা "জল" জপিতে জপিতে ভাবনা করিতে হয়। সেইরূপ **তেজ-কৃৎস্ন** দীপ-শিখা, বনাগ্নি বা অন্য কোন অগ্নি-শিখা। **বায়ু-কৃৎস্ন** বায়ু-সঞ্চালিত বৃক্ষ-শাখা বা তদ্রূপ অন্য কোন বস্তু। নীল, পীত, লাল ও শ্বেত বর্ণের পুষ্প, বস্ত্র-খণ্ডাদি **চারি বর্ণ-কৃৎস্ন**; বাতায়ন বা প্রাচীরের ছিদ্র-পথে আগত আলোক **আলোক-কৃৎস্ন** এবং ঐ সসীম আকাশ বা ছিদ্রই **আকাশ-কৃৎস্ন**।

দশ-অশুভ (অশুচি) ভাবনার উদ্দেশ্য দেহ-শোভা ও কাম-ছন্দের প্রতি বিরক্তি-উৎপাদন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন ও শান্তভাব আনয়ন। এই ভাবনার আলম্বন প্রকৃত বা কাল্পনিক

(পূর্ব্ব-দৃষ্ট) পচা শব, পশু-পক্ষী দ্বারা খাদিত, ছিদ্রীকৃত শব, কীট-পূর্ণ শব, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থিপুঞ্জ—স্ফীত শবদেহ হইতে অস্থি-শেষ হওয়া পর্য্যন্ত দশবিধ অবস্থাপন্নের কোন্ এক অবস্থাপন্নকে আলম্বন করিয়া ভাবনা করিতে হয়। দশবিধ হইলেও ইহাদের একটি মাত্র লক্ষণ "অশুচিতা"।

অনুস্মৃতি অর্থ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা। প্রথম আট অনুস্মৃতি-ভাবনার আলম্বন গুণাবলী। এই গুণাবলীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া একাগ্রচিত্তে অনুস্মরণ করিতে থাকিলে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়। শ্রদ্ধা হইতে চিত্ত-শান্তি; শান্ত-চিত্তই সমাধি লাভ করে।

বুদ্ধানুস্মৃতির আলম্বন বুদ্ধের নয় প্রকার গুণ; যথা:— (১) অর্হত; (২) সম্যক্ সম্বুদ্ধ; (৩) বিদ্যা-চরণ-সম্পন্ন; (৪) সুগত; (৫) লোকবিদ্; (৬) অনুত্তর, দমন-যোগ্য পুরুষের সারথি; (৭) দেব-মনুষ্যের শাস্তা; (৮) বুদ্ধ; (৯) ভগবান। বুদ্ধানুস্মৃতি জীবনের আদর্শে শ্রদ্ধা জন্মায়।

ধর্ম্মানুস্মৃতির আলম্বন ধর্ম্মের ছয় প্রকার গুণ। যথা:— ভগবানের ধর্ম্ম (১) সুব্যাখ্যাত; (২) সান্দৃষ্টিক; (৩) কাল-নিরপেক্ষ; (৪) আহ্বান-কারী; (৫) পরিচালনকারী; (৬) জ্ঞানিগণের নিজে নিজে জ্ঞাতব্য। ধর্ম্মানুস্মৃতি জীবন-রহস্য উদ্ভেদ করিয়া জীবনে মরণে আত্ম-নির্ভরশীল করে ও নির্ব্বাণে পরিচালন করে।

সঙ্ঘানুস্মৃতির আলম্বন লোকোত্তর-সঙ্ঘের নয় প্রকার গুণ:— ভগবানের শ্রাবক-সঙ্ঘ (১) সুপ্রতিপন্ন; (২) ঋজু প্রতিপন্ন; (৩) ন্যায়-প্রতিপন্ন; (৪) সমীচি-প্রতিপন্ন; (৫) আহ্বান-যোগ্য; (৬) সৎকার-যোগ্য; (৭) দানার্হ; (৮) অঞ্জলি-বদ্ধ প্রণাম-যোগ্য (৯) লোকে অনুত্তর পুণ্য-ক্ষেত্র। সঙ্ঘানুস্মৃতি ব্রহ্ম-চর্য্যে উৎসাহিত করে।

শীলানুস্মৃতির আলম্বন নিজ নিজ শীল-গুণ। যথা, "আমার শীল-সমূহ অখণ্ড ; অচ্ছিদ্র ; অশবল (দাগ-হীন) ; অকল্মাষ (নির্দ্দোষ) ; ভুজিষ্য (তৃষ্ণাধীন নহে) ; বিজ্ঞ-প্রশংসিত ; মিথ্যা-দৃষ্টি-মুক্ত ; সমাধি-প্রবর্ত্তক"। শীলানুস্মৃতি শীল-পালনকে সহজ-সাধ্য ও আনন্দময় করে।

ত্যাগানুস্মৃতির আলম্বন নিজ নিজ দান কার্য্যের গুণাবলী :—"ইহা বাস্তবিক আমার পক্ষে মহালাভ যে, মাৎসর্য্য-মল দ্বারা অভিভূত এই মনুষ্যগণের মধ্যে, আমি মাৎসর্য্য-হীন চিত্তে বাস করিতেছি। উদার, বিশুদ্ধ-হস্ত, দান-কার্য্যে আনন্দ চিত্ত, যাচকের অধিগম্য, দান-কার্য্যে অন্যকে অংশী করিতে আনন্দিত"। ত্যাগানুস্মৃতি দ্বারা নিবৃত্তি-জনিত "আনন্দ" লাভ হয়।

দেবতানুস্মৃতির আলম্বনও নিজের শ্রদ্ধা, শীল, প্রজ্ঞাদি। কাম, রূপ ও অরূপ-লোকের দেবতাগণকে সাক্ষি-পদে স্থাপন পূর্ব্বক নিজের শ্রদ্ধাদি গুণ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে হয়। "দেবতারাও আমার ন্যায় মনুষ্য ছিলেন। শ্রদ্ধাদি গুণে দেব-জন্ম লাভ করিয়াছেন। আমার নিকটও তদ্রূপ শ্রদ্ধা, শীল, প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান, ত্যাগ বিদ্যমান আছে"। অন্যান্য অনুস্মৃতি ভাবনার ন্যায় দেবতানুস্মৃতি ভাবনার সময়ও চিত্ত রাগ-দ্বেষ-মোহ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। বিনীবরণ হইয়া চিত্ত "উপচার-সমাধি" প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম-জীবন যাপনে সাহস ও উৎসাহ জন্মে।

উপশমানুস্মৃতির আলম্বন নির্ব্বাণের শান্তি। মনে করিতে হইবে "আমিই শান্তি, শান্তিতে পরিবেষ্টিত, উপরে শান্তি, পাশে শান্তি, সম্মুখে শান্তি, অভ্যন্তরে শান্তি, আমি শান্তিতে নিমগ্ন"। নিজকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে (দর্পণের ছবির মতো বা চন্দ্র, সূর্য্যের মতো) পথ চলিতে, উপবেশনে, দণ্ডায়মানে, জনতার মধ্যে শান্তির মূর্ত্তিরূপে মনশ্চক্ষে দেখিতে হয়। বিরাগ-জনিত, তৃষ্ণাক্ষয় জনিত শান্তিকেই আলম্বন করিতে হয়।

মরণানুস্মৃতি-ভাবনাকাঙ্খীকে "মরণ হইবে", "জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ হইবে", অথবা "মরণ" "মরণ" জপনা করিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি সহকারে ভাবনা করিতে হয়; নতুবা শোক-দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে। মরণানুস্মৃতি সর্ব্ব-পাপ-কর্ম্মে বিরতি ও পুণ্য-কর্ম্মে উৎসাহ উৎপন্ন করে এবং ধীর-চিত্তে মরণ-বরণের ক্ষমতা জন্মায়।

কায়গতা-স্মৃতির আলম্বন কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক। মাংস, স্নায়ু. অস্থি, অস্থি-মজ্জা, মূত্রাশয়। হৃৎপিণ্ড, যকৃত ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌। বৃহদন্ত্রী, ক্ষুদ্রান্ত্রী, পাকাশয়, করীষ, মগজ। পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ। অশ্রু, চর্ব্বি, লালা, সিঙ্ঘাণক, গ্রন্থি-তৈল, মূত্র। দশ-অশুভ ভাবনায় মৃতদেহের "অশুচিতা" সম্বন্ধে সংস্কার-গঠন। কায়গতা-স্মৃতি-ভাবনায় জীবিত দেহের অশুচিতা সম্বন্ধে সংস্কার-গঠন দৈহিক অশুচিতা-জ্ঞান ধর্ম্ম-জীবন যাপনের ও গঠনের অমূল্য সহায়।

"আনাপান" = আন+অপান; অর্থাৎ নিশ্বাস ও প্রশ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত-স্থির করার নাম "আনাপান-স্মৃতি-ভাবনা"। ইহা হঠ-যোগ বা প্রাণায়াম নহে। মধ্যম-নিকায়ের ১১৮ তম সূত্র দ্রষ্টব্য। এই ভাবনায় "স্মৃতি-প্রস্থান" ও "সপ্ত-বোধ্যঙ্গ" ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্ববিধ আহার্য্য সর্ব্ব অবস্থায়,—পরিভোগ কালে, অর্দ্ধজীর্ণাবস্থায়, জীর্ণাবস্থায়, পরিণতাবস্থায়, দেহের উপকরণে পরিণত হইলেও ঘৃণনীয়। এইরূপ সংস্কার সংগঠনই "আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা" বা এক সংজ্ঞা-ভাবনা। ইহা দ্বারা রস-তৃষ্ণা হইতে চিত্ত মুক্ত থাকে এবং রূপ-স্কন্ধের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

"এক ব্যবস্থান", "চারি ধাতু ব্যবস্থান", 'ধাতু-মনসিকার', "ধাতু কর্ম্ম-স্থান" ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও ইহারা

কার্য্যতঃ একই কর্ম্ম-স্থান। "এই কায়া সচল বা নিশ্চল যেই অবস্থায় থাকুক না কেন ইহাকে "ধাতু" (নিজস্ব-স্বভাব) অনুসারে প্রত্যবেক্ষণ করিতে হয় যে, কেশাদি কুড়িটি কঠিন জিনিষ; পিত্ত প্রভৃতি বারটি তরল জিনিষ; নিশ্বাস-প্রশ্বাস, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ; এবং উত্তাপ; — এই চতুর্ব্বিধ "ধাতু" ভিন্ন অন্য কিছু দেহে নাই। মনশ্চক্ষে দেহকে এইরূপ চারি ধাতুতে বিভাগ করিয়া প্রত্যবেক্ষণই "ধাতুর আকারে কায়ার বিচার"। গো-ঘাতক যেমন হত-গোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া (বিক্রয়ার্থ) স্তূপে স্তূপে রাখিলে, উহাকে কেহ গরু মনে করে না, মাংসই মনে করে, তেমনি নিজ দেহকে কল্পনার চক্ষে ধাতু অনুসারে বিভাগ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারিলে "আমি" ধারণা বিলোপ পায়। রূপ-স্কন্ধের অনাত্ম-জ্ঞান ক্রমে নাম স্কন্ধের অনাত্ম-জ্ঞানে পরিচালিত করে।

চারি অপ্রমেয়-ভাবনার মধ্যে জীবের হিত-সুখ কামনা "মৈত্রী"। ইহার আলম্বন সত্ত্ব। পর-দুঃখ অপনোদনেচ্ছা "করুণা"; ইহার আলম্বন পরের দুঃখ; অসহায় অবস্থা। পরের সুখ-সম্পদ অনুমোদন "মুদিতা"। পরের সুখ-সম্পদই মুদিতার আলম্বন। চিত্তের অলীন ও অনুদ্ধত অবস্থা "উপেক্ষা"। লীন ও উদ্ধত অবস্থার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই তত্রমধ্যস্থতা বা উপেক্ষা। ঈদৃশী অবস্থার সুগঠনই উপেক্ষা-ভাবনা। ইহা লাভালাভ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখাদি লোক-ধর্ম্মে চিত্তের অকম্পিত ভাব। চারি অপ্রমেয়-ভাবনার অন্য নাম "ব্রহ্ম-বিহার" বা শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন। আচার্য্য বুদ্ধ-ঘোষের উপমানুসারে জননীর পক্ষে শিশু পুত্রের যৌবন-কামনা "মৈত্রী"। রুগ্ন-সন্তানের আরোগ্য-কামনা "করুণা"। যুবক পুত্রের যৌবনাবস্থার চিরস্থিতি-কামনা "মুদিতা"। আত্ম-নির্ভর-ক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্বিগ্নতা "উপেক্ষা"। কর্ম্ম-স্বকীয়তা-জ্ঞানই চিত্তের "উপেক্ষা" উৎপাদক।

বিদর্শন-কর্ম্ম-স্থান

১। **শীল-বিশুদ্ধি**ঃ— সদ্ধর্ম্মের লক্ষ্য "নির্ব্বাণ" লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ কায় ও বাক্-সংযমের অর্থাৎ শীল-পালনের মধ্য-দিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। কারণ শীলই পবিত্র-জীবনের ভিত্তি। এই উন্নতি-মুখী জীবন ন্যূনকল্পে পঞ্চশীলে আরম্ভ। পরে ক্রমে অষ্টশীল, দশ-শীলাদি পালন করিতে হয়। শীল-পালন যখন হস্তাদি সঞ্চালনের ন্যায় অভ্যস্ত ও সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে, তখন চিত্ত ক্রমে পবিত্র, সরল ও শক্তিশালী হইতে থাকে এবং দরিদ্র-জীবন-যাপনে লজ্জা বা সঙ্কোচ-বোধ হয় না; বরং বিলাস-জীবনে একটা বিতৃষ্ণা জন্মে। পাছে অলসতা, গ্লানি ইত্যাদি উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি ভোজনেও মিতাচারী হন। এইরূপ অনাড়ম্বর ও পবিত্র-জীবন যাপন করিতে করিতে, তাহার ফল-স্বরূপ, তাঁহার চিত্তে এই ভাব জাগ্রত হয়:— "গৃহীর জীবন বিঘ্ন-বহুল, রজঃ-পথ। প্রব্রজিত-জীবন উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়; শান্তি-উদ্ভাসিত"। তিনি বাহ্যিক ভাবে প্রব্রজিত হউন, বা না হউন, তাঁহার চিত্ত প্রব্রজিত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিটি প্রধান ও উচ্চতর শীলও পালন করিতে থাকেন। বিনয়-পিটকের অন্তর্গত "প্রাতিমোক্ষ" গ্রন্থে দুশ্চরিত্রাদি-সংবরণ ও শিষ্টাচারাদি পালন সম্বন্ধে যে সব বিধান লিপিবদ্ধ আছে, তদনুযায়ী স্বভাব গঠন করেন। ইহা **"প্রাতিমোক্ষ-সংবর-শীল"**।

চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয়-পথে রূপাদির সংযোগে যে সব তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে সব তৃষ্ণার উদ্ভবের অবকাশ প্রদান করেন না। প্রমাদ-বশে উদ্রিক্ত হইলেও তাহা তৎক্ষণাৎ দমন করেন এবং বলেন:—

"এ চিত্ত ভ্রমিত পূর্ব্বে ঘুরিয়া, ঘুরিয়া,
ইচ্ছা ও কামনা মতো সুখ অন্বেষিয়া।
অঙ্কুশে মাহুত দমে প্রমত্ত বারণ,
জ্ঞানাঙ্কুশে চিত্তে আজ দমিব তেমন"। ধঃ পঃ ৩২৬

ইহা **"ইন্দ্রিয়-সংবর-শীল"**।

তিনি জীবিকা-আহরণও এমন ভাবে করিতে থাকেন, যেন তাহাও জীবনের অগ্রগতির সহায় হয় এবং কোনরূপ কপটতা-ছলনার অন্তরালে ইহা সম্পাদিত না হয়। পক্ষান্তরে এই আহরণ যেন অল্পেচ্ছা ও সন্তুষ্টির, মৈত্রী ও করুণার অনুকূল হয়। ইহা **"আজীব-পরিশুদ্ধ শীল"**।

এমন কি সেই পরিশুদ্ধ আজীব-লব্ধ অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির ব্যবহার, এই প্রগতিশীল জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করিতে থাকেন; ইহা **"প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত-শীল"**। ভিক্ষুর পক্ষে পরিধেয় চীবর, আহার্য্য, আবাস-স্থান ও ঔষধ,— এই চতুর্ব্বিধ বস্তু ভৌতিক দেহকে কার্য্যক্ষম রাখিবার অপরিহার্য্য প্রত্যয় বা কারণ বলিয়া ইহাদিগকে "প্রত্যয়" বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত শীল চতুষ্টয়ই "শীল-বিশুদ্ধি"। এই শীল-বিশুদ্ধির আবশ্যকতা ঘোষণা করিতে যাইয়া ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন :—

"প্রাজ্ঞ ভিক্ষু আদি-কর্ম্ম ইন্দ্রিয়-দমন,
সন্তোষ ও প্রাতিমোক্ষ-শীল আচরণ,
শুদ্ধ-জীবি, অনলস, কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষী
মিত্রের সংসর্গ তরে হবে অভিলাষী"। ধঃ পঃ — ৩৭৫

২। **চিত্ত-বিশুদ্ধি** :— এইরূপে শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্ব্বাণ-যাত্রী উচ্চতর অনুশীলনে,— সমাধি-ভাবনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। শীল সমাধির অপরিহার্য্য প্রাথমিক অবস্থা। উপরে উল্লেখিত চল্লিশটি কর্ম্ম-স্থান হইতে, রোগানুযায়ী ভেষজের ব্যবস্থার ন্যায়, চরিতানুযায়ী ইহা নির্ব্বাচন করিতে হয়। এই নির্ব্বাচিত কর্ম্ম স্থানকে "পরিকর্ম্ম-নিমিত্ত" বলা হয়। এইরূপ "উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত" ও "প্রতিভাগ-নিমিত্ত" সম্বন্ধে আলোচনা অনুবাদে বিশদ। বিশেষতঃ রূপ-চিত্তোৎপত্তির বর্ণনায়ও এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

প্রতিভাগ-নিমিত্ত অবলম্বনে চিত্ত যখন সমাধিস্থ হয়, তখন চিত্তের "উপচার সমাধি"। এবং তদ্দ্বারা যখন "নীবরণ" সাময়িক ভাবে নিবৃত্ত থাকে, তখন চিত্তে "প্রীতির" সঞ্চার হয়; এবং এই প্রীতি-রসে অন্যান্য ধ্যানাঙ্গও শক্তিশালী হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহা "অর্পণা-সমাধি" বা পূর্ণ সমাধি। এই উপচারও অর্পণা সমাধির প্রভাবে চিত্তের নীবরণ-হীন প্রীতিময় অবস্থার নাম "চিত্ত-বিশুদ্ধি"।

চঞ্চল চিত্তকে একবার সমাহিত করিতে সক্ষম হইলে যাত্রী স্বীয় শীল-ভিত্তি রক্ষা পূর্ব্বক শুধু পৌনঃপুনিক অভ্যাসে উচ্চতর ধ্যান-সমূহ লাভ করিতে পারেন; এমন কি রূপাবচর পঞ্চম-ধ্যানজ পঞ্চবিধ অভিজ্ঞা,— লোকীয়-ঋদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারেন। কিন্তু অর্পণা-সমাধি বা লোকীয়-ঋদ্ধি অর্হত্ত্ব-প্রাপ্তির পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। অর্পণা-সমাধি লাভার্থ চেষ্টা ব্যতীত, সোজা বিদর্শন-ভাবনা করিতে করিতে উপচারের একাগ্রতা দ্বারা আসব-ক্ষয় করা যায়। ঈদৃশ ক্ষীণাসবকে "শুষ্ক-বিদর্শক" বলা হয়। কারণ তিনি বিদর্শন-জ্ঞানে তৃষ্ণা শুষ্ক করিয়া থাকেন। শমথ-ধ্যান লাভ করিলেও অনুশয়ের নিরবশেষ ধ্বংসের জন্য বিদর্শন-জ্ঞান আবশ্যক। শমথ-ধ্যান লোকীয় এবং চিত্তের একাগ্রতা প্রসূত। ইহা চিত্তকে সাময়িক ভাবে বিনীবরণ করিয়া শান্ত রাখে; কিন্তু "অনুশয়" ধ্বংস করিতে পারে না। শমথ-শাসিত চিত্তের অনুশয়-ধ্বংস-কর্ত্তা একমাত্র বিদর্শন-জ্ঞান,— অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-জ্ঞান। শীল আমাদের বাক্য ও কার্য্যকে সুপথে পরিচালিত করে; "ব্যতিক্রম-অবস্থা" নিবারণ করে। সমাধি-ভাবনা লোকীয় সুখ-শান্তি দান করে; ক্লেশ সমূহ সংযত রাখিয়া চিত্তকে শক্তিশালী করে, তথা প্রজ্ঞা-লাভের উপযোগী করে। ইহাই শমথ-ভাবনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা সদ্ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য নহে। আড়ার কালাম ও রাম-পুত্র রুদ্রক শমথের অধিকারী ছিলেন। সদ্ধর্ম্মের বিশিষ্টতার সূচনা "দৃষ্টি-বিশুদ্ধিতে"। সুতরাং নির্ব্বাণ-যাত্রী যথাভূত প্রজ্ঞা-লাভার্থ বিশুদ্ধ-চিত্তে "দৃষ্টি-বিশুদ্ধির" জন্য মনোযোগী হন

৩। **দৃষ্টি-বিশুদ্ধি** ঃ— "দৃষ্টি" কি? পঞ্চস্কন্ধে "আমি" বা "আত্মা" ধারণাই মিথ্যাদৃষ্টি বা আত্ম-বাদ। তিনি সমাহিত চিত্তে "নাম-রূপকে" পরীক্ষা করেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত রীতি অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ মূলক পরীক্ষার পর তিনি নামস্কন্ধকে বেদনা, সংজ্ঞা, পঞ্চাশ প্রকার সংস্কার ও ৮১প্রকার লোকীয় বিজ্ঞান-স্কন্ধে এবং রূপ-স্কন্ধকে ২৮ প্রকার রূপে বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ, রস, উৎপত্তির কারণ ও পরিণাম-ফল অনুসারে বিচার করেন। বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, নাম রূপ নহে, রূপও নাম নহে; উভয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সূর্য্য-রশ্মি ও জল-কণিকার বিশেষাকার সংমিশ্রণে যেমন ইন্দ্র-ধনু উৎপন্ন হয়, তেমনি "নাম" ও "রূপের" সংমিশ্রণে "আমি"র উৎপত্তি। খঞ্জ ও অন্ধের পারস্পরিক সাহায্যে পথ-চলার ন্যায়, এই "নাম" ও "রূপ" পরস্পরের সাহায্যে "আমি" সৃজন করিয়া চলিয়াছে। কোনটি একত্রযোগে বা পৃথক্ ভাবে "আমি", "আত্মা", "সত্ব", "পুদ্গল", "দেব" বা "ব্রহ্মা" নহে। উভয়ের পরস্পর সম্মেলনের কারণ তাহাদের মধ্যেই রহিয়াছে। ইহা সংস্কার বা "কর্ম্ম"। নাম ও রূপের [illegible] তৃতীয় পক্ষ নাই। নাম-রূপই সংস্কার, সংস্কারই নাম-রূপ। এই প্রকার বিচার করিয়া "নাম-রূপকে" অনাত্ম-ভাবে উপলব্ধি করাই "দৃষ্টি-বিশুদ্ধি"।

৪। **কঙ্ক্ষা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি** ঃ— "নাম-রূপ" সম্বন্ধে ঈদৃশ বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি "নাম-রূপের" প্রত্যয় বা কারণ নির্ণয়ে মনোযোগী হন (৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন যে, লোকীয় সব কিছু, তিনি নিজেও কারণ-সম্ভূত। এই বর্ত্তমান "নাম-রূপ" অতীত হেতুর ফল। অতীতের "অবিদ্যা-তৃষ্ণা-উপাদান" জননীর ন্যায়, "কর্ম্ম" জনকের ন্যায় এবং "আহার" ধাত্রীব ন্যায় একত্রযোগে কাজ করাতে

বর্ত্তমান "নাম-রূপের" উৎপত্তি। এবং বর্ত্তমানের এই পঞ্চ হেতু দ্বারা ভাবী "নাম-রূপ" উৎপন্ন হইবে। "প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি" ও "প্রস্থান-নীতি" সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তিনি নাম-রূপের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাবতীয় (১৬ প্রকার) সংশয়* অপনোদন করেন। এইরূপ প্রত্যয়-জ্ঞানে ত্রৈকালিক সংশয় হইতে উত্তীর্ণের নাম "কঙ্খা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি"।

৫। **মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি** :—'নাম-রূপ' সম্বন্ধে ত্রৈকালিক সংশয়-বিমুক্তি জনিত বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পর, তিনি নিম্নোক্ত পর্য্যায়ানুসারে দশ প্রকার বিদর্শন-জ্ঞান ভাবনা করিতে থাকেন :— তিনি নাম-রূপের লক্ষণত্রয় — অনিত্যতা-দুঃখময়তা অনাত্মতা — লোকীয় জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ ভাবনা করেন এবং বুঝিতে পারেন যে, নাম-রূপ ক্ষয়-স্বভাব ও বিপরিণাম-ধর্ম্মী ; সুতরাং "অনিত্য"। অনিত্য-ধর্ম্মী বলিয়া "হারাই হারাই, সদা ভয় পাই", তাই ইহা ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর ; এজন্য "দুঃখ"। "নাম-রূপ" প্রত্যয়-সমুৎপন্ন, স্বাবলম্বন-হীন, আহার-সাপেক্ষ ; সুতরাং অসার, সুতরাং "অনাত্ম"। এই নিয়মে "নাম-রূপের" এই তিন প্রধান লক্ষণ ভাবনা করিতে করিতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা (১) "সংমর্শন-জ্ঞান" †।

* আমি কি অতীতে ছিলাম? না ছিলাম না? কি ছিলাম? কিরূপ ছিলাম? কিরূপ অবস্থা হইতে কিরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলাম? আমি ভবিষ্যতে থাকিব? না থাকিব না? কি হইব? কিরূপ হইব? কিরূপ অবস্থা হইতে কিরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইব? আমি কি বর্ত্তমানে আছি? নাই? কি হইয়া আছি? কিরূপ আছি? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব?

† মৃশ্ ধাতু নিষ্পন্ন এই "সংমর্শন" শব্দের অর্থ "যুক্তি-পূর্ণ মন্ত্রণা বা চিন্তা"। সুতরাং "সংমর্শন-জ্ঞান" = যুক্তি-পূর্ণ চিন্তা-জাত জ্ঞান।

এই ত্রিলক্ষণে জ্ঞান পুষ্ট হইলে, তিনি দেখিতে পান যে, "নাম-রূপ" একটি উৎপত্তিশীল ও বিলয়শীল প্রবাহ। হেতুর উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ইহার নিরোধ। ইহা (২) "উদয়--ব্যয়-জ্ঞান"। সংমর্শন-জ্ঞানের সহিত "উদয়-ব্যয়" ভাবনা * করিতে করিতে, অবশেষে, এমন এক দিন উপস্থিত হয়, যখন তিনি সবিস্ময় নেত্রে দেখিতে পান যে, স্বীয় দেহ হইতে এক "জ্যোতিঃ" বিচ্ছুরিত হইতেছে; এক অভূত-পূর্ব্ব "প্রীতি", এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব "সুখ" ও দেহ-মনের "প্রশান্ত-ভাব" অনুভূত হইতেছে। তাঁহার "শ্রদ্ধা" গভীরতর ও "কর্ম্ম-শক্তি" প্রবলতর হইয়াছে। তাঁহার "স্মৃতি" নির্ম্মলতর ও "অন্তর্দ্দৃষ্টি" অসাধারণ তীব্র; এবং বিদর্শন-সহজাতা "উপেক্ষা" উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি এই অভূত-পূর্ব্ব অবস্থাকে, বিশেষতঃ দৈহিক জ্যোতিঃকে অর্হতের অবস্থা বলিয়া ভুল করেন এবং এই অবস্থার আকাঙ্ক্ষী হন। পরে (হয়তঃ গুরুর উপদেশে) বুঝিতে পারেন যে, এই আকাঙ্ক্ষা, এই নিকান্তি (সূক্ষ্ম-তৃষ্ণা) মহাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক,— বিদর্শনের উপক্লেশ। এইরূপে তিনি "মার্গ" ও "অমার্গ" নির্দ্ধারণের শক্তির অনুশীলন করেন। ইহাই "মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি"।

৬। **প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি**:— প্রকৃত মার্গ-নির্দ্ধারণের পর, তিনি উক্ত দশ উপক্লেশ-বিমুক্ত চিত্তে পুনঃ সেই প্রকৃত মার্গ-জ্ঞানানুযায়ী নাম-রূপের (১) "উদয়-ব্যয়" ভাবনা করিতে থাকেন। তাহাতে এই জ্ঞান তীক্ষ্ণতর হয় এবং "উদয়" অপেক্ষা "ব্যয়" বা "ভঙ্গই" তাঁহার নিকট স্পষ্টতর হয়। তিনি তাঁহার সমগ্র স্মৃতি এই "নাম-রূপের" ক্ষণ-ভঙ্গুরতায় নিযুক্ত রাখেন ও তদ্দ্বারা (৩) "ভঙ্গ-জ্ঞান" ভাবনা (গঠন) করিতে থাকেন।

* ইহা উপক্লেশ-যুক্ত চিত্তের "উদয়-ব্যয়" ভাবনা

অনিত্য-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা এই ভঙ্গ-জ্ঞান। "ভঙ্গো নাম অনিচ্চতায পরম কোটি"। তিনি বুঝিতে পারেন যে, "নাম-রূপ" যাহা "আমি" সৃজন করিয়া আছে, তাহা একটি ঘূর্ণাবর্ত্ত স্বরূপ; কোন দুই মুহূর্ত্ত এক থাকে না। জীবনের এবংবিধ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার নিকট যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ড! কাম-লোক, রূপ-লোক অরূপ-লোক এক একটি মহাবিপদের উৎস! ইহা (৪) "ভয়-জ্ঞান"। ইহাই "দুঃখ-সত্যে" জ্ঞান-লাভ।

ত্রিভূমি, পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশায়তন, অষ্টাদশ-ধাতু প্রভৃতি অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগতকে এরূপ ভয়ঙ্কর ও আশ্রয়-হীন বুঝিতে পারিয়া তিনি দেখেন যে, ইহারা প্রত্যেকটি কেমন দীন, সর্ব্বতোভাবে দৈন্যভাবাপন্ন, নীরস। ঈদৃশ জ্ঞান (৫) "আদীনব-জ্ঞান"।

এই আদীনব-জ্ঞানোদয়-হেতু তিনি ত্রিলোকের আর কিছু আনন্দানুভব করিতে পারেন না; সমস্তই আস্বাদ-হীন, নী এইরূপে সমস্ত সংস্কারে নির্ব্বেদ বা নিরানন্দ উৎপন্ন হয় (৬) "নির্ব্বেদ-জ্ঞান"।

সংস্কার সম্বন্ধে এই নির্ব্বেদ-জ্ঞান দ্বারা ত্রিলোকের প্রভাব হইতে তাঁহার মুক্তির ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। ইহা (৭) বা "মুমুক্ষা-জ্ঞান"।

এই মুমুক্ষা-জ্ঞান তাঁহাকে মুক্তির উপায়-উদ্ভাবনে পরিচালিত করে এবং সিদ্ধির উপায় স্বরূপ পুনরায় সংস্কারের (প্রত্যয়োৎপন্নের) ত্রি-লক্ষণ— অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম — ভাবনা করেন। ইহা (৮) "প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান"।

এই "প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান" তাঁহাকে ত্রি-লক্ষণ-ভাবনা দ্বারা হেতুজ সংস্কারের প্রতি উপেক্ষক হইতে উপদেশ দেয়। তদনুসারে

তিনি, পরিত্যক্ত ভার্য্যার প্রতি স্বামীর উদাসীনতার ন্যায়, সর্ব্ব-সংস্কারে উদাসীন হন। ইহা (৯) "সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান"। সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানোদয়ে সংস্কারের প্রতি আর অনুরাগ-বিরাগ থাকিতে পারে না। লোকীয় লাভালাভে, সুখ-দুঃখে, নিন্দা-প্রশংসায় তিনি অচঞ্চল থাকেন,— ইহা তত্রমধ্যস্থতা-উপেক্ষা। তিনি এই জ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠা দ্বারা নিজকে লোকোত্তর-জ্ঞানের উপযোগী করেন। চিত্তের এই মার্গোপযোগী ও মার্গানুকূল অবস্থাই (১০) "অনুলোম-জ্ঞান"। এই জ্ঞান লোকীয় বিদর্শনের চরমাবস্থা। "উদয়-ব্যয়" হইতে "অনুলোম" পর্য্যন্ত নববিধ বিদর্শন-জ্ঞানের সমষ্টিগত নাম "প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি" অর্থাৎ ত্রি-লক্ষণ-জ্ঞান-গঠনের (ভাবনার) পথে পরম্পরাগত নববিধ জ্ঞান-দর্শনের বিশুদ্ধতা বা মিথ্যা-দৃষ্টি-হীনতা। সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান ও অনুলোম-জ্ঞানের সাধারণ নাম "উত্থানগামী-বিদর্শন"। কারণ ইহা সুনিশ্চিতে মার্গেই উন্নমিত করে। উত্থান অর্থ মার্গ; পৃথগ্‌জনকে লোকীয় সংস্কার হইতে উদ্ধার করে বলিয়াই মার্গের এক নাম "উত্থান"। ইহাকে "বিমোক্ষ-মুখও" বলা হয়। কারণ আর এক ক্ষণ পরেই অর্থাৎ গোত্রভূ-ক্ষণের পরই মার্গ-লাভ হয়।

বিমোক্ষ-মুখ ত্রিবিধ নামে অভিহিত হয়। বিদর্শক যখন "অনিত্য-ভাবনা" করিতে করিতে সংজ্ঞাজ ভ্রান্তি, চিত্তজ ভ্রান্তি, মিথ্যাদৃষ্টিজ ভ্রান্তি (বিপর্য্যাস) (যাহা অনিত্যে নিত্য ধারণা জন্মায় তাহা) হইতে চিত্তকে মুক্ত করেন, তখন এই ভাবনা "অনিমিত্ত-বিমোক্ষ-মুখ" নামে অভিহিত হয়। তদ্রূপ যখন "দুঃখ-ভাবনা" দ্বারা চিত্তকে সংস্কার-ধর্ম্মের প্রতি বীততৃষ্ণ করিয়া তোলেন, তখন এই ভাবনার নাম "অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ-মুখ"। এবং "অনাত্ম-ভাবনা" দ্বারা চিত্তকে আত্মা-ধারণা হইতে মুক্ত করিলে, এই ভাবনা "শূন্যতা-বিমোক্ষ-মুখ" নাম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মার্গ, ফল এবং নির্ব্বাণও এই ত্রিবিধ লক্ষণ-ভাবনানুসারে ত্রিবিধ নাম প্রাপ্ত হয়।

"প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি" এতদূর আয়ত্ত করিবার পর, ত্রি-লক্ষণের মধ্যে যে লক্ষণটি তাঁহার নিকট অতিশয় কার্য্যকরী বোধ হয়, সেই লক্ষণটিই তিনি অহোরাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। একাগ্র ও স্মৃতিশীল চিত্তে সুশৃঙ্খলার সহিত এই সম্যক্ ব্যায়াম করিতে করিতে, যখন এই লক্ষণ-জ্ঞান তাঁহার দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্নে পরিণত হয়, তখন একদিন, অকস্মাৎ, অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায়, তাঁহার নিকট নির্ব্বাণের শান্তি-জ্যোতির প্রথম বিকাশ হয়। তৎপর নিম্ন পর্য্যায় সপ্ত জবন-চিত্ত উৎপন্ন হয় :—

ভ	ন	দ	ম	ক	চা	নু	গো	মা	ফ	ফ	ভ
|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||	|||

প্রথম জবন পরিকর্ম্ম, ২য় জবন উপচার, ৩য় অনুলোম, ৪র্থ গোত্রভূ ৫ম মার্গ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম জবন ফল-চিত্ত। ধর্ম্ম-গ্রন্থের উপমানুসারে প্রথম তিন জবন-চিত্তক্ষণ যেন তিন ঝাপ্টা বাতাস, নির্ব্বাণরূপী চন্দ্রকে আচ্ছন্নকারী স্থূল-মধ্যম-সূক্ষ্ম ক্লেশ-মেঘকে অপসারিত করে। চতুর্থ গোত্রভূ-চিত্তক্ষণ প্রকৃত চন্দ্র-দর্শন। প্রথম তিন জবনের আলম্বন লক্ষণ-জ্ঞান সহ সংস্কার-ধর্ম্ম; ইহার পরিভাষা "সত্যানু-লোমিক-জ্ঞান" অর্থাৎ সত্য-গঠনকারী জ্ঞান; ইহা চারি সত্য-আচ্ছন্নকারী অবিদ্যাকে বিদূরণ করে। গোত্রভূ-চিত্ত লৌকীয় আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণালম্বন গ্রহণ করে, কিন্তু ক্লেশ দূরীভূত করিতে পারে না। তৎপর লোকোত্তর মার্গ-চিত্তক্ষণ; এই মার্গ-জবন-ক্ষণে "দুঃখ-সত্য" অতিশয় স্পষ্টীভূত হয়; সৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ বিসর্জ্জিত হয়; নির্ব্বাণের উপলব্ধি হয়; এবং আষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলিত হয়। তৎপর দুই ফল চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হইয়া ভবাঙ্গ-পাত হয়। ইহাই স্রোতাপন্নের চিত্তোৎপত্তি।

৭। **জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি**ঃ— সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হতের চিত্তও এই নিয়মে উৎপন্ন হয়। তবে তাহাদের গোত্রভূ-জবন বোদান অর্থাৎ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়; এই মাত্র পার্থক্য। ৪৫—৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"শীল-বিশুদ্ধি" হইতে "প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি" পর্য্যন্ত ছয় বিশুদ্ধি দ্বারা লোকোত্তর মার্গ লাভ হয়। এই চারি মার্গের সমষ্টিগত নাম "জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি"। ইহা সপ্তম বিশুদ্ধি এবং "মার্গ-জ্ঞান" নামেও অভিহিত হয়।

বিদর্শকের প্রথম নির্ব্বাণ-দর্শন তাঁহাকে "স্রোতাপন্নে" উদ্বুদ্ধ করে। এই অবস্থায় দশ সংযোজনের মধ্যে সৎকায়-দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ ও বিচিকিৎসা ছিন্ন হয়। নির্ব্বাণের উপলব্ধি হেতু তিনি নবীভূত বীর্য্য-প্রয়োগে সমর্থ হন এবং বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মানুশীলনে দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করেন। কাম রাগ ও ব্যাপাদের দুর্ব্বলতা সম্পাদনে তিনি "সকৃদাগামী" এবং তাহাদের ধ্বংসে "অনাগামী" হন। তৎপর রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যার নিরবশেষ ধ্বংস-সাধনে "অর্হৎ" হন; তখন বুঝিতে পারেন তাঁহার করণীয় সম্পাদিত, দুঃখের বোঝা নিক্ষিপ্ত, তৃষ্ণা বিশুষ্ক, নির্ব্বাণের পথ পর্য্যটন পরিসমাপ্ত।

প্রত্যবেক্ষণ-বীথিঃ— প্রথম তিন মার্গের উদ্বোধন পঞ্চ বিষয়ে প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা সংসাধিত হয়। (১) মার্গ-লাভ; (২) ফল-উপভোগ; (৩) নির্ব্বাণের উপলব্ধি; (৪) বিদূরিত ক্লেশ প্রত্যবেক্ষণ; (৫) বিদূরিতব্য ক্লেশ প্রত্যবেক্ষণ। কিন্তু অরহত্ত-মার্গে শুধু প্রথম চারিটিই প্রত্যবেক্ষণীয়। কারণ এই অবস্থা, সমগ্র ক্লেশের ধ্বংসাবস্থা; ইহাতে বিদূরিতব্য ক্লেশ থাকে না। এই প্রত্যবেক্ষণ এই প্রণালীতে সম্পাদিত হয়ঃ—

ভবাঙ্গোপচ্ছেদের পর মনোদ্বারাবর্ত্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং তদনন্তর জবন-স্থানে চিত্ত সপ্ত চিত্তক্ষণ জবিত॰ হইয়া ॰ভবাঙ্গে পতিত হয়। অরহত্ব ভিন্ন অন্য তিন মার্গের চিত্ত অষ্ট মহাকুশলের জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত ১ম, ২য়, ৫ম বা ৬ষ্ঠ চিত্ত; এবং অর্হতের ঐ ঐ ক্রিয়া-চিত্ত। কিন্তু যখন বিদূরিত ক্লেশ ও বিদূরিতব্য ক্লেশ প্রত্যবেক্ষণ করা হয়, তখন নিম্নস্থ মার্গত্রয়ের চিত্ত ৮ মহাকুশল চিত্তের যে কোন একটি এবং অর্হতের ঐ ক্রিয়া-চিত্তের যে কোন একটি — জবন-স্থানে উৎপন্ন হয়।

ফল-সমাপত্তিঃ— প্রত্যেক আর্য্য-পুদ্গল, তাঁহার উচ্চতর মার্গ লাভের পূর্ব্বে, প্রাপ্ত মার্গের ফলোপভোগ করিতে করিতে কালযাপন করেন। এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ফলোপভোগের নাম "ফল-সমাপত্তি"। সমাপত্তি অর্থ মহাপ্রাপ্তি। এই ধ্যান-সমাপত্তি-বীথিও সবিতর্ক, সবিচার ধ্যান-বীথির অনুরূপ। শুধু পার্থক্য এই যে, সমাপত্তি-বীথিতে ধ্যানের স্থায়িত্ব কাল ইচ্ছানুসারে দীর্ঘ করা যায়। এইরূপ দীর্ঘ করিবার শক্তি "নিমিত্ত-বিভাগে" উল্লেখিত অভ্যাসে আয়ত্ত করিতে হয়।

নিরোধ-সমাপত্তিঃ— যেই অনাগামী বা অর্হৎ রূপাবচর ও অরূপাবচর ধ্যানে অভ্যস্ত, তিনি যদি ফল-সমাপত্তিতে নির্ব্বাণ শুধু উপলব্ধি করিয়া ক্ষান্ত না হন এবং যদি তাঁহার সেই জীবনে লব্ধ-নির্ব্বাণ উপভোগে ইচ্ছুক হন, তবে তিনি নিরোধ-সমাপত্তি-ধ্যানে মগ্ন হন। সর্ব্ব প্রথম তিনি রূপাবচর প্রথম ধ্যানে নিমজ্জিত হন। সেই ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া সেই ধ্যান-চিত্তের ত্রি-লক্ষণ পূর্ব্ব বর্ণিত দশ প্রকার বিদর্শন-জ্ঞানানুসারে ভাবনা করেন। তৎপর ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং অরূপের আকিঞ্চনায়তন-ধ্যান-চিত্ত পর্য্যন্ত দশ বিদর্শন-জ্ঞানানুসারে ভাবনা করেন। আকিঞ্চনায়তন হইতে জাগ্রত হইয়া, দশ বিদর্শন-ভাবনা না করিয়া, চারি

অধিষ্ঠান ভাবনা করেন। (১) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যেন জল, কীট বা চোর দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে বিনষ্ট না হয়। (২) যেন তিনি ধ্যান হইতে যথাকালে জাগ্রত হন। (৩) বুদ্ধের আহ্বানের সময় যেন তিনি ধ্যান-ভঙ্গ করিতে পারেন। এবং (৮) পরবর্ত্তী সাত দিনের মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইবে কিনা তাহা যেন তিনি জানিতে পারেন। তৎপর তিনি চতুর্থ অরূপ-ধ্যানে পুনঃ নিমগ্ন হন। তৎপরই যাবতীয় চিত্ত-ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। নিরোধ-সমাপত্তি হইতে জাগ্রত হইবার কালে, স্ব স্ব মার্গের ফল-জবন-চিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য নির্ব্বাণালম্বন গ্রহণ পূর্ব্বক জবিত হইয়া ভবাঙ্গে পতিত হয় ফল-সমাপত্তি ও নিরোধ-সমাপত্তিতে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বাণ উপলব্ধ হয়; পরবর্ত্তী অবস্থায় নির্ব্বাণ কতক পরিমাণে উপভোগ করা হয় এবং তাঁহাকে কোন শারীরিক বেদনা আক্রমণ করিতে পারে না। তৎপর প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানোদয় কালে অনাগামীর প্রথম বা দ্বিতীয় মহাকুশল-চিত্ত এবং অর্হতের ঐ মহাক্রিয়া-চিত্ত জবিত হয়। তৎপর চিত্তের ভবাঙ্গ-পাত।

নিরোধ-সমাপত্তি-ধ্যানে মগ্ন হইবার কালে প্রথম বাক্-ক্রিয়া, তৎপর কায়-ক্রিয়া, তৎপর চিত্ত-ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রথম বিতর্ক-বিচার, তৎপর নিশ্বাস প্রশ্বাস, তৎপর সংজ্ঞা-বেদনা নিরুদ্ধ হয়। এবং এই ধ্যান হইতে উত্থিত হইবার কালে, প্রথম চিত্ত-সংস্কার, তৎপর কায়-সংস্কার, সর্ব্বশেষে বাক্-সংস্কার বা বিতর্ক-বিচার উৎপন্ন হয়।

এ পর্য্যন্ত অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহে কর্ম্মস্থান পরিচ্ছেদের
সংক্ষেপার্থ বর্ণন সমাপ্ত।

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৫, ১০, ১৫	অকিঞ্চনায়তন	আকিঞ্চনায়তন
৭	২ নীচ হইতে	চতুধা	চতুর্দ্ধা
১০	৭	সপ্তত্রিংশ	সপ্তত্রিংশৎ
১৮	১১	দষ্টিগত	দৃষ্টিগত
২১	১	বিচিকিৎসা ও	দ্বিতীয়টি
২১	২১	তেমমি	তেমনি
২২	৪ নীচ হইতে	নিক্রান্তি	নিকান্তি
৩৪	২	কি	কিন্তু
৩৬	২০	একগ্রতা	একাগ্রতা
৩৬	২২	ব্যয়ামের	ব্যায়ামের
৪২	৯	লোমকুপে	লোমকূপে
৪৪	২	ভেদ	ভেদে
৫০	৪ নীচ হইতে	কুশল বিপাক	কুশল, [illegible]
৫৪	১২	চারি চিত্ত	চারি ধর্ম্ম
৫৪ ৫৫	শেষ ১	"কিন্তু লোকীয় কামাবচর চিত্তে"—	"কিন্তু লোকীয় চিত্তের মধ্যে কামাবচর কুশল চিত্তে"
৬০	১ পাদটীকার	বিতর্কতাদি	বিতর্কাদি
৭৩	৯	সর্ব্ব অকুল—	সর্ব্ব অকুশল—
৭৬	২০শ পংক্তির "নিজকে" এই শব্দটি উঠাইয়া দেন।		
৮২	২	থাহং	খ্যাহং
৮২	৫ নীচ হইতে	বেসিয়া বিয়	বেসিযা বিয
৯০	৬	অদ্বেষ	অমোহ
৯৭	১ নীচ হইতে	সঙ্গে	সঙ্গে,
[illegible]	১৪	স্কন্ধের	স্কন্ধের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৪	৫ নীচ হইতে	many	may
১১৪	৬ নীচ হইতে	who	we who
১১৬	৮	ভদে	ভেদে
১১৬	১০	করিতেছে	করিতেছে
১১৯	১৯	উৎপন্ন হয়	উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়।
১২৮	৪ নীচ হইতে	বিমুক্ত	বিযুক্ত
১৩৬	১৩	ভবাঙ্গে পতিত হয়	নিরুদ্ধ হয়
১৪৩	৫	২৩ বিপাক	২৩ কাম-বিপাক
১৪৭	৫	একুণে	একুনে
১৪৮	৪,	আভস্বর	আভাস্বর
১৫০	৬, ৭, ৮	চতুর্গুণ	চতুর্গুণ
১৫২	৭	দেবগণে	দেবগণের
১৫৬	১২	ত্রিহেতুক	ত্রিহেতু
১৬০	৭	গ্রহণ করে	হয়
১৬১	পাদ-টীকা	নিরুপাধি	নিরুপধি
১৬৬	৫ নীচ হইতে	আনন্তার্য্য	আনন্তর্য্য
১৬৮	১০	উপপদ্য	দৃষ্টধর্ম্ম
১৭৩	১৬	লোকী	লোকীয়
১৭৮	৬ নীচ হইতে	প্রহাতব্য	অপ্রহাতব্য
১৮০	৭ম পংক্তির	"কামাবচর-জবন"-র সঙ্গে যোগ করুন "ও অভিজ্ঞা"	
১৮০	১৮	সম্ভূত	সম্ভূত।
১৮০	২১	চিত্তেতে পঞ্চাশ	চিত্তে পঞ্চদশ
১৮০	২২	ঋতুৎপন্ন	ঋতুৎপন্ন
১৮৯	১৯	উৎপত্তি বা উৎপাদনকারী গুণ	উৎপন্ন গুণ
১৮৯	২১	ইত্যাদির উৎপাদক গুণ	ইত্যাদি উৎপন্ন গুণ
১৮৯	২২—২৩	ইত্যাদির উৎপাদক গুণ	ইত্যাদি উৎপন্ন গুণ
১৯৪	১৯	পরিচ্ছেদ-রূপের	পরিচ্ছেদ রূপের
১৯১	১৫	ঘটিয়াই	ঘটিয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯১	১ নীচ হইতে	আরষ্ট	আড়ষ্ট
১৯৩	৪ নীচ হইতে	প্রসাদ-রূপ।	প্রসাদ-রূপ
১৯৬	২১শ পংক্তির "ভবন-চিত্ত" এর পর যোগ করুন "এবং অভিজ্ঞা বা রূপাবচর পঞ্চম ধ্যান-চিত্ত"		
১৯৭	৬	উচ্ছ্বাস	াস,
২০০	৬	সম্ভূত	সম্ভূত
২০৬	২, ১০, ১৪ নীচ হইতে	সপ্তত্রিংশ	সাঁয়ত্রিশ
২০৮	৪	সজ্ঞা	সংজ্ঞা
২০৮	৭	তৃষ্ণা	কৃষ্ণ
২১৩	৪ নীচ হইতে	দাকিলেও	থাকিলেও
২১৫	১৬ পংক্তির পর যোজিতব্য "নীবরণ, সংযোজন, ক্লেশের সহিত "ঔদ্ধত্য" নিয়ত থাকে হয়ে বিজড়িত		
২১৫	৭ নীচ হইতে	বিস্ফন্দিত	বিস্পন্দিত
২১৭	ঐ	দ্যানাঙ্গ	মার্গাঙ্গ
২১৭	২, ৪ ঐ	কুশল	শোভন
২১৮	১	কুশল	শোভন
২২০	১২	দশমটি	নবমটি
২২৫	১৪, ২৩	চতুর্থ	পঞ্চম
২৩১	দ্বিতীয় প্যারার শেষাংশে যোগ করুন		'এই ছয়টি বাহিরস্থ ধাতু।
২৩২	৪	যদ্বারা	যদ্দ্বারা
২৩৫	৫ নীচ হইতে	অন্যেন্য	অন্যোন্য
২৩৬	১৫	মার্গজ	মার্গাঙ্গ
২৩৯	৪	প্রত্যয়	প্রত্যয়কে
২৩৯	৩ নীচ হইতে	"ত্রিবিধ প্রজ্ঞপ্তির মধ্যে	"রূপ, নাম, প্রজ্ঞপ্তি এই ত্রিবিধের মধ্যে"

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]৩	৭	জড়াঙ্গড়ে	জড়াঙ্গড়ের
[illegible]৭	৪	সম্বন্ধীভূত	সম্বন্ধীভূত,
[illegible]৮	চতুর্দ্দশ পংক্তির পর যোগ করুন "কিন্তু মীমাংসা বা প্রজ্ঞার আধিপত্যে অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় না"		
২৫৪	১২ নীচ হইতে	অব্যাকৃত	অব্যাকৃতে
২৫৪	৯ "	চিত্তে জবন নাই,	কুশলচিত্তে একাধিক জবন নাই,
২৬০	৬ "	অবিগত	বিগত
২৬৮	১১	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত
২৯১	৫	"অন্তরে ভীতির"	অন্তরে ইহার ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে জ্ঞানের
২৯৪	২ নীচ হইতে	ধংসাবস্থা	ধ্বংসাবস্থা

গ্রন্থকারের প্রণীত অন্য দুইটি উপাদেয় পুস্তক ঃ—

"উপোসথ-সহচর"—বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও সাধনার বিবরণ। বিশেষতঃ "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" ও "স্মৃতি-প্রস্থান" সম্বন্ধে অতি সরল, স্পষ্ট আলোচনা। মূল্য ॥॰ আনা।

"প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি" বা কার্য্য-কারণ-নীতি। অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহের ৮ম পরিচ্ছেদে বক্তব্য বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা। মূল্য ।॰ আনা।